ছাত্র ও যুব সমাজের মুখোমুখী মাওলানা মওদূদী র.

www.pathagar.com

ছাত্র ও যুবসমাজের মুখোমুখী মাওলানা মওদূদী (র)

সংকলন ঃ
সেলিম মনসুর খালিদ

অনুবাদ ঃ
শেখ জেবুল আমীন দুলাল
আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২১৯

২য় প্রকাশ
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩০
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
মে ২০০৯

বিনিময় : ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تصريحات -এর বাংলা অনুবাদ

CHATRO-O-JUBOSHMAJER MOKHOMOKHE MAWLANA MAUDOODI Collected by Shalim Mansur Khalid. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 200.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রবেশিকা

এ গ্রন্থটি মূলত বর্তমান বিশ্বের চলমান ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সার্বিক অবস্থা ও গতিধারার একটা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। বিগত বছরগুলোতে আন্দোলন ব্যাপদেশে কি কি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়? জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে কি কি অগ্রগতি সাধিত হয়? 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' এই বক্তব্যকে বিশ্বজুড়ে কিভাবে পরিচিত করানো হয়েছে? ইসলামী আন্দোলন কি কি সমস্যা ও তার অতিক্রম করেছে? আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির গতি প্রকৃতি কি? এ ব্যাপারে যুবসমাজের ভূমিকা ও তৎপরতা কি ছিল? ইসলামী জমিয়তে তালাবার দীপ্তপ্রাণ যুবকেরা কেন এবং কিভাবে মুসলিম উম্মাহর আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো? আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে? কি কি অভিযোগ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে? এ পথে চলতে গিয়ে কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে? সমসাময়িক যুগে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? কঠিন এবং নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলন কিভাবে অগ্রসর হয়েছে? আধুনিক যুগে ইসলাম কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? কি কি ধরনের প্রশ্নাবলী উত্থাপিত হচ্ছে ? আধুনিক বিশ্বে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে একটি বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবন বিধান হিসেবে তুলে ধরার জন্য জ্ঞান ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে কোন্ পর্যায়ের উন্নতি সাধিত হয়েছে? এ গ্রন্থটির পাতায় পাতায় এ রকম অগণিত জিজ্ঞাসার জবাব আপনারা সূর্যালোকের মত স্পষ্ট দেখতে পাবেন।

ইসলামী আন্দোলনের নওজোয়ান কর্মী বাহিনীর পক্ষ থেকে যুগ সমস্যার আলোকে প্রশ্ন আর ইসলামী আন্দোলনের প্রধান পুরোধার জ্ঞানগর্ভ উত্তর সম্বলিত মূল্যবান এ গ্রন্থখানি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি উজ্জ্বল প্রদীপ, চলার পথের ঘনিষ্ঠ সাথী এবং আন্দোলনের দীর্ঘ চড়াই উৎরাইয়ে অমূল্য পাথেয়।

নেতাদের নেতা এবং বর্তমান যুগের ইসলামী আন্দোলনের নকীব সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ইসলামী ছাত্র সংঘের বিভিন্ন সমাবেশে অংশগ্রহণ করে যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছেন, তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, তাদের মনের হাজারো জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। দেশ-বিদেশের বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, আলিম, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রশ্ন ও বিতর্কিত বক্তব্যের সারগর্ভ এবং চমকপ্রদ জবাব দিয়েছেন। সৌদী আরবসহ বিভিন্ন দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রদের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাত প্রদান করেছেন, তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং তাদেরকে দিয়েছেন সঠিক পরামর্শ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, লন্ডন সফরের সময় সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর যুবকদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছেন, বক্তৃতা করেছেন, তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন, উন্নত জীবনযাত্রাকে কিভাবে ইসলামের কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। ইসলামের যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান এবং পরিচিতির জন্য কিভাবে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত জীবনকে

www.pathagar.com

গড়ে তুলতে হবে, কিভাবে নিজেদের সামষ্টিক তৎপরতাকে সর্বোত্তম পন্থায় কাজে লাগাতে হবে, তা তিনি সুনিপুণভাবে বলে দিয়েছেন। মোটকথা, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী দুনিয়ার সমসাময়িক এমন কোনো সমস্যা খুঁজে বের করা প্রায় দুঃসাধ্য যে বিষয়ে মরহুম মাওলানা (র) দৃষ্টিপাত করেননি।

বিভিন্ন দেশের স্ব স্ব পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের চিন্তা ও প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে মাওলানার পরামর্শ চেয়েছে, অভিযোগ আপত্তি ও বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যে পথনির্দেশনা কামনা করেছে, ইসলামের ইতিহাসের কিছু জটিল সমস্যার সমাধান জানতে চেয়েছে, ইবাদত, প্রশিক্ষণ, আত্মশুদ্ধি, পবিত্রতা, সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আন্দোলন-বিপ্লব, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, জাতিগঠন এবং ইসলামী বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যাবলীর সমাধান জানতে চেয়েছে। আর মাওলানা (র) একজন দক্ষ কারিগরের মতো আল্লাহ প্রদত্ত বুঝ, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে সেগুলোর যুগপোযোগী ও যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান দিয়েছেন। শ্রোতারা তাঁর অসাধারণ জ্ঞানগর্ভ ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর গভীর পারদর্শীতা দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞা দেখে এবং বাস্তবধর্মী জবাব শুনে দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীর আস্থা সৃষ্টি হয় শ্রোতাদের মনে। প্রতিটি জবাবে রয়েছে আল্লাহর পথে আহবানের সুস্পষ্ট প্রভাব, যা শ্রোতাদের মর্মমূলে আবেদন সৃষ্টি করে। তাঁর উপস্থাপন ও বাচনভংগি বিশ্লেষণ করলে অনুভব করা যায়, আল্লাহ তা'আলা মরহুম মাওলানাকে এই ময়দানে কাজ করার জন্যই বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। এমন ব্যক্তিত্ব শুধু এ শতাব্দীতে নয়, বরং কয়েক শতাব্দীতেও পাওয়া দুষ্কর।

বক্তৃতা, মতামত, গবেষণা, দাওয়াত, প্রশিক্ষণ, জ্ঞান, মারেফাত, সিদ্ধান্ত ও পরামর্শের এক অভূতপূর্ব এবং ফলপ্রসূ সংগ্রহ অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠ করলে বুঝা যায় যে, মাওলানা ইসলামী আন্দোলনের জন্য কতটা নিরলসভাবে সদাব্যস্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মরহুম মাওলানা (র) নিজের একটি জীবনকে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছেন, যা হাজারো জীবনের পক্ষেও কঠিন।

এ বইয়ের একটি আভ্যন্তরীণ দিকও রয়েছে। তাহলো, এটি পাঠকালে শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তা নায়ক, মুজতাহিদ, মর্দে মুজাহিদ, আল্লাহর দিকে আহবানকারী, ইসলামী আন্দোলনের নকীব এবং ঈমানী চেতনা বিতরণকারী, এক মহামনীষীর মজলিশে নিজেকে উপস্থিত মনে হয়। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় মাওলানার মজলিশে আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁর বিতরণ করা জ্ঞানের আলোকচ্ছটা আহরণ করছি। মনে নেমে আসে প্রশান্তির ছায়া। অন্তরে প্রবাহিত হয় ঈমানী প্রেরণার ফল্গুধারা।

এ বইটি ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে সর্বপ্রথম লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। সংকলন করেছেন সেলিম মনসুর খালিদ। কঠোর পরিশ্রম করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান জিনিসগুলোকে তিনি একত্রিত করেছেন। সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন এবং ছাত্র

www.pathagar.com

ও যুব সমাজকে একটি অমূল্য ও আকর্ষণীয় উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থটি সংকলন প্রসংগে জনাব সেলিম মনসুর খালিদ বলেন ঃ সিরাজুল মুস্তাকীমের এ উজ্জ্বল রেখা চিত্র বছরে বছরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং ডায়রীর পাতায় অংকিত হয়ে আসছিল। ১৯৭৭ সালের মে মাসে সেগুলো একত্রিত করার ইচ্ছা জাগে। শ্রদ্ধেয় মাওলানার খেদমতে এ বাসনার কথা পেশ করি, তিনি বলেন ঃ 'অত্যন্ত সতর্কতার সংগে এসব বিষয় প্রথমে একত্রিত করুন।' এই বিক্ষিপ্ত পাতাগুলোকে একত্রিত করে তাঁকে দেখালাম। সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন তিনি। এটিকে সর্বাংগীন সুন্দর করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী বিচারপতি মালিক গোলাম আলীকে সংকলনটি একনজর দেখিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিলেন। আমরা যথাসাধ্য পূর্ণ সতর্কতার সাথে মাওলানার ইচ্ছা এবং মালিক গোলাম আলী সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী একাজ সামাধা করি।"

আল্লাহ সেলিম মনসুর খালিদের সাধনা কবুল করুন। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করতে পারায় আমরা মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। ইসলামী আন্দোলনের দীপ্তপ্রাণ তরুণ কর্মী বাহিনী নিজেদের মান উন্নয়ন, সমাজ গঠন ও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য এই গ্রন্থটিকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবে এবং এ থেকে প্রেরণা ও পথনির্দেশনা পাবে বলে আশা করি। এই সুন্দর সাথীটিকে প্রতি মুহূর্তে তরুণেরা সাথে রাখবে এবং অধিক থেকে অধিকতর জনগোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে দেবে বলে আশা রাখি।

আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা দান করুন, আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

www.pathagar.com

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন

শেখ জেবুল আমীন দুলাল ঃ

আসর ঃ ১—২০, ২২—২৬, ২৮, ২৯, ৩১—৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৯—৪৩।

আবদুস শহীদ নাসিম ঃ

আসর ঃ ২১, ২৭, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪৪, ৪৫।

www.pathagar.com

- প্রবেশিকা ৭
- আসর এক ঃ ১৯৫০ ইং ঃ লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে তালাবার বার্ষিক সম্মেলনে ১৩
- আসর দুই ঃ ১৯৫৫ ইং ঃ করাচীর ছাত্রদেরকে দেয়া সাক্ষাতকার ১৯
- আসর তিন ঃ ১৯৫৯ ইং ঃ আমেরিকায় প্রবাসী জনৈক ছাত্রের পত্রের জবাবে ২৯
- আসর চার ঃ ১৯৬২ ইং ঃ মাওলানার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সাইয়্যারা ডাইজেস্টকে দেয়া সাক্ষাতকার ৩৫
- আসর পাঁচ ঃ ১৯৬২ ইং ঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে দেয়া সাক্ষাতকার ৪৩
- আসর ছয় ঃ ১৯৬৩ ইং ঃ কেন্দ্রীয় সভাপতিকে দেয়া সাক্ষাতকার ৫১
- আসর সাত ঃ ১৯৬৪ ইং ঃ হাইকোর্টে প্রদত্ত ভাষণ ৫৫
- আসর আট ঃ ১৯৬৫ ইং ঃ কাশ্মীরি ছাত্রদের সাথে ৫৯
- আসর নয় ঃ ১৯৬৭ ইং ঃ ঝিলম আইনজীবী সমিতির সাথে ৬৫
- আসর দশ ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ ঢাকায় ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দের সাথে ৭১
- আসর এগার ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ করাচী জমিয়তে তালাবার সাথে ৮১
- আসর বার ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ সিন্ধুর ওক্করে ছাত্র সমাবেশে ৯৩
- আসর তের ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্র ও নাগরিকদের সাথে ১০১
- আসর চৌদ্দ ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ লাহোরে জমিয়তে তালাবার কর্মীদের সাথে ১১৩
- আসর পনের ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ করাচীতে ১২১
- আসর ষোল ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ লন্ডনে যুক্তরাজ্য ইসলামিক মিশনের সম্মেলনে ১২৫
- আসর সতের ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ লন্ডনে প্রবাসী আরব ছাত্রদের সাথে ১৩৩
- আসর আঠার ঃ ১৯৬৮ ইং ঃ লন্ডনে ১৪১
- আসর উনিশ ঃ ১৯৬৯ ইং ঃ মরক্কোর জনৈক সাংবাদিককে দেয়া সাক্ষাতকার ১৪৭
- আসর কুড়ি ঃ ১৯৬৯ ইং ঃ লাহরে জমিয়তে তালাবার বার্ষিক সম্মেলনে ১৫৩
- আসর একুশ ঃ ১৯৭০ ইং ঃ ঢাকার হোটেল ইডেনে ইসলামী ছাত্র সংঘের সম্মেলনে ১৭১
- আসর বাইশ ঃ ১৯৭০ ইং ঃ করাচীর জমিয়ত কর্মীদের সমাবেশে ১৭৯
- আসর তেইশ ঃ ১৯৭২ ইং ঃ ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি ১৯১

www.pathagar.com

- আসর চব্বিশ ঃ ১৯৭২ ইং ঃ পাঞ্জাব জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে ১৯৯
- আসর পঁচিশ ঃ ১৯৭৩ ইং ঃ [illegible] অনুষ্ঠিত জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে ২০৭
- আসর ছাব্বিশ ঃ ১৯৭৪ ইং ঃ জমিয়তের মুখপত্রের জন্য প্রদত্ত সাক্ষাতকার ২১৫
- আসর সাতাশ ঃ ১৯৭৪ ইং ঃ লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে তালাবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরে ২২৩
- আসর আটাশ ঃ ১৯৭৪ ইং ঃ কানাডার টরেন্টোতে মুসলিম ছাত্র সমিতির সমাবেশে ২২৯
- আসর উনত্রিশ ঃ ১৯৭৪ ইং ঃ লাহোরের ইস্ট পাকিস্তান হাউজে জমিয়ত কর্মীদের সাথে ২৫৩
- আসর ত্রিশ ঃ ১৯৭৫ ইং ঃ জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে ২৫৯
- আসর একত্রিশ ঃ ১৯৭৫ ইং ঃ ইসলামাবাদ কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ২৭৩
- আসর বত্রিশ ঃ ১৯৭৫ ইং ঃ ছাত্র প্রতিনিধিদলকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার ২৭৭
- আসর তেত্রিশ ঃ ১৯৭৫ ইং ঃ জমিয়তের পাঞ্জাব প্রাদেশিক শিক্ষা শিবিরে ২৮১
- আসর চৌত্রিশ ঃ ১৯৭৫ ইং ঃ পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অফ এডুকেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ২৮৯
- আসর পঁয়ত্রিশ ঃ ১৯৭৫ ইং ঃ পাঞ্জাব জমিয়তের শিক্ষা শিবিরে ২৯৫
- আসর ছত্রিশ ঃ ১৯৭৫ ইং ঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে ৩০১
- আসর সাইত্রিশ ঃ ১৯৭৬ ইং ঃ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদলের সাথে ৩০৯
- আসর আটত্রিশ ঃ ১৯৭৬ ইং ঃ রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদলের সাথে ৩১৭
- আসর উনচল্লিশ ঃ ১৯৭৬ ইং ঃ পাঞ্জাব জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবির ৩২১
- আসর চল্লিশ ঃ ১৯৭৭ ইং ঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের পত্রিকাকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার ৩২৯
- আসর একচল্লিশ ঃ ১৯৭৭ ইং ঃ একটি ম্যাগাজিনকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার ৩৩৭
- আসর বিয়াল্লিশ ঃ ১৯৭৭ ইং ঃ লাহোরে জমিয়তে তালাবার ইফতার মাহফিলে ৩৪১
- আসর তেতাল্লিশ ঃ ১৯৭৮ ইং ঃ রেডিও পাকিস্তানকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার ৩৪৯
- আসর চুয়াল্লিশ ঃ ১৯৭৯ ইং ঃ মাদ্রাসা ছাত্রদের শিক্ষা শিবিরে ৩৭১
- আসর পঁয়তাল্লিশ ঃ ১৯৭৯ ইং ঃ এম, এস, এ-র প্রতিনিধিকে দেয়া সাক্ষাতকার ৩৭৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর এক ঃ লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে তালাবার বার্ষিক সম্মেলনে

নভেম্বর ১৯৫০ইং

১৯৫০ সালের ২৫ এবং ২৬ নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী জমিয়তে তালাবার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে প্রশ্নোত্তরের আসরে মাওলানা মওদূদী ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

❑ সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রদের ভূমিকা, ❑ কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রদের ভূমিকা, ❑ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রদের বাধ্যতামূলক চাকুরী, ❑ শরাফাত ও গ্রহণযোগ্যতার সীমা, ❑ জরুরী পরিস্থিতি ❑ ইসলামী রাষ্ট্রে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা ❑ খেলাফতে রাশেদার পতনের পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রদের ভূমিকা

প্রশ্ন : শিক্ষা জীবনে সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রদের কতটুকু মনোনিবেশ করা উচিত?

উত্তর : ছাত্ররা যতক্ষণ নিজেদের অধিকাংশ সময় শিক্ষা অর্জনে ব্যয় না করবে, ততক্ষণ কোন বিষয়ে তাদের ব্যাপক যোগ্যতা ও গভীর পারদর্শিতা অর্জিত হতে পারে না। রাজনীতি সরাসরী আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যারা শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। তবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয় জরুরী বিষয়ের ব্যাপারে আপনারা ওয়াকিফহাল থাকবেন। রাজনীতির সাথে আপনাদের সম্পর্ক শুধু এতটুকুই থাকতে পারে, এর বেশী নয়। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবর্তে আপনারা শুধু রাজনীতির তাত্ত্বিক চর্চা করুন, যাতে করে আপনাদের জ্ঞান ভাসাভাসা এবং দৃষ্টিভঙ্গী ভারসাম্যহীন না হয় এবং আপনারা কোন বিষয়ে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাজনীতি আপনাদের জন্য নিষিদ্ধ বৃক্ষ। একটি দেশের যুবসমাজ নিজের দেশের ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। কখনো এমন সময় আসতে পারে যখন আপনাদেরকেও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এমন অবস্থা প্রতিদিন আসে না। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তবে নিজেদের দায়িত্ব পালন শেষে পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে পুনরায় শিক্ষা সমাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। রাজনীতির প্রতি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন না।

ছাত্রসংসদ রাজনীতি

প্রশ্ন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংসদ রাজনীতিতে আমাদের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্ররাজনীতি জাতীয় রাজনীতিরই প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনারা সন্ত্রাসী ও উশৃংখল ছাত্রদের সাথী হবেন না। বরং আপনারা তাদের সাথী হবেন, যারা সবচেয়ে বেশী কর্মঠ, বুদ্ধিমান এবং ভদ্র। কখনো কখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যা কেবল ছাত্রদের কাছে অসহ্যই নয়, বরং মূলতই খারাব। আমার ধারণা, পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা চালানো হলে ভদ্রতা আর নিয়মতান্ত্রিকতার মোকাবিলা কেউ দীর্ঘক্ষণ করতে পারে না। পরিস্থিতি খারাব হয় তখন, যখন অন্যায় দিয়ে অন্যায় দূর করার চেষ্টা চালানো হয়। সর্বদা ন্যায় দিয়ে অন্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন। জীবনের সংশোধন এভাবেই করা সম্ভব।

শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধনের জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন, তাতে আমি আপনাদেরকে নিষেধ করি না। এসব সংশোধন করা আপনাদের কর্তব্য। তবে আমি কেবল এটাই বলতে চাই যে, আপনাদের পদ্ধতি হবে যুক্তিযুক্ত। সুশৃংখল ও

www.pathagar.com

ভদ্রজনোচিত। এভাবেই আপনারা আপনাদের পারিপার্শ্বিক প্রতিটি অন্যায়ের অবসানের চেষ্টা করুন।

ডাক্তারদের বাধ্যতামূলক চাকুরী

প্রশ্ন : দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে পাশ করা ছাত্রদের বাধ্যতামূলক চাকুরীর ব্যাপারে আপনার কি ধারণা ?

উত্তর : এই মুহূর্তে আমার সম্মুখে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে, এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমি কোন মত স্থির করিনি। তবে নীতিগতভাবে একথা ঠিক যে, দেশ ও জাতির কোন প্রয়োজনে যদি কোন পেশার দক্ষ লোকদের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাদের খেদমত বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা যেতে পারে। বর্তমানে দেশে ডাক্তারের সংখ্যা খুবই কম। এমন অসংখ্য গ্রাম রয়েছে, যেখানে একজন ডাক্তারও নেই। অতএব, এ পরিস্থিতিতে ডাক্তারদেরকে চাকুরীর জন্য বাধ্য করার প্রস্তাব যুক্তিসংগত। শহরগুলোতেতো বহু ডাক্তার থাকবে আর গ্রামের লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বান্দাহ্ চিকিৎসার সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে, এটা কখনো হতে পারে না। তবে যেসব লোকের খেদমত গ্রহণ করা হবে, তাদেরকে প্রয়োজন পূরণের উপযোগী যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক দেয়াও জরুরী। এটা একটা যথার্থ নীতি। বেতন দিতে বিরাট রকমের ব্যাবধানকে কোন অবস্থায়ই যুক্তিসঙ্গত আখ্যায়িত করা যায় না।

ভদ্রতা আর গ্রহণযোগ্যতার সীমা

প্রশ্ন : শ্রদ্ধেয় মাওলানা, ভদ্রতা এবং যৌক্তিকতার সীমা কতটুকু ?

উত্তর : ভদ্রতা ও যৌক্তিকতা শব্দ দু'টির অর্থ সকলেই ভালোভাবে বুঝতে পারে বলে আমি মনে করি। এখানে পুনরায় শব্দ দু'টির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় আমি বিস্মিত হয়েছি। অভদ্রতা এবং ভদ্রতার মাঝে পার্থক্য করার জন্য আমি আপনাদের দৃষ্টি একটি বিশেষ মানদন্ডের দিকে আকর্ষণ করবো। যাতে আপনারা নিজেরাই ফায়সালা করতে পারবেন যে, ভদ্রতা কি, আর অভদ্রতাই বা কি। মানদন্ডটি হচ্ছে এই যে, আপনারা প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার জন্য এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন, যে পদ্ধতি আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হলেও আপনার নিকট আপত্তিকর হবে না।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে আধুনিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত বইয়ের অপ্রতুলতা খুবই দুঃশ্চিন্তার কারণ। এ জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কি করা যেতে পারে ?

উত্তর : বর্তমানে এটাই নিদারুণ মর্মান্তিক ব্যাপার। মূলনীতিতো বর্তমান রয়েছে, নেই কেবল এমন গ্রন্থ যাতে সেসব মূলনীতিকে যুগ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আপনাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। অর্থনীতির উপর আপনাদের গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থনৈতিক সমস্যাকে সম্মুখে রেখে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করুন। এরপর সমাজের দাবী

www.pathagar.com

অনুযায়ী উল্লেখিত বিষয়াবলীর উপর বই লিখুন। কিন্তু ঐকান্তিকভাবে মনোনিবেশ করে এ বিষয়ে সাধনা করার জন্য খুব কম লোকই পাওয়া যায়। দাবী উত্থাপন করার লোক তো অনেক, কিন্তু দাবী পূরণের প্রয়োজনীয় কাজ করতে এগিয়ে আসার লোকের খুবই অভাব।

জরুরী অবস্থা

প্রশ্ন ঃ দেশের চলমান ঘটনাবলীর মধ্যে কোন্‌টি জরুরী পরিস্থিতি, তা ছাত্ররা কিভাবে নির্ণয় করবে ?

উত্তর ঃ জরুরী পরিস্থিতির কোন তালিকা প্রণয়ন করা খুবই কঠিন কাজ। আপনারা প্রত্যক্ষ জরুরী রাজনীতির সাথে কতটুকু জড়িত হবেন এ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আপনাদের থাকা দরকার। আবেগ প্রবণ ব্যক্তির উপর নির্ভর করা দুঃখজনক হবে। ছাত্রদের উচিত প্রকৃত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং পরামর্শ দেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে পরামর্শ নেয়া।

জাতীয় নির্বাচনে ছাত্রদের ভূমিকা

প্রশ্ন ঃ জাতীয় নির্বাচনে ছাত্রদেরকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে ?

উত্তর ঃ যেসব ছাত্র ভোটার। আমি মনে করি, তাদের ভালো করে ভেবে দেখা উচিত যে, কাকে ভোট দেয়া উচিত এবং কাকে ভোট দেয়া উচিত নয়। যারা ভোটার হয়েছেন তারা অবশ্যই ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাদেরকে নির্বাচনী প্রচারনায় (Canvassing) অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেবো না। বড়জোর পড়া লেখার অবসরে পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। এছাড়া যে প্রার্থীকে আপনি ভোট পাওয়ার যোগ্য মনে করেন, তাকে সমর্থন করবেন। কিন্তু এ কারণে কোন অবস্থায়ই লেখাপড়া ত্যাগ করা যাবে না। ভোট গ্রহণের সময় নির্বাচনের অবৈধ তৎপরতা বন্ধ করার ব্যাপারে ছাত্ররা চেষ্টা করলে সমাজের বিরাট উপকার হবে। কেননা আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আমাদের সকল পর্যায়ের নির্বাচনে অবৈধপন্থা অবলম্বিত হয়ে আসছে।

সুদ ছাড়া ব্যাংক

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে সুদ ছাড়া ব্যাংকিং সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যাবে ?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে অতি সম্প্রতি আমি 'সুদ' নামক বইটি লিখেছি। আপনারা তা পড়লে এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব পেয়ে যাবেন। ইসলাম চায়, দেশে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। যে কোন অর্থনৈতিক লেনদেন হয়তো উদারতার ভিত্তিতে নয়তোবা লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও লাভ-লোকসানের অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এতে লাভের নির্দিষ্ট হার নির্ধারিত হবে না। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংক অপেক্ষাকৃত বেশী ভালোভাবে চলতে পারে এবং অধিকতর বাণিজ্যিক উন্নতি হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেখান থেকে সুদ-ব্যবস্থা বন্ধ না করা পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। সুদী ব্যবস্থা এবং সুদ বিহীন ব্যবস্থা পাশাপাশি চলতে থাকলে কেয়ামত পর্যন্ত সুদ নির্মূল করা যাবে না।

www.pathagar.com

খেলাফতে রাশেদা

প্রশ্ন ঃ খোলাফায়ে রাশেদার পর ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকে না থাকা কি একথা প্রমাণ করে না যে, ইসলাম শুধু মাত্র ত্রিশ বছর টিকতে পেরেছে ? এবং বর্তমানে এর প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নেই ?

উত্তর ঃ খোলাফায় রাশেদার পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ইসলামী মূলনীতি থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এথেকে কেউ কেউ "ইসলামী ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে গেছে" এই যুক্তির ইমারত দাঁড় করিয়েছেন এবং এও বলেছেন, যে ব্যবস্থা মাত্র ত্রিশ বছর চলার পর ওলট-পালট হয়ে গেছে। এখন আর তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে আমার কথা হচ্ছে, "ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মাত্র ত্রিশ বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল" এটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে ত্রিশ বছর পর্যন্ত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণ জীবনী শক্তি ও সকল বৈশিষ্ট্যসহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বের ইতিহাসে কোন মতবাদ নিজের সকল বিধি-বিধানসহ পূর্ণাঙ্গভাবে একদিনের জন্যও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। এটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থারই একটা বিরল বৈশিষ্ট্য যে, একাধারে তারপূর্ণ বিধি-বিধানসহ ত্রিশ বছর পর্যন্ত চলতে পেরেছে। আর শুধু একটি দেশেই নয়, বরং সমসাময়িক সভ্য দুনিয়ার এক বিরাট অংশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্বের অপরাপর কোন মতবাদ অদ্যাবধি এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, একথাটাও ভুল যে, "ত্রিশ বছর পর ওলট-পালট হয়ে গেছে।" একথা সত্য যে, রাসূল (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার পরিচালিত প্রকৃত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে ত্রিশ বছর পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়নি। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এরপরও ইসলামী সমাজ দর্শন একটা আন্দোলনের আকারে অব্যাহত থাকে। মানুষের জীবনে এর প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। অধিকন্তু মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা দল সর্বদা তৎপর ছিল, যারা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব সমাজকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ অবস্থাকে 'ব্যর্থতা'র সমার্থক আখ্যায়িত করা যায় না ইসলাম ব্যর্থ প্রমাণিত হয়নি বরং মানুষ ব্যর্থ হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ স্বাস্থ্যবিধিকে ধরা যাক। অধিকাংশ মানুষ যদি স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে কি স্বাস্থ্যবিধি ব্যর্থ হবে না মানুষগুলো? আপনারা ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখুন, ইসলামের মূলনীতি সঠিক ও বাস্তবসম্মত কিনা। যেসব মানুষ এগুলোকে সঠিক বলে মনে করবে। তারাই এর বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করবে। কোন ফেরেশতা এসে এগুলো বাস্তবায়িত করে দিয়ে যাবে না। এই পৃথিবীতে নাৎসীবাদ, কমিউনিজম এবং পুঁজিবাদী গণতন্ত্র চলতে পারলে ইসলাম কেন চলতে পারবে না? অপরাপর মতাদর্শের তুলনায় ইসলাম মানুষের স্বভাবের নিকটতর জীবনাদর্শ, বরং এটাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক জীবনাদর্শ। অতএব, আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আপনারা সচেতন হোন। যে মতাদর্শকে আপনারা সঠিক ও বাস্তবসম্মত বলে মনে করেন, তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হোন।

www.pathagar.com

আসর দুইঃ করাচীর ছাত্রদেরকে দেয়া সাক্ষাতকার

আগষ্ট ১৯৫৫ইং

১৯৫৫ সালের ১৪ই আগষ্ট ইসলামী জমিয়তে তালাবা, করাচীর ছাত্ররা পাকিস্তানের আজাদী দিবস উপলক্ষে মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতকারে মিলিত হন। ❑ মাওলানার অধ্যয়ন, ❑ ছাত্রদের কাছে মাওলানার প্রত্যাশা, ❑ নৈতিক পুনরুত্থান, ❑ সকল মুসলিম দেশে ঐক্যবদ্ধ ইসলামী আন্দোলন, ❑ রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ, ❑ মাওলানার প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের চ্যালেঞ্জ, ❑ সংগীত হারাম হওয়ার কারণ, ❑ ইহুদীদের দাঁড়ি আর মুসলমানের দাঁড়ি, ❑ উন্মুক্ত মাথায় নামায পড়া, ❑ পাশ্চাত্যের পোশাক, ❑ দাঁড়ি ও সেনাবাহিনীর চাকুরী, ❑ ইমামের তাকলীদ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যয়নের পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ আপনার অধ্যয়নের পদ্ধতি কি ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ যে, আমি শুধু মাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য অধ্যয়ন করি, বিনোদনের জন্য নয়। তাই অধ্যয়নের সময় হাতে পেন্সিল রাখাটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। জরুরী বিষয়সমূহ চিহ্নিত করি এবং বইয়ের চারিপার্শে প্রয়োজনীয় নোট করি। গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখারও চেষ্টা করি। আমার মনে হয়, যদি কেউ কোন বিষয় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে, তাহলে তা মনে রাখা কঠিন নয়। অধ্যয়নের সময় আপনারাও লক্ষ্য রাখবেন, বইয়ের মধ্যে কোন্ কোন্টি কাজের কথা, সেগুলো নোট করে নিন। সবসময় সুশৃংখল অধ্যয়ন করুন, বিক্ষিপ্ত অধ্যয়ন করবেন না। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সে বিষয়ে পড়তে থাকুন। সামনে অগ্রসর হবেন না।

কর্মীদের কাছে প্রত্যাশা

প্রশ্ন ঃ জমিয়তে তালাবার কর্মীদের নিকট আপনার প্রত্যাশা কি ?

উত্তর ঃ আমার প্রত্যাশা তো অনেক দীর্ঘ এবং ব্যাপক। সেসব বলতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সংক্ষেপে এটুকু ধরে নিন তারা সুদৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হবে এবং তাদের এ সুদৃঢ় চরিত্র শুধুমাত্র নিজের জীবনে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যদেরকেও প্রভাবিত করার পর্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

চারিত্রিক পুনরুজ্জীবনে পরামর্শ

প্রশ্ন ঃ চারিত্রিক পুনরুজ্জীনের জন্য আপনি কি পরামর্শ দেন ?

উত্তর ঃ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এক্ষেত্রে আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে। আপনারা সাংগঠনিক জীবনকে আরো সুদৃঢ় করুন। সবসময় এমনটিই হয়ে আসছে যে, সামষ্টিক সমস্যার মোকাবিলা সামষ্টিকভাবেই করা হয়। সামষ্টিক সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয়। একটি খড়-কুটো বন্যা প্রতিরোধতো করতেই পারে না বরং বানের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তিটুকুও তার নেই। এ কারণেই সবার আগে সমমনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয় করে ধ্বংসাত্মক শক্তি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দাঁড় করাতে হবে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকবে। একে অপরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং পরস্পরকে সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সকলকে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, সামষ্টিক স্বার্থ দ্বারা আপনারা কি পরিমাণ প্রভাবিত হচ্ছেন। এক্ষেত্রে আপনি নিজেকে Under Estmate করবেন না, Over Estimate-ও করবেন না। বরং দুষিত সামাজিক পরিবেশ আপনাকে কতটুকু প্রভাবিত করছে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করুন। অতপর নিজেদের ভেতর থেকে দুষিত অংশটুকু বের করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। যদি আপনাদের সংগঠনে সহানুভূতি সহকারে পরস্পরের

www.pathagar.com

খোঁজ খবর নেয়ার (ছিদ্রান্বেষণ নয়) উদ্যোগ থাকে, তা হলে আপনারা নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেবেন। আর এভাবেই প্রত্যেকেই একে অপরের সংশোধন করতে পারবেন।

তৃতীয় জরুরী বিষয়টি হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি বর্তমান থাকা প্রয়োজন। আমার মতে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি হলো, আপনারা সংকোচ ও দুর্বলতা মুক্ত থাকবেন। আপনার সাথে সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিদের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবেন। এভাবে এক এক করে যদি এদিকে আকৃষ্ট হতে থাকে, তাহলেই আপনাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালিত হবে।

ইসলামী আন্দোলনের ঐক্য

প্রশ্ন ঃ মুসলিম বিশ্বের সকল ইসলামী আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হয় না কেন?

উত্তর ঃ দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে সকল মুসলিম দেশে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) তোড় জোর চলছে। ফলে এটা সম্ভব নয়। সকল মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা নিজ নিজ দেশের ইসলামী আন্দোলনের কম-বেশী বিরোধিতা করছেন। এ অবস্থায় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। তাই বর্তমান সময়ে ইসলামী সংগঠনগুলো সঠিক পন্থায় কাজ করতে থাকুক এবং একে অপরের প্রতি ওয়াকিফহাল ও সহানুভূতিশীল থাকুক এটুকুই যথেষ্ট।

রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশ

প্রশ্ন ঃ রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশ নেয়া উচিত কি অনুচিত?

উত্তর ঃ রাজনীতির খেলা থেকে ছাত্রদের দূরে থাকা দরকার, যদিও নিজের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে ছাত্রদের আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ছাত্রদের নিজস্ব মতামত থাকতে হবে; ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া তাদের উচিত নয়। অবশ্য যদি কখনো কোন পরিস্থিতিতে জাতির সকল জাতীয় শক্তিকে একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সে মুহূর্তে সর্বশেষ পর্যায়ে ছাত্রদেরকেও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রতিপক্ষের সাথে চ্যালেঞ্জ

প্রশ্ন ঃ প্রতিপক্ষের সাথে মুবাহালার (পরস্পরের প্রতি অভিশাপ বিনিময়ের মাধ্যমে বিশেষ ধর্মীয় কায়দায় শপথ পূর্বক চ্যালেঞ্জ প্রদান) জন্য আপনাকে যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, আপনি তাতে সাড়া দেননি কেন?

উত্তর ঃ প্রকৃত প্রস্তাবে আমি তো কোন পেশাদার পাহলোয়ান নই যে, এ ধরনের আহ্বান এলেই সাথে সাথে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো। তদুপোরি এই মুবাহালার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, কুরআন, সুন্নাহ, হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের

www.pathagar.com

জীবন, তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীনদের জীবনে এর কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। কেবল রসূল (সা)-এর জামানায় এ ধরনের একটি ঘটনাই ঘটেছিল। পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো। হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবুয়াতের ২৩ বছরে হাজার হাজার মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। শুধুমাত্র একটি বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া কখনো তিনি মুবাহালা তথা একে অপরকে অভিসম্পাত করেননি। সাহাবায়ে কেরামগণও এ পথ অবলম্বন করেননি, অথচ তাঁদের মধ্যেও বড় বড় মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে বিরোধ হয়েছে। হযরত তাল্‌হা (রা) ও হযরত যোবায়ের (রা)-এর সাথে হযরত আলী (রা)-এর মতবিরোধ হয়েছে। হযরত ওসমান (রা) ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। এসব উপলক্ষ্যে কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। আরো অগ্রসর হয়ে তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং ইমামদের মধ্যেও বড়বড় মতবিরোধ হয়েছে এর সমাধানের জন্য কখনো মুবাহালার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। পরবর্তী কালে কিছু লোক এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রতিটি খুঁটিনাটি মতবিরোধের ক্ষেত্রেও পরস্পরের পরিবার পরিজন শুদ্ধ ময়দানে নামাতে শুরু করেছে। পরস্পরের জন্য আল্লাহর অভিশাপ ও গজবকে আহবান করতে শুরু করেছে। গোটা ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের নজীর কেবল একটিই রয়েছে। তা ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, নাজরান থেকে আগত প্রতিনিধি দল জানতো যে, নবী (সা) ঠিক বলছেন। এ ক্ষেত্রে মুবাহালার আহবান জানানো হয়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনগণ কেউই এই ঘটনাকে স্থায়ী নজীর বা সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করেননি। স্বয়ং নবী করিম (সা) সমস্যা সমাধানে কখনো এপথ অবলম্বনের কথা বলেননি। এভাবে একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণের প্রতিযোগিতাকে অনুমোদনও করেননি।

অতএব, এটা চিন্তা করার বিষয়, বিতর্কে জড়িত প্রতিটি পক্ষ নিজ অবস্থান সঠিক একথা প্রমাণ করার জন্য বলে থাকে, "আমার পদ্ধতি সঠিক না হলে আমার উপর অভিসম্পাত" কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত কিসের মীমাংসা হয়েছে ? কী সিদ্ধান্ত হয়েছে ?

একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নবী (সা) মুবাহালার আহবান জানিয়ে ছিলেন এজন্য যে, তিনি জানতেন, তারা এর সাহস করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা এটাকে মতবিরোধ 'নিরসনের' একটা উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সঙ্গীত কি হারাম ?

প্রশ্ন ঃ 'সঙ্গীত হারাম' একথার সমর্থনে আপনি কুরআন-সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারেন ?

উত্তর ঃ একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, "আমি মাজামির (বাদ্য-যন্ত্র) ভাঙ্গার জন্য প্রেরিত হয়েছি।" এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর (সা) নবুয়াতের এটাও অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এ বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীসেও পাওয়া যায়। বড় বড় সুফীগণ এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তাঁরা এ ক্ষেত্রে দফ্ (ঢোল ঢাক জাতীয়) বাদ্য যন্ত্র থেকে অধিক অগ্রসর হননি। সেমা বা গানের অনুষ্ঠানের জন্য কিছু শর্তও ছিল; যেমন শরীয়াতের অনুসারি ব্যক্তিরা সমবেত হবে, তাওহীদ ইত্যাদী বিষয়ের গান গাওয়া হবে এবং গায়করা হবে বয়স্ক পুরুষ ইত্যাদি।

সঙ্গীত হারাম হওয়ার কারণ ?

প্রশ্ন ঃ সঙ্গীত হারাম হাওয়ার কারণ কি? এটা কি একটি স্বভাবজাত আবেদন নয়?

উত্তর ঃ মানব জাতির ইতিহাসের সূচনা থেকে সঙ্গীত, শরাব এবং জেনার মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে যেন এগুলো সহোদর বোন। একজন যেখানে উপস্থিত হয়েছে, বাকী দু'জন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। এ কারণে ইসলাম এ তিনটি জিনিসের উপরই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং মানুষের স্বাভাবিক আবেগের সুষ্ঠু সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। জেনাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। মদ্য পানে মানুষের কোন স্বভাবজাত আকর্ষণ নেই বিধায় এটাকে সুস্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের মনে সঙ্গীতের প্রতি একটা সীমিত সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। সে সুন্দর আওয়াজ পছন্দ করে। কিন্তু সারাদিন অন্য সবকাজ বাদ দিয়ে শুধু গান-বাজনায় মেতে থাকা ইসলামে জায়েজ নয়। গান মাত্রই নিষিদ্ধ নয়। স্বয়ং নবী করিম (সা)-এর যুগেও উটের রাখালরা গান গেয়েছে, তাদেরকে হুদী খাঁ বলা হতো। সুন্দর সুরে কুরআন তেলাওয়াতের জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইয়াহুদীর দাঁড়ি আর মুসলমানের দাঁড়ি

প্রশ্ন ঃ দাঁড়ি ইয়াহুদীরাও রাখে, মুসলমানরাও রাখে। উভয়ের দাঁড়ির মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ এখানে অপর একটি সম্প্রদায়ের (সম্ভবত খৃস্টান সম্প্রদায় ঃ সম্পাদক) উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদীদের মধ্যেও দাঁড়ি নবীদের (আ) সুন্নত হিসেবেই এসেছে। তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য যুগযুগ ধরে চলে আসছে। মুসলমান ও ইয়াহুদীদের দাঁড়ি রাখার মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু। ইয়াহুদীরা অনিয়ন্ত্রিত দাঁড়ি গোঁফ রাখতে অভ্যস্ত, যা সম্ভবত নবীদের (আ) সুন্নত নয়। পক্ষান্তরে নবী করিম (সা) দাঁড়িকে সুসজ্জিত ও পরিমার্জিতভাবে রাখতে বলেছেন।

উন্মুক্ত মাথায় চলাফেরা

প্রশ্ন ঃ উন্মুক্ত মাথায় চলাফেরা করা বা নামায পড়া কেমন?

উত্তর ঃ ইসলাম মাথা ঢেকে রাখারও নির্দেশ দেয়নি খুলে রাখারও নির্দেশ দেয়নি। অতএব, কেউ মাথা ঢেকে চলাফেরা করলেও আপত্তি নেই, উন্মুক্ত মাথায় চলাফেরা করলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে একটি অতিপুরাতন

www.pathagar.com

জাতীয় রীতি চালু রয়েছে, যা উন্মুক্ত মাথায় চলাফেরার অনুমতি আমাদেরকে দেয় না। ১৯২৯ সালে আমি যখন দিল্লী ত্যাগ করি তখন ভদ্র পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন ব্যক্তি ছিল না, যে উন্মুক্ত মাথায় চলাফেরা করতো। কিন্তু ১৯৩৭ সালে যখন পুনরায় আমি দিল্লী গেলাম, তখন যুবকদের প্রায় সকলেই উন্মুক্ত মাথায় চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিগত বিশ বছরের এই পরিবর্তন বাস্তবে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে আদৌ সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়।

নামায সম্পর্কে আমার দ্ব্যর্থহীন অভিমত এই যে, জেনে-শুনে উন্মুক্ত মাথায় নামায পড়া ঠিক নয়। কারণ এটা নামাযের পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য বিরোধী। কুরআনে বলা হয়েছে, يبنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد "পরিপূর্ণ সৌন্দর্য সহকারে নামায আদায় কর।—সূরা আরাফ ঃ ৩১
আর এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে মাথার পরিধেয়ও অন্তর্ভুক্ত।

পাশ্চাত্য পোশাক

প্রশ্ন ঃ পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করা কেমন ?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তর তাফহীমাত (নির্বাচিত রচনাবলী) ২য় খন্ডে একটি প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই (লেবাসকা মাসআলা—পোশাক-সমস্যা) আমি দিয়েছি। তা পড়ার পর কোন ব্যক্তির মনে আর কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। সংক্ষিপ্তভাবে এটুকু বুঝে নিন একটি জাতির লোকদের জন্য অন্য জাতির পোশাক পরিধান করা বিরাট মানসিক দুর্বলতা। কেননা এতে শুধু পোশাকই পরিধান করা হয় না বরং তাহ্‌জিব-তামাদ্দুনের দিক থেকে নিজেদের পরাজয়েরই স্বীকৃতি পাওয়া যায়। পশ্চিমী লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার পরও যদি নিজ দেশের পোশাক পরিধান করতে চায়, তাহলে তাদেরকে নিজেদের পোশাকে অবশ্যই এমন একটা চিহ্ন রাখতে হবে, যা তাদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচিতি দেবে। সুতরাং আপনারা দেখবেন, ইউরোপের যেসব লোক নওমুসলিম (Convert) হয়েছেন, তাঁরা সকলেই এ বিষয়টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কোন মুসলিম রাষ্ট্রের নাগারিকদের এমন পোশাক পরিধান করা উচিত নয়, যার মাধ্যমে লোকটা মুসলমান না অমুসলমান এটা বুঝতে অসুবিধা হয়।

পাশ্চাত্য পোশাকে আপত্তি কেন ?

প্রশ্ন ঃ পাশ্চাত্য পোশাক পরিধানে আপত্তি কোথায় ?

উত্তর ঃ প্রতিটি ব্যক্তি জানেন যে, এই পোশাকটি আপনার জাতির পোশাক নয়। বরং এটা বাইরের থেকে আসা অন্য একটি জাতির পোশাক। কোন জাতি নিজস্ব পোশাক পরিত্যাগ করে অন্য কোন জাতির পোশাক পরিধান করার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে যে, অমুক জাতি উন্নত (Developed) আর আমরা অনুন্নত (Backward)। বিশেষ কোন পোশাক (Fancy Dress) ছাড়া কোন মার্কিন বা বৃটিশ নাগরিক বছরের পর বছর এদেশে থাকার পরও স্থানীয় পোশাককে আপন করে নিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। অথচ আমাদের দেশে শেরওয়ানী পরে কলেজে গেলে হাসি-তামাসার পাত্র হতে হয়। নিজের দেশে নিজ জাতির পোশাক পরিধানের

www.pathagar.com

কারণে নিজের জাতীয় ভাই ঠাট্টা করে। কোন কোন সরকারী অফিসার এমন ধারণাও পোষণ করেন, অফিসে কোর্ট-প্যান্ট পরে না গেলে অধিনস্তদের উপর প্রভাব কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ আমরা স্বাধীন হবার পরও ইংরেজদের পোশাকের গোলাম রয়ে গেছি।

দাঁড়ি ও সামরিক বাহিনীর চাকুরী

প্রশ্ন : দাঁড়ী রেখে সামরিক বাহিনীর কমিশন পদের জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেলে অকৃতকার্যতা প্রায় সুনিশ্চিত। এ অবস্থায় কি করা উচিত ?

উত্তর : এটাতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে যে, সে সামরিক বাহিনীর কমিশন গ্রহণ করবে, নাকি দাঁড়ি রাখবে ? এছাড়া কমিশন পদে লোক নিয়োগের জন্য শুধু দাঁড়ির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হয় না। বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে তারা নিশ্চিত হবার চেষ্টা করে যে, প্রার্থীর মধ্যে ঈমানের বিন্দুমাত্র লেশ আছে কিনা। আর দাঁড়ি তো হচ্ছে সেই প্রার্থীর বিপদজ্জনক হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ। একজন প্রার্থীর দাঁড়ি না থাকলেও তাকে এমনসব প্রশ্ন করা হয়, যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, দ্বীনের সাথে তার সম্পর্ক কতটুকু। যেমন ধরুন, পর্দা ও মদ ইত্যাদীর ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? আপনার মধ্যে সামান্যতম ঈমান থাকলেও আপনি পর্দাহীনতা ও মদের পক্ষে মত দেবেন না। তাহলেই আপনাকে আর গ্রহণ করা হবে না। এছাড়াও যাতে করে কোন প্রকৃত মুসলমান সেখানে ঢুকতে না পারে সেজন্য অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। (আল্লাহ্র রহমতে আমাদের বর্তমান সেনাবাহিনীতে এ ব্যাপারে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—সম্পাদক।) দাঁড়ির ব্যাপারে যদিও প্রকাশ্যে এমন কোন নির্দেশ নেই, কিন্তু কার্যত তা আছে। এছাড়া চাকুরী পেয়ে যাবার পরও কেউ দাঁড়ি রাখলে তাদেরকে বিশেষ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কমপক্ষে তাদের পদোন্নতির ব্যাপারে তা প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রতিভাত হয়। আর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদেরই হাতে যারা ইতিপূর্বে শিখদের অধীনে চাকুরী করে এসেছেন।

এখন কথা হচ্ছে, এ অবস্থায় কি করা উচিত ? এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করুন, অবস্থা পরিবর্তনের জন্য নিজেদের শক্তি ব্যয় করুন। এই অসুবিধার মোকাবিলায় শরীয়াতের নির্দেশ অমান্য করার অনুমতি দেয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি কেউ অমান্য করতে চায়, নিজ দায়িত্বেই করবে। আমাকে দিয়ে কেন সেই দায়বহন করাতে চান ? আমি এর পক্ষে বললে সেতো বেঁচে যাবে, আমিতো আল্লাহর দরবারে ধরা পড়ে যাবো। এ কারণেই কোন সমস্যার সমাধানে কাউকে আমি শরীয়াতের সীমা লংঘন করার পরামর্শ দিতে পারি না। কেউ করতে চাইলে নিজ দায়িত্বে করতে পারে।

ইমামের তাকলীদ

প্রশ্ন : কোন একজন ইমামের তাকলীদ করা জায়েজ কিনা ? কুরআন হাদীস বর্তমান থাকতে ফেকাহ্র প্রয়োজনীয়তা কেন? কোন একজন ইমামের ফেকাহ্র অনুসরণই বা কেন করতে হবে ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ এখানে মাঝখানের প্রশ্নটি খুবই আকর্ষণীয়। কুরআন হাদীস বর্তমান থাকতে ফেকাহর প্রয়োজন কেন ? আসল কথা হচ্ছে, কোন কিছু বুঝা ও অনুধাবন করাকে ফেকাহ বলে। এবার আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, ফেকাহ্র প্রয়োজন আছে কিনা ?

যখন মানুষ কুরআন হাদীসের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এর মর্ম উপলব্ধী করার চেষ্টা করে, আল্লাহ ও রাসূল আমাদের নিকট কি চান এবং আমাদের করণীয় কি ইত্যাদি বিষয়গুলোকেই ফেকাহ্ বলা হয়। অতএব, ফেকাহর প্রয়োজন কি ? হাদীসের প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়ার দরকার কেন ? কুরানকে ভালোভাবে বুঝার প্রয়োজন কি ? এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

এবার দেখুন, প্রচলিত পরিভাষায় ফেকাহ্ কাকে বলে ? একথা সুস্পষ্ট যে, সাধারণত প্রত্যেকটি ব্যক্তির পক্ষে সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও তাদের নেই। এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও নেই। আল্লাহর কিছু বান্দাহ দ্বীনের জ্ঞানার্জন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত এবং ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য নিজেদের পুরো জীবনটাই ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন, তাঁরা কুরআনের প্রতি গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে, রাসূল (সা)-এর হাদীসসমূহ এবং সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ব্যাপক পর্যালোচনা করে, সাহাবায়ে কেরামের (রা) যুগের কর্মকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে, তাবেয়ীনদের দেয়া ফতোয়াসমূহ সংগ্রহ করে, শরীয়াতের যাবতীয় বিধি-নিষেধ, সমস্যা ও তার সমাধান নির্দেশ একত্রিত করে সাধারণের জন্য উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তাঁরা এক মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তাঁদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম অগণিত মানুষের জন্য জীবন-সমস্যার সমাধান সহজতর করে দিয়েছে। অথচ আজকের দিনে কিছু কিছু লোক এই মহান ব্যক্তিদের মহান দায়িত্বের প্রতিফল (?) হিসেবে তাঁদের কাজের ব্যাপারে অশোভন মন্তব্য ও মতভেদ প্রকাশ করে।

এখানে একথা পরিষ্কার যে, যারা নিজেরা এ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি সমস্যার সমাধান বের করতে অক্ষম, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কারো না কারো উপর নির্ভর করতেই হবে। অতএব, এসব ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানীজনদের নিকট থেকে জেনে নেয়া। স্বয়ং কুরআন মজিদ নির্দেশ দিচ্ছে।(فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينت والزبر) "যদি তোমরা না জান, তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞেস কর।" (সূরা নাহল ঃ ৪৩-৪৪) এটা কোন দ্বিধা-সংকোচের ব্যাপার নয় এবং এতে কোন গুনাহও নেই।

যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে শরীয়াতের বিধান বের করার যোগ্যতা থাকে, এবং তিনি যদি কুরআন-হাদীসের উপর গভীর দৃষ্টি দিতে সক্ষম হন, সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি তাঁর জানা থাকে, তাঁর জন্য সাধারণ মানুষের মতো কারো অন্ধ অনুকরণ করা জায়েজ নয়। কোন বিশেষ ফেকাহ্র কোন বিশেষ মাসআলা অনুসরণ করার পূর্বে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, এ ব্যাপারে উল্লেখিত ফেকাহ্র দলীল-পত্র কতটুকু নির্ভরযোগ্য

www.pathagar.com

এবং কুরআন হাদীস অনুযায়ী এর গুরুত্বই বা কতটুকু সে ব্যাপারে নিশ্চিত প্রশান্ত চিত্ত হওয়া, যদি দলীল-পত্রের মাধ্যমে তিনি এটা অনুভব করেন যে, অমুক মাসআলার ব্যাপারে অমুক ফেকাহর দলীল দুর্বল এবং এরপরও জেনেশুনে একই ফেকাহর অনুসরণ করেন তবে অন্যায় কাজ করবেন। আপনারা দেখবেন, যেসব আলেম আজকের দিনে অন্ধ অনুকরণকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাঁরা এক একটি মাসআলার ব্যাপারে নিজেদের অন্ধ অনুকরণের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করেন এবং এও বলেন যে, এই ফেকাহ্র এই মাসআলা এই দিক থেকে সঠিক। এভাবে কথা বলার পরও তাঁরা নিজেদেরকে অন্ধ অনুকরণকারী মনে না করে শুধুমাত্র অনুসারী মনে করেন। এরপর কোন ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অন্ধ অনুকরণ করুক বা মাওলানা ছানাউল্লাহ (র)-এর অন্ধ অনুকরণ করুক বা ইমাম বুখারী (র) বা ইবনে তাইমিয়া (র) বা মাওলানা ইবরাহীম শিয়ালকোটি (র)-এর অন্ধ অনুকরণ করুক, এতে কি পার্থক্য থাকতে পারে? সুতরাং যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অজ্ঞ, অন্ধ অনুকরণ ছাড়া তার আর কোন গতি নেই। অতএব, সে কোন আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তির কথা শুনবে এবং তার উপর আমল করবে।

www.pathagar.com

আসর তিন ঃ আমেরিকায় প্রবাসী জনৈক ছাত্রের পত্রের জবাবে

নভেম্বর ১৯৫৯ইং

এ বছর নভেম্বর মাসে আমেরিকায় প্রবাসী জনৈক পাকিস্তানী ছাত্র মাওলানার কাছে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। ❑ যান্ত্রিক পরিবেশে আত্মাকে সজীব রাখা, ❑ ইসলামী শিক্ষার ধরন, ❑ দ্বীনী মাদ্রাসাগুলো কি ধরনে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করছে, ❑ কি ধরনের আদর্শ ব্যক্তিত্ব স্কুলগুলোতে গড়ে তোলা উচিত এবং ইসলামের পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মার্কিন প্রবাসী ছাত্রের উল্লেখিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মাওলানা মওদূদী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমেরিকায় প্রবাসী ছাত্রের চিঠি

চিঠির প্রশ্ন : আমি বর্তমানে আমেরিকায় অধ্যায়নরত একজন ছাত্র। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াবলীর উপর পর্যালোচনা হয়ে থাকে। এমনি একটি পর্যালোচনা মূলক প্রবন্ধ তৈরীর জন্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরমায়েশী কাজ বর্তমানে আমার হাতে রয়েছে। আমার এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এই যে, পাকিস্তানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। পাকিস্তানের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা ইসলামের মৌলিক বিধানের আলোকে হওয়া উচিত। যদি এখানে আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতি কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই গৃহীত হয়, তাহলে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। আপনার নিকট এ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি।

(১) শিল্পোন্নত দেশসমূহে বাধ্য হয়েই মানুষ নৈতিক অধপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মিল-কারখানার প্রয়োজন পূরণের জন্য নারী-পুরুষ এমনকি শিশুরাও যন্ত্রাংশে পরিণত হয়ে পড়েছে। ফলে কিছু কিছু চিন্তাবিদ এসব দেশে সৃষ্টি হয়েছে। (যেমন আমেরিকায় জন ডেভি) যাঁরা নতুন ধাচের জীবনকে আদর্শিক ও চিন্তাগত সহযোগিতা দান করেছেন। অতীত ঐতিহ্যকে ভুল আখ্যায়িত করেছেন এবং সমাজের চিরন্তন মূল্যবোধকেই পাল্টে দিয়েছেন। পাকিস্তানে একদিকে শিল্পের উন্নতি প্রয়োজন। অপরদিকে ইসলামী শক্তি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা ফরয। অতএব, দয়া করে বলুন কিভাবে এই পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যসমূহ সাধিত হবে ? যান্ত্রিক পরিবেশে 'রূহ' কিভাবে তাজা থাকবে ? পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে ?

(২) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কি ধরনের হবে ? তাকি সকল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য হবে ? অবৈতনিক হবে কিনা ? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে বিশেষ ধরনের আদর্শ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক তৈরী করতে হবে, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি ? আমাদের দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহ কি ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত লোক তৈরী করতে পারছে ?

(৩) আদর্শ ইসলামী পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য কি ? বর্তমান পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাকে কি ইসলামী ব্যবস্থা বলা যায় ? শহর ও গ্রামে কি একই ধরনের ঘরোয়া পরিবেশ বিরাজ করবে ? বর্তমান পারিবারিক ব্যবস্থায় অতীতের হিন্দুস্তানী ঐতিহ্যের প্রভাব কি পরিমাণ রয়েছে ?

মাওলানার জবাব : আপনি বর্তমানে আমেকিরায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করছেন জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আপনার চিঠিতে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে মৌলিকত্বের দাবিদার। আমি সংক্ষেপে এ ব্যাপারে আমার মতামত পেশ করছি।

শিশু কাল থেকে মানুষের শরীরে যেসব পরিবর্তন কৈশর, যৌবন ও বার্ধক্যের সময় পরিলক্ষীত হয়, মানুষের তামাদ্দুনের মৌলিক পরিবর্তনসমূহও ঠিক সে রকমের। শারীরিক পরিবর্তনের সাথে অবশ্যই রূহের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনসমূহের ফলাফলের সুনির্দিষ্ট কোন ছাঁচ নেই, যা সমস্ত মানুষের উপর

www.pathagar.com

সমান প্রভাব ফেলতে পারে। বরঞ্চ সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে ব্যাপক ব্যবধান দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক কার্যকারণ ক্রিয়াশীল থাকে। যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে মানুষ গড়ে ওঠে, তা যদি এতটা সৎ ও মহৎ প্রকৃতির হয় যে, মানুষকে সমৃদ্ধ জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি উন্নত ও সুদৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে জাগ্রত করে। তা হলে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সময় তার স্বভাব প্রকৃতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে গঠনমূলক পথে অগ্রসর হয়ে থাকে। আর অগ্রগতি ও বিকাশের এই সুস্থ ধারাই তাকে বার্ধক্য পর্যন্ত সঠিক পথে পরিচালিত করে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সঠিক দর্শন ও সুষ্ঠু চিন্তাধারার নীল-নকশা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত না হয়, আর প্রশিক্ষণ যদি বদ অভ্যাস ও অসৎচরিত্র সৃষ্টিকারী হয়, তদুপরী অর্থনৈতিক অবকাঠামো যদি বিকৃতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়, তাহলে একটি শিশু তার চেতনার সূচনালগ্ন থেকেই অপরাধী হয়ে গড়ে ওঠে। যৌবনে চোর-ডাকাত হয়। আর বার্ধক্য পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তার অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে মানুষের তামাদ্দুনে যে মৌলিক পরিবর্তন শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে হয়েছে, তাতে মূলত খারাপ কিছু ছিল না। মানবতার কল্যাণেরই সামগ্রী ছিল তাতে। যেমনিভাবে যৌবনের আগমনেও খারাপ কিছু নেই। বরং যৌবনটা হচ্ছে মানব জীবনের জন্য রহমত বিশেষ। আসল দোষটা হচ্ছে সেই জীবন দর্শনের যা ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটা বিবেককে বিকৃত করেছে, চিন্তাধারাকে করেছে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত এবং জাতির চরিত্রকে করেছে কলুষিত। আর এই চারিত্রিক বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সেই সামাজিক অবকাঠামোকেও আরো বেশী বিকারগ্রস্ত করেছে। যা সামন্তবাদী যুগ থেকেই বিকৃত হয়ে আসছিল। এমনি অবস্থায় শিল্প বিপ্লবের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বহু জাতি অপরাধী জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর বর্তমানে পারমানবিক শক্তি হাতে পেয়ে সভ্যতার সকল প্রকার প্রদর্শনী করার পরও বিশ্ব দোযখের সর্ব নিম্নস্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমনি অবস্থায় যেসব দার্শনিক মানুষকে এই বিকৃতির উপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য নতুন নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা প্রদান করছে আর বিকৃত সামাজিক পরিমন্ডলের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই বন্ধুরূপী শত্রুর মতো, যে একটি বিকৃত স্বভাবের কিশোরকে প্রথমবার পকেট মারতে দেখে 'সাবাস' বলে এবং তাকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, পকেট মারাতো একটি উন্নতমানের শিল্প। কেবল সেকেলে রক্ষণশীলেরাই এই উন্নতমানের শিল্পের নিন্দা করে থাকে।

বৈষয়িক ও বস্তুগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য আর ইসলামী মূল্যবোধের উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্যিকার কোন পার্থক্য আছে বলে আমি স্বীকার করি না। আমি এও স্বীকার করি না যে, ইউরোপে শিল্পোন্নতির সাথে সাথে যে বিশেষ ধরনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই শিল্পোন্নতির সাথে তার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, আর বিশ্বের যেখানে যখন এই উন্নতি সাধিত হবে, সেখানে এই একই সভ্যতা ও কৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে অথবা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, একই সাথে এই ধারণাও আমার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় যে, মানুষের আত্মা চরখা ও চাক্কির সাথে তো জীবিত থাকতে পারতো। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির স্বভাব প্রকৃতি এ রকম যে, তার সাথে

www.pathagar.com

সহাবস্থানের সুযোগ ঘটলেই তা আত্মাকে নির্জীব করে দেয়। আমি মনে করি, যদি একটি সঠিক জীবন দর্শনের মাধ্যমে মন-মানসিকতা সংশোধন করা যায়। যদি একটি সুস্থ্য নৈতিক বিধানকে চরিত্র গড়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং একটি মধ্যমপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ছাঁচ জনগণকে সামলিয়ে নেয়ার জন্য উপস্থিত থাকে, তাহলে শিল্পের উন্নতি এবং বিজ্ঞানের দেয়া শক্তিকে ব্যবহার করে বর্তমান পশ্চিমা তাহজীব তামাদ্দুনের একেবারেই বিপরীত ধর্মী ভিন্ন একটি তাহ্জীব-তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি হবে বহুগুণে শক্তিশালী এবং সাথে সাথে তা মানবতার জন্যও হবে রহমত স্বরূপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলাম এবং কেবলমাত্র ইসলামই আমাদেরকে এমন একটি জীবন দর্শন এবং নৈতিক বিধান দিতে সক্ষম আর ইসলামের পথনির্দেশনা বাস্তবে গ্রহণ করে যদি আমরা সে অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ছাঁচ তৈরী করে নেই, তাহলে ঐ সমস্ত শর্ত পূরণ হতে পারে। যা আমি ইতিপূর্বে বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে একটি সুস্থ তাহজীব প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক বলে উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে ইয়াহুদীবাদ প্রথম থেকেই নৈরাশ্যজনক প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক যুগে খৃস্টবাদও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বৌদ্ধ মতবাদ এ ময়দানে কোন ভূমিকাই রাখতে অক্ষম, বাকী রইল তথাকথিত আধুনিক মতবাদ, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও পুঁজিবাদ এসব মতবাদের দোষগুণ যা কিছু আছে তা ইতিমধ্যেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ খুব ভালোভাবেই জেনে ফেলেছে এসব মতবাদের দোষ-ক্রটির তুলনায় গুণ কত সামান্য। এরপর একটি নতুন সভ্যতার ভিত্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে এমন কোন নতুন দর্শন এখনও সামনে আসছে না। আধুনিক সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি যারা চিন্তা-গবেষণা করে উদ্ভাবন করেছে তারা সবাই পাশ্চাত্যবাসী। তারা নিজেদের সৃষ্ট এই সভ্যতার বিষময় কুফল টের পেয়েও তার ভিত্তি পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসছে না। এমনকি তাদের মন-মগজ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত তাহজীবের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যোগ্যতা টুকুও হারিয়ে ফেলেছে। তাঁরা শুধু আংশিক সংশোধন করেই কাজ চালিয়ে যেতে চায়। আর তাদের অধিকাংশের প্রস্তাবিত সংশোধন অধিকতর বিকৃতির দিকেই নিয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে ইসলামকে সম্পূর্ণ বুঝে শুনেই আমি শুধু যথেষ্ট নয় বরং মানবতার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল বলেও মনে করি। কিন্তু এর কারণগুলো সবিস্তারে উপস্থাপন করা এই সংক্ষিপ্ত পত্রে আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। এ সংক্রান্ত যুক্তি-প্রমাণও এখানে উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। কেননা ইতিপূর্বে আমি আমার বিভিন্ন গ্রন্থে তা বিবৃত করেছি। যেমন ঃ ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান ইত্যাদি। এছাড়াও আমার অনেক প্রবন্ধে এসব বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, এ যুগে কিভাবে ইসলামী শিক্ষা চালু করা দরকার ছিল, তা আমি বিস্তারিতভাবে 'তা'লিমাত' নামক বইয়ে আলোচনা করেছি। আপনি তা দয়া করে পড়ে নেবেন। আমার দৃষ্টিতে ছেলে বা মেয়ে প্রতিটি শিশুকে এ শিক্ষাই দেয়া প্রয়োজন। অবশ্য তার শ্রেণীভিত্তিক বিন্যাস প্রয়োজন। এই শিক্ষা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিক হওয়া

৩—

www.pathagar.com

দরকর। এরপর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষাদীক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার রাষ্ট্রের বহন করা উচিত। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের মানুষ তৈরী করা দরকার, তার বৈশিষ্ট্য শুধু ইসলামের চারটি মৌলিক পরিভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। যেমন তারা 'মু'মিন' হবে, 'মুসলিম' হবে, 'মুত্তাকী' হবে, 'মহসিন' হবে। এই পরিভাষা- গুলোকে আপনি যত বেশী ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করবেন, আপনার কাঙ্খিত ব্যক্তি ততবেশী অধিক পরিপূর্ণ যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে শিল্পের উন্নতির কথা, আর সেই উন্নতির পাশাপাশি বর্তমান তাহ্‌জীব-তামাদ্দুনের অসৎ, দূর্নীতিবাজ ও অপরাধ প্রবণ অংশীদারদের সাথে প্রতিযোগিতার কথা ভুলে যান। ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। অতপর ইনশাআল্লাহ্ এ উপমহাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন।

আমাদের পারিবারিক জীবনের মৌলিক বিশেষত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে চারটি। প্রথমটি হচ্ছে বংশ সংরক্ষণ। যে কারণে জেনাকে হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। পর্দার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে শুধু বৈধ নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে সীমার লংঘন ইসলাম কোন অবস্থাতেই অনুমোদন করে না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পারিবারিক বিধানের সংরক্ষণ। যে কারণে পুরুষকে পরিবারের পরিচালক বানানো হয়েছে। স্ত্রী এবং সন্তান সন্তুতিকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সন্তানদের উপর আল্লাহর পরে পিতা-মাতার অধিকারকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়টি হচ্ছে, সুন্দরভাবে মিলেমিশে বসবাস করা। যে কারণে নারী-পুরুষের অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পুরুষকে তালাক দেয়ার, স্ত্রীকে নিজেকে মুক্ত করার এবং আদালতকে বিচ্ছিন্ন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। বিচ্ছিন্ন হওয়া নারী পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। যাতে করে স্বামী-স্ত্রী হয় সদ্ভাবের সাথে বসবাস করবে। নচেত বনিবনা না হলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই পৃথক হয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো পরিবার গড়ে তুলতে পারবে।

চতুর্থ হচ্ছে, সমমর্মিতা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন পরস্পর পরস্পরের সহযোগী ও সাহায্যকারী হিসেবে বসবাস করবে। এ কারণেই একজন অপরিচিতি ব্যক্তির চেয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানেরা এই সুন্দর পারিবারিক বিধানের মর্যাদা রক্ষা করেনি এবং এর বৈশিষ্ট্য থেকে বহু দূরে সরে গেছে। এই পারিবারিক বিধানে শহর ও গ্রামবাসীর জন্য কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য জীবন যাপনের বাহ্যিক রীতি-প্রথার কথা আলাদা। ওটা তো শুধু শহরবাসীর ক্ষেত্রেও এক রকম হতে পারে না। এ রকম শহর ও গ্রামে এক রকম হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। স্বাভাবিক কারণে এর মধ্যে যে পার্থক্যই হোক না কেন, মূলনীতিতে হেরফের না হলে তা ইসলাম বিরোধী নয়।

---

www.pathagar.com

আসর চার : মাওলানার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সাইয়ারা ডাইজেস্টকে দেয়া সাক্ষাতকার

১৯৬২ ইং

মুহসিনে ইনসানিয়্যাত তথা মানবতার মুক্তিদূত নামের ব্যতিক্রমধর্মী সীরাত গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা আবদুস সালাম নঈম সিদ্দিকী লাহোর থেকে সাইয়ারা বা নক্ষত্র নামে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকা মাওলানার একান্ত সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। এতে ❑ মাওলানার অধ্যয়নের স্পৃহা, ❑ গবেষণামূলক অধ্যয়ন, ❑ কোন্ সাহিত্য দ্বারা মাওলানা প্রভাবিত হয়েছেন, ❑ মাওলানার অধ্যয়নের সময়, ❑ অধ্যয়নের পরিবেশ, ❑ মাওলানার স্মৃতি শক্তি, ❑ ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, ❑ পুস্তক ধার দেয়া-নেয়া এবং ❑ সাধারণ পাঠকের জন্য তাঁর পরামর্শ ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মাওলানা এই একান্ত সাক্ষাতকারে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাইয়ারা ঃ অধ্যয়নের প্রতি আপনার আগ্রহ কখন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে ? কিভাবে এর বিকাশ-বৃদ্ধি হয়েছে ? এ সময়ে অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন ব্যক্তির ভূমিকা ছিল কি না ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ অধ্যয়নে আমার আগ্রহ ১৪/১৫ বছর বয়স থেকেই দেখা দেয়। প্রথম দিকে কয়েক বছর পর্যন্ত আমি সবধরনের বিষয়বস্তুর উপরই পড়াশুনা করতাম। অর্থাৎ আমার তখনকার অধ্যয়ন বিশেষ কোন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উর্দু, ফার্সী, আরবীতে যাকিছু পেয়েছি, পড়ে দেখেছি। এরপর অধ্যয়নের মতো উপযুক্ত ইংরেজীও শিখেছি। এরপর ইংরেজীতে লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করি। এ সময় প্রতিটি জিনিসকে জানার প্রবল আগ্রহই আমার মাথায় চেপে বসতো। কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি তেমন ঝোঁক ছিল না। অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতা ও পরামর্শ নেয়ার ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এক্ষেত্রে আমি নিজেই আমার উৎসাহ ও পরামর্শদাতা।

গবেষণামূলক অধ্যয়ন

সাইয়ারা ঃ গবেষণামূলক অধ্যয়নের ব্যাপারে কবে আপনার আগ্রহ সৃষ্টি হয় ? আগ্রহ সৃষ্টিকারী উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো কি কি ? এছাড়া আপনার গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের পদ্ধতি কি ছিল ? আপনি কোন্ কোন্ ভাষায় অধিকতর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করেছেন ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ গবেষণা ও অনুসন্ধানমূলক অধ্যয়নের আগ্রহ ১৯২২/২৩ সালের দিকে সৃষ্টি হয়। সে সময়ও কোন বিশেষ বিষয় নির্দিষ্ট করে আমি মনোনিবেশ করিনি। বরং যে বিষয়ে আমি লিখতে চেয়েছি, সে বিষয়ে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সাজানোর চেষ্টা করেছি। কয়েক বছর পর শুধুমাত্র ইসলামী জীবন বিধান হৃদয়ঙ্গম করার এবং এর বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করার দিকে মন প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়লো এবং আমার অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান প্রচেষ্টা এই পথের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে গেল। আমার মানসিকতায় এই পরিবর্তন ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছে। এই পরিবর্তন আমার মধ্যে ধীরে ধীরে এবং স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর কোন সুনির্দিষ্ট বহিরাগত কার্যকারণ ছিল না।

সেই সময় থেকেই আমার অনুসন্ধান পদ্ধতি এরূপ ছিল যে, যে বিষয়ের উপরই আমার একটা মত প্রতিষ্ঠা করা দরকার, সে বিষয়ের সমস্ত দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যেখান থেকে যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করি, সে বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করি। অধ্যয়নের সময় বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দাগ দিয়ে যাই। এরপর দাগ দেয়া স্থানসমূহ থেকে যে তথ্য সংগৃহীত হয়, সেগুলোকে পৃথক একস্থানে নোট করি। লেখার সময় আমার সামনে কোন বই থাকে না বরং শুধু আমার লেখা নোট বা তথ্যসমূহ আমার সামনে থাকে। লেখার সময় যদি আমি কোন বিষয় বা দিক সম্পর্কে তথ্যের স্বল্পতা অনুভব করি, তা হলে কোন কোন সময় কয়েক দিন পর্যন্ত

www.pathagar.com

লেখার কাজ মুলতবী রেখে উল্লেখিত বিষয় বা দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে দেই। আমার তাত্ত্বিক গবেষণার কাজের প্রথম থেকেই আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরবী ও ইংরেজী গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

সাইয়ারা : আপনার দৃষ্টিতে কোন্ উন্নত সাহিত্যকর্ম আপনার সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে ? এছাড়া আপনার রচনাসমূহে বিভিন্ন স্থানে আপনি যে সাহিত্য-রস সরবরাহ করেছেন, এর কারণ কি ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) : সাহিত্যকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সম্ভাব্য সকল বিভাগে আমি অধ্যয়ন করেছি। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ লেখক বা বইকে নির্দিষ্ট করা নিরর্থক। প্রিয় কবির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, গালিব, মোমেন ও ইকবালের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ক্রমাগত রশ-কষহীন শুষ্ক গবেষণার কাজ করতে করতে বর্তমানে সেই আকর্ষণও শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে অত্যধিক ব্যস্ততার কারণে সাহিত্য চর্চার জন্য আমার হাতে সময়ই থাকে না। তথাপি যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি, হালকা সাহিত্য, পত্রিকা, চিঠি অথবা কোন আকর্ষণীয় বিষয় পাঠ করে থাকি। বর্তমানে এসব জিনিসের সাথে আমার সংশ্রব কেবলমাত্র মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আমার লেখায় সাহিত্য রসের উপাদান সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, প্রথমদিকে কয়েক বছর আমি সবধরনের বিষয়বস্তুর উপর অধ্যয়ন করেছি, সেই সাহিত্য চর্চার প্রভাবে আমার লেখায় সাহিত্য-রস থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু বর্তমানে সাহিত্য চর্চা ও পড়াশুনার সময় আমার হাতে নেই। আমার কোন সাহিত্য গ্রন্থও নেই। আমার প্রথম গ্রন্থ "আল্ জিহাদ ফিল ইসলাম"। এর পূর্বে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্তু কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখিনি। আমার পরবর্তী গ্রন্থ হচ্ছে সালাজেকা সেলজুক বংশের ইতিবৃত্ত।

কাদের সাহিত্য প্রেরণা যুগিয়েছে

সাইয়ারা : এমন দু'চারটি বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মের নাম উল্লেখ করুন যা আপনার চিন্তা-চেতনার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষ করে আধুনিক বিনোদনধর্মী সাহিত্যের মধ্য থেকে ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) : তথাকথিত প্রগতিশীল লেখকদের সাহিত্য আমার কাছে কখনোই ভালো লাগতো না। এই সাহিত্য কবে থেকে কবে নাগাদ অধ্যয়ন করেছি, তা চিহ্নিত করা যাবে না। এছাড়া আমি নিয়মিতভাবে এসব সাহিত্য পাঠও করিনি। চলার পথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়েছে মাত্র। এসব সাহিত্য পাঠ করার ব্যাপারে বরাবরই আমার তীব্র অরুচি ছিল। অনুরূপভাবে যারা ধর্মীয় বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদের লাগামহীন এবং আজগুবী ও উদ্ভট লেখার ব্যাপারে এমনিতেই আমার প্রবল অনিহা ছিল। শেষোক্তদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছেন, যাদের লেখা যদি আমি আধা ঘন্টাও পড়ি আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়।

অধ্যয়নের সময় ও নিয়ম

সাইয়ারা : সাধারণত আপনি কত সময় ধরে অধ্যয়ন করে থাকেন ? আপনার অধ্যয়নের গতি কেমন ? লেখা পড়ার কর্মসূচী কিভাবে প্রণয়ন করেন ?

www.pathagar.com

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ সাধারণত অবসর সময় আমি নিষ্ক্রীয় বসে থাকি না। হয় পড়ি, না হয় লিখি। কখনো অসুস্থ্যতাজনিত কারণে লেখাপড়া করতে না পারলে সময় কাটানো আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় লেখা-পড়ার অভ্যাস আমার কখনও ছিল না। কারণ এ সময় আমি এদিকে মোটেও মেনোনিবেশ করতে পারি না।

অধ্যয়নের গতি বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। কোন কোন বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে অধ্যয়ন গতিশীল করা সম্ভব নয়। এছাড়া কোন কোন বিষয়ে দ্রুত ভাসাভাসা পঠনই যথেষ্ট। গবেষণামূলক অধ্যয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বইগুলো কোন কোন সময় এক একটি শব্দ গভীর একাগ্রতার সাথে পাঠ করি এবং এর মধ্যকার প্রয়োজনীয় অংশ চিহ্নিত করি। কখনো কখনো কোন কোন বইতে একবার চোখ বুলিয়ে অনুমান করে নেই যে, এর মধ্যে কাজের জিনিস কি কি রয়েছে।

অধ্যয়নের পরিবেশ

সাইয়ারা ঃ আপনার অধ্যয়নের জন্য কি নিরিবিলি পরিবেশ প্রয়োজন, নাকি হৈ-হট্টোগোলের মধ্যও আপনি পড়তে পারেন ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ হৈ-হট্টোগোলের মধ্যেও আমি লেখাপড়া করতে পারি। বহু বার এ ধরনের পরিস্থিতিতেও আমাকে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, স্নায়ুমন্ডলীর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে নির্জন ও নিরিবিলি পরিবেশে কাজ করার জন্যই আমি সথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি।

সফরে অধ্যয়ন

সাইয়ারা ঃ সফরে অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা দয়া করে বর্ণনা করবেন কি ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ সফরে অধ্যয়নের চেয়ে আল্লাহর জমীন দেখার আগ্রহ আমার বেশী থাকে। এ সময় প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করা আমার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সফরে পড়ার ঘটনা খুব কম সময়ই ঘটে থাকে।

ঘুম আনার জন্য অধ্যয়ন

সাইয়ারা ঃ ঘুম আনার জন্য কি আপনি কখনো অধ্যয়ন করে থাকেন?

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ ঘুম আনার জন্য আমি কখনো অধ্যয়ন করি না। কিন্তু কখনো এমন হয় যে, আমি শুয়ে শুয়ে পড়ছি আর এমন সময় ঘুম এসে গেছে। আবার গুরুতর বিষয়ে অধ্যয়ন করলে আমার ঘুম চলে যায়।

মাওলানার স্মরণ শক্তি

সাইয়ারা ঃ আপনার স্মরণ শক্তি অধ্যয়নের ব্যাপারে আপনাকে কতটুকু সহযোগিতা করে ? পড়ে শেষ করা বই, বা প্রবন্ধের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট লেখকদের নাম পুরোপরি আপনার মনে থাকে ?

www.pathagar.com

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ বই ও লেখকের নাম প্রায় ভুলে যাওয়ার দুর্বলতা আমার মধ্যে রয়েছে। অধিকাংশ বই অধ্যয়ন করার পর মূল যে বক্তব্য মনের মধ্যে থেকে যায়, তার সাথে বই আর লেখকের সম্পর্ক আমার মনে অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই আমার লেখায় অন্যদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি নিতান্তই কম থাকে। কাজের আধিক্যের কারণে নিজের স্মরণ শক্তির উপর অধিক চাপ দেয়া ঠিক মনে করি না। শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য অধ্যয়ন করে থাকি। ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনায় উৎসাহ পাই না। কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এজন্য কোন্ লেখকের কোন্ বই পড়তে হবে, সেদিকেই শুধু মন ঝুঁকে থাকে।

ব্যক্তিগত পাঠাগার

সাইয়ারা ঃ আপনার কি কোন ব্যক্তিগত পাঠাগার আছে ? পাঠাগারের জন্য কি আপনার সুনির্দিষ্ট কোন বাজেট আছে ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ আমি আমার প্রয়োজনীয় বই ও গ্রন্থ অনেকাংশে নিজেই সংগ্রহ করে থাকি। ফলে অন্যান্য পাঠাগারে আমার যাওয়ার প্রয়োজন খুব কমই পড়ে। আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে কয়েক হাজার বই রয়েছে। বছরের পর বছর অত্যন্ত পরিশ্রম করে এগুলো সংগ্রহ করেছি। বর্তমানে এর সঠিক সংখ্যাও আমার জানা নেই। বহু গ্রন্থ দেশের ও বিদেশের লেখকগণ দান করেছেন। বই কেনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বাজেট আমি করিনি। প্রয়োজনের তাগিদেই সংগ্রহ করে থাকি।

অধ্যয়ন ও সন্তান

সাইয়ারা ঃ আপনার অধ্যয়ন, অধ্যয়নের স্বাদ এবং অধ্যয়নের ফলাফলের সাথে আপনার সন্তানদেরকেও কি অংশীদার করছেন ?

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ দুঃখের বিষয় যে, ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ আমি পাইনি। তবে আল্লাহর নিকট আমার কামনা ও প্রত্যাশা এই যে, পিতার দৃষ্টান্ত অনুসারে সন্তানদের মধ্যেও অধ্যয়নের স্পৃহা সৃষ্টি হবে।

বই ধার দেয়া-নেয়া

সাইয়ারা ঃ বই ধার দেয়া ও ধার নেয়ার ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

সাইয়েদ মওদূদী (র) ঃ ধার নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি কারো বই হারাইনি, বা অবৈধভাবে তা আত্মসাৎও করিনি। পক্ষান্তরে আমার ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে বহু গ্রন্থ আল্লাহার বান্দাহগণ আত্মসাৎ করেছেন। এমনকি এও আমার স্মরণ নেই যে, কোন্ বইটি কে নিয়েছেন। এভাবে আমার এমন অনেক বই হারিয়েছে, যা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। জেলে আটক থাকা কালেও আমার বহু বই খোয়া গেছে। বছরের পর বছর ধরে যেসব বই অধ্যয়নের সময় আমি নোট করেছি ও দাগ দিয়েছি, সেগুলোর মধ্য থেকে যে কয়টি বই হারিয়েছে তার জন্য আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়।

www.pathagar.com

অধ্যয়নের কর্মসূচী

সাইয়ারা : একজন মধ্যম পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য জীবনের অপরাপর ব্যস্ততার মধ্যে কিভাবে বই পড়ার কর্মসূচী তৈরী করা যায় এবং কিভাবে ব্যক্তিগত পাঠাগারের জন্য বই সংগ্রহ করা যায় ? এ ব্যাপারে আপনি কিছু পরামর্শ দিন।

সাইয়েদ মওদূদী (র) : একজন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য অধ্যয়নের কর্মসূচী এবং বই সংগ্রহ করার সমস্যা প্রকৃত প্রস্তাবে পরামর্শ দিয়ে সমাধান করা যাবে না। জ্ঞান পিপাসা মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয়। যদি কোন ব্যক্তি অযথা সময় নষ্ট করতে না চান, এবং জ্ঞানার্জনে আকৃষ্ট হন, তাহলে নিজেই তার পথ করে নেবেন। আমি এমনও অনেক লোক দেখেছি, যাদের আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও নিজের খাবার খরচ থেকে অর্থ বাঁচিয়ে বই ক্রয় করেছেন। আবার বিপরীত ধরনের লোকও দেখেছি। যাদের অঢেল অর্থ-সম্পদ রয়েছে, অথচ তারা বই কিনে অর্থ ব্যয় করাকে সবচেয়ে বেশী অপ্রয়োজনীয় খরচ মনে করেন।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর পাঁচঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে দেয়া সাক্ষাতকার

মার্চ ১৯৬২ ইং

পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের জনৈক ছাত্র ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে মাওলানা মওদূদীর একটা সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। ❑ আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, ❑ আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদী নানা খুঁটিনাটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মাওলানা এ সাক্ষাতকারে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব

ছাত্র ঃ সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব কতখানি ?

মাওলানা মওদূদী ঃ শিক্ষা বলতে বুঝায়, একটি প্রজন্ম নিজের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যাবে, সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থায় আগামী দিনের নাগরিকদের নিকট তা পৌঁছে দেবে, যাতে করে তারা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আরো অগ্রসর করার যোগ্য হতে পারে। তবে শুধু এটুকু সংজ্ঞার মাধ্যমে বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় না। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে মানুষের ঐতিহ্য এবং জ্ঞান যে এক ধরনের নয়, বরং বিভিন্ন সভ্যতার নায়ক ও পতাকাবাহীগণ যে নিজ-নিজ চিন্তাধারা অনুসারে এই সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সাজিয়েছে ও সুসংগঠিত করেছে সে কথা মনে না রাখলে উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা শিক্ষার পরিচয় স্পষ্ট হয় না। সেই সাথে এও মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন সভ্যতার ধারক বাহকগণ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর সেই সব সিদ্ধান্তের আলোকেই তাদের অনুসৃত সভ্যতার অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে একথা আপনাপনিই নিহিত রয়েছে যে, একটি জাতি নিজের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য নিজেদের যুগে অর্জিত সর্বশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করবে, যেন ভবিষ্যত বংশধরগণ নিজেদের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়, তার বাহক ও অনুগত হয়ে গড়ে উঠতে পারে, এই পথেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে, যা তাদের সংস্কৃতির সাথে সাম স্যশীল। এ কাজটি যথাযথভাবে না করা একটি জাতির জন্য আত্মহত্যার শামিল। আর যে জাতি নিজের বংশধরদেরকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিরোধী অন্য কোন সভ্যতা-সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়, সে জাতি নিজেদের নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে আনে। এ ধরনের শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে শিক্ষা বলে অভিহিত করা যায় না।

প্রাথমিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা

ছাত্র ঃ ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থার কি উদ্দেশ্য সামনে ছিল ?

মাওলানা মওদূদী ঃ ছাত্রদেরকে সত্যিকার অর্থে মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানোই ছিল ইসলামী যুগে শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এ কারণে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন হাদীস ও ফেকার চর্চার গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। এছাড়া পার্থিব জগত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখায় ব্যাপক অধ্যয়ন করা হতো কিন্তু তাঁরা এ সমস্ত বিদ্যাকে প্রথমে ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির আলোকে ঢেলে সাজিয়ে মুসলমান বানিয়েছেন এবং পরে তা শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা

ছাত্র ঃ একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কোন্ কোন্ বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ?

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী ঃ পৃথিবীতে যে কোন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই তার সম্পর্কে মৌলিক জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে, উক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কোন্ ধরনের লোক তৈরী করতে হবে এবং মানবতাকে কোন্ ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য লোকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ?

কিছুলোকের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন করা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, লোকদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ শিক্ষা দান করা উচিত, যাতে করে ব্যক্তি জীবনের বাস্তবতা, তথ্য এবং সমস্যাকে হুবহু প্রত্যক্ষ করে অধ্যয়নের মাধ্যমে স্বাধীন ফলাফল গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমি বলি যে, এভাবে হুবহু প্রত্যক্ষ করার কাজ শুধুমাত্র ক্যামেরাই করতে পারে। মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাতে একটি বিবেকও রয়েছে। সে বিবেক সর্বাবস্থায় নিজের একটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীও পোষণ করে। বিভিন্ন সমস্যা তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তার থাকে। তদনুযায়ী একটা জীবনধারা গড়ে উঠে। যাকে আমরা কালচার বা সংস্কৃতি বলে থাকি। যে জাতির নিজস্ব পৃথক আকীদা-বিশ্বাস, নিজস্ব পৃথক জীবন পদ্ধতি নিজস্ব পৃথক মূলনীতি রয়েছে সে জাতির জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে এ উদ্দেশ্যের জন্য তৈয়ার করা। যাতে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে অনুধাবন করতে ও বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিতীয় মৌলিক দিক হচ্ছে এই যে, পার্থিব ও ধর্মীয় দিকের বিভেদ ও বিভাজন দূর করা, এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ পার্থিব কাজ-কর্ম বুঝতে শিখবে, পার্থিব সকল কাজ-কর্ম পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করবে, নিজের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন ছাঁচে ঢেলে সাজাবে, যাতে করে কোন পর্যায়েই পার্থিব ও ধর্মীয় জীবনের মধ্যে সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি না হয়। আর কখনো যদি এমনটি হয়েই যায়। তাহলে যেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দুনিয়াকে বুঝা যায়।

এই ব্যাপারে আরো অনেক কিছু বলা যায়। তবে আর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন উল্লেখ করা যেতে পারে, যে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বই পড়ানো, জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাকে কোন আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলা যায় না। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে। নৈতিক চরিত্রগঠনকে পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, ফলে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হবে এবং সমাজ ব্যবস্থাকে ন্যায়নিষ্ঠ ভিত্তির ওপর স্থাপন করা সম্ভব হবে। একটি উন্নয়নশীল স্বাধীন জাতি সত্ত্বার সকল আশা-আকাংখা পূরণে সক্ষম হবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

ছাত্র ঃ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কতটা সন্তুষ্ট ?

মাওলানা মওদূদী ঃ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বলতে যদি এদেশে প্রচলিত ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বুঝানো হয়, যে শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পনের বছর পরও হুবহু নিজেদের বুকে ধারণ করে রেখেছি, তা

www.pathagar.com

হলে আমাকে ক্ষমা করবেন, এ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, একজন পাকিস্তানী বিশেষ করে একজন মুসলমানের জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা লজ্জাজনক। এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় এ দেশের মধ্য থেকে এমন ধরনের লোক তৈরী করাই ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল, যার মাধ্যমে এ দেশের মানুষ বহিরাগত ইংরেজদের অধিকতর অনুগত হিসেবে গড়ে উঠবে। এ দেশে তাদের এমন লোক দরকার ছিল যারা ইংরেজদের ভাষা বুঝে, যে নিয়ম কানুন অনুসারে তারা এ দেশ চালাতে ও শাসন করতে চায় তা জানে ও বুঝে এবং তাদের মধ্যে এ যোগ্যতা গড়ে ওঠে যেন, তারা এ ভূখন্ডে ইংরেজদের মনোবাঞ্ছা ইংরেজদের মতো করেই পূরণ করতে পারে। আজ আমরা যে আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব সচেতনতা, সতর্কতা, পরিশ্রম প্রিয়তা, ধৈর্য ও দৃঢ়তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বলিষ্ঠতা, নিয়মানুবর্তীতা, আত্মসংযম এই সবকুছিই ভুলে গেছি, জাতীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলোর অন্ধ অনুকরণ করতে করতে আমরা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছি যে, নিজেদের হাতেই নিজেদের জাতীয় মর্যাদাবোধ বিলুপ্ত করতে বসেছি, তা এ শিক্ষাব্যবস্থারই অবদান।

সুষম শিক্ষাব্যবস্থা

ছাত্র : আপনি যেমন বললেন, "বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।" তাহলে একটা ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় কি ?

মাওলানা মওদূদী : আমাদেরকে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার মাধ্যমে গড়া লোকেরা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ভালোভাবে অনুধাবন করবে ও তার মূলনীতি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে, তার সত্যতার ওপর দৃঢ় আস্থা পোষণ করবে এবং সে অনুযায়ী মজবুত নৈতিকতা ও নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হবে। তাদের যোগ্যতা এমন পর্যায়ের হবে যার মাধ্যমে তারা সামষ্টিক জীবনের পুরো ব্যবস্থাপনাকে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। তদুপুরি এর উন্নয়নের জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া এই শিক্ষাব্যবস্থা যদি ভবিষ্যত বংশধরদেরকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তবে সাথে সাথে তাদেরকে ইমাম, মুফতি এবং দ্বীনের আলেম হিসেবেও যেন তৈরী করতে পারে।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এমনভাবে শুরু করা প্রয়োজন, যাতে করে শিশুদের মন-মগজে একথা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, এই পৃথিবী আল্লাহর রাজ্য। এটা তাঁর অসীম ও বিচিত্র ক্ষমতার নির্দশন মাত্র। এখানে আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরই নির্দেশ পালনে নিয়োজিত। এখানকার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর আমানত, যা আমাদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয়েছে।

মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা কুরআন ও হাদীসকে মজবুতভাবে ধারণ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে ইসলামের সেই জীবনী শক্তি সৃষ্টি করতে পারবেন না। যা কিনা ইসলামী জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

www.pathagar.com

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বের হয়ে আসা ব্যক্তিরা কোন অবস্থাতেই জাতির নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্য হতে পারে না। তারা অন্যান্যের মতোই ঘুষ খাবে। একইভাবে দুর্নীতি ও খেয়ানত করবে, যেমনটি বর্তমানে চলছে।

আমি একথা বলি না যে, আপনারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিত্যাগ করুন, বরং আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা আজকের যুগে পঠিতব্য সমস্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করুন, কিন্তু সেসব পড়ানোর পূর্বে শিশুর মনে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস এবং ইসলামী নৈতিকতা এমনভাবে জাগরুক করুন যাতে করে তার মন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সংশয়-সন্দেহের শিকার না হয় এবং তার কর্মতৎপরতা কোন অবস্থাতেই যেন ইসলাম বিরোধী না হয়।

ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্ররা শুধুমাত্র দেশ ও জাতির ইতিহাস পড়েই যেন ক্ষান্ত না হয়, বরং সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাসের সাথেও যেন সুপরিচিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই যেন সে জানতে পারে যে, ইসলাম একটি চিরন্তন আন্দোলন। সপ্তম শতাব্দীতে হঠাৎ করেই ইসলামের সূচনা হয়নি। শিশুদেরকে এমন আদর্শ মহাপুরুষদের জীবন-চরিত সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে। যাদেরকে বিশ্ব মানবতার জন্য উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এতে করে শিশুরা কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দানের মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, যারা ইসলামী ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন, ইসলামের জীবনী শক্তিতে উজ্জীবিত এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর—শুধুমাত্র তাদের হাতেই যেন আমরা আমাদের শিক্ষা নীতির চাবিকাঠি অর্পন করি। যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী না হয়, তাঁদের দ্বারা সেই শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন অসম্ভব, যার মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ

ছাত্র : আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন?

মওলানা মওদূদী : আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান পরিবেশ সম্পর্কে আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই। এখানে বিরাজমান সহশিক্ষা, বেলেল্লা ফিরিঙ্গীপনার প্রদর্শনী, আপাদমস্তক পশ্চিমী সংস্কৃতি ও সভ্যতার আনুগত্য, কলেজসমূহের বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও নির্বাচন পদ্ধতি এসব কিছু যেভাবে চলছে সেভাবেই যদি চলতে থাকে এবং এর মধ্য থেকে যদি আপনারা কোন কিছু পরিবর্তন করতে রাজী না হন, তাহলে এই মানসিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর পরিবেশে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব অনুভবকারী একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

www.pathagar.com

যদি আপনারা একজন ঈমানদার ব্যক্তি অথবা একটি বিবেকবান জাতি গড়তে চান, তাহলে আপনাদেরকে প্রচলিত এসব গোটা ব্যবস্থা বদলাতে হবে। এই সহশিক্ষা, এই ফিরিঙ্গী ধাচের জীবন যাপন, সবকিছু ছাড়তে হবে। এজন্য অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন, উন্নত স্বভাব ও চরিত্রের অধিকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন। স্মরণ রাখবেন, একটি নুতন যুগের সূচনা করার জন্য যে ধরনের উন্নত মানসিক, নৈতিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ আমরা আশা করি, ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের অধীকারী ও চরিত্র ভ্রষ্ট শিক্ষক নিজের ছাত্রদেরকে কখনোই তা দিতে পারবে না। শিক্ষানীতি যদি বিকৃতমনা লোকদের হাতে থাকে, তাহলে তা ভবিষ্যত বংশধরদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। এ কারণেই যদি আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে চাই, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোর নৈতিক পরিবেশকে পবিত্র করার মাধ্যমে একাজ শুরু করতে হবে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা

ছাত্র ঃ আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কোন বক্তব্য আছে কি ?

মাওলানা মওদূদী ঃ প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেয়াই একটা ভুল ধারণা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় শিক্ষা নয়। বরং পুরনো যুগের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রয়োজন পূরণের জন্য কর্মচারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। এ শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা মূলত সেইদিনই শেষ হয়ে গেছে, যেদিন থেকে ইংরেজদের শাসন এখানে চালু হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে আমাদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণের অনেক কিছুই রয়েছে এবং যেহেতু আমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে চাইনি, সেহেতু এই শিক্ষাব্যবস্থাটিকে আমরা আঁকড়ে ধরে রেখেছি এবং কোন ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াই যেমনটি ছিল, তেমনটি রেখে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বাস্তব জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। এই ব্যক্তিগণ আধুনিক জীবন যাত্রা ও তার সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গেছে। মসজিদের ইমামতি বা ওয়াজ নসিহত করার পেশা গ্রহণ ব্যতীত যুগোপযোগী কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, সমকালীন সভ্যতা যখন এ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে উপেক্ষা করতে শুরু করেছে, তখন তারা বিতর্কিত সমস্যাগুলোকে উস্কিয়ে দিয়েছে, যাতে করে সমাজ তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর এভাবেই এঁরা ইসলামেরও সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। ইসলামের আলোকে আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর সমাধান করারও যোগ্য হননি।

আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষা মনে করে এর মাধ্যমে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও ওলামায়ে দ্বীন তৈরীর কাজ নিলেও প্রকৃতপক্ষে এটা আজ থেকে দু'আড়াই শতবছর পূর্বেকার সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রণীত

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা। এর সাথে ইসলামী শিক্ষা এজন্য জুড়ে দেয়া হয়েছিল যে, তখন দেশের আইন ইসলামী ফেকাহ্ ভিত্তিক ছিল এবং এর বাস্তবায়নকারীদের জন্য তা জানা প্রয়োজন ছিল। আজকে আমরা ঐ শিক্ষা ব্যবস্থাতেই আত্মতুষ্টি লাভ ও তাকে নিজেদের দ্বীনী শিক্ষা মনে করি। আসলে এই শিক্ষাব্যবস্থা দ্বীনী প্রয়োজন পূরণেও অক্ষম, আধুনিক যুগের সমস্যা সমাধানেও অপারগ।

শিক্ষা সংকোচন প্রসঙ্গে

ছাত্র ঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা বিশারদগণ শিক্ষা সংকুচিত করার পক্ষপাতী, কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সার্বিকভাবে এই নীতি সমর্থন করে, এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি ?

মাওলানা মওদূদী ঃ আমার মতে এটা কোন কোন পরিবার ও শ্রেণীর বংশীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইজারাদারী ও একাধিপত্য বজায় রাখার উচ্চাভিলাষেরই ফলশ্রুতি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয় শিক্ষারই মাধ্যমে। যারা ইতিপূর্বেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের ইজারাদারী পেয়েছে, তারা জানে যে, সাধারণ মানুষকে শিক্ষা শুধু ততটুকুই দেয়া দরকার, যতটুকু হলে তারা ভালো খাদেম হতে পারবে। শিক্ষার উচ্চ শিখরে তারা যেন পৌঁছাতে না পারে, যাতে করে নেতৃত্ব, আনুগত্য, অর্থনৈতিক প্রভুত্ব এবং ইজারাদারী, নিজেদের ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। "অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা দুর্বল, তাদের মধ্যে ধী-শক্তির অভাব থাকে বলে তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।" এরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল এবং অবাস্তব। বর্তমান অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেসব স্তরের লোকদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ দীর্ঘায়িত হয়েছে, ক্রমান্বয়ে তারা চারিত্রিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অধপতনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, অথচ এই সময়ে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির লোক হিসেবে তারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যারা জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে অগ্রসর হয়েছে। যদি আমাদের দেশে প্রভাবশালী এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সন্তানদেরকে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর প্রবণতা বর্তমানের মতো চলতে থাকলে এটা শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতির জন্য খারাপ পরিণতি ডেকে আনবে।

www.pathagar.com

আসর ছয় ঃ কেন্দ্রীয় সভাপতিকে দেয়া সাক্ষাতকার

সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ ইং

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাওলানা মওদূদীর আন্দোলনী জীবন সম্পর্কে জানার জন্য তাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়। ☐ মৃত্যুদণ্ডাদেশ সম্পর্কে মাওলানার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, ☐ তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, ☐ না খেয়ে থাকার মত পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় এই সাক্ষাতকার থেকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ডাদেশের প্রতিক্রিয়া

প্রশ্ন : ১৯৫৩ সালে খত্‌মে নবুওয়াত আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হয়ে সামরিক আদালতে আপনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনার সময় আপনি কি এতো কঠিন শাস্তির আশংকা করেছিলেন? মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনার পর আপনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

আন্দোলনের নেতা : প্রকৃতপক্ষে এটা প্রকাশ বা প্রচার করার বিষয় নয়। উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে আজ আমি যা কিছু কথা বলবো, এর ভুল ব্যাখ্যা করারও অবকাশ রয়েছে। বস্তুত মৃত্যু আসার পরবর্তী অবস্থা দেখার আগ্রহ আমার দীর্ঘ দিনের। এ কারণে আমার মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করছিল যে, প্রথমত, এবার মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করে পরকালের জীবন দেখার সুযোগ হবে। দ্বিতীয়ত, আমি সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ হবো, যে আমাকে শহীদ হবার সুযোগ দিয়ে আমার পরকালীন মুক্তি সুনিশ্চিত করেছে। এ কারণে সামান্যতম দুঃখ-দুশ্চিন্তাও আমাকে আচ্ছন্ন করেনি; বরং আমি এক ধরনের আনন্দ অনুভব করেছি। অবশ্য আমি এটাও মনে করতাম যে, এই বন্ধুরা হয়তো আমাকে ফাঁসি দেয়ার সাহসই করবে না। আবার এও ভেবেছি যে, এদের ভরসাই বা কি! এরা তো আমার থেকে মুক্তি পেতে চায় ; আর আমার অস্তিত্বতো তাদের কাছে ভীষণ অসহ্য। সম্ভবত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তারা এ কার্যক্রম সম্পন্ন করেই ফেলবে। আমারও ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তারা কাজটা সমাধা করেই ফেলুক। এজন্য আমি সম্পূর্ণভাবে প্রশান্তচিত্ত ও আনন্দিত ছিলাম।

একটি বিশেষ ঘটনা

প্রশ্ন : কোন্ বিশেষ ঘটনার কারণে আপনি একটা সুশৃঙ্খল আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন?

আন্দোলনের নেতা : আমি এমন লোক নই যে, কোন বিশেষ ঘটনা আমার গতিপথ পরিবর্তন করে দেবে। আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আমার গতিপথ নির্ধারণ করে থাকি। তবে একটি বিশেষ ঘটনা আমাকে খুব বেশী আলোড়িত করে তুলেছিল।

হায়দরাবাদে নয় বছর অবস্থানের পর ১৯৩৭ সালে দিল্লী গিয়ে আমি অনুভব করলাম, এ কয় বছরে মুসলমানরা খুব দ্রুত গতিতে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করেছে। দিল্লীতে এসে যা দেখেছি, হায়দরাবাদের অবস্থা তেমনটি ছিল না। ভদ্র পরিবারের মুসলিম মহিলাদেরকে এমন অবস্থায় প্রকাশ্যে বাজারে চলাফেরা করতে দেখেছি, যাদের সম্পর্কে এমনটি আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এ ঘটনা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

দিল্লীর এ পরিস্থিতির কারণে রাতে আমার ঘুম হতো না। ভাবতাম, এ কি হয়ে গেলো! মাত্র নয় বছরে এতো বড় পরিবর্তন? এটা সে সময়ের কথা, যখন কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব ছিল, চারিদিকে হিন্দুদের দাপট দৃষ্টিগোচর হতো, যা কিনা খুবই দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। ১৯৩৭ সালে আমি যখন দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ প্রত্যাবর্তন করছি, ট্রেনের একই কম্পার্টমেন্টে জনৈক কংগ্রেস নেতাও সফর করছিলেন। কয়েকজন মুসলমান যাত্রী তাঁর সাথে মত বিনিময় করছিল। মনে হচ্ছিল যেন, কংগ্রেসের নেতারাই এখন দেশের শাসনকর্তা, আর মুসলমানরা তাদের অধিনস্ত প্রজা। যেন

www.pathagar.com

মুসলমানরা ভিখারী আর ওরা দাতা। তাদের সমস্ত কথাবার্তা আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম। এতে করে নিকট ভবিষ্যতে মুসলমানদের যে কি দুরবস্থা হতে যাচ্ছে তার চিত্র স্পষ্টত আমার সামনে ভেসে উঠলো। এ ঘটনার পর আমি 'মুসলমান আওর মওজুদা শিয়াসী কাশমাকাশ' (উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান) গ্রন্থের প্রথম খন্ড লিখি। হায়দরাবাদে থাকার ফলে পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন মাধ্যমে যেসব অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারিনি, এখানে এসে তা প্রত্যক্ষভাবে দেখে এবং ঘুরে ফিরে অনুধাবন করেছি। আর এটাই সেই জিনিস, যার মাধ্যমে আমার মধ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

এক বিরল অভিজ্ঞতা

প্রশ্ন : শুধু একটুকরা শুকনো রুটিই আপনাকে খেতে হয়েছে—এমন পরিস্থিতি কি কখনো আপনার জীবনে এসেছে?

আন্দোলনের নেতা : আল্লাহর শুকরিয়া যে, ঠিক এমনটি কখনো হয়নি। তবে শুধু একবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ভেবেছিলাম, ঐ দিন না খেয়েই থাকতে হবে, কিন্তু দিন শেষ হবার আগেই আল্লাহ যৎসামান্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর অশেষ শোকর যে, আজ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি আর কখনো আসেনি। বহু বছর আমি একা একা ছিলাম। কখনো কখনো নিজেই খাবার তৈরি করে নিতাম। আবার কখনো কখনো কাজে এতো বেশি নিমগ্ন থাকতাম যে, খাবার তৈরি করার সময়টুকুও বের করা যেতো না। এসব ক্ষেত্রে আমি কলা আনিয়ে তা খেয়ে নিতাম।

দীর্ঘ সময় ধরে কাজ

প্রশ্ন : আপনি একাধারে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কবে কাজ করেছেন এবং তা কত ঘন্টা ধরে?

আন্দোলনের নেতা : আমি সবসময় কাজ করতে পারি। কিন্তু যখন দিনে কাজ করার সুযোগ থাকে না, তখন সাধারণত আমি রাতেই কাজ করি। এক সময় এমন ছিল, এশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত একাধারে কাজ করেছি। এর উপর দিনেও লোকজনের সাথে কথা-বার্তা এবং সাক্ষাতকার চলতে থাকতো।

স্বাস্থ্যের প্রতি নজর

প্রশ্ন : আন্দোলনের কাজ এবং লেখাপড়ার কাজ সব করে অবশেষে আপনি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কতটুকু নজর দিতে পারতেন?

আন্দোলনের নেতা : দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি স্বাস্থ্যের প্রতি বেপরওয়া ছিলাম। এক সময়তো আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে আমার সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিতে হবে, ফলাফল যাই হোক না কেন। সে সময় আমি বেশ Desperate হয়েই কাজ করতাম। শরীর স্বাস্থ্যের উপর তার চাপ (Strain) ও প্রভাবের তোয়াক্কাই করতাম না। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত আমি এভাবেই কাজ করেছি। কোন সাহায্যকারীও ছিল না। একাকী কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমি ধরে নিয়েছিলাম, এ কাজ চলুক আর নাই চলুক, এর জন্য আমার যা করার আছে আমি তার পুরোটাই করে ফেলবো। কেননা আমার এই নিরস কাজে কোন সাথী পাবার আশা ছিল না। আমি যে কাজের জন্য সাধনা করেছি, তার কোন রকম সাফল্যের আশাও আমার ছিল না।

www.pathagar.com

আসর সাত : হাইকোর্টে প্রদত্ত ভাষণ

জানুয়ারী : ১৯৬৪ ইং

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে আইয়ুব সরকার পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতের ৫০জন কেন্দ্রীয় নেতাকে অন্তরীন করে। ইসলামী জমিয়তে তালাবার অস্তিত্ব এবং কর্ম তৎপরতার ব্যাপারেও মাওলানাকে অভিযুক্ত করা হয়। এই অভিযোগের জবাবে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে মাওলানা যে বিবৃতি দেন, তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাইকোর্টে মাওলানার বিবৃতি

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কেবল তখনই উত্থাপিত হতে পারে, যখন দু'টি কথা প্রমাণিত হবে। প্রথমত, ইসলামী জমিয়তে তালাবা কখনো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন বেআইনী ধর্মঘট করেছে অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। এ রকম উদাহরণ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, এসব কাজে আমার যোগশাযোগ থাকলে তা প্রমাণ করতে হবে। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, সরকার এ দু'টির একটিও প্রমাণ করতে পারবে না। আর এ কারণেই সরকার জন-নিরাপত্তা আইন ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি (সংশোধিত) অধ্যাদেশ ১৯০৮-এর সহযোগিতা নিয়েছে। যাতে করে আদালতে কোন প্রমাণ পেশ করার মতো দুঃসাধ্য কাজের সম্মুখীন হতে না হয় এবং প্রকৃত সত্য আদালতের সামনে উদঘাটিত হওয়ার আশংকা না থাকে।

ইসলামী জমিয়তে তালাবা ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসব ছাত্রের সংগঠন, যারা আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও দর্শনসহ অন্যান্য আধুনিক বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে ইসলামী ধ্যান ধারণার সাথে সম্পর্ক রাখে, নৈতিকতার বিধান অনুশীলন করে, নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আল্লাহদ্রোহিতা, ধর্মহীনতা এবং নৈতিক অবক্ষয় ও বিভ্রান্তি প্রতিরোধ এবং ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এই যুবকদের মধ্যে আপনারা এমন অনেককে পাবেন, যারা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর অধ্যয়নের সাথে সাথে তাহাজ্জুদ পর্যন্ত আদায় করে থাকে। বিগত কয়েক বছরে এরা যুব সমাজকে আদর্শিক এবং নৈতিক বিভ্রান্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদেরকে আল্লাহদ্রোহী চিন্তাধারা ও অসৎ কার্যকলাপের প্লাবণ থেকে রক্ষা করার জন্য অনেক কাজ করছে।

এসব গুণের কারণে এই ছাত্রদের সাথে আমার আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আমি এই দেশে এমনি ধরনের যুবকদেরকে দেখতে চাই, যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে সত্যিকার এবং খাঁটি মুসলমান হবে। এই ছাত্রদের সাথে এ কারণেই আমার হৃদয়ের টান। তারাও আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমি তাদেরকে ইসলামের আলোকে জীবনের আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধান বের করে দেই। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক গোপন কিছু নয়, এটা গোপন করার কোন কারণও নেই।

[পরে ৬৪ সালের অক্টোবর মাসে সুপ্রীম কোর্ট জামায়াতে ইসলামীর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বেআইনী ঘোষণা করে।]

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর আট ঃ কাশ্মীরি ছাত্রদের সাথে

নভেম্বর ১৯৬৫ ইং

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধের পর নভেম্বর মাসে মাওলানা মওদূদী কাশ্মীর সফর করেন। এ সফরকালে কাশ্মীরের মীরপুর সরকারী কলেজে ২৯ নভেম্বর ছাত্রদের এক বৈঠকে মাওলানা তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ❑ শিক্ষা ব্যবস্থা, ❑ ব্যাংক ব্যবস্থা, ❑ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ❑ সোনালী যুগের শহীদ আর কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামের শহীদ, ❑ শহীদের কবীরা গুনাহ, ❑ কবরের সওয়াল জওয়াব ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান জ্ঞান লাভ করা যায় এই প্রশ্নোত্তরের আসর থেকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

প্রশ্ন ঃ একজন অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি যে, বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাশ্চাত্য থেকে ধার করা চিন্তাধারা শিক্ষা দেয়া হয়। এই পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে না পারলে আমরা দায়িত্ব মুক্ত হতে পারি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণভাবে আলেম সমাজ এবং বিশেষভাবে আপনি এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

উত্তর ঃ এটা একটা বাস্তব সমস্যা। আজকে আপনাদের বুঝতে হবে যে, শুধু অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, বরং শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের মধ্যেই এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যাঁরা শিক্ষানীতি তৈরী করার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁরা এই সমস্যাটা উপলব্ধি করছেন কিনা জানি না। সাধারণভাবে আলেম সমাজ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন না। ফলে এর পরিবর্তনের চিন্তা-চেতনাও তাঁদের মধ্যে নেই। অন্যদিকে যাঁরা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং ইসলামের আবেগ অনুভূতিও তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁদের প্রতি আমি আহবান জানিয়ে আসছি যে, আপনারা সামান্য চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে আরবী ভাষাটা শিখে নিন। কেননা আরবী না শিখে কোন উপায় নেই। এটা ছাড়া ইসলামী জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তদুপরি অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের জন্য তো এটা আরো বেশী অসম্ভব।

কুরআন শরীফ, হাদীসসমূহ এবং ফেকাহ্‌র কিতাবাদীর অনুবাদ পুস্তক তো পাওয়া যায়। কিন্তু তা মোটেই যথেষ্ট নয়। শুধু অনুবাদ দিয়ে কাজ চলে না। যে বিদ্যা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন নেই, সে সম্পর্কে সিলেবাস তৈরী এবং সে অনুযায়ী বই লেখা সম্ভব নয়। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার নিকট প্রয়োজনীয় উপকরণাদি নেই। ধনী ব্যক্তিরা এই প্রয়োজনটা অনুভব করেন না। আর মধ্যবিত্ত লোকদের রয়েছে উপকরণের অভাব। এ কারণেই আমি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে একটি একাডেমী (ইসলামী রিসার্চ একাডেমী—করাচী) স্থাপন করেছি। যার মাধ্যমে কিছু যুবককে তৈরী করা হচ্ছে। সেখানে আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করছে। আর আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা আরবী ভাষা শিক্ষা করছে। কিছুকাল পর এসব ব্যক্তিরা তৈরী হয়ে কর্মক্ষেত্রে কাজ শুরু করবে। এরপর ইনশাআল্লাহ্ এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁরা ফলপ্রসূ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পারবেন।

ব্যাংক ব্যবস্থা ও সুদ

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া চলা অসম্ভব। ব্যাংকে জমানো টাকার যে মুনাফা দেয়া হয়, তা সুদ থেকেই দেয়া হয়। অথচ সারা দুনিয়াতেই তা অবাধে গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে চলবো?

www.pathagar.com

উত্তর : দুনিয়ায় তো এমন সব কাজ অবাধেই হচ্ছে যা শরীয়াত হারাম ঘোষণা করেছে। দুনিয়ার স্বার্থে আপনি সে সবের কোন্ কোন্টিকে হালাল করবেন? পবিত্র কুরআনে সুদকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি একথাও বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। পবিত্র কুরআনে সুদের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে যে, ঋণের ক্ষেত্রে আসলের চেয়ে অধিক টাকা গ্রহণ করার যে চুক্তি গ্রহণ করা হয়, সেটাই সুদ। এদিক থেকে ব্যাংক প্রদত্ত সুদও একই ধরনের সুদ, তা যে নামেই দেয়া হউক না কেন সাধারণভাবে সারা দুনিয়ায় প্রচলিত হয়ে পড়েছে এই অজুহাতে কোন হারামকে হালাল করে দেয়ার সাধ্য আমার নেই। যদি আপনি ব্যাংকে চলতি হিসাবও খোলেন, তাহলেও তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি ডাকাতি করার জন্য ডাকাতকে অস্ত্র সরবরাহ্ করছেন। যদি কোন ব্যক্তি বাধ্য হয়ে এমনটি করে, তথাপী এ কাজটাকে গুনাহ্ মনে করতে হবে। যদি ব্যাংকের পক্ষ থেকে সুদ গ্রহণে কোন ব্যক্তি বাধ্য হয়, তাহলে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া দরকার। এতে করে গুনাহের শাস্তি কিছুটা কম হয়ে যেতে পারে। তবে একথা সত্য যে, অসচেতনতা ছাড়া আর কিছু মানুষকে এমন কাজে বাধ্য করতে পারে না। বর্তম্যান ব্যাংকিং ব্যবস্থা অতি সহজে পরিবর্তন করা যায়। ব্যাংক ব্যবস্থা মূলত কোন হারাম জিনিস নয়। বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা হারাম। এটাকে মুনাফায় অংশীদারীত্বের (Profit Shairing) ভিত্তিতে পরিচালিত করলে কোন অসুবিধা নেই।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ

প্রশ্ন : সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কি জিহাদ? যদি তাই হয় তাহলে কিভাবে?

উত্তর : জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ)-কে তিনটি বড় বড় অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমত, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য সংগ্রাম করা, দ্বিতীয়ত, অত্যাচারীর কবল থেকে মজলুমকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করা, তৃতীয়ত, নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য সংগ্রাম করা অর্থাৎ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর শত্রু আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করা। দেশকে শত্রুর কবলে যাওয়া থেকে রক্ষা করা সে দেশের নাগরিকদের উপর ফরজ। এসব পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্য যদি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এই সংগ্রাম জিহাদ ফীসাবীলিল্লাহ্ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি না হয়, তা হলে তা জিহাদ ফীসাবীলিল্লাহ্ হবে না। কেবলমাত্র কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে জিহাদ বলা যায় না। এই সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আল্লাহদ্রোহিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, সীমালংঘন এবং সাধারণ মানুষের উপর অন্যায় বলপ্রয়োগের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সংগত। তবে এর নিয়ত বা উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভূত্বকে উৎখাত করা, আল্লাহ্‌র প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা, তা হলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও জিহাদ হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সবকিছুর গোলামী থেকে মুক্ত হবে কিন্তু অবশ্যই আল্লাহ্‌র গোলাম হবে। মানুষ যদি

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র গোলামী থেকেও নিজেকে স্বাধীন করে নেয়, তাহলে আর কোন স্বাধীনতারই কোন মূল্য থাকে না।

ইসলামের প্রথম যুগের শহীদ আর কাশ্মীরের শহীদ

প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম যুগের শহীদ আর কাশ্মীরের শহীদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : আবেগ উদ্দীপনার তীব্রতা ও গভীরতার আলোকেই শাহাদাতের মর্যাদা নিরূপিত হয়। এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে লক্ষ টাকা দান করে, আর একজন দান করে শুধু একটি খেজুর। খেজুর ওয়ালার নিকট যা কিছু ছিল সে সবটুকু দান করে দিল। শেষোক্ত ব্যক্তির আবেগ উদ্দীপনার তীব্রতা (Intensity) লক্ষ টাকা দানকারীর তুলনায় অনেক বেশী। ফলে পুরস্কারও সে বেশী পাবে। আল্লাহ্‌র বন্দেগী করার ব্যাপারে আন্তরিকতা এবং উদ্দীপনা যার যত বেশী হবে, তার মর্যাদাও তত উন্নত হবে। মোটকথা হচ্ছে, মর্যাদা নির্ধারণ আমাদের কাজ নয়। আমরা তো একজন লোককে এতটুকু জানি যে, তিনি মুসলিম ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছেন। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তায়ালা তার শাহাদাত এবং শাহাদাতের জন্য আন্তরিকতা ও উদ্দীপনার গভীরতাসহ তা গ্রহণ করেন।

শহীদের কবীরা গুনাহ্

প্রশ্ন : শহীদদের কবীরা গুনাহ্ও কি মাফ করে দেয়া হয়? যদি কেউ পূর্ণ আন্তরিকতা ও উদ্দীপনাসহ জিহাদ করার পর শহীদ না হয়ে গাজীর মর্যাদা লাভ করে, তাঁর গুনাহ্ কি পরিমাণ মাফ করা হবে?

উত্তর : এক্ষেত্রে আমরা এতটুকু জানি যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে যান, তাঁরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। এর প্রতিদান পেয়ে যান, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে যেমন—ঋণ ক্ষমা করা হয় না। গাজীদেরকেও উন্নত প্রতিদান দেয়া হয়, কিন্তু তাঁদের সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। গুনাহ্ মাফ করা শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء অর্থাৎ "তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।" অমুক কাজটি করলে এই গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে এই আশায় যেমন গুনাহ্ করা উচিত নয়, তেমনি এমন হতাশও হওয়া উচিত নয় যে, যত বড় নেক কাজ করি না কেন গুনাহ্ মাফ হবে না। মু'মিনকে بين الخوف والرجاء অর্থাৎ ভীতি এবং আশাবাদের মাঝখানে থাকতে হবে। আল্লাহকে ভয়ও করতে হবে এবং তার নিকট প্রত্যাশাও করতে হবে।

যে দেশ থেকে ইসলামের ঝর্ণাধারা উৎসারিত

প্রশ্ন : ইসলাম গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে দেশ থেকে ইসলামের ঝর্ণাধারা উৎসারিত অর্থাৎ বর্তমান আরব দেশ কেন গণতন্ত্রের বরকত থেকে বঞ্চিত?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ যেখান থেকে এই ঝর্ণাধারা উৎসারিত এবং যেসব স্থানে এই ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, উভয়ের একই অবস্থা। আর এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

মৃত ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে যে, "প্রতিটি ব্যক্তি একবার মৃত্যুবরণ করবে।" কিন্তু যখন মানুষ মরে যায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কি তাকে পুনরায় জীবিত করা হয়? যদি তা না হয়, তাহলে কি রূহের অবস্থান স্থলে গিয়ে রূহকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়? যদি মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদই করা হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে সে উত্তর দেয়?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষের এক অবস্থা এমন ছিল, যখন সে শুধুমাত্র রূহ ছিল। কোন শরীর ছিল না। এখন অবস্থা হচ্ছে রূহ একটা শরীরের মধ্যে রয়েছে আবার একটা অবস্থা এমন হবে যখন রূহ শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে, অথচ রূহ শেষ হয়ে যাবে না; অবশিষ্ট থাকবে। এর পরের অবস্থা এমন হবে যে, পুনরায় রূহ শরীরে প্রবেশ করবে। তখন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান জীবনের পর কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থাকে আলমে বারযাখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আলমে বারযাখে রূহ থাকবে কিন্তু শরীর থাকবে না। দুনিয়ার জীবনে আমরা রূহকে যে পর্যায়ে Develop করেছি, তা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সহকারে সেখানে অবস্থান করবে। সেই রূহকে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটা ঠিক এমন, ধরা যাক, একজন লোক কাজ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। যদি লোকটি নেক ও সৎকর্মশীল হয়, তাহলে মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে অতিথির মতো সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। আখেরাতের চূড়ান্ত বিচার পর্যন্ত তাকে সেই মর্যাদাতেই রাখা হবে। যদি লোকটি অসৎ ও অত্যাচারী হয়ে থাকে, মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে গ্রেফতারকৃত আসামীর মতো নিয়ে যাওয়া হবে। আদালতের চূড়ান্ত ফায়সালা হওয়া পর্যন্ত তাকে এভাবে রাখা হবে। জিজ্ঞাসাবাদ (Interogate) করা হবে। এই সহজ সরল কথাটি বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। অপরাধীদের সাথে এক ধরনের আচরণ করা হবে। আর নেক লোকদের সাথে অন্য ধরনের আচরণ করা হবে। মৃত্যুর পর রূহ নিজের সকল আবেগ উপলব্ধিসহ অবস্থান করবে। সৎ লোকদের রূহ প্রশান্তি অনুভব করবে। আর অসৎ লোকদের রূহ বিপদগ্রস্ত হবে।

---

www.pathagar.com

আসর নয় ঃ ঝিলম আইনজীবী সমিতির সাথে

নভেম্বর ১৯৬৭ ইং

১৯৬৭ সালের ১৪ নভেম্বর ঝিলম আইনজীবী সমিতির এক সমাবেশে মাওলানা উকিলদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ❑ প্রগতির যুগে ইসলামী বিধান, ❑ মানবীয় আইন এবং আল্লাহর কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা আর আস্থা সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য পাওয়া যায় মাওলানার জবাব থেকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রগতির যুগে ইসলামের বিধি-বিধান

প্রশ্ন ঃ "ইসলামের বিধি-বিধান প্রগতিশীল যুগের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়" এটা এক ধরনের লোকের অভিযোগ। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমি দু'টো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দু'টি বিষয়ের একটি হচ্ছে 'প্রগতি' অপরটি হচ্ছে 'প্রয়োজন'। চলুন দেখি প্রগতি বলতে কি বুঝায়। এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কোন বিশেষ লক্ষ্যে (Goal) পৌছার জন্য যখন আমরা চেষ্টা করি, তখন সেই লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য অগ্রসর হওয়াকে 'প্রগতি' এবং তার বিপরীত দিকে অগ্রসর হওয়াকে 'অবনতি' বা অধপতন বলা হয়। কিন্তু যদি আমরা এমন Goal নির্ধারণ করি, যা অন্যায়, তাহলে সেই Goal-এর দিকে অগ্রসর হওয়া 'প্রগতি' নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান যুগে মানুষের জন্য যে লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকি মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, যা আধুনিক সভ্যতা নির্ণয় করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ব্যক্তি এমনটি দাবী করতে পারে না। এমনকি স্বয়ং পাশ্চাত্য সভ্যতার দেশে বর্তমানে এমন বহু চিন্তাবিদ রয়েছেন, যাঁরা একথা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এই সভ্যতা মানুষের জন্য যে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছে, তা সঠিক। আজকের দিনেও তারা এ সিদ্ধান্তে অটল যে, এই ভ্রান্ত লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে এ যুগের সকল বিপদ ও সমস্যার মূল কারণ। এর বিপরীতে ইসলাম মানুষের জন্য যে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছে, আমরা তাকেই সঠিক মনে করি, সেদিকে অগ্রসর হওয়াকেই আমরা 'প্রগতি' মনে করি। আর এই প্রগতির জন্য ইসলামী বিধি-বিধানই সঠিক এবং যুগের প্রয়োজন পূরণে সহায়ক। এ যুগে যেসব 'প্রগতি' সাধিত হয়েছে, আমি একটি উদাহরণ দিয়ে তা বুঝানোর চেষ্টা করছি। যেমন, মানুষকে সিংহের সাথে তুলনা করুন, সিংহ প্রথমে নিজের থাবা দিয়ে শিকারকে হত্যা করে। এরপর সে বন্দুক তৈরী করতে শিখেছে এবং বন্দুক দিয়ে শিকার করতে শুরু করেছে। পরবর্তী সময়ে সে কামানের ব্যবহার শিখেছে ঠিক একই ভাবে আজকের মানুষ পারমাণবিক বোমার মতো ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরী করে ফেলেছে। যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ জীবন এক সাথে শেষ করে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসবের মাধ্যমে মানবতার কতটুকু 'প্রগতি' হয়েছে ? এবার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে আসা যাক, যেহেতু আমাদের নিকট একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, বর্তমান যুগে প্রগতির লক্ষ্যবস্তুই ভ্রান্ত। অতএব, এর প্রয়োজনীয়তাও একইভাবে ভ্রান্ত। এ অবস্থায় এ যুগের প্রয়োজনকে আমরা কিভাবে প্রকৃত প্রয়োজন মনে করতে পারি ? এ যুগের প্রয়োজনগুলোর মধ্যে দুষ্কৃতিও একটা প্রয়োজন। এই দুষ্কৃতি যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য কাজ চলছে। অথচ ইসলাম এটাকে কোন অবস্থাতেই 'প্রয়োজন' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। সুতরাং আপনি আগে আমাকে বর্তমান যুগের প্রকৃত প্রয়োজনগুলো সম্পর্কে বলুন, তারপর আমিও এসব প্রয়োজন পূরণে ইসলামের কি কি বিধান রয়েছে, আপনাকে বলবো।

www.pathagar.com

আধুনিক সভ্যতা এমন অনেক জিনিসকে নিজের জন্য অত্যাবশ্যক করে নিয়েছে, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই, ফলে আধুনিক সভ্যতা বিশ্বকে ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ঠেলে দেয়। এছাড়া আধুনিক সভ্যতা মানুষের জন্য ভ্রান্ত জীবনোদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং প্রগতির নামে মানবতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

আল্লাহর আইন ও মানুষের আইন

প্রশ্ন : কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রনয়ণের জন্য আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর রচিত অন্যান্য আইনের মতো এসব বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা কি সম্ভব?

উত্তর : একথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, যেসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তাতে স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে, এসব ক্ষেত্রে আইন প্রনয়ণ করতে গিয়ে ইনসাফের ইসলামী ধারণা শিকায় তুলে ইসলামের সাধারণ মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হতে হবে। এটা স্পষ্ট যে, এসব ক্ষেত্রে আইন প্রনয়ণের যোগ্য ও অনুমোদিত ব্যক্তি কেবল তাঁরাই হতে পারেন, যাদের মন মানস, চিন্তা-বিশ্বাসের পটভূমি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণ ইসলামী। বর্তমান আইন শাস্ত্রে বিরাট বিরাট ডিগ্রীধারী ব্যক্তিও যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, ইসলামের ন্যায় বিচার ও ইনসাফ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকে, কোন অবস্থাতেই তাকে ইসলামী আইন প্রনয়ণের কাজে নিয়োগ করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি বর্তমান আইনের উপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে থাকে, সাথে সাথে ইসলামী আইন সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, তা হলে এই ব্যক্তি আইন প্রনয়ণে ইসলামের মৌলিক বিধান লংঘন করতে পারে না এবং ইসলামের সত্যিকার জীবনী শক্তিকেও উপেক্ষা করতে পারে না।

মুসলিম উম্মাতের ফকীহগণ ইসলামী আইনের উপর যে ব্যাপক কাজ করেছেন, উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই করেছেন। এই আইন চর্চা অত্যন্ত অপরিহার্য প্রয়োজন। কেননা পবিত্র কুরআনে মৌলিক এবং সংক্ষিপ্ত হেদায়াত দেয়া হয়েছে। একটা বিধান পবিত্র কুরআনের একটি লাইনে বর্ণিত হলে পবিত্র হাদীসে এর ব্যাখ্যা এক পৃষ্ঠা হয়ে থাকে। এরই ভিত্তিতে ইসলামী আইন বিশারদদের ব্যাখ্যা কমপক্ষে পঁচিশ-ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী হয়ে থাকে। এই ফকীহগণের মধ্যে আবার খুঁটিনাটি এবং বিস্তারিত বিষয় নিয়ে মত-বিরোধও হয়েছে। কিন্তু নিজেদের সকল মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা ইসলামের কোন মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সীমা লংঘন করেননি এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত কোন ব্যাখ্যাও দেননি। তাঁদের মধ্যে যেসব মতপার্থক্য পাওয়া যায়, সেগুলো স্বাভাবিকভাবে চিন্তাবিদদের মধ্যকার যুক্তিসঙ্গত মতপার্থক্যের মতো। আর এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতে কারো আন্তরিকতা ও নিয়তের উপর সন্দেহ করা যায় না।

বাকী রইল এসব বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের প্রশ্ন। যদি এই আইন বিশারদদের ঈমান ও আন্তরিকতার উপর সাধারণের আস্থা না থাকে তাহলে আইনের প্রতি

www.pathagar.com

শ্রদ্ধাবোধ কখনোই সৃষ্টি হবে না। কিন্তু যদি আইন প্রণেতা ও আইন বিশারদদের উপর মানুষের আস্থা সৃষ্টি হয়, তাহলে তাদের তৈরী আইনের উপর মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে। যেমন ইসলামের ইতিহাসে প্রখ্যাত ফকীহ্গণের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের কোন একজনের বিরুদ্ধেও অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা এবং আত্মপূজার অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি, বরং এ ব্যাপারে সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তাঁরা অত্যন্ত নিঃস্বার্থ, আন্তরিক, নিষ্কলুষ এবং নিষ্পাপ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁদের গবেষণালব্ধ বিধানগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ অনুসরণ করে আসছে এবং আজো কোটি কোটি মানুষ তা মেনে চলছে। এই অসাধারণ মর্যাদা তাঁরা অর্জন করেছিলেন এবং আজো তাঁরা সেই মর্যাদার আসনে সমাসীন শুধু একটি কারণে যে, তাঁরা নিজেদের জীবনকে অত্যন্ত পবিত্র রেখেছেন এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর দশ : ঢাকায় ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দের সাথে

ফেব্রুয়ারী - ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালে মাওলানা মওদূদী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করেন। এ উপলক্ষে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দ মাওলানার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ❑ বেকারত্ব সমস্যা, ❑ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের অংশগ্রহণ, ❑ সুদ বিহীন আর্থ সামাজিক কর্মসূচী, ❑ বস্তুগত উন্নতির সাথে আত্মিক উন্নতির ভারসাম্য, ❑ মার্কিন সাহায্যের অভিযোগ, ❑ বিশ্ব মুসলিম ব্লক, ❑ ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যাংকিং, ❑ পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মাওলানা মওদূদী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বেকারত্ব

প্রশ্ন ঃ আধুনিক সভ্যতায় শিল্প প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বেকারত্বের যে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ছাড়া কি এ সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব ?

উত্তর ঃ প্রথমত, বুঝা দরকার যে, বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতায় বেকারত্ব কিভাবে এসেছে। আপনারা একটি ব্যাপক এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী না করে যতবেশী প্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় আনবেন, মানুষ ব্যবহারের সুযোগ ততবেশী কমে যাবে প্রযুক্তি সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকবে আর মানুষ পিছিয়ে যেতে থাকবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে, যেখানে ইতিপূর্বে পঞ্চাশ বা একশ জন লোক কাজ করতো সেখানে একজন অথবা দু'জন লোক কাজ করবে। সুতরাং, এই যান্ত্রিক সভ্যতা উত্তরাধিকার সূত্রে বেকারত্বের জন্ম দেয়। এখন যদি এই বেকারত্ব রোধ করার উপায় হিসেবে মানুষের জন্মগ্রহণের স্বাভাবিক হারকে রুদ্ধ করা হয় এবং শুধু যন্ত্র চালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানুষকে জন্মগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়, বাকী সমস্ত মানুষকে জন্মগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তার অর্থ হবে, এক সময় এই প্রযুক্তির সভ্যতা উন্নতি করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে, যখন শুধু একজন মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে পুরো একটি দেশের যাবতীয় কাজ সমাধা করতে পারবে, তখন একটি দেশে শুধু একজন মানুষেরই প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে। বাকী সমস্ত মানুষ অপ্রয়োজনীয় এবং বেকার হয়ে পড়বে। আর সমস্ত মানুষকে বিদায় করতে এবং আগামীতে মানুষের জন্ম চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য 'পরিবার পরিকল্পনার' ব্যাপক কাজ শুরু হয়ে যাবে। আসলে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জন্মহার কমানো বেকারত্ব দূর করার কোন বাস্তব ব্যবস্থা নয়। বরং এর প্রতিকার হচ্ছে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম অন্য একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এজন্য প্রয়োজন একটি লাগসই পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনা সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। এখন শুধু এটুকু বুঝে নিন যে, 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়ই নয়, এটা জীবনের আরো বহু দিক ও বিভাগের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ মানুষের নৈতিক চরিত্রের ওপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে অনুরূপভাবে মনস্তত্ত্বের ওপরও তার প্রভাব অপরিসীম। এসব প্রভাবের কথা বিবেচনা করলে এর সমস্ত ক্ষতিকর দিকগুলো আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে। এমনিভাবে যাঁরা সমাজতন্ত্রকে বেকার সমস্যা সমাধান মনে করেন, তাঁরা শুধু ভ্রান্তিতেই লিপ্ত নন, বরং অজ্ঞতার অতল তলে নিমজ্জিত। সমাজতন্ত্র এর সমাধান করতে পারে না বরং এর চেয়ে বড় আরেকটি সমস্যা চাপিয়ে দিতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমান চিত্র হচ্ছে, কিছু লোকের কর্মসংস্থান আছে, কিছুলোক অর্ধবেকার, কিছু লোক পূর্ণ বেকার, কিন্তু আর যাই হোক দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা তো ভোগ করছে। অতএব, এদিক থেকে তো নিশ্চয়তা আছে যে, আজকে একজন লোক বেকার থাকলেও হয়তো সে আগামী কাল চাকুরী পেয়ে যাবে। এরপর সে চাকুরীর বাইরে স্বাধীনভাবে ঘুরা ফেরা করতে

www.pathagar.com

পারবে। অপেক্ষাকৃত ভাল চাকুরী অনুসন্ধান করতে পারবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র পুরো এক একটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে গোলাম বানিয়ে ফেলে। তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে চলে যায়। ফলে দেশের পুরো জনগোষ্ঠী তাদের গোলামে পরিণত হয়। সমস্ত শিল্প-কারখানা, কৃষি ব্যবস্থাপনা মুষ্টিমেয় লোকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভূমি, যন্ত্র, ব্যবসা, সবকিছুরই কর্তৃত্ব ঐ গোষ্ঠী হাতে নিয়ে নেয়। এমনি মানুষের সকল স্বাধীনতাকে হরণ করেও এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেকারত্বকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারেনি। অদ্যাবধি রাশিয়া বেকারত্বের চাপে জর্জরিত। তাই "সমাজতন্ত্র বেকারত্ব ঘুচাতে পারে" সমাজতন্ত্রীদের এ বক্তব্য ভ্রান্ত প্রমাণিত। রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রও আছে, পাশাপাশি বেকারত্বও আছে। পার্থক্য শুধু একটাই, আমাদের বেকারত্ব বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারিত আর রাশিয়ার বেকারত্ব সম্পর্কে উচ্চ বাচ্য করার কোন সুযোগ নেই। সেখানকার বেকারত্বকে বিশ্ববাসীর গোচরীভূত করার মতো কোন সংবাদ সংস্থাও সেখানে নেই। কোন ধর্মঘট বা বিক্ষোভ মিছিল সেখানে অসম্ভব। কেননা সেখানকার পরিস্থিতি এমন যে, বিরাজমান স্বৈরাচারের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দু'জনের আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পৌছার পূর্বেই আলোচকদ্বয়কে জেলে যেতে হয়। অতএব, এটা পরিষ্কার হলো যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ, সমাজতন্ত্র বা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের এই সমস্যাগুলোর সম্মানজনক সমাধান সম্ভব নয়।

মানুষের এসব সমস্যার সমাধান যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে তা একমাত্র ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। ইসলাম বলে, কোন ব্যক্তি বেকার হলেই বায়তুলমাল সাথে সাথেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা শুরু করবে। বায়তুলমাল থেকে বেকার ব্যক্তির খরচ চালানোর অর্থ হচ্ছে তার কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সরকারের। এটা হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থায় বেকার সমস্যার সমাধান।

শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং বেকারত্বের উৎসমূল এবং তার বিস্তৃতির সকল কারণ দূর করার জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সেই পরিকল্পনা হবে মানুষের সঠিক কল্যাণের সূচনা বিন্দু। যেমন কোন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে জরীপ করে দেখা হবে যে, এর ফলে কতলোক বেকার হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে কত লোকের কর্মসংস্থান হবে। বেকারত্বের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হলে তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের বর্তমান পরিকল্পনাবিদদের মাথায় এ ধরনের পরিকল্পনা স্থান পায় না। এই ধাঁচে তাঁরা চিন্তাই করেন না। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জওয়াবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন ইসলামী সরকারই একমাত্র মানুষের ব্যাপক কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের স্থান

প্রশ্ন ঃ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের কি কোন অবদান আছে ?

www.pathagar.com

উত্তর : আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিজ্ঞানীদেরই গবেষণার ফলে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্যের দেশসমূহে মুসলমানদেরই আবিষ্কৃত চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানো হতো। বর্তমান সময় পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছে, তার ভিত্তি মুসলমানরাই স্থাপন করেছিল। আধুনিক শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সর্বপ্রথম মুসলমানরাই আবিষ্কার করেছে। সেই জিনিসগুলোরই মানোন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে আনা হয়েছে। মুসলমানদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের ঔষধ আজো একইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একথা সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে, তাতে প্রত্যক্ষভাবে মুসলমানদের কোন অবদান নেই, কারণ মুসলমানরা পুরনো আমলের বই-পুস্তকগুলোরই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অব্যাহত রেখেছে। নতুন কোন গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ করেনি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদগণ মুসলমানদের অবদানগুলোকে গোপন করার চেষ্টা করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন সব অবদান শুধুমাত্র তাদেরই, অন্যেরা কিছুই করেনি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ইংরেজী, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বহু লেখক এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

সুদমুক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা

প্রশ্ন : পাকিস্তানে একটি সুদমুক্ত প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত ব্যাপক, তথাপি আমি সংক্ষিপ্তভাবে এর উত্তর দিচ্ছি। এর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, সুদভিত্তিক সমাজের চেয়ে সুদমুক্ত সমাজব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উন্নতি লাভ করে। যেমন ধরুন, জন্মের পর থেকে কোন একটি শিশুর দেহ থেকে নিয়মিত রক্ত বের করে নেয়া হলে শিশুটিকে হয়তো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু তার শারীরিক গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এমনিভাবে সুদের ভিত্তিতে টাকা ধার নিয়ে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা শুরু করা হলে হয়তো বা বছর দুয়েক পরে লাভ আসতে শুরু করবে। কিন্তু সুদ তো ঋণ নেয়ার দিন থেকেই, এমনকি উৎপাদন বা কারবার শুরুর আগে থেকেই চালু হয়ে যায়। ঋণ গ্রহণ করে কারবার শুরু করার পর কিছু আয় হউক বা না হউক ঋণ দাতা যদি প্রথম থেকেই সুদ পেতে শুরু করে তবে তাতে আর যাই হোক শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়।

এছাড়া লক্ষ্য করুণ, এই সুদ প্রকৃতপক্ষে কাদের পকেট থেকে আদায় করা হয়? একজন ব্যবসায়ী অথবা কারখানার মালিক তার পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় যাবতীয় খরচের সাথে মাসিক বা বাৎসরিক পরিশোধ যোগ্য সুদের হিসাবও তাতে সংযোগ করে নেয়। প্রকারান্তরে সাধারণ ক্রেতাদের নিকট থেকেই তা আদায় করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়ী বা কারখানার মালিকের লাভ এবং ঋণদাতার সুদ পরিশোধ

www.pathagar.com

করে সমাজের সাধারণ মানুষ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কি একটি সমাজের উন্নতি হতে পারে? যেহেতু এই সুদী ব্যবস্থা উন্নতির পরিবর্তে সমাজের রক্ত শোষণ করে থাকে, এ কারণেই ইসলাম সুদ থেকে সমাজকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আত্মিক উন্নতি

প্রশ্ন ঃ বৈষয়িক উন্নতি এবং নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়?

উত্তর ঃ এই পৃথিবীতে মানুষের পরীক্ষার বিষয় তো এটাই যে, সে দুনিয়ার জীবন যাপন এবং তাতে নিজের জীবিকা, স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের যাবতীয় উপকরণ অর্জনের চেষ্টাও করবে। আবার প্রত্যেক কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং নিজের চরিত্রও ঠিক রাখবে। এটাই মানুষের পরীক্ষা এবং ভারসাম্য সহকারে। এই উভয় দিক রক্ষা করে চলার মধ্যেই মানব জীবনের সাফল্য নিহিত।

উপরোল্লিখিত ভারসাম্যের কথা পবিত্র কুরআনে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, "আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে" এই চেতনা মনে জাগরুক রেখে দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে হবে। যদি একজন মানুষ উপরোক্ত চেতনা নিয়ে জীবন যাপন করে, তাহলে সে নিজের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী নয় এমন কাজ অবাধে করবে। পক্ষান্তরে যেখানেই তার মনে হবে যে, এ কাজ করে সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে পারবে না, সেখানেই সে থমকে দাঁড়াবে।

আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি এবং হিসেব দেয়ার ব্যাপারে চেতনাহীন ব্যক্তি যেদিকে মন চায়, নিজের ইচ্ছা মতো লাগামহীনভাবে, সেদিকে দ্রুত ধাবিত হবে। কিন্তু "আল্লাহর কাছে হিসেব দিতে হবে" এই চেতনার অধিকারী ব্যক্তি মুখ থেকে বের হবার সময় প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি চেষ্টা-সাধনা করার সময় সর্বদা লক্ষ্য রাখবে "আমি কতটুকু কাজের জওয়াবদিহি করতে পারবো এবং কতটুকু কাজের জওয়াবদিহি করতে পারবো না।" এই মাপকাঠি অনুযায়ী চলার জন্য পবিত্র কুরআন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে।

পিতা-মাতাদের বাধা

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলনের জন্য সময় ব্যয় করা আমাদের মা-বাবার অপছন্দ, এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর ঃ সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন আইনগত সীমা নির্ধারণ করা যায় না। ইসলামী আন্দোলনের কাজ করা এবং পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখা কি একই সাথে সম্ভব নয়? বাস্তব ক্ষেত্রে এমন অনেক যুবক আছে, যারা সিনেমা দেখে, জুয়া খেলে এবং এ ধরনের আরো বহু অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, কিন্তু পিতা-মাতা নিজের সন্তানদেরকে এসব কাজও সহ্য করে থাকেন, তাদেরকে জবাই করে ফেলেন না। অথচ তারা নিজেদের একটি সৎ সন্তানের কাজকর্ম সহ্য করবেন

www.pathagar.com

না। এমন কি কারণ থাকতে পারে? যদি তাঁরা আপনাদের উপর অসন্তুষ্ট হন, সেটাকে আপনারা সহ্য করে নেবেন। তাঁরা বকাবকি করলে আপনারা উত্তর না দিয়ে চুপ করে সরে যাবেন কিন্তু নিজেদের কাজ নিয়মিত করে যাবেন।

মার্কিন সাহায্যের অভিযোগ

প্রশ্ন : আমরা যখন ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে অন্যদের নিকট যাই, তখন অন্যান্য অভিযোগের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করা হয়ে থাকে যে, আমরা নাকি মার্কিন সাহায্য পুষ্ট—এসব অভিযোগের জওয়াব দেয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে?

উত্তর : অভিযোগ উত্থাপনকারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজেদের কাজকর্ম রেখে দিয়ে তাদের অভিযোগের জওয়াবদিহিতে আপনাদের ব্যস্ত করে দেয়া। এর প্রতিকার হচ্ছে তাদেরকে অভিযোগ উত্থাপন করতে দিন, আপনারা আপনাদের কাজ করতে থাকুন, কিছু লোক অভিযোগ করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে নীরব হয়ে যাবে। আবার কতক লোক কুৎসা রটনায় নিজেদের জীবন শেষ করে দিবে, কিন্তু আপনাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। দীর্ঘ দিন থেকে আমার সাথেও এই আচরণ চলে আসছে। অথচ কোন জবাব না দিয়ে আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি।

বাকী রইল, মার্কিন সাহায্যের ব্যাপারটা, এটাতো পরিষ্কার বিষয়, মানুষ নিজে থেকেই বুঝে নিতে পারবে যে, যাদের দামী গাড়ী, আলীশান বাড়ী, বেহিসেব ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, তারা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? আর যাদের উপর মার্কিন সাহায্য পাওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তাদেরই বা অবস্থা কেমন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় আহ্মক যে যারা তার কাজ না করে ইসলামের জন্য কাজ করছে, তাদেরকে সাহায্য করছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, যুক্তরাষ্ট্র কি ইসলামকে এতো ভালোবাসে? মানুষ আপনা থেকেই বুঝতে পারবে যে, বিদেশী সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ কাদের মধ্যে হচ্ছে, জীর্ণদশার মানুষগুলোর মধ্যে, নাকি আলীশান বাড়ী আর দামী গাড়ী ওয়ালাদের মধ্যে?

পৃথক মুসলিম জোট

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের একটি পৃথক জোট তৈরী হবার আশা করা যায় কি? দয়া করে এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না। যে সমস্ত দেশ সমাজতন্ত্রকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা এই ঐক্যের কট্টর বিরোধী এবং তারা চায় যেন আমরা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি, যদি ঐক্য হয়েই যায়, তাহলে যেন সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতেই হয়। অতএব, তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম নয় সমাজতন্ত্র ঐক্যের কোন ভিত্তি হতে পারে।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইসলামের ভিত্তিতে যাতে ঐক্য সৃষ্টি না হতে পারে, সে জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ইন্ধন যোগাচ্ছে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোও এই

www.pathagar.com

ঐক্যের বিরোধী। এ ব্যাপারে তারাও যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। কিছু কিছু মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামের নামে ঐক্য চায়। কিন্তু তাদের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক স্বার্থ এর পথে অন্তরায়। আমার দৃষ্টিতে সেই দেশগুলোতে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকাই ঐক্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধা, যদিও তারা নামের দিক থেকে মুসলমান। এ দেশগুলোতে যদি ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে ঐক্য স্থাপিত হতে একদিনও বিলম্ব হতো না।

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাংক ব্যবস্থা

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যাংক ব্যবস্থা জায়েজ কি না ? যাঁরা ব্যাংকে চাকুরী করে তাদের চাকুরী জায়েজ কি না ?

উত্তর : ব্যাংক তো একটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার নাম। যার মাধ্যমে কারবার চালানো যায়। আর ইসলাম এর প্রতিবন্ধক নয়। ব্যাংকিং এর একটা পদ্ধতি হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সময়ও চালু ছিল। ইমাম সাহেব নিজের দোকানেই এই বিরাট কারবার পরিচালনা করতেন। বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থার প্রকৃত ত্রুটি হচ্ছে সুদ। এর কাজকারবার সুদের উপরে চলে এবং টাকা জমা হয় সুদের ভিত্তিতে। এমনি পরিস্থিতিতে বর্তমান ব্যাংকসমূহে চাকুরী করা আর বেশ্যালয় বা শরাবখানায় চাকুরী করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনা

প্রশ্ন : পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ইসলামের কি নির্দেশ রয়েছে ? দয়া করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলুন।

উত্তর : হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জামানায় যদি এমন কোন আন্দোলন মাথাচাড়া দিতো, আমার মনে হয় তিনি যে ভাবে শিরক এর বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। একই তীব্রতায় এর বিরুদ্ধেও জিহাদ করতেন।

যদিও বিষয়টার আলোচনা লজ্জাজনক, তথাপী অত্যন্ত জরুরী বিধায় আলোচনা না করে পারছি না। আমাদের এখানে নারী পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার অসংখ্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্কুল-কলেজে সহ-শিক্ষা চালু হয়েছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্টতা এবং ক্লাবসমূহে সম্মিলিত অনুষ্ঠানের প্রথা চালু হয়েছে। রেডিওতে দিবা-রাত্রি প্রেমের গান প্রচার করে পুরো জাতিটাকে প্রেমাসক্ত করে তুলছে। পুরুষদের পাশাপাশি চাকুরী করার জন্য মহিলাদেরকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। ছায়াছবির মাধ্যমে যুব সমাজের মধ্যে অনৈতিকতা এবং নেশাগ্রস্ততার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এসব কিছুর পর একজন যুবতী পর পুরুষের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা থেকে বিরত থাকে শুধু মাত্র একটি ভয়ে। আর তা হচ্ছে অবৈধ গর্ভধারণের ভয়। এই পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন সেই ভীতিটুকুও দূরীভূত করে দেয়।

একথা প্রমাণিত সত্য, যে দেশেই পরিবার পরিকল্পনার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেখানেই ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যে এমন দেশও

www.pathagar.com

রয়েছে, যেখানে শতকরা ৬৫টি নবজাতক জারজ। যদি খাদ্য মানুষের জীবনে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, যে তার বিনিময়ে নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেলেও পরোয়া নেই, তা হলে ইসলামে এমন খাদ্যের চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। আমার বিশ্বাস, যদি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জামানায় এই আন্দোলন চালু হতো, তাহলে তিনি শির্‌ক এর বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদের চেয়ে অধিক তীব্রতা নিয়ে এর বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকে বলা হচ্ছে যে, হযরত (সা) বর্তমান থাকলে তিনি নিজেই নাকি এ আন্দোলনের পৃষ্টপোষকতা করতেন। একথা শুধু মাত্র সেই লোকটিই বলতে পারে, যার মধ্যে সামান্যতম আল্লাহভীতিও অনুপস্থিত এবং সেই লোকটি ইসলামী বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর এগার ঃ করাচী জমিয়তে তালাবার সাথে

মার্চ ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালের ১৭ মার্চ করাচী ইসলামী জমিয়তে তালাবার নেতৃবৃন্দের সাথে মাওলানা মওদূদী এক বৈঠকে মিলিত হন। ❑ পাশ্চাত্য সভ্যতার সয়লাব, ❑ কর্মীদের কাজের ভারসাম্য, ❑ চরিত্র গঠন, ❑ আন্দোলনের মেজাজ, ❑ হিকমাত আর সদুপদেশ, ❑ জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যৎ, ❑ পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে কর্মীদের বহু প্রশ্নের জবাব দেন মাওলানা মওদূদী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী জমিয়তে তালাবা, করাচী শহর শাখার তৎকালীন সভাপতি জনাব তাসনীম আলম মানজার প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের পূর্বে বলেন ঃ

"অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, শ্রদ্ধেয় মাওলানা মওদূদী সাহেব আমাদের দাওয়াতে এ মুহূর্তে এখানে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর সাথে আমাদের ভালোবাসা এবং মহব্বতের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা মাওলানাকে এবং মাওলানা আমাদের মতো যুব-ছাত্র সমাজকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। কেননা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বানকারী হিসেবে শ্রদ্ধেয় মাওলানা যে ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করেছেন, আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে সেই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরাও অংগীকারাবদ্ধ। জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে ইসলামের দীপ্ত মশাল জ্বালানো আমাদের জীবনের ব্রত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ার

প্রশ্ন ঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার যে জোয়ার আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে চলেছে, আমরা কিভাবে এর মোকাবিলা করতে পারি? এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ কর্মসূচী কি হতে পারে?

উত্তর ঃ প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা নিজেরা সর্বাগ্রে সে জোয়ার থেকে আত্মরক্ষা করুন। এটা আপনাদের পয়লা কাজ। কেননা যে লোকটি নিজেই জোয়ারের টানে ভেসে চলেছে, সে যদি "এই জোয়ারে ভেসে যেও না" বলে আহ্বান জানায় তবে তার সে আহ্বান অবাঞ্ছিত মনে হবে। যদি আপনারা এই জোয়ার থেকে অন্যদেরকে রক্ষা করতে চান, তাহলে সর্বপ্রথম নিজেদেরকে রক্ষা করুন তাহলেই লোকদের মনে আস্থার সৃষ্টি হবে যে, আপনারা এই জোয়ার প্রতিরোধে প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক (Sincere) এবং দৃঢ়চেতা (Serious)।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যেহেতু এই জোয়ারের সম্ভাব্য ক্ষতি যুক্তিসহকারে মানুষকে অবহিত করা ছাড়া এর প্রতিরোধের আর কোন উপায় আপনাদের হাতে নেই। এ জোয়ারকে রোধ করার আর কোন শক্তি ও উপকরণ আপনাদের হাতে নেই, যারা এই জোয়ার বয়ে নিয়ে আসছে, তাদেরকে নিবৃত্ত করারও কোন ক্ষমতা আপনাদের নেই। সেহেতু আপনারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল ক্ষতিকর দিকগুলো যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরুন। যারা এই জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে, তাদেরকে এর ক্ষতি সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্য সভ্যতা যা কিনা সর্বনাসা জোয়ারের মতো ধেয়ে আসছে—স্বয়ং নিজ ঘরেই নিজের সমস্ত ক্ষতিকর দিকগুলো প্রকাশ করে ফেলেছে এই সভ্যতা যেখান থেকে আসছে, যেখানে তার সকল দূষণীয় ফলাফল প্রকাশিত হয়ে গেছে। পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ (Facts and Figures) স্বয়ং পাশ্চাত্য সাহিত্যে তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আপনাদের কাজ হচ্ছে এসব অধ্যয়ন করা, পাশ্চাত্য দেশসমূহের পত্র-পত্রিকা-সাময়িকী পাঠ করা, যেখানকার

www.pathagar.com

লেখকদের বই-পুস্তক পাঠ করা। তাতে তাঁরা এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। যে আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোড়ল, সহশিক্ষার সমস্ত অপকারিতা সহ পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল ক্ষতিকর ফলাফল স্বয়ং সেখানকার পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করছে। ইংরেজী পড়তে পারলে এ থেকে আপনারা ভালোভাবে উপকৃত হতে পারবেন। এভাবে তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রচার করুন এবং আমাদের দেশের মানুষকে জিজ্ঞেস করুন, এই দুরবস্থা আপনারা কি আপনাদের সমাজে দেখতে চান?

এমনিভাবে অপরাপর যে সমস্ত বিষয় রয়েছে, যাকে আপনারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনৈতিকতার জোয়ার বলে থাকেন, তা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে কুফলসমূহ ব্যাপক হারে দেখতে পাওয়া যায়। আপনারা সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষায় লিখিত আকারে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নিকটের লোকদের নিকট মৌখিকভাবেও তা প্রচার করুন। আপনাদের সংগৃহীত বিষয়গুলো (Material) আপনাদের যুক্তি-প্রমাণ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদাহরণ সহ তাদের নিকট উপস্থাপন করুন। এর পরও যারা সয়লাবে ভেসে যাবার, তারা ভেসে যাবেই। কেননা যারা নিজেরাই ভেসে যেতে চায় এবং স্বেচ্ছায় ভেসে যাচ্ছে, আপনারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন না। যাদের অন্তরে এখনো খারাপের প্রতি সামান্যতম ঘৃণা অবশিষ্ট আছে, আপনারা হয়তো তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাহিত্যে যেসব প্রমাণাদি বর্তমান রয়েছে, তা শুনে তাদের বলার কিছুই থাকবে না।

কর্মীদের কাজে ভারসাম্য

প্রশ্ন : আন্দোলনের একজন কর্মী ইসলামী সাহিত্য নিজে পড়বে, অন্যদেরকে পড়াবে, সভাসমূহে যোগদান করবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনের কাজ করবে, পাশাপাশি নিজের পরিবারের কাজ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে লেখা-পড়াও চালিয়ে যাবে, এটা কি ভাবে সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে এমনি পরিস্থিতিতে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে?

উত্তর : আপনারা হয়তো কখনো মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছেন, একজন লোক যখন সাইকেলে চড়া শেখার চেষ্টা করে, প্রথম দিকে শুধু পড়তেই থাকে। কখনো এদিকে আবার কখনো ওদিকে পড়ে যায়, কখনো আবার ধাক্কা খায়। বার বার সাধনা ও পরিশ্রমের পর সে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়। ক্রমে ক্রমে সাইকেল তার এই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায় যে, তাকে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আর চেষ্টাও করতে হয় না। একজন মুসলমানের জীবন মধ্যপন্থী এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে থাকে, মুসলমান কখনো চরমপন্থী (Exremist) হতে পারে না। একদিকের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে অন্যদিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করার মানসিকতা মুসলমানের থাকতে পারে না। মাতা-পিতার অধিকারও একটি অবশ্য পালনীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অসংখ্য দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

অর্পিত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করার ওপরই সফলতা নির্ভর করে। সমস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার সাথে সাথে এ বিষয়েও সর্তকতা প্রয়োজন যে, প্রতিটি মানুষের অধিকার এমনভাবে দিতে হবে যেন অপরের কোন হক বাদ পড়ে না যায়। আল্লাহ্‌র হক এমনভাবে পালন করতে হবে, যেন একই সাথে পিতা-মাতার হকও সঠিকভাবে পালিত হয়। একই সাথে নিজের হকও আদায় করতে হবে। আপনাদের নিজের হক হচ্ছে ঃ নিজেদের লেখা-পড়াকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। আল্লাহ্‌র হক হচ্ছে ঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করবেন। পিতা-মাতার হক হচ্ছে ঃ সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মে আপনারা নিয়মিত অংশগ্রহণ করবেন এবং বার্ধক্যে তাদের সহযোগিতা করবেন। এসব কাজ একই সাথে আপনাদেরকে করতে হলে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবেন এটা আমি বলে দিতে পারবো না। আমি আপনাদেরকে শুধু এতটুকু বলবো যে, আপনারা সাইকেল চালানোর চেষ্টা করুন, ভারসাম্য রক্ষা করা ক্রমে ক্রমে আপনারা আয়ত্বে আনতে পারবেন।

কর্মীদের প্রতি পরামর্শ

প্রশ্ন ঃ আমাদেরকে এমন কিছু পরামর্শ দিন, যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত রচনা করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতনের কারণগুলো দয়া করে উল্লেখ করুন।

উত্তর ঃ এটা এমন একটা প্রশ্ন, যার উত্তর হিসেবে আমি যদি আপনাদেরকে ক্ষতিকর জিনিসের তালিকা দিতে শুরু করি, তাহলে এখন থেকে শুরু করে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। এ কারণে বিরাট একটা তালিকা প্রণয়নের পরিবর্তে আমি আপনাদেরকে শুধুমাত্র একটা মানদন্ড বলে দিতে চাই, যার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়গুলো আপনাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এবং কোন্ কোন্ বিষয়গুলো আপনাদের জন্য কল্যাণকর। এই মানদন্ডটি আমার তৈরী করা নয়, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের ছোট অংশে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ঃ يايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আগামী কালের সঞ্চয় সম্পর্কে দৃষ্টি দেয়া সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরী।" সূরা আল-হাশর ঃ ১৮। এখানে আগামীকাল শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরকাল এবং 'আজ' অর্থ বর্তমান জীবন। যদি বলা হয় যে, আগামীকালের জন্য সে কি রেখেছে ? এর অর্থ হবে আজকের পার্থিব জীবনে সে আখেরাতের জন্য কি কি সামগ্রী জমা করেছে ? এখানে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি 'আজকের' জীবনে নিজের সকল শক্তি উপায়-উপাদান, সকল শ্রম-সাধনা শুধুমাত্র 'আজকের' তথা দুনিয়ার জীবনের পেছনেই শেষ করে দেয় এবং 'আগামীকালের' জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করে না, তার চেয়ে মূর্খ আর কেউ নেই। এই 'আগামীকাল' যখন এসে হাজির হবে, তখন এই মূর্খের আশ্রয় নেয়ার জন্য কোন ছায়া বা মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই হবে না। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, "আগামীকালের আগমন অবধারিত সেই

www.pathagar.com

আগামীকালের কথা ভাবো। আজকে তোমরা আগামীকালের জন্য কি সঞ্চয় করেছ, সে দিকে নজর রেখো।" আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি এই আহবান রেখেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তি যেন নিজেই নিজের হিসেব রক্ষক এবং হিসেব গ্রাহক হতে পারে, নিজেই পর্যালোচনা করে দেখে তা হলে অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে তাকে তালিকা গ্রহণ করতে হবে না। পবিত্র কুরআনই বিধান বর্ণনা করে, পথপ্রদর্শন করে, কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআন দেয় না। পবিত্র হাদীসে কিছু বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানেও সকল ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। এ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজেই নিজের কাজের পর্যালোচনা করা যে, আমি যা কিছু করছি, এটা আমার আগামীকালের জন্য কতটুকু লাভজনক বা ক্ষতিকারক। আজকের কাজ ভবিষ্যতের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে হবার সাথে সাথেই থেমে যেতে হবে। হিসেব করে দেখতে হবে, আগামী কালের জন্য কি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ কারণেই আমি আপনাদেরকে একটি মৌলিক বিষয় বলেছি, যার মাধ্যমে আপনারা নিজেরাই ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবেন। এর মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক ইমারত তৈরী করা যাবে।

প্রশ্ন : আন্দোলনের মেজাজ কাকে বলে? কি কি উপায়ে এটা সৃষ্টি হয়?

উত্তর : একজন ব্যক্তি নিজের জীবন দর্শন এবং জীবনোদ্দেশ্য স্থীর করে নিয়েছে, অথচ তা দুনিয়ায় প্রচার করতে চায় না এবং এ জন্য চেষ্টা-সাধনা করার তার কোন আগ্রহ নেই। এটা হচ্ছে আন্দোলন বিমুখ মেজাজ। এই ব্যক্তি এমন লোক যে নিজেই নিজের পথ নির্ধারণ করে নিয়েছে এবং নিজেই সে পথে ঐকান্তিকভাবে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার এ চেষ্টা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই মানসিকতার মানুষ কোন আন্দোলন পরিচালনা করতে পারে না। এর বিপরীতে হচ্ছে আন্দোলনের মেজাজ। অর্থাৎ আমি যে বিষয়কে হক মনে করি, বিশ্ববাসীকে তা গ্রহণ করার জন্য আহবান করবো। এর বিপরীত সবকিছুকে প্রতিরোধ করবো। এবং সত্য যেন বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় সে চেষ্টা করবো। বাস্তবে যদি কোন ব্যক্তি এভাবে কাজ শুরু করে দেয় তার অর্থ হবে ঐ ব্যক্তির মধ্যে আন্দোলনের চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন লোকের মধ্যে স্বভাবগতভাবে আন্দোলনের মেজাজ থাকে না। যদি আন্দোলনের কোন কাজ তারা করে, তাহলে সাধারণত তা সূষ্ঠুভাবে করতে পারে না। কেননা এই কাজ সে জানে না। তার চরিত্র, স্বভাব, তার মানসিকতা এই কাজের অনুকূল নয়। এজন্য তারা ভুল পদ্ধতিতে কাজ করে। ফলে যে উদ্দেশ্যে তাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের সে কাজ সে উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

আসলে আন্দোলনের মেজাজ বলতে কি বুঝায়? আন্দোলনের মেজাজ অর্থ হচ্ছে একজন লোক, যিনি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাল-চলন তাঁর উদ্দেশ্যর জন্য সহায়ক। যেমন ধরুন, একজন লোক অসৎচরিত্র, সে কোন আন্দোলনের কাজ করলে আন্দোলনের ক্ষতি হবে। অপরদিকে অন্যদেরকে আকর্ষণকারী চরিত্রের অধিকারী একজন লোক,

www.pathagar.com

অন্যদের অন্তরে যার জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জন্মে, এটাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে আন্দোলনের মেজাজ। এর বিপরীতে এক ধরনের লোক আছে, যারা কোন সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। কারো দ্বিমত পোষণকে সুনজরে দেখে না, নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু হলে ক্ষেপে যায়। এমন লোক আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত নয়। তার মধ্যে আন্দোলনের উৎসাহ থাকতে পারে, কিন্তু তা আন্দোলনের মেজাজ হতে পারে না। অপর পক্ষে একজন লোকের ভাষা মধুর, মনোভাব সহিষ্ণু, গুছিয়ে নেয়ার যোগ্যতা, নিজের মতের বিরোধী অনেক কিছু সহ্য করে যাওয়া, মারাত্মক অপছন্দনীয় কাজগুলো সহিষ্ণুতার মাধ্যমে সমাধা করা। এসব গুণসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে আন্দোলনের মেজাজ রয়েছে। সে কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। কাজ সমাধা করার যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে। এখন বাকী রইলো, আন্দোলনের মেজাজ কিভাবে সৃষ্টি হবে ? আমার দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে রসূলে করীম (সা)-এর মহান জীবনী অধ্যয়ন ফলপ্রসূ এবং সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে। কেননা আমরা সেই মহান কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, যা ছিল মহানবী (সা)-এর কাজ। একাজের জন্য আমাদের নিকট যদি সর্বোৎকৃষ্ট কোন নমুনা থেকে থাকে তা হচ্ছে মহানবী (সা)-এর জীবনী। আমাদেরকে দেখতে হবে, তিনি (সা) কিভাবে এই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁর মেজাজ কি ধরনের ছিল, যার ফলে বিরোধিতায় ভরা পৃথিবী অবশেষে জয় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এবং তাঁর (সা) নিকৃষ্টতম বিরোধীদেরকেও শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এরপর এদেরই অন্তরে আল্লাহর রসূল (সা)-এর জন্য গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রয়োজন হবে, তা হচ্ছে, কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নবী-রসূল (আ)-দের জীবনী অধ্যয়ন করা। এছাড়া তাঁদের জীবনী জানার জন্য অন্যকোন সঠিক উৎস নেই। অন্য যেসব স্থানে তাঁদের জীবনী পাওয়া যায়, তা নির্ভরযোগ্য নয়। নবী (আ)-দের যে অবস্থা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তা আপনারা গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন। তাহলে জানতে পারবেন, একাজ যারা করবে, তাদের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা প্রয়োজন।

সমাজ সংস্কারের কোন সংগঠন তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে যখন, দলগতভাবে ঐ সংগঠন নিজেদের মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলী সৃষ্টি করে। এরপর এই সংগঠনে যারাই যোগ দেবে। সকলেই সে ভাবে গড়ে উঠবে। ভালো চরিত্রের প্রভাব প্রতিরোধ (Resist) করার মানসিকতার পরিবর্তে তা গ্রহণ করার মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা "সংগঠন"-এর মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করে রেখেছেন, যার ছাঁচে ব্যক্তি চরিত্র সুন্দরভাবে গড়ে উঠে। যদি প্রতিরোধ (Resist) করার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি সংগঠনে প্রবেশ করতে থাকে, তাহলে তারা যে হারে সংগঠনে প্রবেশ করবে, সে হারে সংগঠনের ভিত্তিকে দুর্বল করতে থাকবে।

হিকমত ও সদুপদেশ

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার সময় 'হিকমত' ও 'মাওয়েজায়ে হাসানা' (সদুপদেশ)-এর কোন্ কোন্ দিকের প্রতি দাওয়াতদাতার লক্ষ্য রাখা দরকার ?

www.pathagar.com

উত্তর : বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ের উপর আমি বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছি। আমার বইসমূহ অধ্যয়ন করে বিষয়গুলো অবগত হলে খুবই ভালো হয়। এখানে এ বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আমি দু'একটি কথা বলবো। 'হিকমত' কাকে বলে ? এ 'মাওয়েজায়ে হাসানা'-ইবা কি জিনিস ?

'হিকমত' হচ্ছে এই যে, আপনি যখন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন আপনাকে আপনার আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে দেখতে হবে যে, আপনি কোন্ সময়, কোন্ যুগে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে কাজ করছেন ? 'আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করার' অর্থ হচ্ছে, আপনি যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে কাজের দৃষ্টিতে এ সময়ে এবং এ যুগে সে উদ্দেশ্য সাধনে কোন্ জিনিসটি সহায়ক হবে ? গভীর পর্যালোচনা করে হিসেব বের করতে হবে যে, তা কি পরিমাণ সহায়ক হবে ? যেসব জিনিস আপনার কাজে প্রতিবন্ধক হবে, সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, তা কত দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত এবং জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে ? এছাড়া এর পেছনে কোন্ কোন্ শক্তি কাজ করছে, তাদের উদ্দেশ্য কি, এটা কোথা থেকে আসছে এবং কি ভাবে এর মোকাবিলা করা যায়, তাও ভেবে দেখতে হবে। এটা হচ্ছে 'হিকমত'। হিকমতের অধিকারী ব্যক্তি প্রথমে অনুধাবন করার চেষ্টা করবে যে, আমি কোন্ যুগে এবং কোন্ অবস্থায় কাজ করছি। উদাহরণ স্বরূপ একজন আহ্বানকারী দ্বীনের আহ্বান নিয়ে ময়দানে কাজ শুরু করলে তার আশেপাশে এমন অনেক কিছু সে দেখতে পারবে, যা তার কাজের জন্য সহায়ক হতে পারে। যেমন ধরুন, ইসলামের অনুসারী সমাজ আর ইসলাম বিরোধী সমাজ, ইসলাম অস্বীকারকারী সমাজ বা ইসলামের শত্রু এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সমাজ ইত্যাদি। কট্টর ইসলাম বিরোধী শত্রুভাবাপন্ন সমাজে অবস্থানকারী ব্যক্তির কর্মসূচী হবে এক রকম। ইসলাম অস্বীকারকারী অথচ চেতনাহীন সমাজে অবস্থানকারী ব্যক্তির কর্মসূচী হবে ভিন্ন ধরনের। ইসলামের অনুসারী সমাজে সম্পূর্ণ পৃথক এক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অনৈতিকতাসমূহ, অথবা তাদের অলসতা দেখে যদি কেউ মনে করে যে, এখানে তো শুধু নামকা ওয়াস্তের ইসলাম আছে এবং এ সমাজ ইসলাম বিমুখ হয়ে গেছে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সেও যদি কাফের সমাজের লোকদের উপযোগী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে শুরু করে তাহলে তা হবে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এমনিভাবে একজন আহ্বানকারীর এটাও দেখা দরকার কোন্ শক্তির এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং তারা কি ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত ? তাদের চিন্তাধারার ভিত্তি কি? তাদের দর্শন কি? বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করার জন্য এসব কিছুর পর্যালোচনা করা খুবই জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন লোক এক পালোয়ানের সাথে কুস্তি লড়ার জন্য যাচ্ছে। প্রথমে তাকে দেখতে হবে, প্রতি পক্ষের পালোয়ানের শক্তি কেমন ? তার ওজন কত? তার শক্তি কোন পর্যায়ের? তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমার কি পরিমাণ শক্তি অর্জন করতে হবে? এসব কিছু জানার পরইতো প্রতিপক্ষের সাথে কুস্তি লড়া সম্ভব। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে ধারণা না নিয়ে কুস্তির রিং (মঞ্চ)-এ অবতীর্ণ হলে আপনা থেকেই পরাজিত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এর সাথে 'হিকমাতের' দাবী হচ্ছে, কর্মপদ্ধতি (Line of Action) এমন হওয়া চাই যা অধিকতর উপকরণ ব্যবহারের উপযোগী হয় এবং যাতে বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ আহবানকারী এমন কর্মসূচী গ্রহণ করবে, যাতে করে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিরোধীদের শক্তি খর্ব হয়ে যায়। আমার নিকট সংক্ষিপ্তভাবে এটাই হিকমাতের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে 'মাওয়েজায়ে হাসানা'-এর বিভিন্ন দিকের মধ্যে দু'টি দিক উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকটি হচ্ছে 'উপদেশ'। আহ্বান-দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করা দরকার, যার মাধ্যমে অপরের মধ্যে হঠকারিতা এবং ক্রোধের যেন সৃষ্টি না হয়। মানুষের নিকট আপনি এমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, যাতে করে তার মধ্যে সামান্যতম মূল্যবোধ থাকলেও যেন সে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যদি তার মধ্যে বক্রতা থাকে তাহলেও ভবিষ্যতে তার সাথে কথা বলার সুযোগ অবশিষ্ট রাখা দরকার। এ ব্যাপারে হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি কথা বলেছেন। এক সময় ইমাম আবু হানীফা (র) একজন প্রখ্যাত তার্কিক ছিলেন। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি জনসমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর নিজের বর্ণনা হচ্ছে যে, আমি বসরায় গেলে বিভিন্ন বিভ্রান্ত উপদলগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে বিতর্ক করতাম। এক পর্যায়ে তাঁর পুত্র তর্ক শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তিনিও বিভিন্ন বিতর্কানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। এক সময় ইমাম আবু হানীফা (র) নিজ পুত্রকে বিতর্কানুষ্ঠানে যোগদান করতে বারণ করলেন। পুত্র জওয়াব দিলেন : "আব্বাজান! আপনি নিজেই তো বিতর্কানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাহলে আমাকে কেন বারণ করছেন?" ইমাম বললেন, আমরা যখন বিতর্কানুষ্ঠানে কথা বলতাম, তখন আমি মনে করতাম যেন আমার বিপক্ষের কাঁধে একটি পাখী বসে আছে এবং তার পর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কথা বলতাম, যাতে করে পাখীটি উড়ে না যায়। কেননা ঐ পাখীটিকে আমার আয়ত্বে আনতে হবে। আমরা বিতর্কের সময় এমনি ধরনের অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি। অর্থাৎ আমাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন লোকের মধ্যে যতটুকু ঈমান আছে, তা আরো বৃদ্ধি করে দেয়া। বিতর্কের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যে টুকু ঈমান আছে, তাও যেন শেষ হয়ে না যায়। এরপরে ইমাম বললেন, তোমরা এমন নিষ্ঠুর মনোভাব নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়, তাতে একজন লোক দ্বীন থেকে যতটুকু দূরে ছিল, তোমাদের বিতর্কের ফলে সে আরো অনেক বেশী দূরে চলে যায়।

অতএব, 'মাওয়েজায়ে হাসানা' অর্থ হচ্ছে আপনারা দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য এমন সব পদ্ধতি গ্রহণ করুন, যাকিনা অপরকে অধিক হারে আকৃষ্ট করে। তার মধ্যে যেন জিদ্ সৃষ্টি না হয় এবং তাকে যেন অধিক দূরে ঠেলে দেয়া না হয়। আপনার ভাষা এবং উপস্থাপনা এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে মানুষকে আপনার নিকটবর্তী হতে সাহায্য করে এবং আপনার সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সতর্ক থাকবেন যেন আপনার কথা ও ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মনে আপনার বিরুদ্ধে কোন ধরনের অসন্তোষ এবং গোস্বা সৃষ্টি না হয়।

www.pathagar.com

মাওয়েজায়ে হাসানার জন্য দ্বিতীয় যে বিষয়টি জরুরী তা হচ্ছে আপনি কোন ব্যক্তিকে উপদেশ দেয়া এবং বুঝানোর জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এটা জেনে নিন যে, তার বিভ্রান্তির পিছনে কি কি জিনিস সক্রিয় রয়েছে ? এরপর তাকে এমন পদ্ধতিতে বুঝাবেন, যাতে করে তার মন-মগজ উভয়ই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যদি তার মধ্যে কোন মানসিক অশান্তি থেকে থাকে তবে প্রথমে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করুন এবং যুক্তিসম্মত দলীলের মাধ্যমে সন্তোষজনক বক্তব্য উপস্থাপন করুন। যদি কোন ব্যক্তি কোন আবেগ তাড়িত বিভ্রান্তিতে জড়িত আছে বলে মনে করেন। তাহলে প্রথমে তার আবেগকে আকৃষ্ট করুন, তার আবেগের মধ্যে যদি দ্বীন বিরোধী কোন বিষয় থাকে তা পরিবর্তন করে দ্বীনের স্বপক্ষে নিয়ে আসার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ইসলামী বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন ঃ ইসলামী বিশ্বে আরো কি ইসলামী আন্দোলন রয়েছে ? যদি থেকে থাকে তা কোন্ দেশে ? পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোন দেশে কি জামায়াতে ইসলামী রয়েছে ?

উত্তর ঃ সকল মুসলিম দেশে ইসলামের জন্য কাজ চল্‌ছে। কোথাও সুসংগঠিতভাবে আবার কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে। এমন কোন মুসলিম দেশ নেই, যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর লোক নেই। ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, ইরান এবং বিভিন্ন আরব দেশে মোটকথা এমন কোন দেশ নেই যেখানে এ ধরনের সংগঠন বা ব্যক্তি নেই। যেসব দেশে সরকার সংগঠিতভাবে কাজ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে সেসব দেশে অসংগঠিতভাবে কাজ হচ্ছে। এর সবকিছু নির্ভর করে আইনের ফাঁকে কতটুকু সুযোগ পাওয়া যাবে। দুর্ভাগ্য বশত প্রতিবন্ধকতা সর্বত্র বিরাজমান। কোথাও কম, কোথাও বেশী, যেখানে প্রতিবন্ধকতা বেশী, সেখানে আন্দোলন প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। যেখানে প্রতিবন্ধকতা কম, সেখানে আন্দোলন যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর নামে বর্তমানে ভারতে সংগঠন রয়েছে, শ্রীলঙ্কায় রয়েছে, অধিকৃত কাশ্মীরে আছে, আমি শুনেছি ইতিমধ্যে নেপালেও নাকি জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনিভাবে লেবাননেও হয়েছে। কিন্তু এর কোনটির সাথেই সাংগঠনিকভাবে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সম্পর্ক নেই। তবে সর্বত্রই আমাদের সাহিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিটি দেশে নিজ নিজ পদ্ধতিতে জামায়াতে ইসলামী সংগঠিত হয়েছে। কোন আন্তর্জাতিক পরিধিতে এসবের মধ্যে সাংগঠনিক যোগসূত্র নেই।

জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যত

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলুন। এর প্রতিষ্ঠাতার অনুপস্থিতিতে এ আন্দোলন বিলোপ হয়ে যেতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে থাকেন। আপনার মতামত কি ?

www.pathagar.com

উত্তর : আল্লাহ্র দরবারে এ ব্যাপারে আমাদের দোয়া করা দরকার যেন এমনটি না হয়। আমাদের পরে যাঁরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হবেন, এর কর্মতৎপরতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের দায়িত্ব। আমার পর কি হবে, এ বিষয়ে জানার কোন সুযোগ যদিও আমার নেই, তথাপী "জামায়াতে ইসলামী শুধু আমাকে ঘিরে এগুচ্ছে"—লোকদের এই ধারণা সঠিক নয় বলে আমি মনে করি। দূর থেকে দেখে জামায়াতে ইসলামীকে এমনটি মনে হতে পারে ; তবে জামায়াতে ইসলামীতে এমন লোক আছেন, যাঁরা কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন এবং তাঁদের অন্তরে আমার মতো উদ্যোগ-উদ্দীপনাও বর্তমান রয়েছে। বর্তমানে আমার দায়িত্বের বিরাট অংশ তারাই পালন করে যাচ্ছেন।

এটা এই আন্দোলনের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ রহমত যে, এই সংগঠনে যোগ্য লোকের অভাব নেই।

পাকিস্তানে সাফল্যের সম্ভাবনা

প্রশ্ন : পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভবনা কতটুকু ? ইসলামী বিপ্লব দেখার জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ?

উত্তর : ইসলামী বিপ্লব দেখার জন্য আপনাদেরকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, এ সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। আমার মনে হয় যদি কোন ব্যক্তি এটা অনুভব করে যে, আমার মৌলিক দায়িত্ব কি ? তাহলে তার এ চিন্তা আসতেই পারে না যে, তার সাফল্য লাভ হবে কিনা এবং এ চিন্তাও আসতে পারে না যে, কবে নাগাদ সাফল্য আসবে। মনে করুন, সাফল্য লাভের এক বিন্দু সম্ভাবনাও নেই, এমতাবস্থায় কি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন ? যেমন ধরুন এক ব্যক্তি একটি মহল্লায় নিয়মিত আজান দিয়ে চলেছে। আজান শুনে কত লোক নামায পড়তে আসে। ঐ লোকটির দায়িত্ব হচ্ছে নিয়মিত আজান দিতে থাকা। কেউ আসলে জামায়াত হবে। কেউ না আসলে নিজেই তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করে দেবে। জীবনভর আজান দেয়ার দায়িত্ব পালন করে যাবে, কেউ আসুক বা না আসুক, আজান দেয়া বন্ধ হবে না। এখানে সফলতা বা ব্যর্থতা বলতে কিছু নেই। মোটকথা হচ্ছে আমরা আমাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাবো। আপনি পার্থিব দৃষ্টিতে যতবেশী দেখবেন যে, সাফল্যের সম্ভাবনা কম, ততই অধিক হারে আপনার দায়িত্ব বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি মনে করেন, যেহেতু সাফল্যের সম্ভাবনা নেই, অতএব, আল্লাহ্র নামের পরিবর্তে অন্য কারো নাম নেয়া যেতে পারে, তাই আল্লাহর নাম নেয়া ছেড়ে দিতে হবে। অথচ এ মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে, আপনি আরো অধিক হারে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে দিন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর বার ঃ সিন্ধুর শুক্কুরে ছাত্র সমাবেশে

মার্চ ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে সিন্ধুর শুক্কুরে ইসলামী জমিয়তে তালাবার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তামীরে নও হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মাওলানা ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেন। ☐ রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ, ☐ আন্দোলনের মেজাজ, ☐ ইসলামী সমাজতন্ত্র, ☐ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, ☐ পাকিস্তানের আদর্শ, ☐ রুশ-চীনা কমিউনিজম, ☐ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ইসলামী করণ, ☐ আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণমূলক জিহাদ, ☐ নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মাওলানা মওদূদী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছাত্রদের রাজনীতি

প্রশ্ন ঃ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা কি ছাত্রদের জন্য জায়েজ ?

উত্তর ঃ হারামও নয়, আবার ফরজ বা অবশ্য কর্তব্যও নয়। অবস্থা হচ্ছে এমন, একদল লোক রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং পরবর্তী বংশধরগণের উচিত পূর্বসূরীদের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। পূর্বসূরীদের কৃত ভুল-ত্রুটি নির্ণয় করে তার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকা। উল্লেখিত প্রয়োজনে ছাত্রদেরকে নিজেদের মধ্যে অধিকতর হারে যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা, বুঝা, অনুধাবন করা এবং বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কি কি ত্রুটি রয়েছে কোন পদ্ধতিতে এর সংশোধন হতে পারে, এসব ক্ষেত্রে কাজ করাকে রাজনীতি বলে। ছাত্রদের এটা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম কিভাবে পরিচালিত হয়, এর পরিচালনায় কোন্ কোন্ জিনিসের সহায়তা প্রয়োজন, নিজেদের মধ্যে এসব যোগ্যতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরী। ছাত্রদের কাজ হচ্ছে উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে এই অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেয়া এবং সে অনুযায়ী নিজেদেরকে তৈরী করা, কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশীদার হবার চেষ্টা করা তাদের কাজ নয়। সরাসরি রাজনীতি চর্চা ছাত্রদের জন্য ঠিক নয় এবং উচিতও নয়। পক্ষান্তরে নতুন বংশধরদেরকে অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা থেকে বিরত রাখা এবং যোগ্যতা সৃষ্টির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় বৈ কিছু নয়। যে ব্যক্তি এমনটি করে, সে প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যত বংশধরদেরকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে জানার এবং সমালোচনা ও পর্যালোচনা করার অধিকারও ছাত্র সমাজের রয়েছে। এটা তাদের অধিকার এজন্য বলছি যে, কিছুদিন পর তাদেরকেই রাষ্ট্রের বাগডোর হাতে তুলে নিতে হবে। রাজনীতির জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে বাস্তব রাজনীতিতে নেমেপড়া ছাত্রদের জন্য কোন অবস্থাতেই ঠিক্ হবে না।

আন্দোলনী মেজাজ

প্রশ্ন ঃ 'আন্দোলনী মেজাজ' বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ একজন লোক সত্যকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে জেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। এই লোকটিকে একজন ভালো ও সৎলোক বলা যায়। কিন্তু অপর একজন লোক সে শুধু নিজেই সত্যকে সত্য জেনে বসে থাকে না। বরং তার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের সহকর্মী তৈরীর চেষ্টা করে। এর নাম আন্দোলন। অতএব, 'আন্দোলনী মেজাজ' বলতে বুঝায়, যে ব্যক্তির মন-মানসিকতা ও স্বভাব-চরিত্র আন্দোলনের প্রসার করে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ওয়াক্‌ফ করে দেবে।

ইসলামী সমাজতন্ত্রের শ্লোগানের অন্তরালে

প্রশ্ন ঃ 'ইসলামী সমাজতন্ত্রের' শ্লোগানের রহস্য কি ?

উত্তর ঃ শ্লোগান সাধারণত না বুঝে শুনে দেয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে যারা ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা এবং প্রচারক, তারা না ইসলাম সম্পর্কে জানেন আর না

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্র বুঝেন। এই দু'টি মতবাদ পরস্পর ভিন্ন ধর্মী বক্তব্যের ধারক-বাহক। দৃষ্টিভঙ্গী, দর্শন এবং মৌলিক দিক থেকে পরস্পর বিপরীতমুখী উভয়টির বিধি-বিধান পৃথক, বিশ্বাস ভিন্ন এবং চিন্তাধারা ভিন্ন গতির। উভয় মতাদর্শের নিজস্ব নৈতিক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। যাঁরা সে সব চিন্তাধারা ও দর্শনের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন, তাঁরা কিভাবে উভয়ের সংমিশ্রণ করবেন। এটা আমার বুঝে আসে না। যদি পরিভাষাগুলোর এমনিভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার হতে থাকে, তাহলে আগামীতে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, 'শিরক' ও 'ইসলাম' কে একত্রিত করে 'ইসলামী শিরক' নামক শ্লোগান তৈরী হয়ে যেতে পারে। সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ সঠিকভাবে এবং সঠিকভাবে ব্যবহারে ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পক্ষান্তরে এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের সম্পর্কে ধারণা পোষণ করা হয়, যে তারা উপকরণের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের অযোগ্য। উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি মালিকানা থেকে বের করে যৌথ ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তর করা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সিদ্ধান্ত। ইসলাম এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা সহ সকল ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হবে। সামষ্টিক পর্যবেক্ষণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে হবে। জাতীয় করণ (Nationalization) হারাম নয়, কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কারণ থাকা দরকার। যদি যৌথ মালিকানা চালু করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে পরিষ্কার বলা উচিত আমরা সমাজতন্ত্র চাই। মাঝখানে ইসলামকে টানার কি প্রয়োজন রয়েছে ? আর যদি উদ্দেশ্য ইসলাম হয়, তাহলে সরাসরি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাবী করুন। মাঝখানে সমাজতন্ত্রকে টেনে আনার দরকার কি ?

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ভালো মুসলমান

প্রশ্ন ঃ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে কিভাবে ভালো মুসলমান তৈরী করা যেতে পারে ?

উত্তর ঃ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য চালু করা হয়নি। এই যোগ্যতাও তার নেই। একে সঠিক অর্থে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে হলে আপনাদেরকেই আন্দোলন করতে হবে। সর্বপ্রথম আপনারা ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করুন। আপনারা ভালোভাবে জেনে নিন ইসলাম অর্থ কি ? এবং ইসলাম কি চায় ? অতপর যে সত্য পাওয়া যায়, সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করুন। কিন্তু এসব কাজ ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকেই করতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এ ব্যাপারে আপনাদেরকে কোন প্রকারের সহযোগিতাই করবে না। এ ক্ষেত্রে আপনারা যেখানে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভব করবেন। সেখানে ইসলামী জমিয়তে তালাবার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র দর্শন ঃ ছাত্রদের দায়িত্ব

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শন গ্রহণ করে নেয়ার পর ছাত্রদের উপর কি কি দায়িত্ব অর্পিত হয় ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ পাকিস্তান ইসলামের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এখানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদেরকে ইসলাম বিমুখ বানাচ্ছে। যদি আপনারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখতে চান এবং শক্তিশালী করতে চান, তাহলে আপনারা অবশ্যই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সাথে সাথে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করুন এবং পর্যালোচনা করে দেখুন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ব্যাপারে কোথায় কোথায় প্রতিবন্ধকতা ও দুর্বলতা রয়েছে। এও পর্যালোচনা করুন ভবিষ্যতে কিভাবে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যাবে। এজন্য ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দর্শন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহলে দেখবেন এ সবকিছু আপনাদেরই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

চীনা সমাজতন্ত্র ও রুশ সমাজতন্ত্র

প্রশ্ন ঃ চীনা সমাজতন্ত্র আর রুশ সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ (মাওলানা মুচ্‌কী হেসে বললেন,) ওয়াহাবী আর ব্রেলভীদের মতো। সমাজতন্ত্র দাবী করে যে, সেটা একটা আন্তর্জাতিক মতবাদ, কিন্তু রাশিয়াতে এটা একটা কঠোর জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপ ধারণ করেছে। যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী এবং পোল্যান্ডে তো এটা সম্পূর্ণভাবে জাতিপূজার মতবাদে পরিণত হয়েছে। চীনেরও একই অবস্থা। চীনের সিংকিয়াং অঞ্চলে শতকরা পঁচান্নব্বই জন মুসলমান ছিল। কিন্তু জোরপূর্বক তাদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। এবং সম্রাজ্যবাদী শক্তির ন্যায় তাদের সমাজতন্ত্র নিজেদের সীমানা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে। চীন-রাশিয়া নিজেদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডায় যদিও অন্য কিছু দাবী করে থাকে। কিন্তু একথা একেবারে সুস্পষ্ট যে, উভয়ই জাতি পূজারী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সমাজতন্ত্র বর্তমানে সম্রাজ্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন শক্তি নয় বরং নিজেরাই বিরাট সম্রাজ্যবাদী শক্তি।

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কিভাবে ইসলামী করণ করা যাবে ?

উত্তর ঃ জ্ঞানের দু'টি শাখার মধ্যে একটি শাখা মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জ্ঞানের দ্বিতীয় শাখা প্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম ধরনের জ্ঞানে অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা সেসব জ্ঞানের বুনিয়াদ এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষ হচ্ছে মূল বিষয়, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন প্রয়োজন। এ কারণে এতদসংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানেও পরিবর্তন প্রয়োজন।

জ্ঞানের দ্বিতীয় শাখা হচ্ছে প্রাকৃতিক জ্ঞান, এর মধ্যে একটা অংশ হচ্ছে বাস্তবতা (Facts)। অপর অংশ হচ্ছে তাহজীব ও নিয়মানুবর্তিতা। বাস্তবতা বিশ্বের সকলের জন্য একই। এর মধ্যে কোন রদবদলের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সভ্যতা ও নিয়মানুবর্তীতার সাথে যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে এখানে এসে রং পরিবর্তন করে ফেলে, কাফেরগণ এই বাস্তবতাকে কুফরী দৃষ্টিতে দেখে এবং বর্ণনা করে। আর ঈমানদার ব্যক্তি ঈমানী দৃষ্টিতে দেখে এবং বর্ণনা করে। পৃথিবীতে কোন পর্যবেক্ষণই বস্তুনিষ্ঠ

www.pathagar.com

(Objective) হয় না। সমাজতন্ত্রীরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেসব বিষয়কে সাজিয়ে প্রকাশ করে, পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা করে থাকে। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যক্তি ঈমানদার হউক। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বৈজ্ঞানিক প্রথমে ঈমানদার না হবেন ততক্ষণ বিজ্ঞানকে তিনি ইসলামের রঙ্গে রঞ্জিত করতে পারবেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন লোক ডাক্তার হয়, যদি সে মুসলমান বা মানুষ না হয়, তাহলে তাকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পশু বলা যেতে পারে। সে তার জ্ঞানের জোরে মানুষকে লুটে নেবে। মানুষের দূরবস্থায় সহনশীল হবার পরিবর্তে এমনও ঘটনা হয় যে, রোগী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, আর ডাক্তার সাহেব ফিসের অপেক্ষায় বসে আছেন। তাই বিজ্ঞানের সাথে নৈতিক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। আর নৈতিক প্রশিক্ষণ ইসলাম ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে ? যদি নৈতিকতা না থাকে তাহলে জ্ঞান পশুত্বের সমান।

জিহাদের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ঃ ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা বইয়ে আপনি জিহাদ সম্পর্কে লিখেছেন যে, তা আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক উভয় প্রকারের হতে পারে। এ ব্যাপারে দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

উত্তর ঃ উল্লেখিত বইয়ের যে স্থানে একথা লিখেছি, সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, 'আত্মরক্ষামূলক' এবং 'আক্রমণাত্মক' এই পরিভাষা দু'টি জাতি পূজারীদের, তাই একটি আদর্শের জন্য এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা ঠিক নয়। একটি আদর্শের জন্য পরিচালিত সংগ্রাম একই সময়ে 'আত্মরক্ষামূলক' এবং আক্রমনাত্মক হতে পারে। আপন আদর্শের প্রচার এবং বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা না করাকে আত্মরক্ষামূলক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। চেষ্টা-সাধনা না করলে এবং সংগ্রাম না করলে অন্য মতাদর্শ আমাদের উপর বিজয়ী হতে থাকবে। কেননা সমাজ কোন মতাদর্শ বিহীন থাকে না। আমরা কোন শূন্যস্থানে অবস্থান করি না। যদি আমাদের আদর্শ মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে আমাদের বিরোধী আদর্শ-মতবাদ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণে তার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের অব্যাহত গতিতে সংগ্রাম করতে হবে। যেমন ধরুন এ দেশের নাগরিক হিসেবে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমার একটা দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। তেমনিভাবে ইসলাম বিরোধীদেরও একটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। যদি আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা-সাধনা না করি, তাহলে ইসলাম বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গী বিজয়ী হবে। ফলশ্রুতিতে তারা আমার সন্তানদেরকেও ইসলাম বিরোধী শিক্ষা দেবে। এ কারণেই আমি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী উৎখাতের চেষ্টা করতে বাধ্য। আমার এই চেষ্টা-সাধনা-সংগ্রাম একই সাথে আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মকও বটে। এটা ঠিক এমন, আমাদের বাড়ীতে কোন বন্য পশু ঢুকে পড়েছে এখন আমি তাকে আক্রমণ না করলে পশুটি আমার উপর এবং আমার সন্তানদের উপর হামলা করবে এবং আমাদেরকে ছিঁড়ে খাবে। এ কারণেই আমি অগ্রসর হয়ে আত্মরক্ষার জন্য অবশ্যই পশুটির উপর আক্রমণ চালাবো।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ব্যর্থ কেন

প্রশ্ন ঃ ইসলামী জীবনব্যবস্থা কি পৃথিবীর কোন দেশে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে ? বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলন এখন পর্যন্ত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর ঃ কারণ তো অনেক আছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সে যাই হোক, বর্তমান প্রেক্ষাপট 'এই যুগে ইসলাম চলতে পারে না'— একথার দলীল নয়, যদি কোন ব্যক্তি বর্তমান অবস্থাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পরাজয়েই নয় বরং বর্তমান মুসলমানদের পরাজয়ের কথা বলে। আজকে মুসলিম দেশসমূহে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে এমন সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা কিনা অনেক অমুসলিম দেশেও নেই।

নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেন যে, ইমামের পিছনে নামাযের সময় সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার পক্ষে কোন দলীল নেই, দয়া করে এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আমি এ সমস্যা সম্পর্কে যতই গভীরে গিয়েছি তাতে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করে, তার নামাযও আদায় হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করে না, তার নামাযও আদায় হয়ে যায়। ইমামের পিছনে ফাতেহা পাঠকারীর নামায হবে না বা ফাতেহা না পড়লে নামায হবে না, এ ধরনের বক্তব্য বাড়াবাড়ির শামিল। যদি কেউ বলে ইমাম আবু হানীফা (র) সারা জীবন নামায পড়েননি তবে সেটা যেমন অবান্তর কথা হবে। ঠিক এই কথাটিও তেমনি। মোটকথা হচ্ছে, যাঁরা ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন তাদেরও নামায হয়ে যায়। আর যারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন না, তাদেরও নামায হয়ে যায়। অযথা এ বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদের কোন প্রয়োজন নেই। ইমামের পিছনে নামায আদায় করার সময় ফাতেহা পাঠ করার পক্ষের দলীলাদী যাদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হবে, তাঁরা ফাতেহা পাঠ করুন। পক্ষান্তরে যাদের নিকট ফাতেহা পাঠ না করার পক্ষের দলীলাদী অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয় তাঁরা ফাতেহা পাঠ না করে ইমামের পিছনে নামায আদায় করুন। সকলেরই নামায আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) বা ইমাম শাফেয়ী (র) সারাজীবন নামায পড়েননি—একথাটি যেমন প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনিভাবে কার নামায সত্যিকার অর্থে আদায় হলো, না হলো এটাও প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি ইসলামী জীবন বিধান

প্রশ্ন ঃ উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি চলার জন্য ইসলামী জীবন বিধান আমাদের কি সাহায্য করতে পারে ?

উত্তর ঃ মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে এই দেশগুলোর পাশাপাশি নয় বরং তাদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে চলতে হবে। এই জাতিগুলো আমাদের পশ্চাতে থাকবে

www.pathagar.com

এটাই ছিল দাবী। কিন্তু বর্তমানে আমরা ইসলামের শক্তি সম্পর্কে এমনভাবে অজ্ঞ হয়ে পড়েছি, যেমন মনিকারের সন্তানেরা সর্বক্ষণ মনিমুক্তার মধ্যে থেকে থেকে এর মূল্য-মর্যদা সম্পর্কে অচেতন হয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবে আমরা মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করেছি। এ মহাসত্য না চাইতেই আমরা পেয়ে গেছি। এ কারণে এর মূল্য সম্পর্কে আমরা অচেতন। এটা সেই শক্তি যা হাতে পেয়ে আরব জাতি সারাবিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করেছিল।

(অনুষ্ঠানের শেষকথা হিসাবে মাওলানা বলেন)

"আপনারা বর্তমানে একটি যুগ সন্ধীক্ষণ অতিক্রম করছেন। একদিকে ঈমানের দাবী, অন্যদিকে যুগের চাহিদা। ঈমানের দাবী এক রকম আর যুগের চাহিদা অন্যরকম, বর্তমান ব্যবস্থায় আপনার চারিত্রিক সংস্কার করতে চাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু যদি আপনি অনৈতিকতার পথে চলতে চান। তাহলে চারিদিক সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষাপটে আপনাদের কাজ হচ্ছে এই যে, নিজেদেরকে এই সমস্ত দুষ্কৃতি থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। যা কিনা সমাজে এবং আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অত্যন্ত দাপটের সাথে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আপনারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করুন। নিজেরা অগ্রসর হয়ে সে জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা আপনাদের রয়েছে। এই জ্ঞান আপনাদের নিকট নিজে নিজেই পায়ে হেঁটে চলে আসবে না। আপনাদের নিজস্ব উদ্যোগেই তা অর্জন করতে হবে। আপনারা এমনভাবে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবেন। যাতে করে বড় হয়ে যখন আপনারা দেশের বাগডোর হাতে নেবেন। তখন যেন তাকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করতে পারেন।

www.pathagar.com

আসর তের : রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্র ও নাগরিকদের সাথে

মে ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালের ১১ মে রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্র এবং নাগরিকদের এক বৈঠকে প্রশ্নোত্তর। ❑ পাকিস্তানে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ❑ মার্কিন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ, ❑ গোপন মার্কিন সাহায্যের অভিযোগ, ❑ ইসলাম নয় অন্য কিছু, ❑ খেলাফত ও মুলুকিয়াত রচনা, ❑ সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, ❑ গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের পান্ডিত্যপূর্ণ জবাব পাওয়া যায় এ প্রশ্নোত্তরের আসর থেকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সব চেয়ে নাজুক সময়

প্রশ্ন : আপনি যখন থেকে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছেন, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে নাজুক সময় কখন এসেছে এবং তা কোন্ পরিস্থিতে ?

উত্তর : প্রথম যে দিন আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছি, আন্দোলন সেদিন থেকেই নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কখনো এমনটি হয়নি যে, আমরা কঠিন অবস্থা ছাড়া পথ অতিক্রম করেছি।

আমাদের জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্র

প্রশ্ন : আমরা কি আশা করতে পারি যে, আমাদের জীবদ্দশাতেই এদেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে ? আর যদি তা না হয় তাহলে আন্দোলন করে লাভ কি ?

উত্তর : এটা একটা খুবই মজার প্রশ্ন। এখানে আপনি চিন্তা করছেন, যদি জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আপনি পান, তাহলে আপনি প্রথমে দেখবেন যে, আপনার জীবদ্দশাতেই সফলতা আসবে কিনা যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে লাভ কি ? অথবা আমার শাহাদাতের পর আন্দোলন বিজয় লাভ করলেইবা আমার কি লাভ ? আন্দোলন বিজয় লাভ করলো, ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, কিন্তু আমি কি পেলাম ? আমি তো শহীদ হয়ে গেছি। মনে রাখবেন এভাবে যিনি ভাবেন, তিনি আল্লাহ্র পথে কাজ করতে পারেন না। আল্লাহ্র পথে তিনিই কাজ করতে পারেন। যিনি মনে করেন, আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে, তা ফলাফল যাই হোক না কেন।

মার্কিন সংবিধান গ্রহণ

প্রশ্ন : প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকে জোর দিয়ে থাকেন, তাহলে মার্কিন সংবিধানের পুরো কাঠামোটাই প্রতিষ্ঠার জন্য কেন চেষ্টা করা হয় না ? সেই সংবিধানে অধিক হারে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত।

উত্তর : মার্কিন সংবিধান সংসদীয় পদ্ধতির তুলনায় অধিক জটিল এবং এখানে তা প্রতিষ্ঠা করা সংসদীয় পদ্ধতির তুলনায় অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেখানে তিনটে সমপর্যায়ের শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে—আইন সভা, বিচার বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ। এই তিনটি বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে এই ব্যবস্থা চালানো একেবারেই অসম্ভব। সেখানে আইন সভা যেভাবে কাজ করে, বিশেষ করে আইন সভার উচ্চ পরিষদ সিনেট প্রেসিডেন্টের সাথে যে আচরণ করে এখানে প্রেসিডেন্টের সাথে যদি সেই আচরণ করা হয়, তাহলে অনাগত দিনে আইন সভার ওপর সেনাবাহিনী চড়াও হয়ে পড়বে।

মার্কিন সাহায্য

প্রশ্ন : একথা অনবরত বলা হয়ে থাকে যে, জামায়াতে ইসলামী গোপনে আমেরিকা থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। এর মধ্যে সত্যতা কতটুকু ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ যদি আমার সম্পর্কে এমন সব কথা বলা হতে থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে কেউ একথাও জিজ্ঞেস করে বসতে পারে যে, আমরা শুনেছি আপনি অমুক মসজিদ থেকে জুতা চুরি করে বের হয়েছেন। মূল কথা হচ্ছে, যখন মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকে না এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার কোন অনুভূতি থাকে না সে বড় বড় জামা পরে প্রকাশ্য জনসমাবেশে ডাহা মিথ্যা ভাষণ দিতে থাকে, তখন ধৈর্যধারণ এবং চুপ থেকে নিজের কাজ করে যাওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করার থাকে ? আল্লাহ যে একজন রয়েছেন, একদিন যে তার সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং সেখানে জওয়াবদিহি করতে হবে, সে কথাও যেন এরা দিব্যি ভুলে গেছে।

ইসলামে বহু ফের্কা

প্রশ্ন ঃ সমাজতন্ত্রের ধারক-বাহকরা বলে থাকেন, যেহেতু ইসলামের বহু ফের্কা রয়েছে, সেহেতু এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে উপদলীয় সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে। ফলে দেশ চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব, ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হোক। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ ঐ সব বুদ্ধিমানের সম্ভবত জানা নেই যে, সমাজতন্ত্রের মধ্যে কতগুলো ফের্কা রয়েছে,—সর্ববৃহত দু'টি ফের্কা তো হচ্ছে চীন ও রাশিয়া কেন্দ্রীক, একটা 'ওয়াহাবী' আরেকটা 'বেদআতী' চীনারা রুশদেরকে সংশোধনবাদী বলে অর্থাৎ তারা 'বেদআতী'। এছাড়া সমাজতন্ত্রে আরো কতো ফের্কা রয়েছে কে জানে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজতন্ত্রীরা এখানে কোন্ ফের্কার মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় যার ফলে আমরা ইসলামী ফের্কাগুলোর হাত থেকে নাজাত পাবো ?

খেলাফত ও মুলুকিয়াত গ্রন্থ

প্রশ্ন ঃ আপনি খেলাফত ও মুলুকিয়াত (রাজতন্ত্র) নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন, এ গন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু লোকের আপত্তি রয়েছে। আপনি কোন্ উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানী রচনা করেছেন ? এছাড়া কিছু সংখ্যক আলেম আপনার ব্যাপারে দুঃখজনক শব্দ ব্যবহার করেছেন, এরই বা কারণ কি ?

উত্তর ঃ প্রথম কথা হচ্ছে, এই গ্রন্থখানী রচনার উদ্দেশ্য গ্রন্থের প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং শেষেও করা হয়েছে। যদি কোন ভদ্রলোক অনুভব করেন যে, বিবৃত উদ্দেশ্য গ্রন্থটি অর্জন করতে পারেনি, তাহলে জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করুন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, আপনি 'ওলামায়ে কেরাম' শব্দটি ব্যবহার করেন, এ ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, যারা এলেম ও দ্বীনের ব্যাপারে নিজস্ব বিশেষ চিন্তাধারা লালন করে থাকেন এবং সে চিন্তাধারাকে নিজস্ব বিশেষ ভাষায় উপস্থাপন করে থাকেন, দ্বীন ও ইলমের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এই ভাষা এবং পদ্ধতি চলতে পারে না। দেশের লক্ষ লক্ষ আলেম কখনোই এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির বিশেষ চিন্তাধারা সমর্থন করেন না। এই গোষ্ঠীকে যদি আপনি ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সামিল করেন, তাহলে অন্ততঃপক্ষে এতটুকু চিন্তা

www.pathagar.com

করে দেখুন যে, এঁরা নিজেদের বক্তৃতায় এবং লিখনীতে যে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, তা কি ওলামায়ে কেরামের ভাষা হতে পারে? এটাই কি ওলামায়ে কেরামের চরিত্র?

এ জাতির দুর্ভাগ্য যে, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এমন কিছু লোক ঢুকে পড়েছে যাঁরা দ্বীনি ইলম তো অর্জন করেছেন, দ্বীনি তরবিয়ত হাসিল করেননি। দ্বীনি চরিত্রের হাওয়া পর্যন্ত তাঁদের গায়ে লাগে না। এসব লোকের 'ভাষা' শুনেই বুঝা যায় যে, এটা কোন ভদ্রলোকের ভাষা নয়, দ্বীনের ইলম অর্জনকারীর ভাষা হওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ্ না করুন, যদি আমাদের ওলামায়ে দ্বীনের মান সার্বিকভাবে এমন পর্যায়ে নেমে আসে, তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে দ্বীনের প্রতি চরম অবিচার করা হবে। অবশ্য আল্লাহর অশেষ শোকর যে, এদেশের আলেমদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রাখেন না।

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা

প্রশ্ন : কিছু কিছু আলেমের পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, আপনার লেখা বই-পুস্তকে আপনি সাহাবায়ে কেরামের (রা) সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মর্যাদা এবং সম্মানকে পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেননি। দয়া করে বলুন তো, সাহাবায়ে কেরামের (রা) মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি এবং এ ব্যাপারে আহ্‌লে সুন্নাতের মধ্যে কি কোন মতপার্থক্য রয়েছে?

উত্তর : যেহেতু প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তাই এ ব্যাপারে আমি কয়েকটি কথা বলে দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আমি কখনো এ জাতীয় অভিযোগের উত্তর দেই না। কারণ আমি জানি যে, এগুলো আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্টির মূল কারণ নয়, বরং অসন্তুষ্টির মূল কারণ অন্য কিছু। এদিক সেদিক থেকে এই অভিযোগ-গুলো শুধু এ জন্য উত্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে বিশ্ববাসীর মনে এই বিশ্বাস জন্মানো সম্ভব হয় যে, আমরা ব্যক্তিগত কারণে এই লোকটির বিরুদ্ধাচরণ করছি না, বরং এজন্য তার বিরোধিতা করছি যে, সে সাহাবায়ে কেরাম (রা) ও আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) ব্যাপারে যা-তা বলেছে। শুধু এ কারণেই আমরা তার উপর অসন্তুষ্ট। আসলে সাহাবায়ে কেরাম (রা) এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ)-এর ছুতা ধরে শুধু আমার বিরোধিতাই যে তাদের মূল উদ্দেশ্য এবং এছাড়া আর কোন সদুদ্দেশ্যই যে তাদের নেই সে কথা যখন আমি বুঝতে পারি তখন আমি এমন লোকদেরকে তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দেই এবং মনে মনে বলি আপনারা সারাজীবন একাজেই ব্যয় করতে থাকুন, আমি আমার পরকালের জন্য যে কাজকে সঠিক এবং প্রয়োজনীয় মনে করি, তা করতে থাকবো। আপনাদের অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য আমি আমার সময় ব্যয় করাবো না। অবশ্য যদি কোন অভিযোগ যথার্থই যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয় তবে তার জবাব আমি পূর্বেও দিয়েছি। আগামীতেও ইনশাল্লাহ্ দেয়ার চেষ্টা করবো। যদি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়। তাহলে তা মেনেও নেব এবং নিজেকে সংশোধিত করবো। বহুবার আমি এমনটি করেছি।

www.pathagar.com

এবার দেখুন উল্লেখিত বিষয়ে উক্ত ব্যক্তিদের উত্থাপিত অভিযোগের মূলে কি কারণ লুক্কায়িত রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রথমেই বুঝতে চেষ্টা করুন যে, এক ব্যক্তি তার শত শত বাক্য দ্বারা সবিস্তারে নিজের দৃষ্টিভংগী তুলে ধরেছে। এখন তার সেই সব বাক্যের মধ্য থেকে কোন একটি বাক্য বা বাক্যের কোন একটি অংশকে উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বলা একজন হঠকারী মানুষের কাজ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। অর্থাৎ এক ব্যক্তি বারংবার নিজের বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে শুধু নয় বরং তার সার্বিক কর্মতৎপরতায় সুস্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হবার পরও তার লেখা কোন একটি বাক্য বা বাক্যের অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বের করা কোন সুস্থ্য-স্বাভাবিক ব্যক্তির কাজ নয়। এ ধরনের তৎপরতাকে জ্ঞানের কোন স্তর বলেও বিবেচনা করা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আমার লেখা তাফসীর গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' বর্তমান রয়েছে। তাতে আমি যেসব স্থানে ফেকাহ্‌র মাসআলা বা দ্বীনি মাসআলা সংক্রান্ত কোন আলোচনা করেছি সেখানেই আপনারা দেখবেন আমি সাহাবায়ে কেরামের (রা) বক্তব্য থেকে দলীল উপস্থাপন করেছি। যেখানে সাহাবায়ে কেরামের (রা) আলোচনা এসেছে, সেখানেই আমি একথা লিখেছি যে, "এই ধরা পৃষ্ঠে রাসূল (সা)-এর সাহাবায়ে কেরামের (রা) মতো মানুষ আর কখনো জন্মেনি, সমগ্র মানব জাতির মধ্যে উৎকৃষ্টতম দল হিসেবে একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। এছাড়া আরো বহু স্থানে আমি একথাও লিখেছি, যে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের (রা) সম্মিলিত ঐকমত্য রয়েছে, সেটা দ্বীনের দলীল। তা কোন অবস্থাতেই অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যায় না। কোন ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার জন্য সুন্নাহকে যেভাবে মেনে নেয়া দরকার ঠিক সেভাবেই এই সম্মিলিত ঐকমত্যকেও মেনে নেয়া প্রয়োজন। আপনারা এই "তাফহীমুল কুরআনে" দেখতে পাবেন, আমি বিভিন্ন মাসআলায় সূত্র হিসেবে সাহাবায়ে কেরামের (রা) বক্তব্যসমূহ বর্ণনা করেছি এবং সেখান থেকে কোন কোন বক্তব্যের স্বপক্ষে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। সাহাবায়ে কেরাম (রা) সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার অধিকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে কি উল্লেখিত কাজগুলো করা সম্ভব ?

এটাতো গেল সাহাবায়ে কেরাম (রা) সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সংক্রান্ত প্রশ্নের একটা অংশের জবাব, এবার এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে কথা বলবো যার ব্যাপারে সকল মোহাদ্দিস, মোফাস্‌সির এবং ঐতিহাসিকগণের একই বক্তব্য রয়েছে, অথবা এমন কোন ঘটনা, যার বর্ণনা হাদীস শরীফে রয়েছে বা পবিত্র কুরআনে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, অথবা যে ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, সেই সব ঘটনা শুধু বর্ণনা করাই যদি 'গুনাহ্' হয়, তাহলে এই উম্মাতের মোহাদ্দিস (র) মোফাস্‌সির (র) এবং ঐতিহাসিক, সকলেই গুনাহগার সাব্যস্ত হন। কেউই রেহাই পান না। স্বয়ং পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের (রা) কোন কোন ভুলের উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা জুমুয়াতে বলা হয়েছে, "রাসূল (সা) খুত্‌বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একদল ব্যবসায়ী

www.pathagar.com

সেখানে উপস্থিত হলো, মাত্র বারজন সাহাবী ছাড়া (কোন কোন বর্ণনা মতে চল্লিশ জন) বাকী সকলে খোতবা স্থল থেকে উঠে ব্যববায়ীদের নিকট চলে গেলেন। এটা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনা, হাদীস ও তাফসীরের এমন কোন গ্রন্থ নেই, যেখানে সূরা জুময়ার ব্যাখ্যায় এই ঘটনা ও তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি। এর অর্থ যদি সাহাবায়ে কেরামের (রা) সমালোচনা হয়। তাহলে এই অভিযোগ থেকে কেউই নিস্তার পায় না। সর্বপ্রথম তো আল্লাহ্ নিজেই শুরু করেছেন। এরপর সমস্ত মোহাদ্দিসগণ এবং সমস্ত মোফাসসিরগণ একাজটি করেছেন। যদি ঘটনাগুলো বর্ণনা করা সাহবায়ে কেরামদের (রা) মর্যাদা হানি এবং সমালোচনা ধরা হয় তাহলে আমাকে বলুন, পবিত্র কুরআন এবং এ উম্মাতের দ্বীন, ইলম ও তাফসীরের সুবিশাল ভান্ডার সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করা হবে ? এবার এই বিষয়ের অন্য একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের (রা) সমালোচনা আল্লাহ্ নিজেও কি চেয়েছেন ? যদি না চেয়ে থাকেন, তাহলে পবিত্র কুরআনে কেন এসব ঘটনা বর্ণিত হলো, যা মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত পড়তে থাকবে ? ওহুদের যুদ্ধে পঞ্চাশ জন সাহাবীকে একটি বিশেষ স্থানে মোতায়েন করা হয়েছিল, অথচ তাঁরা বিনা অনুমতিতে সে স্থানটি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের ঘটনাও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন ? হাদীস ও ইতিহাসের কোন্ গ্রন্থটিতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর আলোচনা করা হয়নি ? এবার গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন, পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে উল্লেখিত ঘটনাবলীর বিবরণের উদ্দেশ্য সমালোচনা করা নয়, বরং মৌলিকভাবে একথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তা বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের উম্মাতেরা তাদের নবীদের ব্যাপরে যে ভুল করেছে, সাহাবায়ে কেরামের (রা) ব্যাপারেও যেন সেই ভুল করা না হয়। তারা নবীদেরকে আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করেছে। এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে নিজেদেরকেও আল্লাহর সন্তান (Children of God) বলে গণ্য করেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের (রা) সম্মানের সাথে সাথে তাঁদেরকে মানুষ মনে করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং আমাদেরকে এও শিক্ষা দিয়েছে যে, "সাহাবায়ে কেরাম (রা) কোন ভুল করেননি" এমন ধারণা পোষণ করা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের বিরোধী। প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে একজন মুসলমান কিভাবে তার বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ? এছাড়া কিভাবে কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে যে, যদি তাঁদের কোন ভুল হয়ে থাকে তা বর্ণনা করা গুনাহের কাজ ? ভুলও হয়েছে, তা আলোচিতও হয়েছে, হাদীসের গ্রন্থসমূহ এবং তাফসীরের গ্রন্থসমূহে তা বর্ণিত হয়েছে। ইমামগণ, মোহাদ্দিসগণ এবং মোফাস্সিরগণ তা বর্ণনা করেছেন এখন এই ব্যাপক আলোচনার পরও কুরআন ও হাদীসের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে সেটাকে সাহায়ে কেরামের (রা) সমালোচনা বলে চালিয়ে দেয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে।

(১) এমন কথা যাঁরা বলেন তাঁরা হয়তো অশিক্ষিত এবং হাদীস তাফসীর ও ফিক্‌হার গ্রন্থসমূহে কি আছে, তা তাঁরা জানেন না।

www.pathagar.com

(২) অথবা এ সমস্ত লোকেরা জানার বেলায় সবকিছুই জানেন। কিন্তু তাঁরা জেনে-বুঝে বিভ্রান্তি প্রচার করেন, বিরোধিতাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহর রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে খামাখাই পক্ষ বানানো হয়। অর্থাৎ মনে তো অন্য কিছু অথচ মতভেদের কারণ হিসেবে ভিন্ন কিছু উপস্থাপন করা হয়।

শেষকথা হচ্ছে এই যে, কিছু সময়ের জন্য ধরে নিন, এটাই তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থায় অপরকে গালি দেয়া কি জায়েজ? সাহাবায়ে কেরামের (রা) খাতিরে অসন্তুষ্ট হয়ে অপরের ঘরের স্ত্রী উপর তো আর হামলা করা যায় না। সত্যিকার অর্থে যদি কেউ কোন ব্যক্তির প্রতি হকের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি থাকে তাই বলে তার উপর মিথ্যা দোষারোপ করা তো উচিত নয়। তার রচিত বাক্যগুলোকে বিকৃত করাতো যায় না। এখন যদি কোন ব্যক্তি উপরে উল্লেখিত এই সমস্ত কাজগুলো করে এবং একথাও বলে যে, সে সাহাবায়ে কেরামের (রা) সম্মান রক্ষার জন্য এসব করছে। তাহলে আপনারা নিজেরাই দেখতে পারেন যে, সাহাবায়ে কেরামের (রা) মর্যাদার হানি কারা করছে?

ইসরাঈলে গোপন অস্ত্র

প্রশ্ন : গোপনে ইসরাঈলকে অস্ত্র দিয়ে মিসরের পালিয়ে যাওয়া এবং পুনরায় মিসরের অস্ত্র ঘাটতি রাশিয়া কর্তৃক পূরণ করে দেয়া একটা ষড়যন্ত্র নয় কি?

উত্তর : "গোপনে ইসরাঈলকে অস্ত্র দিয়ে মিসর পালিয়েছে" এ কথাটা ঠিক নয়। মিসর তো কোন ব্যক্তির নাম নয় যে, পালিয়ে যাবে। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, যে সমস্ত দেশে জাতিকে দাবিয়ে রাখা হয়, এবং তাদেরকে নিজ ঘরে অত্যাচার সহ্য করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তারা দেশের বাইরের আক্রমণের মোকাবিলায়ও অত্যন্ত কাপুরুষ প্রমাণিত হয়। এটা যে কোন জাতির ওপর খুবই বড় ধরনের জুলুম। যারা নিজ জাতির ঘাড়ে একনায়ক হয়ে চেপে বসে তারা এক সময় অন্যদের হাতে জুতো-পেটা হয়। কারণ একনায়কের অধীনে থেকে থেকে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার মত স্বাধীনতা তাদের থাকে না। নিজেদেরকে দাবিয়ে রাখতেইতো তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু দেশে বছরের পর বছর এমন অবস্থাটিই বিরাজ করছে। এবার আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন সহ সমাজতন্ত্র বিরোধী এবং ইসলামের মৌলিক দর্শন ও চিন্তাধারার প্রবক্তা যেসব দল মিসরে সক্রিয় ছিল, তাঁদের প্রতিটি লোকের পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছিল এবং তাঁদের প্রতিটি তৎপরতার খবর সংগ্রহ করা হতো। পক্ষান্তরে ইসরাঈলের যুদ্ধ জাহাজ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের কোন খবরই জানা ছিল না। আজ তারা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, ইসরাঈলের ব্যাপক শক্তি সংগ্রহ এবং পূর্ণ শক্তি নিয়ে মিসরের উপর ঝাপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাহলে এই পরাজয় ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কি থাকতে পারে? এমনটি তো হয়নি যে মিসরীয় বাহিনী স্বেচ্ছায় সবকিছু রেখে পালিয়ে এসেছে। প্রকৃত অর্থে এই পরাজয়ের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে প্রস্তুতি চলছিল। যেহেতু সেনাবাহিনীকে

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার করা হচ্ছিল, এ কারণেই সেনাবাহিনীর মধ্যে তোষামোদী ও স্তাবকদের পদোন্নতির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অযোগ্য লোকেরা উপরে উঠছিল। এতো বেশী পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি এবং সীমাহীন পদোন্নতি তাদের হাতে এলো, যা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এ কারণেই সেনাবাহিনী সাধারণভাবে বিলাসী হয়ে উঠলো।

বাকী রইলো রুশ সাহায্যের প্রশ্ন। আমি যতটুকু বুঝি, সে হিসেবে আমার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে রাশিয়া ও আমেরিকা সমঝোতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে রেখেছে। চীনকে প্রতিহত করার জন্য রুশ-মার্কিন সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে রোম সাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত ইসরাঈলকে বাদ দিয়ে বাকী সম্পূর্ণ এলাকা রাশিয়ার আধিপত্যের অধীন রয়েছে। মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহে রুশ প্রভাব এবং সমাজতন্ত্রের বিকাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে যদি সমাজতন্ত্রের বিস্তৃতি ঘটে তাতে কমপক্ষে ইসলামের শিকড় তো উৎপাটিত হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথে তাদেরও সেই শত্রুতা রয়েছে যা চার/পাঁচ শত বছর পূর্বেকার ক্রুশেডের যুদ্ধের সময় ছিল। আজকেও যদি তাদেরকে সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে যে কোন একটাকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়, তাহলে তারা সমাজতন্ত্রকেই অগ্রাধিকার দেবে।

গণতন্ত্র কি ব্যর্থ ?

প্রশ্ন ঃ বলা হচ্ছে, আমাদের দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি। বিশেষত যখন ভারতেও গণতন্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ আমাদের দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা ঠিক নয়। গণতন্ত্র কাকে বলে, প্রথমে একথা ভালোভাবে বুঝতে হবে। গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থার নাম, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি দেশের অধিবাসীরা নিজেরাই নিজেদের সকল কাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারে, দেশবাসীর ইচ্ছানুযায়ী দেশের প্রশাসন পরিচালিত হয়, এটাকে গণতন্ত্র বলে। এ ব্যবস্থা কি বর্তমানে এদেশের অধিবাসীরা ভোগ করতে পারছেন ?

আপনারা জানেন, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত নিখিল ভারতের প্রশাসন ১৯৩৫ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী চলছিল। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিখিল ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল বৃটিশ পার্লামেন্টের উপর ; পক্ষান্তরে ভারতের হর্তাকর্তা ছিল বৃটিশ জনগণ, ভারত সরকার এই দেশে বৃটিশ পার্লামেন্টের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল—যাদের অল্প-বিস্তর স্বায়ত্ব শাসন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মৌলিক ও বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এই দেশের জনগণের নির্বাচিত কোন পার্লামেন্টের ছিল না, যা ছিল তা ভাইসরয়ের হাতে। আর ভাইসরয় ছিল বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীন। এমনিভাবে প্রদেশগুলোতে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল

www.pathagar.com

গভর্ণরের। আর গভর্ণর ছিল ভাইসরয়ের অধীন, ভাইসরয় ছিল বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীন এই অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ১৯৩৫ সালের অধ্যাদেশ তৈরী হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর সেই অধ্যাদেশকেই দেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অপর দিকে ক্ষমতা যে বৃটিশ পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে এদেশের জনগণকে দেয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতে দেশের আইন পরিষদ সেই ক্ষমতা গ্রহণ করে। অর্থাৎ বৃটিশ পার্লামেন্টের স্থলাভিষিক্ত হলো এখানকার আইন পরিষদ। জনগণের হাতে তখনো ক্ষমতা আসেনি। আইন পরিষদ সংবিধান রচনা না করা পর্যন্ত জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর অসম্ভব ছিল।

আইন পরিষদ সংবিধান রচনার গুরু দায়িত্ব পালনে ক্রমাগত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সংবিধান তৈরী হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে, পূর্বে যেমন আপনারা বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রজা ছিলেন তেমনি ১৯৪৭ সালের পর থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আইন পরিষদের প্রজা হয়েছিলেন, কেননা যে সমস্ত ক্ষমতা বৃটিশ পার্লামেন্টের ছিল ঠিক একই ক্ষমতা এই আইন পরিষদেরও ছিল। আর এই পরিষদ বছরের পর বছর জনগণের নিকট সেই ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রথম স্তর ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচনার পর সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আওতায় শুধু নীতিগতভাবে আপনাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পূর্বে বাস্তবে ক্ষমতা জনগণের হাতে হস্তান্তর সম্ভব ছিল না, উল্লেখিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আপনারা আপনাদের ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারতেন। অর্থাৎ দেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ হতো। অথচ জনগণের সেই অধিকার প্রয়োগের পূর্বেই এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের পূর্বেই দেশে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, সামরিক আইন জারি হলো। নির্বাচন বন্ধ করে দেয়া হলো, বৃটিশ পার্লামেন্ট থেকে যে ক্ষমতা আইন পরিষদের কাছে এসেছিল সেই পুরো ক্ষমতা এবার সামরিক একনায়কের হাতে চলে গেল। অর্থাৎ যেভাবে আপনারা ইতিপূর্বে বৃটিশ পার্লামেন্টের গোলাম ছিলেন, ঠিক্ একইভাবে বর্তমানে সেনা একনায়কত্বের গোলামে পরিণত হলেন।

১৯৬২ সাল পর্যন্ত কোন সংবিধান তৈরী করা গেল না। আর দেশ রয়ে গেল সামরিক শাসনাধীন। ১৯৬২ সালে তৈরী করা সংবিধানে সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে কুক্ষিগত করা হলো, জনগণের হাতে ক্ষমতা দেয়া হলো না। এর অর্থ হচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২০ বছর সময়ের মধ্যে একটি দিনও এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যখন এখানে বাস্তবে গণতন্ত্রের চর্চা করতেই দেয়া হয়নি, সেখানে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার প্রোপাগান্ডা করার কি অর্থ থাকতে পারে? গণতন্ত্রকে এখানে কবে কাজ করতে দেয়া হলো? এখানে কবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আর কবেই বা জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে?

www.pathagar.com

গণতন্ত্র ব্যর্থ হবার যে ঢাক-ঢোল পিটানো হচ্ছে, একটু সেদিকেও দৃষ্টি দিন, দেশের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ পরিচালিত হওয়াকে গণতন্ত্র বলা হয়। এখন যদি কোন এক ব্যক্তি দাবী করে যে, দেশের জনগণ নিজেদের মতামত অনুযায়ী দেশ পরিচালনার যোগ্য নয় এবং এ কারণে আমি নিজেই দেশ পরিচালনা করবো। অর্থাৎ দেশ পরিচালনার জন্য জনগণ তাকে দায়িত্ব দেয়নি বরং সে নিজেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন, ১৫/১৬ বছরের একটি ছেলে, তার পিতার নিকট থেকে বিরাট উত্তরাধিকার এবং অঢেল সম্পদ লাভ করেছে। তার পিতার বিভিন্ন কাজ দেখাশুনা করার জন্য কর্মচারীদের মধ্য থেকে একজন কেরানী নিয়োজিত রয়েছেন। এই কেরানী দাবী করছেন যে, এই ছেলে নিজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য নয়, এ কারণে আমি তার সমস্ত কাজ কারবার পরিচালনা করবো। এই প্রেক্ষিতে তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে ছেলেটাকে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করতে দেন না। কোন কাজ তার হাতে দেয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে তার সমস্ত সম্পত্তি নিজেই কুক্ষিগত করে নেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ঐ কেরানী সারাজীবন সমস্ত ক্ষমতা নিজেরই হাতে রেখে দেন, তাহলে কি ঐ যুবক কখনো নিজের কাজ-কর্ম পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করবে ? সেতো তখনি যোগ্যতা অর্জন করবে, যখন তার যাবতীয় সম্পদ তার নিজের হাতে আসবে, হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে সে ভুল করবে, লোকসান দেবে বা কষ্ট করবে, কিন্তু এভাবেই সে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং নিজের কাজ-কর্ম পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে, গণতন্ত্রও এমনিভাবে নিজেদের কাজ নিজেদেরই বুঝা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করার নাম অর্থাৎ Learning by Experiance একটি জাতি কিভাবে নিজেদের দেশ নিজেরা পরিচালনা করবে তা ক্রমে ক্রমে শিখতে থাকে। কিন্তু যদি কেরানী সাহেব সারাজীবন সমস্ত সম্পত্তি দখল করে রাখেন, তাহলে ছেলেটি বৃদ্ধ হয়ে যাবে অথচ নিজের কাজকর্ম পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করবে না। আর এদিকে কেরানী সাহেব মৃত্যুর পূর্বে নিজের ছেলেকে এনে এ স্থানে বসিয়ে দেবেন এবং সমস্ত কাজ-কর্ম সমাধা করার দায়িত্ব আপন সন্তানের উপর ন্যস্ত করবে, অথবা নিজের কোন ভাই বা বন্ধুকে এ দায়িত্ব দিয়ে যাবে বা এ পদের জন্য আগ্রহী কেরানীর পরবর্তী কোন কর্মচারী ক্ষমতা দখল করে নেবে এবং সকলেরই ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, এই সম্পদের মূল মালিক এই ছেলেটি আসলেই অযোগ্য। এ কারণেই তার উপর দায়িত্ব না দিয়ে আমরাই এই দায়িত্ব পালন করছি। এভাবে চলতে থাকলে শুধু ঐ ছেলেটি নয়, তার বংশধররাও কখনো নিজেদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না এবং একাজের অভিজ্ঞতাও লাভ করতে পারবে না। কেননা তার হাতে কখনো কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব ছিল না।

সুতরাং গণতন্ত্রের ব্যর্থতার শ্লোগান একটা ধোঁকা বৈ কিছুই নয়। দেশবাসীর অধিকারের উপর ডাকাতি করার জন্য এসব ধুয়া তোলা হয়। অথচ একথা সত্য যে,

www.pathagar.com

কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করে প্রথম দিন থেকেই দেশ পরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে না। জাতি বারংবার নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমত প্রয়োগ (Exercise) করে থাকে। নির্বাচনের মাধ্যমে তারা প্রতারিত হতে পারে। খারাপ লোকদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে। চার-পাঁচ বছর ধরে খারাপ লোকেরা দেশ পরিচালনা করতে পারে, যেসব লোকদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে, তারা জনগণের সাথে কি ধরনের বাড়াবাড়ি করছে, জাতি স্বচোক্ষে তার সবকিছু অবলোকন করতে থাকে।

পুনরায় নির্বাচনের সুযোগ এলে জাতি তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করে। অপর লোকদেরকে সামনে নিয়ে আসে। তারাও যদি জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়, তৃতীয় নির্বাচনের সময় অপেক্ষাকৃত অধিক যোগ্য ও ভালো লোক সুযোগ পাবে। জনগণের স্বাধীনতা থাকলে, মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকলে, সকল অবস্থা জনগণের সামনে উন্মোচিত থাকলে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকলে, সমাবেশের অধিকার থাকলে, বাক স্বাধীনতা থাকলে জনগণ দেশের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকবে, এভাবে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ জাতি পেলে ক্রমে ক্রমে নিজেদের দেশ পরিচালনার জন্য নির্ভরযোগ্য লোক নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। একটি জাতির ইতিহাসে গণতন্ত্রের সাফল্য অর্জনের এটা একমাত্র পথ। স্বাধীনতা লাভের পরদিন থেকেই গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে পরিচালিত হবে, এটা বাস্তবসম্মত নয়। একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দু'তিনটি পাঁচশালা পরিকল্পনার মেয়াদকাল অতিবাহিত করতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে গণতন্ত্রকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর প্রয়োজনে জাতিকে দু'তিনটি অবাধ ও নিরপেক্ষ, স্বাধীন নির্বাচনের সীঁড়ি পার হওয়া কোন বড় কিছু নয়। এ সময়ের মধ্যে দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও সর্বময় ক্ষমতা দখল করার কোন অধিকার দেশের কোন একজন কর্মচারীর নেই। চাকরের দায়িত্ব চাকুরী করা। দেশের মালিক-মোক্তার হবার তার কি অধিকার আছে?

আসর চৌদ্দ : লাহোরে জমিয়তে তালাবার কর্মীদের সাথে

আগষ্ট ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালের ১২ আগষ্ট লাহোরে এক বৈঠকে ছাত্রদের লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন মাওলানা মওদূদী। ❑ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের কাজ, ❑ জামায়াতের কাজের সাফল্য, ❑ জামায়াত-ত্যাগকারীদের প্রসঙ্গ, ❑ আরব ইসরাঈল যুদ্ধ ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব আজকের দিনেও কর্মীদের জন্য পথ নির্দেশনা দেবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আধুনিক যুগে ইসলামের কাজ

প্রশ্ন ঃ আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে উপমহাদেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী আন্দোলন তার কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে এবং কাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত পরিস্থিতি একের পর এক পরিবর্তিত হতে থাকে। এমনকি বর্তমানে সমাজের ব্যাধির ধরনও পরিবর্তীত হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে ইসলামী দাওয়াতের কাজ কিভাবে করতে হবে ?

উত্তর ঃ এটা এমন এক ইতিহাস, যা বিস্তারিতভাবে বললে ফজরের নামায পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। তবে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আমরা কি ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করছি সে বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলছি।

আমরা যখন কাজ শুরু করি, তখনকার অবস্থা দেখে শুনেই কাজ শুরু করেছি। এরপর যে গতিতে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল, আমরাও সে হারে কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছি। অর্থাৎ আমরা চোখ বন্ধ করে পথ চলতে থাকিনি। আমরা গ্রামোফোন ছিলাম না। জীবিত মানুষের মতো কাজ করেছি। ইসলামের দাওয়াতী কাজ চোখ বন্ধ করে চালিয়ে যাওয়া যায় না। আমরা সর্বাবস্থায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ঠিক রেখে কাজের পদ্ধতি কিভাবে পরিবর্তন করেছি তা বুঝতে হলে ১৯৫৭ সালে প্রদত্ত "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী" শীর্ষক ভাষণটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। তাহলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে, পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কাজের পদ্ধতি কিভাবে পরিবর্তন করা হয়। যে কাজের জন্য আল্লাহর বান্দাগণ নিজেদের জীবন ওয়াক্ফ করেছিলেন সে কাজকে যুগোপযোগী করার স্বার্থে কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী ছিল।

কাজের সাফল্য

প্রশ্ন ঃ আপনি যেসব বিবেচ্য বিষয় সামনে রেখে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সে ব্যাপারে কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছেন ?

উত্তর ঃ যে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা যতটুকু কাজ করেছি সে অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক। আমরা যে অবস্থায় কাজ করেছিলাম, সে প্রেক্ষিতে এর চেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব ছিল না ; বরং আমরা সর্বাধিক যে ফলাফল আশা করেছিলাম, তার চেয়েও বেশী লাভ করেছি। আমি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। কারণ তাতে অনেকাংশে নিজেরই প্রশংসা হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এতে করে চেষ্টা-সাধনার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কাও সৃষ্টি হতে পারে। যাঁরা কাজ করেছেন, তারা মনে করতে পারেন যে, এখন তো অনেক কাজ সমাধা হয়েছে, ফলে তাঁদের প্রচেষ্টার গতি স্তিমিত হয়ে যেতে পারে। এ কারণেই আমি সাফল্যের বিস্তারিত বর্ণনা করি না। কিন্তু ১৯২৪ সালের অবস্থা, ১৯৩২-৩৩ সালের পরিস্থিতি এবং আজকের পরিবেশও আমার সম্মুখে রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে যেহেতু আমি নিজে কাজ করেছি, চক্ষু

www.pathagar.com

খোলা রেখে কাজ করেছি। সে কারণে তখনকার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি। যাঁরা এ সময়কার অবস্থা দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময়ে মনে হচ্ছিল, ইসলাম মুসলমানদের হাতেই শেষ হয়ে যাবে। গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার আন্দোলন প্রকাশ্যে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। হরেক রকমের ইসলাম বিরোধী আন্দোলন শেকড় গেড়ে ডালপালা বিস্তার করছিল। এসবের বিরুদ্ধে যারা কাজ করছিল, তাদের অস্ত্র ভোঁতা প্রমাণিত হচ্ছিল। ঐসবের মোকাবিলা করে সাফল্য লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে অস্ত্র দিয়ে ঐসব আন্দোলনের মোকাবিলা করা হচ্ছিল সেগুলো দিয়ে কতদিন চলা যাবে এবং কতদূর পর্যন্ত এগুনো যাবে, বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছি। এ কারণেই আমরা ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে অগ্রসর হয়েছি এবং আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে ইসলামের দৃষ্টিতে অবস্থার সুস্পষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে প্রথম দিকে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ?

উত্তর : আপনারা "রাসায়েল ও মাসায়েল" এর চারটি খণ্ডই যদি পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন, তৎকালীন সমস্যার ধরন কি ছিল। আর্থিক সঙ্গতির অভাবে আমাদের কিছু সমস্যা ছিল। ইসলামের দাওয়াতী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এমন কিছু সমস্যা সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের জন্য তৈরী করা হতো। "রাসায়েল ও মাসায়েল"-এ পাশাপাশি এসব কিছু দেখতে পাবেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইংরেজ শাসন আমলে সমস্যার ধরন এক রকম ছিল, পাকিস্তান আমলে তার ধরন অন্য রকম হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে কোন সরকার এমন আসেনি যারা আমাদের অস্তিত্বকে সহ্য করেছে।

ইসলামী আন্দোলনে অস্থিরতা

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনি কি কখনো খুব বেশী বিচলিত ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন ? যদি এমনটি হয়েই থাকে, তাহলে তা কোন্ উপলক্ষে ?

উত্তর : আমি এমন স্বভাবের লোক যে, অস্থিরতা আমাকে খুব কমই আক্রমণ করে। তারপরও শুধু একবার এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, যখন আমি সত্যিই অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ১৯৫৩ সালের কথা, ভুল পদ্ধতিতে 'খতমে নবুয়াত'-এর আন্দোলন শুরু হলো, আন্দোলনকারীরাই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো এবং এরই সূত্র ধরে সারাদেশে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নাম ও কুৎসা রটনার এক ঝটিকা অভিযান চলানো হলো। এ সময় আমি কারাগারে আটক ছিলাম। জামায়াতের নেতা ও সক্রিয় কর্মীবৃন্দ জেলে। বাইরে আন্দোলন তুঙ্গে কিন্তু আমরা কোন খবরাখবর পাচ্ছি না। একেবারে

www.pathagar.com

অন্ধকারে। জেলখানায় শুধু ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের কট্টর বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত পত্রিকাই আমাদের দেয়া হতো। এ সময় ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সুকৌশলে ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছিল। জেলের বাইরে অবস্থানরত জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ কিভাবে এবং কোন্ ধরনের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, অন্তরীন থেকে আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এ সময় আমি খুব অস্থির ছিলাম। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী। এরপর আর কখনো অস্থিরতা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের দল ত্যাগে

প্রশ্ন ঃ যে কোন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের কেউ কেউ প্রথম অবস্থাতেই আন্দোলন পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটা কি আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রমাণ করে না ?

উত্তর ঃ সত্যি কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত থাকে, বিরোধীরা তাকে নগণ্যতম ব্যক্তি হিসেবেও গণ্য করে না। কিন্তু আন্দোলন থেকে বের হয়ে গেলেই বিরোধীরা তাকে আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ বলে আখ্যা দেয়। এখন আপনারাই বিচার করুন, তাঁরা জামায়াতে ইসলামী থেকে চলে যাওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর কি ক্ষতি হয়েছে ?

প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই যদি আন্দোলনের চালিকা শক্তি হতেন, তাহলে তাঁদের চলে যাওয়ার ফলে তো আন্দোলনের গাড়ী থেমে যাওয়ার কথা। অথচ আন্দোলনের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, অবস্থা তেমনটি ঘটেনি। জামায়াত একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। সামরিক শাসনামলে চার বছর জামায়াতের তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। পুনরায় নয় মাস জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করে রাখা হয়েছিল। এতসব কিছুর পরও জামায়াতে ইসলামী নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। এখান থেকে কারো বেরিয়ে যাওয়া বা না যাওয়ায় কি যায় আসে ? জামায়াত থেকে বেরিয়ে গেলেই কোন ব্যক্তিকে উচ্চমার্গে উঠানোর চেষ্টা করা হয়। এও বলা হয় যে, জামায়াতে এই একটি মাত্র 'মানুষ' ছিল অবশেষে সেও বেরিয়ে গেল। তাহলে জামায়াতে আর কারাইবা বাকী রইল ? এই বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ বের হবার পর উল্লেখযোগ্য কি কাজটি করেছেন, তাও খতিয়ে দেখা দরকার।

আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র

প্রশ্ন ঃ একটি ইসলামী রাষ্ট্র আধুনিক যুগে ইসলামী জীবন পদ্ধতির কতটুকু বাস্তবায়িত করতে পারবে ?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নে 'কতটুকু' শব্দটি অবান্তর, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত করতে না পারলে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রই বলা যাবে না। 'কতটুকু' শব্দের অর্থ হচ্ছে ইসলামী জীবন পদ্ধতির কতটুকু অংশ বাস্তবায়িত করা যাবে আর কতটুকু অংশ বাস্তবায়িত করা যাবে না।

www.pathagar.com

যদি আমি একথা মেনে নেই যে, পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়িত করা যাবে না। তাহলে আজই আমাকে হাত গুটিয়ে ফেলতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সব যুগেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই বিশ্বাসের কারণেই আমি এর বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম-সাধনা করে যাচ্ছি এটাই একজন মুসলমানের 'ঈমান' হওয়া উচিত।

কোন্ দেশে ইসলাম কায়েম হবে

প্রশ্ন ঃ কোন্ দেশে সর্বপ্রথম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা রয়েছে?

উত্তর ঃ কোন্ দেশে সর্বপ্রথম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে সে চিন্তায় না পড়ে বরং চেষ্টা করুন যেন এই দেশেই সর্বপ্রথম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হতে পারে।

আরব ইসরাঈল যুদ্ধ

প্রশ্ন ঃ কয়েকদিন পূর্বে মিসরীয় প্রত্রিকা দৈনিক আল্-আহ্রাম-এর বরাত দিয়ে এ দেশের পত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, এবার আরব ইসরাঈল যুদ্ধ মিসরের পক্ষ থেকে শুরু হবে। এটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

উত্তর ঃ মিসরে সামরিক বিপ্লব[1] হবার পর থেকে আমরা একের পর এক দেখে চলেছি যে, প্রচার প্রোপাগাণ্ডাকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ সামরিক শক্তি গড়ে তোলা এবং নিজেদের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য তাঁরা কোন চিন্তা-ভাবনা করেননি। এছাড়া যেসব উপকরণের মাধ্যমে জাতির উত্থান ও অগ্রগতি সাধিত হয়, তাঁরা তা উপেক্ষা করে চলেছেন। পক্ষান্তরে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার অস্ত্রকে তাঁরা ব্যাপক হারে গুরুত্ব দিয়েছেন। মিসরের 'ছওতুল আরব' (আরবের কণ্ঠ) নামক বেতার কেন্দ্রটি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র। এছাড়া প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার অন্যান্য উপকরনের দিক থেকে মিসর কোন অবস্থাতেই পশ্চাৎপদ নয়। সুতরাং তারা প্রোপাগাণ্ডাকেই মূল শক্তি মনে করে। অথচ তারা এই প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমেই মার খেয়েছে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে প্রোপাগাণ্ডা। এই যুদ্ধের আগে নাসের সাহেব খুব জোর গলায় প্রচার করেছেন, "আমরা ইসরাঈলের অস্তিত্ব খতম করে দেবো" আপনারা ১৯৬৭ সালের সংবাদপত্রের ফাইল বের করে দেখুন, তাঁর উল্লেখিত দাবীর স্বপক্ষে সে সময়কার বক্তৃতা বিবৃতিগুলো আজো হুবহু পাওয়া যাবে। এখন বুঝে দেখুন, এই দাবীর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কি হতে পারে যে, আরব জাতি মনে করবে, বাহ্, আমরা কেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বি নেতা পেয়েছি, বিনি ইসরাঈলের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু যুদ্ধ

---

১. ১৯৫২ সালে জেনারেল নজীব বাদশাহ ফারুককে উৎখাত করেন এবং ১৯৫৪ সালে কর্নেল জামাল আবদুন্ নাসের জেনারেল নজীবকে গদীচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে নাসেরের মৃত্যুর পর আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট হন। তিনি গুলীতে নিহত হলে হুসনী মোবারক প্রেসিডেন্ট হন। (সম্পাদক)

www.pathagar.com

যখন শুরু হলো, আরবদের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য এবং কোন্ দেশ থেকে কত সৈন্য আসছে তা আরবদেরকে অবগত করানোর জন্য যৌথ আরব বাহিনীর প্রতিটি তৎপরতা ও গতিবিধি ফলাও করে মিসরের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হলো। ফলে যৌথ আরব বাহিনীর তৎপরতা ও গতিবিধির বিস্তারিত খবরা খবর স্বয়ং আরবদের বেতার কেন্দ্র থেকেই ইসরাঈলীরা পাচ্ছিল। কখনো কখনো আরব বাহিনীর সঠিক সংখ্যার চেয়ে বাড়িয়ে প্রচার করা হতো, ফলে ইসরাঈল এর চেয়েও অধিক শক্তি নিয়ে মিসরের উপর আক্রমণ করে। মোটকথা যেসব কারণে আরবদের পরাজয় হয়েছে, এটা তার মধ্যে অন্যতম।

দুঃখের বিষয় এখান থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রোপাগান্ডার এই ধারা আগের মতই চল্‌ছে। এখন পুনরায় আরবদেরকে ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, মিসর যে কোন সময় ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করবে ; ইসরাঈল সবসময়ই এ জাতীয় প্রচার দ্বারা লাভবান হয়ে থাকে। একদিকে নাসের সাহেবের মুখ থেকে বের হয়েছে ঃ আমরা ইসরাঈলের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেবো। অপর দিকে ইসরাঈল সমস্ত পশ্চিমী দেশগুলো এবং আমেরিকাকে একথাটি ব্যাপক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানিয়েছে যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে সকল আরব একত্রিত হয়ে ধ্বংস করে দিতে চায়। ফলে সে ঐ সব দেশের সহানুভূতি লাভ করেছে। কেননা তাদের প্রোপাগান্ডার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ ধারণা হলো যে, ইসরাঈল কঠিন নির্যাতনের শিকার, আরব দেশগুলো আক্রমণ করে তাকে শেষ করে দিতে চায়। ইসরাঈল মানচিত্র প্রদর্শন করে তাদেরকে বুঝালো চতুর্দিকে আরব রাষ্ট্রসমূহের মাঝখানে ইসরাঈল একটা ক্ষুদ্রদেশ। অথচ মিসর প্রোপাগান্ডার পুরনো পদ্ধতি চালু রেখেছে। ফলে আরব দেশগুলো পুনরায় ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করার ভীতির কারণে ইসরাঈল অধিক সহানুভূতি এবং অধিক সাহায্য লাভ করে। এবার আপনারাই অনুমান করুন, ১৯৫৬ সালের পর থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এগার বছর সময়ের মধ্যে তারা যুদ্ধের যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, চার দিনের মধ্যে তা জানা হয়ে গেল। এখন ১৯৬৭ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৮ সালের আগষ্ট পর্যন্ত বেশী হলে চৌদ্দ মাসে তারা আর কতটুকুই বা প্রস্তুতি নিয়েছে, যার মাধ্যমে এখন আক্রমণ করা হবে ? তদুপোরি বারংবার বিশ্ববাসীকে জানানো হয়েছে যে, রাশিয়া মিসরকে যেসব অস্ত্র দিয়েছে, তা শুধু প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য নয়। রাশিয়া স্বয়ং ঘোষণা করেছে যে, আমরা মিসরকে তার প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত করছি মাত্র, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য নয়। তাহলে বর্তমান অবস্থা কি দাঁড়ালো, এমন ব্যাপক প্রচার-প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে বুঝা গেলো মিসরই এবার আক্রমণ করবে। আর এতে উপকার যদি কারো হয়েই থাকে, তা হয়েছে ইসরাঈলেরই। কেননা সে পূর্বের মতোই অন্যদের সহানুভূতি ও সাহায্য খুঁজে ফিরছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর পনের : করাচীতে

আগষ্ট ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মাওলানা মওদূদী লন্ডন যান চিকিৎসার জন্য। লন্ডন যাওয়ার আগে করাচীতে তাঁকে যেসব প্রশ্ন করা হয় তার জবাব। ❑ শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান, ❑ চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ অভিযান ইত্যাদি প্রশ্নের রাজনীতিক সুলভ জবাব দিয়েছেন মাওলানা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শ্রমিক সমস্যার সমাধান

প্রশ্ন ঃ শ্রমিক সমস্যার সমাধানের জন্য জামায়াতে ইসলামী কি কি কাজ করেছে ? বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, ধ্বংসাত্মক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলো শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি করছে, এই পরিস্থিতিতে কিভাবে এর প্রতিকার করা যাবে ?

উত্তর ঃ ইতিপূর্বে আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিলাম। বর্তমানে আমরা একাজ স্থানীয় সংগঠনগুলোর উপর ন্যস্ত করেছি। এতে করে সকল অঞ্চলে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য কাজ করা সম্ভব হবে। আমাদের সামনে এ ব্যাপারে এমন কিছু সমস্যা ছিল, যার কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে কোন বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সরকার এবং শিল্প-কারখানার মালিকরাও চান, যেন শ্রমিকরা সংগঠিত হতে না পারে। ফলশ্রুতিতে সময় সময় শ্রমিকদেরকে দাবিয়ে রেখে নির্যাতন করা সহজ হয়। বাস্তবে তাই হচ্ছে, এর মোকাবিলায় যারা আন্তরিকতা সহকারে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে, তারা এদের প্রতি কটাক্ষ ভরে তাকায়, এমন কি সমাজতন্ত্রও তাদের নিকট তেমন অপছন্দ নয়, কেননা সেটাও তাদের স্বার্থে কাজ করে, কিন্তু ইসলাম তাদের নিকট খুবই অপছন্দ, কারণ ইসলাম এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান সামনে নিয়ে আসে, যা কিনা তারা অপছন্দ করে। কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে কাজ করার প্রকাশ্য অনুমোদন রয়েছে। তাদের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনও অব্যাহত রয়েছে। তাদের বই-পুস্তক আনা হচ্ছে এবং বিতরণ করা হচ্ছে। এসব সাহিত্য এখন সরকারী, আধা সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সহ সর্বত্র পাওয়া যায়। অতি সম্প্রতি সরকারী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাও সেতুং-এর বিশ হাজার বই প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতার সাথে এ তোহফা গ্রহণ করে ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করে দিয়েছেন। এখন একথা কে না বুঝে যে, মাও-এর বই ছাত্রদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে। তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, বিপ্লব কখনো সোজা পথে বা আইনানুগ উপায়ে আসে না। রক্তক্ষয়, মারামারী, কাটাকাটি আর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপ্লব আসে। এটা সেই চিন্তাধারা যাকে সানন্দে গ্রহণ করা হচ্ছে। এবং নূতন প্রজন্মের নিকট বিতরণ করা হচ্ছে। এবার আপনারাই বলুন, যেখানে এসব অজ্ঞ লোকেরা নেতৃত্বে রয়েছে সেখানে কি করা যাবে ?

আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে অনুভব করেছি শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ শুরু করা হলে বিরোধীদের প্রচন্ড গা জ্বালা হবে, ফলে কাজ করা সম্ভব হবে না। তাই আমরা একাজ স্থানীয় জামায়াতের উপর অর্পণ করে দিয়েছি। যাতে করে তারা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ নিতে পারে। যখনই আল্লাহ্ সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন, তখনই ইন্‌শাল্লাহ্ শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় বিভাগ খোলা হবে। ইতিপূর্বে জামায়াতের যেসব ভাই শ্রমিকদের জন্য কাজ করছিলেন, তাঁদেরকে যখন গ্রেফতার করা হলো এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁদেরকে নজরবন্দী করে রাখা হলো এ সময়ের মধ্যে এক পর্যায়ের একজন সি, আই, ডি, অফিসারকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেসা করা হলো, কোন্ বেআইনী কাজের অপরাধে আমাদেরকে নজরবন্দী রাখা হয়েছে, তখন সে অফিসার স্পষ্ট জওয়াব দিল, আপনারা শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিষ্টদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলেন, একাজটা আমাদের অপছন্দনীয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাবলী

প্রশ্ন ঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান ঘটনাবলী থেকে কি বুঝা যায় ? সমাজতন্ত্র কি উলঙ্গরূপ নিয়ে সামনে আসেনি ?

উত্তর ঃ উলঙ্গ তো সে আগে থেকেই ছিল। সমাজতন্ত্রের দেহে তো কাপড় কখনোই ছিল না। শয়তান মানবতার বিরুদ্ধে কমিউনিজমের চেয়ে অধিক ভয়ানক অস্ত্র আর দ্বিতীয়টি উপস্থাপন করতে পারেনি। কমিউনিজম সম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্টতম রূপ। এদিক থেকে আমেরিকা ও রুশ সম্রাজ্যবাদ একই।

চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যতদূর ধারণা রয়েছে, তাতে আপনারা ধরে নিতে পারেন যে, পূর্বে ইউরোপে রাশিয়া হচ্ছে হিটলারের (Hitler) উত্তরসূরী। এই অঞ্চল হিটলারের কবল থেকে এজন্য রাশিয়া মুক্ত করে দেয়নি যে, এখানে গণতন্ত্র ফলে-ফুলে বিকশিত হোক। বরং নিজেদের কলোনী করার জন্য হিটলারকে এখান থেকে উৎখাত করা হয়েছে। তার দৃষ্টিতে এখানকার অধিবাসীদের স্বাধীনতার চেতনাই নেই। রাশিয়া এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে নিজেদের এজেন্ট নিয়োগ করেছে। এরপর যখনই কোন কমিউনিস্ট পার্টি রাশিয়ার মতামতের বিরুদ্ধে চলে গিয়ে নিজের জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করতে চাইবে। সাথে সাথে রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী ঠিক তেমনিভাবে ঢুকে পড়বে যেমনিভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঢুকে পড়েছিল, আর এভাবেই পুরোনা এজেন্টদেরকে সরিয়ে নূতন এজেন্টদেরকে সে স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এ ঘটনাই পূর্ব জার্মানীতে ঘটেছে। পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীতে এটাই ঘটানো হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়াতে এমন একটা কিছুই ঘটছে।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার, ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপে যে সকল দেশ প্রকাশ্যে সহযোগিতা করেছে, চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের অন্যতম। এমনিতেই পুরো সমাজতান্ত্রিক ব্লক ইসরাঈলকে সাহায্য করেছে, এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে ; কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া ইসরাঈলের সাহায্য সহযোগিতা করেছে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ঘরে ডাকাত পড়লে জিন্দাবাদের শ্লোগান দেবেন আর তাঁদের ঘরে ডাকাত পড়লে আমরা মাতম করবো কেন ? আমাদের জন্য উভয় সম্রাজ্যবাদই সমান। মার্কিন সম্রাজ্যবাদ অপমানিত হোক বা রুশ সম্রাজ্যবাদের বদনাম হোক, আমাদের জন্য সবই সমান। আমরা তো অত্যাচারের প্রতিবাদ করি, অত্যাচার যেখানেই হোক আর যে প্রক্রিয়াতেই হোক ঘৃণ্য কাজ। এদিক থেকে এই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও দুঃখজনক।

www.pathagar.com

আসর যোল ঃ লন্ডনে যুক্তরাজ্য ইসলামিক মিশনের সম্মেলনে

সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইউ, কে, ইসলামিক মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে মাওলানা শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দেন। ❑ দারিদ্র দূরীকরণের ইহুদীদের অনুরূপ কর্মসূচী, ❑ পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ❑ অমুসলিম দেশে পর্দার বিধান, ❑ তুরস্কে ইসলামের পুনরুজ্জীবন, অমুসলিমদের জবাই করা পশু, ❑ ইসরাঈলের নিকট থেকে অধিকৃত এলাকা পুনরুদ্ধার, ❑ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানার পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিবুত পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ অর্থনৈতিক সংকট ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ইয়াহুদীদের পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদেরকেও কি 'কিবুত' (Kibbuts) তৈরী করতে হবে ?

উত্তর ঃ অন্যরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেই একই পদ্ধতিই মুসলমানদের গ্রহণ করতে হবে, অবশ্যই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইয়াহুদীদের পরিচালিত 'কিবুত' শুধুমাত্র ইসরাঈলের সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সারা বিশ্বের সমস্ত ইয়াহুদীরা এতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে আসছে, স্বয়ং ইসরাঈল রাষ্ট্রের বাজেটও এই ফিলিস্তিন ভূখন্ডের উৎসের উপর নির্ভরশীল নয়। ফিলিস্তিন ভূ-খন্ডের উৎস থেকে যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়, তার দশগুণ বেশী আসে বিশ্বের ইয়াহুদীদের নিকট থেকে সাহায্য হিসেবে। আমাদের প্রকৃত সমস্যা অর্থনৈতিক সংকট বা দারিদ্র্য নয়। বরং যে বিষয়টি মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাহলো, তাদের মধ্যে ইসলামের জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে বা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তারা পুরো কাফের হয়ে কাফেরদের জীবন-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে কাফেরদের মত উন্নতি করতেও পারছে না। আবার খাঁটি মুসলমান হয়ে ইসলামী বিধানের বরকত ও কল্যাণ লাভেও সক্ষম হচ্ছে না। ইসলামী চরিত্রের অভাবই হচ্ছে আমাদের সকল সমস্যার মূল কারণ। ইসলামী চরিত্র আমাদের মধ্যে না থাকায় আমাদের কাজের সকল উৎস আমাদের কাজে লাগছে না। বরং আমাদের শত্রুদের কাজে লাগছে।

দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন দেশের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে দেশকে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আপনার নিকট কি ধরনের কর্মসূচী রয়েছে ?

উত্তর ঃ একটি আদর্শিক আন্দোলনের দায়িত্ব হলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মন-মানসিকতাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ঢেলে সাজানো। সমাজে শিল্পী, কলা-কুশলী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, দার্শনিক প্রভৃতি ধরনের লোক থাকে। আন্দোলনের পক্ষ থেকে এদের সকলের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা প্রদান করতে হয়। (এটা সঠিকভাবে করা গেলে) অতপর যারা ইতিপূর্বে আল্লাহদ্রোহী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিল তারাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাজ করতে শুরু করবে।

পাকিস্তান ও ইসলাম

আর একটি প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন ঃ

যদিও আমরা এদেশে ইসলামী জীবন বিধানকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সফল হইনি, তথাপি আমরা এর জন্য ব্যাপক হারে ভূমি কর্ষণ করেছি। জামায়াতে ইসলামী যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ শুরু করেছিল। সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী ও অপরাপর ইসলামী সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ বর্তমান সময় পর্যন্ত যে কাজ করেছে তার ফলে আমাদের সমাজে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী আহবান নিয়ে কোন ব্যক্তি সমাজের সাহায্য সহযোগিতা পাবার ভরসা করতে পারে না।

www.pathagar.com

যদি কেউ ইসলাম বিরোধী কাজ করতে চায়। সেও ইসলামের নাম নিতে বাধ্য হয়। এখানে সমাজতন্ত্রকেও 'ইসলামী' বলে জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে হয়। অথচ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে এর প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয় না। সে সব মুসলিম দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী শ্লোগান ও কর্মসূচী গ্রহণে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করা হয় না। এমনকি ইসলামকে উপহাস করার ধৃষ্টতা পর্যন্ত দেখানো হয়। কিন্তু আমাদের এখানে এমনটি করার কারো সাহস নেই। দ্বিতীয় যে কাজটি আমরা এ পর্যন্ত করেছি। তাহচ্ছে, এদেশের প্রতিটি নাগরিকের মনে ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণাংগ প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে। সকলে জেনে গেছে যে, ইসলামী জীবন বিধানে অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি ও চরিত্র বলতে কি বুঝায়। আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে আমাদের সমাজের বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিবর্গও শরীয়াতের কতিপয় বিধান এবং একটি সরকারী মুফতী বা শায়খুল ইসলাম পদের প্রতিষ্ঠাকেই ইসলামী বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করতেন। কিন্তু আজকে ইসলামী জীবন বিধানের বিস্তারিত বিবরণ সম্পূর্ণভাবে নূতন প্রজন্মের কাছে পর্যন্ত পৌছে গেছে।

সমাজতন্ত্র প্রতীরোধে

প্রশ্ন : দেশে সমাজতন্ত্রের প্রচার প্রসার প্রতিহত করার জন্য জামায়াতে ইসলামী কি করছে ?

উত্তর : জামায়াতের উপকরণাদী কম হওয়া সত্বেও নিজস্ব সাহিত্য সম্ভারের মাধ্যমে এর যথাযথ মোকাবিলা করছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এ দেশে প্রতিষ্ঠার লক্ষণ নেই। তবে আমাদেরকে একটি সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য প্রচারের পথ উন্মুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে জামায়াতের সাহিত্য প্রচারে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

অমুসলিম দেশে পর্দার বিধান

প্রশ্ন : অমুসলিম দেশে মুসলিম মহিলাদের পর্দার বিধান মেনে চলা উচিত কি না ?

উত্তর : অমুসলিম দেশে মুসলিম মহিলাদেরকে ঠিক সেভাবেই পর্দা করতে হবে যেভাবে মুসলিম দেশে করতে হয়। এ ব্যাপারে কোন ধরনের ছাড় বা শৈথিল্যের সুযোগ নেই। পৃথিবীতে সেই জাতিই শ্রদ্ধার পাত্র হয়, যারা নিজেদের নিয়ম বিধানের জন্য গর্ব করে। সেসবের উপর দৃঢ় থাকে এবং কোন হীনমন্যতায় ভোগে না। আপনারা কোন একটি ব্যাপারে 'আপোষকামিতা'র পথ অবলম্বন করে নিজেদের নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করলে আপনাদের কোন বিধানই আর এই ভাঙ্গাঁর হাত থেকে রেহাই পাবে না।

মুসলিম বিশ্বের বার্তা সংস্থা

প্রশ্ন : কয়েক বছর পূর্বে মুসলিম দেশগুলোকে নিজস্ব বার্তাসংস্থা প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব আপনি দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে কোন আশাবাদ আছে কি না ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এ ধরনের বার্তাসংস্থা প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষণ দেখছি না। প্রথমতঃ এই গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলদায়ক কাজের গুরুত্বই অনেকে অনুভব করে না। আর কারো উপলব্ধি থাকলে এক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত নয়। নিজেদের নিজস্ব বার্তাসংস্থা না থাকায় এবং বিভিন্ন বার্তাসংস্থাগুলো ইয়াহূদীদের প্রভাব বলয়ে থাকার ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা সকলে শুধু অবলোকন করছে, কিন্তু কেউ অগ্রসর হয়ে এই শূন্যতা পূরণ করতে প্রস্তুত নয়। রাবেতা আলম আল ইসলামীর সম্মেলনে আমি এবং আরো কয়েকজন প্রতিনিধি এই সুপারিশ বার বার উত্থাপন করেছি। এজন্য কয়েকটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এক কদমও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি।

তুরস্কে ইসলামের পুনর্জাগরণ

তুরস্কে ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন ঃ

যদিও সেখানে রাষ্ট্রীয় বিধান মোতাবেক ইসলামের নামে কোন সংগঠন করার অনুমতি নেই, তথাপি সেখানে ব্যাপক হারে কাজ চলছে। সেখানে অসংগঠিত একটি ধারা চালু রয়েছে, যারা ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত চল্লিশ বছর ধরে কিছু কিছু বিদগ্ধ জনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে সীমাহীন কঠিন অবস্থার মধ্যেও এতো বেশী ফলপ্রসু কাজ হয়েছে যে, বর্তমানে ইসলামের পক্ষে কাজ করার জন্য একটি নুতন প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে বদিউজ্জামান নুরসী (র)-এর প্রচেষ্টা এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের অধিকারী। যুবকদের এই আন্দোলনের ফলে ইয়াহূদীরা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত। এ কারণে তারা তুরস্ক সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী বিপদঘন্টা বাজাতে শুরু করেছে। ইতিপূর্বেও ইয়াহূদীরা বিপদঘন্টা বাজিয়েছিল যার ফলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এখন আবার তারা চেষ্টা করছে। কিন্তু এবার তারা সফলতার মুখ দেখবে না। ইয়াহূদীদের সকল চেষ্টা-সাধনা আর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ইনশাআল্লাহ তুরস্কে ইসলামের পুনর্জাগরণ প্রতিহত করা যাবে না।

সমাজতন্ত্র না সেকুলারিজম

প্রশ্ন ঃ যদিও পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদ এবং পূর্বের ধর্মহীনতা তথা (সমাজতন্ত্র) উভয়ই ইসলামের শত্রু, তথাপি সময়ের ডাকে সাড়া দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে কোন্‌টাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে?

উত্তর ঃ আমরা অগ্রাধিকার দেয়ার পরিবর্তে উভয়টাকেই অভিসম্পাত দেবো। কেননা এর মধ্যে কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত বেশী খারাপ তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আমার নিকট উভয়টিই সমান। পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদ নিজেই সমাজতন্ত্রের জন্য ময়দান খালি করে দিচ্ছে। কেননা তারা মনে করে, সমাজতন্ত্র মুসলমানদের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে, তারা নিজেরা সে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না। এক্ষেত্রে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অপরের সাহায্যে ভর করে চলা জাতি কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে এর বহু উদাহরণ রয়েছে।

www.pathagar.com

অমুসলিমদের জবাই করা পশু

প্রশ্ন : অমুসলিমদের হাতে জবাই করা পশুর ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

উত্তর : আরব দেশসমূহে সর্বপ্রথম মুফতি আবদুহু অমুসলিমের হাতে জবাই করা পশু হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। এরপর প্রায় সকল আরব দেশে এই ফতোয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমি মাসিক তরজুমানুল কুরআনে এই সমস্যার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমার প্রবন্ধটি কয়েকটি আরব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরব আলেম বিশেষ করে সউদী আরবের অধিকাংশ আলেম নিজেদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন।

অধিকৃত আরব এলাকা মুক্ত করতে

প্রশ্ন : ইসরাঈলী দখল থেকে অধিকৃত আরব এলাকা মুক্ত করার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কি করা উচিত ?

উত্তর : এ প্রশ্নটি এখন অত্যন্ত জটিল হয়ে গেছে। এছাড়া এই সমস্যাটির সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত অর্থে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে কারণগুলো সক্রিয় ছিল, তন্মধ্যে যেমন ছিল বৃহৎ শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র, তেমনিভাবে মুসলমানদের নিজস্ব দুর্বলতাও এ ব্যাপারে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। মুসলমানদের যেসব দুর্বলতা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে, দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে সেগুলোকেই আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে। ইসলামকে জাতীয়ভাবে বাস্তবায়নের পরিবর্তে দৃষ্টি আজও ভাসা ভাসা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠাকারী দু'টি বৃহৎ শক্তির মধ্যে একটির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে আর অপরটির কোলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। অথচ ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত এবং বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে এরা দুই বৃহৎ শক্তিই একমত। তদুপরি কিছু আরব দেশের অবস্থা এই যে, সেখানে গর্বভরে বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটানো হচ্ছে। যে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। সে পূর্ববর্তী সরকারকে গাদ্দার হিসেবে চিহ্নিত করে। তাকে উৎখাৎ করে যে ক্ষমতায় আসে, সেও তাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয়। এই যে একের পর এক খেলা চালানো হচ্ছে এমন সময় যখন ইসরাঈল আরো অগ্রসর হয়ে অধিক এলাকা গ্রাস করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। অবশিষ্ট মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারে না। এ অবস্থায় ইসরাঈলের আগ্রাসন থেকে কেবলমাত্র আল্লাহই রক্ষা করতে পারেন। বাহ্য লক্ষণগুলো খুবই খারাপ। আর এ আগ্রাসন থামার মতো লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এর জন্য আমাদের অপরিপক্কতা এবং অলসতা বহুলাংশে দায়ী।

ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদ

প্রশ্ন : ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কি বিশ্ব-মুসলিমের জন্য ফরয হয়ে যায়নি ? যদি এখনো ফরয না হয়ে থাকে। তাহলে আর কোন্ অবস্থায় ফরয হবে ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ এই প্রশ্ন করে আপনি নিজেকে এবং আমাকে এক সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন। নিয়ম হচ্ছে যখন কোন মুসলমান শহর বা অঞ্চলে কাফেররা হামলা চালায় তখন প্রথমত আক্রান্ত শহর বা অঞ্চলের লোকদের উপর জিহাদ ফরয হয়। যদি তারা অপারগ হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর দায়িত্ব বর্তায়। তারা ব্যর্থ হলে তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে পড়ে। তারা না পারলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে পড়ে। এবার চিন্তা করুন। এ প্রশ্ন উত্থাপন করার পর জিহাদে না গেলে আপনার অবস্থান কি হবে—প্রকৃতপক্ষে জিহাদের জন্যও কিছু নির্দিষ্ট শর্তাদী রয়েছে। শর্ত পূরণ না হলে জিহাদ ফরয হয় না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এক্ষেত্রে জিহাদের শর্তাবলী পূরণ হচ্ছে না। যদি কোন মুসলিম দেশ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে নিজেদের সৈন্য প্রেরণও করে, তাহলে অবশ্যই কোন না কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর দিয়ে তা পাঠাতে হবে। এবার আপনারা খোঁজ করে দেখুন, কোন্ কোন্ মুসলিম বা আরব রাষ্ট্র এমন আছে যারা অপরের সৈন্য নিজের দেশের উপর দিয়ে ইসরাঈলের উপর হামলা করার জন্য যাওয়ার অনুমতি দিতে প্রস্তুত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ঐক্য না থাকায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর উদ্দেশ্য হাসিল হচ্ছে। অবস্থা এই যে, সম্মেলনসমূহে সিদ্ধান্ত যা হয়, কাজ হয় তার বিপরীত এই পরিস্থিতিতে এসব কিছু অসহায়ের মতো দেখতে থাকা ছাড়া বিশ্বের মুসলমানদের আর কিইবা করার আছে।

আপনারা এই ভূখন্ডে ইসলামের দূত

প্রশ্ন শেষ হবার পর মাওলানা মওদূদী (র) উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন ঃ

এবার আপনাদের নিকট আমার কয়েকটি জরুরী কথা বলার আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, আপনারা এবং যেসব মুসলমান এদেশে বসবাস করছেন তাদের উপর ইসলামের পক্ষ থেকে বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। দায়িত্বটা হচ্ছে, আপনারা এদেশে ইসলামের দূত। আপনারা চান বা না চান, অমুসলিমরা আপনাদেরকে ইসলামের প্রতিনিধি মনে করে। এ কারণে আপনারা এখানে যা কিছু করবেন, সবকিছুকেই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। এমনিভাবে আপনাদের কাজ এবং কর্মতৎপরতা থেকে ইসলাম সম্পর্কে তারা যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, আপনাদেরকে সেজন্য জওয়াবদিহি করতে হবে। কেয়ামতের দিন যখন এখানকার অমুসলিমদের সমস্যা উত্থাপিত হবে, তখন তারা বলবে, এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারীরা আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে তো শিক্ষাই দেয়নি, বরং তাঁদের বিপরীতমুখী কর্মকান্ডের ফলে আমরা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছি। এবার আপনারা চিন্তা করে দেখুন এটা কত বড়ো দায়িত্ব। যার জন্য আখেরাতে আপনাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এখানকার অধিবাসীদের ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও সন্দেহসমূহ দূর করার জন্য আপনারা নিজেদেরকে প্রয়োজন মতো প্রস্তুত করুন। আপনারা ইসলামকে উত্তম পদ্ধতি ও শ্রেষ্ঠ পন্থায় নিজেদের মধ্যে বিকশিত করুন। খৃস্টবাদের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জন করুন। এজন্য আপনারা আপনাদের দ্বীনী সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন করুন, পাশাপাশি খৃস্টবাদের বই পুস্তকও অধ্যয়ন করুন। এভাবে তাদের সংশোধন করা আপনাদের জন্য সহজতর হবে। খৃস্টবাদ অধ্যয়নের মাধ্যমে আপনারা তাদেরকে বলতে পারবেন যে, তারা প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ) আনীত দ্বীন থেকে কত দূরে সরে গেছে। আপনারা একথাও প্রমাণ করতে পারবেন যে, বর্তমান খৃস্টবাদ তো সেন্টপল-এর অনুসারী মাত্র। হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী নয়। এমনিভাবে তাদের নিজস্ব সাহিত্যও আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এবং আপনারা এখানে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

আসর সতের : লন্ডনে প্রবাসী আরব ছাত্রদের সাথে

নভেম্বর ১৯৬৮ ইং

লন্ডন প্রবাসী আরব ছাত্ররা আল-গোরাবা সাময়িকীর জন্য মাওলানা মওদূদীকে কিছু প্রশ্ন করেন। মাওলানা তাদের প্রশ্নের যে জবাব দেন, তা উক্ত সাময়িকীর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এসব প্রশ্নের মধ্যে ছিল ❑ পাকিস্তানে মাজহাবী কের্ফা, ❑ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ❑ ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব নেতৃত্ব, ❑ মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলন, ❑ ইসলামী কমন মার্কেট, ❑ আন্তর্জাতিক ইসলামী সংবাদ সংস্থা, ❑ পাশ্চাত্য দেশে ইসলামী আন্দোলন, ❑ বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের উপায়, ❑ ইমাম মেহদীর আগমন, ❑ মুসলিম ও ইসলামীর পার্থক্য ইত্যাদি ১৩টি প্রশ্নের জবাব আপনিও উপভোগ করুন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাজহাবী বিরোধের সমাধান

প্রশ্ন : পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মাজহাবের ধারণা দেখা যায়। জামায়াতে ইসলামী মাজহাবী বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যা কিভাবে সমাধান করেছে?

ভূমিকা : বৃটেনে বসে আপনারা 'মুজাল্লাতুল গোরাবা' নামে একটি আরবী সাময়িকী প্রকাশ করছেন জেনে আমার খুবই আনন্দ লাগছে। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের এই প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন এবং আপনারা এই সাময়িকীর মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করা এবং জাগ্রত রাখার ব্যাপারে ফলপ্রসু খেদমত আনজাম দিতে পারেন।

উত্তর : ফেকাহর দিক থেকে বর্তমানে পাকিস্তানে তিনটি মাজহাব রয়েছে। এক : হানাফী, দ্বিতীয় : আহলে হাদীস, তৃতীয় : শিয়া ঈমামিয়াহ্। এই তিনটি মাজহাবের আলেমগণ ১৯৫১ সালে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান করেন যে, দেশের সংবিধান (Law of the Land) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। প্রতিটি মাজহাবের অনুসারীরা তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম নিজস্ব বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করবে—প্রতিটি ফেকহী মাজহাবের অনুসারীদেরকে এ অধিকার দেয়া হবে। অবশিষ্ট রইল বিভিন্ন মাজহাবের আকীদা বিশ্বাসের পার্থক্য। তাতো দূর করা সম্ভব নয় এবং তা দূর করার প্রয়োজনও নেই। শুধু এতোটুকু প্রয়োজন যে, প্রতিটি উপদল নিজেদের বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় থাকবে এবং একে অপরের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করবে। এজন্য আমরা দেশে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিজেদের সকল শক্তি নিয়োগ করে কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সকল তৎপরতা পরিচালিত করা দরকার? সেটা কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, নাকি শিক্ষা ক্ষেত্র অথবা অন্য কোন ক্ষেত্র?

উত্তর : সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোর জন্য কোন একক ধরাবাধা নিয়ম হতে পারে না। বিভিন্ন দেশের অবস্থা বিভিন্ন। প্রত্যেক দেশে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদেরকে নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী একটি লাগসই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অবশ্য যদি কোন বিষয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার থাকে তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ্ তো আছেই। এটাই ইসলামী আন্দোলনের সকল কর্মীকে এক এবং ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি ধাবিত করে। যারাই যে দেশেই এবং যে সমাজেই এই আন্দোলনের কাজ করার জন্য দাঁড়িয়েছে, বিশ্বাস এবং কর্মে কিতাব ও সুন্নাহ্র শিক্ষার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, দ্বীন প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করা, নিজের সকল তৎপরতা এটাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত করা তাদের সকলের জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এরপর নিজেদের আন্দোলনের জন্য বাস্তব কর্মসূচী তৈরী করা প্রতিটি অঞ্চলের লোকদের নিজেদের কাজ। আর সেই কর্মসূচী নিজেদের শক্তি, সামর্থ, অবস্থার ভিত্তিতে হেকমত প্রয়োগের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লাগসই পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে।

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব নেতৃত্ব

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলনের একটি ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে চিন্তা-ভাবনা চলছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ যে অবস্থার মধ্য দিয়ে এ সময় আমরা অতিবাহিত করছি। এর মধ্যে সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোর জন্য কোন একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বরং এ সময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের পরস্পরের মধ্যে পত্র ও মত বিনিময় করার অনুমতি পর্যন্ত দেয় না এবং আমরা সময় সময় যৌথ সম্মেলন করতে পারি এমন অবস্থাও নেই। বড় জোর এমনটি হতে পারে যে, আমরা পরস্পরের প্রকাশনা বিনিময় করে একে অপরের অবস্থা ও মতামত সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া যতটুকু সম্ভব হজ্জের সম্মেলন থেকে লাভবান হতে থাকি।

ইসলামী বিশ্বে করণীয়

প্রশ্ন ঃ ইসলামী দুনিয়া বর্তমানে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তা আপনার সামনে সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি ?

(ক) মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠান (খ) যৌথ ইসলামী বাজার প্রতিষ্ঠা (গ) আন্তর্জাতিক ইসলামী সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা।

উত্তর ঃ ইসলামী বিশ্বে এই তিনটি কাজ ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোকে মিলেমিশে সে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। দু'বছর আগে (১৯৬৬) এ ব্যাপারে আমি ১২ দফার একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী উপস্থাপন করেছিলাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একমত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন লোকদের হাতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে না। বর্তমানে তারা প্রগতি ও রক্ষণশীলতা নিয়ে বিবাদে ব্যস্ত এবং নিজেদের দেশে বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটানোর চিন্তায় মোটেও অবসর পাচ্ছে না।

নির্যাতন নিপীড়নের মোকাবিলায়

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলন এ সময় দেশে দেশে সরকারী নির্যাতন আর নীপিড়নের মাঝেও কোন ভাবে টিকে আছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলনগুলোর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ আমি মনে করি এ ব্যাপারে প্রতিটি দেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মী আর নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সৃষ্ট নির্যাতন আর নিপীড়নের ধরন পরিমাণ ও এর মোকাবিলায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। নির্যাতন-নিষ্পেষণের ধরন এবং এর মোকাবিলায় লাগসই কর্মসূচী গ্রহণ করবে। প্রতিটি দেশে এর ধরন ও প্রকৃতির পার্থক্য এত বেশী যে, সকলের জন্য একটি কর্মপন্থা বের করা কষ্টসাধ্য। পক্ষান্তরে সকলের জন্য আমি যে বিষয়টি জরুরী মনে করি, তা হচ্ছে

www.pathagar.com

এদের সকলকে গোপন আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে। যদি তাদেরকে জেল জুলুমে জর্জরিত হতে হয় বা ফাঁসি মঞ্চে আরোহণের অবস্থা সৃষ্টি হয় তারপরও সকল ধরনের বিপদ এবং ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও প্রকাশ্যে, শান্তিপূর্ণভাবে ও সত্য কথা বলার একমাত্র পথই অনুসরণ করা উচিত।

পশ্চিমা দেশে ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন : পশ্চিমা দেশগুলোতে কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে জোর দেয়া ইসলামী আন্দোলনের জন্য বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : পশ্চিমা দেশগুলোতে যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে চান, প্রথমত তাদের উচিত নিজেদের জীবনকে সঠিকভাবে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজে নিজেদের বিশেষ স্থান করে নেয়া। পশ্চিমা সভ্যতার অনুসারীদের সাথে চরিত্র, কর্ম এবং জীবন পদ্ধতি একই রকম হয়ে গেলে তাদের আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রভাব ও কার্যকারিতা অর্ধেকেরও বেশী নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা সভ্যতার অনুসারীদের সংস্কৃতি তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং জীবন দর্শন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করা উচিত। এরপর উপযুক্ত কর্মপন্থার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে দাওয়াতী কাজ করা উচিত, যার মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলোর উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। আপনাদের কাজের লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত, যে পশ্চিমা দেশে আপনি অবস্থান করছেন, কমপক্ষে সেখানকার দু'চার জন উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার জন্য তৈরী করুন। এরপর নিজ দেশে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের দায়িত্ব তারাই পালন করতে পারবে।

পাশ্চাত্য দেশে যারা কাজ করবেন

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যে দায়িত্ব পালনকারী ইসলামের দিকে আহবানকারীদের জন্য আপনার কি কি পরামর্শ রয়েছে?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব পূর্বের জবাবে এসে গেছে। আমার দৃষ্টিতে কোন পাশ্চাত্য দেশে ইসলামের আহবানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিকে প্রাচ্যের কোন দেশের কর্মীর চেয়ে বেশী মাত্রায় ইসলামের অনুসারী হতে হবে।

বায়তুল মুকাদ্দাসের মুক্তি

প্রশ্ন : প্রশ্ন হচ্ছে বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করার সঠিক পথ কি?

উত্তর : ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলো নিজেদের যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ১৯৪৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পদে পদে ইয়াহুদীদের নিকট পরাস্ত হয়েছে। সেগুলো দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাস ফেরত পাওয়ার কোন সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত আমি দেখছি না।

www.pathagar.com

স্পষ্ট কথা হচ্ছে কোন রাজনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের দখলে আসবে না। এর জন্য নিঃসন্দেহে যুদ্ধ করতে হবে। এতো বেশী শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে, যাতে করে সম্পূর্ণভাবে ইসরাঈলকে পরাস্ত করা যায়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, সিরিয়া, ইরাক, মিসর এবং জর্দানে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে যুদ্ধ করে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার তো দূরের কথা, বরং আরো কিছু অঞ্চল হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। এরপর আসে অপরাপর ইসলামী দেশগুলোর প্রসংগ। এ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ইসরাঈলের সীমান্তে অবস্থিত আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া তাদের পক্ষে বাস্তবে কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়।

সীরাতে রাসূল গ্রন্থ

প্রশ্ন ঃ ইসলামী চিন্তাধারা এবং ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন শাখায় আপনার লেখনীর কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সীরাতে রাসূল (সা)-এর বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা আপনার কোন বই সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ বিষয়ের উপর লেখার কোন পরিকল্পনা আপনার রয়েছে কি?

উত্তর ঃ আমি দীর্ঘ দিন থেকে অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করছি যে, রাসূল (সা)-এর সীরাতের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করবো, কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোন সুযোগ পাইনি। তবে আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। কুরআন মজিদের যে তাফসীর বর্তমানে আমি লিখছি, তার মধ্যে কুরআন এবং সীরাত-এর সম্পর্ক উল্লেখ করে কুরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াত যে সমস্ত বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করছি। এই তাফসীর শেষ করার পর সীরাতে পাকের উপর কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনার সুযোগ আল্লাহ্ তায়ালা যদি আমাকে দান করেন। তবে তা হবে আমার জন্য বিরাট সৌভাগ্য।

ইসলামী জীবনাদর্শে পরিবর্তন

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সময়ের একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে আপনি কি এ যুগে ইসলামী জীবনাদর্শের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা অগ্রগতি অনুভব করেন?

উত্তর ঃ আমি গত চল্লিশ বছরে ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে পর্যায়ক্রমে একটি পরিবর্তন অনুভব করেছি। আলহামদুলিল্লাহ তা কল্যাণকর। পূর্বের চেয়ে বর্তমানে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ইসলামী জীবন বিধানের চিত্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠ্ছে। যদিও বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের শাগরেদরাও পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী প্রতারণামূলক এবং পান্ডিত্যের পথ অবলম্বন করে ইসলাম ও তার শিক্ষাকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের গতিরোধ করা হচ্ছে। কমপক্ষে মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছে। সঠিকভাবে মুসলমানরা বর্তমানে ইসলামকে এতো বেশী জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে, যার ফলে পাশ্চাত্যের এই বুদ্ধিজীবীরা তাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে না।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের পরিভাষা

প্রশ্ন ঃ ইসলামী চিন্তাবিদগণ বর্তমান শতাব্দীতে বরং অনেকাংশে বিগত শতাব্দীতেও পাশ্চাত্যের কতিপয় বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তা, সংসদ, সংবিধান, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। এমনকি নিকট অতীত কাল পর্যন্ত এসব পরিভাষা নিয়মিত ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি, কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিধ এসব পরিভাষা ব্যবহার পরিহার করছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামী জীবন দর্শনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই পরিভাষাগুলোর ব্যবহারের বিরোধিতা করছেন এবং এদিকে কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহারের জন্য গুরুত্ব সহকারে তাকিদ দিচ্ছেন। কুরআন সুন্নাহ্ বহির্ভূত সকল বিষয়কে বাদ দিতে সক্ষম, ইসলামী শরীয়াত, কুরআনের নিদের্শাবলী এবং অন্যান্য ইসলামী ব্যবস্থাবলীর ব্যাপারে কোন ধরনের বিতর্ক সহ্য না করার মতো সাহস, ইসলামের দাওয়াতী যুগে যেসব বিষয়কে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলোকে অবিকল সেই অবস্থায় ধরে রাখার দৃঢ় মানসিকতা সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ কি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার সম্ভবনা আছে ? এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা এবং ইসলামী অনুভূতির আলোকে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ বর্তমান যুগের লোকদেরকে বক্তব্য বুঝানোর জন্য আধুনিক পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করাতো অপরিহার্য কিন্তু এগুলোর ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কিছু কিছু পরিভাষা ব্যবহার পরিহার করাই শ্রেয়, বরং ওয়াজিব। যেমন 'সমাজতন্ত্র' এবং কিছু কিছু ব্যবহার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য শর্তাধীন করে দেয়া দরকার। যেমন গণতন্ত্র, সাংবিধানিকতা, সংসদীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া কিছু পরিভাষা আছে, সেগুলোর সাথে কোন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পৃক্ত করাই যায় না যেমন জাতীয়তাবাদ।

মেহদীর আগমন

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করীম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মেহ্দীর আত্মপ্রকাশের পূর্বেকার যাবতীয় পরিস্থিতি এ যুগেই দৃষ্টিগোচর হয়েছে বলে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ লোকের ধারণা, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ রাসূল (সা) যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার কোনটিরই প্রকাশের তারিখ তিনি বলেননি, বরং কোন কোন ঘটনার দিকে শুধু ইঙ্গিত করে গেছেন। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করা হয়নি। বলা যায় না ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কখন কোন ঘটনা প্রকাশিত হবে। হতে পারে আমরা যে অবস্থার ভিত্তিতে এটা বলবো, তা ভুল। এমনিতে কেয়ামতের আলামত বর্তমানে দুনিয়াতে অনেক দেখা যায়। কিন্তু কেউ সুনির্দিষ্টভাবে এটা বলতে পারছে না যে, এখন এই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবার সময় এসে গেছে।

www.pathagar.com

মুসলিম ও ইসলামী

প্রশ্ন ঃ মুসলিম ও ইসলামী শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি ? এ দু'টি শব্দের ব্যবহার কি শুদ্ধ ?

উত্তর ঃ একদিক থেকে মুসলিম ও ইসলামী শব্দ দ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হবার কথা নয়। কেননা প্রকৃত অর্থে মুসলিম শুধু মাত্র তাদেরকেই বলা হয় যারা বাস্তবে ইসলামের অনুসারী। কিন্তু অপর দিক থেকে এ দু'টির মধ্যে অনেক বড় ব্যবধান রয়েছে। সেদিক থেকে মুসলিম সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বলা হয়, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়নি। কর্মজীবনে ইসলামের অনুসরণ করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থ হচ্ছে যা পুরোপুরি ইসলাম অনুযায়ী হবে। যেমন একটি মুসলিম রাষ্ট্র বলতে এমন রাষ্ট্রকে বুঝাবে, যে রাষ্ট্রের প্রধান হবে মুসলমান, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র শুধু সে রাষ্ট্রকেই বলা যাবে, যেখানকার সংবিধান এবং আইন-কানুন আর প্রশাসনিক নীতি পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

www.pathagar.com

আসর আঠার ঃ লণ্ডনে

নভেম্বর ১৯৬৮ ইং

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে অবস্থান কালে লণ্ডনের ২১৭ লিন্‌স ডাউন স্ট্রীটে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ ইসলামী সমাজতন্ত্র, ❑ জ্বালাও পোড়াও আর শক্তি প্রয়োগের রাজনীতি, ❑ আইনানুগ বিপ্লব, ❑ একদলীয় শাসন ও গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানার জবাব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজতন্ত্র

প্রশ্ন : 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষা ব্যবহারকারী কিছু লোক ইসলামের উপর সমাজতন্ত্রকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ইসলামের উপর সমাজতন্ত্রের শব্দ যোগ করার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে থাকে যে, যেহেতু 'সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে আর ইসলামও সাম্যের প্রবক্তা' সেহেতু এই যুক্তিতে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'-এর পরিভাষা ব্যবহারকারী কিছু লোক সমাজতন্ত্রকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ইসলামের সঙ্গে সমাজতন্ত্র শব্দ যোগ করছে। এটা কতটুকু ঠিক ?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে এরা খাঁটি সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা চায়। শুধু মাত্র ঠেকায় পড়ে 'ইসলাম' শব্দ ব্যবহার করে। অবস্থাটা এমন যে, যদি কোন ব্যক্তি শির্‌কও প্রচার করতে যায় তাহলে তাকেও বলতে হবে যে, এটা 'ইসলামী শির্‌ক'। যে ব্যক্তি মদ্য পান করতে চায় সেও চেষ্টা করে যাতে করে প্রথমে এটাকে ইসলামী মদ বলে ভরসা করতে পারে এবং পরে তা পান করে। কিন্তু একথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর সাথে অন্য কোন ইজমের জোড়া-তালির প্রশ্নই ওঠে না। যারা ইসলামী সমাজতন্ত্রের নাম নিয়ে থাকে, তাদের উচিত মোনাফেকী ত্যাগ করে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া যে, তারা রাসূল (সা)-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে না। বরং মার্কস ও লেলিনের নেতৃত্ব চায়। আমাদের নিকট পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্র উভয়ই কুফরী এবং ইসলাম উভয়েরই অবসান ঘটাতে চায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমরা যখনই সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করি তখন আমাদেরকে পুঁজিবাদের এজেন্ট বলা হয়। পক্ষান্তরে আমরা যখন পুঁজিবাদের বিরোধিতা করি, তখন এ লোকগুলো কান বন্ধ করে রাখে।

যারা ইসলামী সমাজতন্ত্রের নাম নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা শুধু ইসলাম বলতে কেন লজ্জা বোধ করে ? যাই হোক নাম সমাজতন্ত্র হউক বা ইসলামী সমাজতন্ত্র হোক ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের যে আন্দোলনই চালানো হোক, জামায়াতে ইসলামী তার বিরোধিতা করবে এবং এখানে তা চলতে দেবে না। মুখরোচক শ্লোগান বা আকর্ষণীয় মোড়কের কারণে অন্য কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে জামায়াতে ইসলামী বিভ্রান্ত হবে না।

ভাংচুর প্রতিরোধের পথ

প্রশ্ন : কিছু সংখ্যক উগ্রপন্থী দেশে ভাংচুর ও শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করছে, তাদের প্রতিরোধের জন্য আপনি কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন ? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করা যায় কিনা ?

উত্তর : এই ব্যাপারে আমি বহুপূর্বেই কর্মসূচী প্রণয়ন করেছি। এরপরও এই সুযোগে আমি প্রথমেই স্পষ্ট বলে দিতে চাই যে, পাকিস্তান কোন সমাজতন্ত্র, বৃটিশতন্ত্র, মার্কিনতন্ত্র বা মার্কসতন্ত্রের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এদেশ শুধু মাত্র ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে এখানে শুধু ইসলামী নেজামই প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। যতদিন আমরা জীবিত আছি এমনটি হতে পারবে না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, আমি বলতে চাই, আমরা এদেশের ক্ষতির জন্য নয়, কল্যাণের জন্য কাজ করছি। আল্লাহ্র রহমতে ইসলামী আন্দোলন একটি সুসংগঠিত আন্দোলন, যাকিনা এমন মৌলিক নীতির ভিত্তিতে কাজ করবে, যা বিশৃংখল ও ধ্বংসাত্মক নয়। ইসলামী আন্দোলন কোন নাশকতাবাদী দলের সাথেও সহযোগিতা করবে না, আর তাদেরকে এখানে কাজও করতে দেবে না।

সাংবিধানিক বিপ্লব কেন প্রয়োজন

প্রশ্ন ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলন (আইয়ুব শাসনামলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট পি. ডি. এম)-এর নেতৃবৃন্দ বার বার বলছেন, ক্ষমতা পরিবর্তনের আন্দোলন সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় হওয়া দরকার। কিন্তু বিগত নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনমতের প্রকাশ্য সমর্থন সত্ত্বেও ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও ভাংচুর ধ্বংসাত্মক কাজ। তাহলে সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে ?

উত্তর ঃ সাংবিধানিক পন্থায় শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করা আর কোন দেশের সংবিধান অনুসরণ পূর্বক শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করা এক কথা নয়। সাংবিধানিক উপায়ে ব্যবস্থার পরিবর্তনের অর্থ এটা নয় যে, বর্তমান (১৯৬২) সংবিধানের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থেকে চেষ্টা করা হবে। বরং বিশ্বব্যাপী সাংবিধানিক উপায় বলতে যা বুঝানো হয়, প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করে এই পরিবর্তন সাধন করা হবে, এই উপকরণগুলো বর্তমান সংবিধানের নির্ধারিত পথ থেকে ভিন্নতরও হতে পারে।

একটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ভাংচুর জাতীয় উচ্ছৃংখল কর্মসূচীর ছত্রছায়ার ক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভাংচুর জাতীয় উচ্ছৃংখলতার পথ ধরেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসে। ওদের দর্শন হচ্ছে 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'। সুতরাং যদি এ সময় দেশ ভাংচুরের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন। একথা মনে রাখা দরকার যে, ভাংচুর ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সুষ্ঠু এবং স্থায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ল্যাটিন আমেরিকার সেসব দেশের উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। যেসব দেশে এমনি ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এরপর থেকে সেসব দেশে বিপ্লবের এক অফুরন্ত ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেছে। এ কারণেই আমরা নিজেরাও শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করবো না আর অন্য কাউকেও এপথে এগুতে দেব না।

বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া

প্রশ্ন ঃ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ার সংবাদ জানতে পেরে আপনার কি প্রতিক্রিয়া হলো ?

উত্তর ঃ আমার নিকট কোন কিছুই অপ্রত্যাশিত ছিল না। যে ক্ষোভ ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হচ্ছে, পরিপক্ক হচ্ছে, কখনো না কখনো তা বিস্ফোরিত হবে, আমি

www.pathagar.com

সে সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। আসল কথা হচ্ছে যারা এখানে সরকার চালাচ্ছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বুদ্ধিসুদ্ধি দেননি। এমনকি পরিতাপের বিষয় যে, তাদেরকে চোখও দেয়া হয়নি। তারা নিজেদের আশেপাশে একটি গন্ডী নির্ধারিত করে রেখেছিল। যেখানে তারা নিজেদেরকে এমন ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে যে, এই দেশে তাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। অবশ্য এই ভুল ধারণা কোন না কোন সময় ভঙ্গ হওয়ার কথা। আমি বলতে পারছি না যে, এই ভুল ধারণা এখনও ভঙ্গ হয়েছে কিনা। যাই হোক একনায়কদের এটা স্বভাবে পরিণত হয় যে, সারা দেশজুড়ে তাদের প্রতি ঘৃণা আর ধিক্কার ছুঁড়লেও তারা কিন্তু মনে করে যে, দেশে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য জনগণ মতামত ব্যক্ত করছে।

একদলীয় ব্যবস্থার ধারণা এবং গণতন্ত্র

প্রশ্ন : চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই পর্যায়ে কিছু কিছু মহল থেকে একটি মাত্র বিরোধী দল দাঁড় করানোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে। এমন ধরনের প্রস্তাব কি জামায়াতে ইসলামীর জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

উত্তর : যাঁরা একটি মাত্র বিরোধী দলের প্রস্তাব করছেন, আমার মতে তাঁদের গায়ে রাজনীতির হাওয়া লাগেনি। তাঁদের জানা নেই যে, এক দেশে শুধু একটি দলই হয় না। যদি আপনারা গণতন্ত্র কামনা করেন তাহলে বিভিন্ন চিন্তার লোকেরা সমমনাদের নিয়ে একত্রিত হয়ে নিজেদের দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন করুক—সেই সুযোগ দিতে হবে। জনগণ যে দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করবে সেটাই দেশে চালু হবে। যাঁরা আজকে একটি মাত্র বিরোধীদলের কথা বলছেন, হতে পারে আগামীকাল তাঁরাই একদলীয় (One party) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা করবেন। দেশের সমস্ত দল শেষ হয়ে যাবে আর শুধুমাত্র একটি দল তৈরী হবে—কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা ভাবতে পারে না। অবশ্য দেশের জনগণের আশা অনুযায়ী কাজ হয়েছে অর্থাৎ যে পাঁচটি দল বাস্তবে গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ততার সাথে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায়, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। যে ধরনের ঐক্য প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্র রহমতে তা হয়েছে।

ইউরোপে ইসলামের ভবিষ্যত

প্রশ্ন : আগামীতে ইউরোপে ইসলামের ভবিষ্যত কি হবে?

উত্তর : আমি সারা বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনা করছি। কিন্তু আমার ধারণা যতক্ষণ না পাকিস্তানে ইসলামী বিপ্লব সাধনে আমাদের সফলতা অর্জিত হবে, ততক্ষণ বিশ্বের বাকী অংশে ইসলামের পতাকা উচুঁ করার যোগ্য আমরা হতে পারি না।

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

প্রশ্ন ঃ সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি কি ইসলামী বিধানের সাথে পাশাপাশি চলতে পারে?

উত্তর ঃ একথা ইতিপূর্বে আমি বহুবার বলেছি, যারা ইসলামের প্রবক্তা, তাদের সরাসরি একথা বলা উচিত যে, আমরা ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করবো। আর যারা ইসলামের নয় বরং সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, তারা প্রকাশ্যে সামনে আসুন, এবং বলুন আমরা এদেশে সমাজতন্ত্র চাই, ইসলাম চাই না। এখানে যারা ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের জোড়া লাগাতে চায় তারা হয় ইসলাম সম্পর্কে জানে না অথবা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জানে না ; অথবা তারা উভয়টা সম্পর্কেই অজ্ঞ।

---

www.pathagar.com

আসর উনিশ : মরক্কোর জনৈক সাংবাদিককে দেয়া সাক্ষাতকার

আগষ্ট ☐ ১৯৬৯ ইং

১৯৬৯ সালের আগষ্ট মাসে মরক্কোর দৈনিক আল-আলম (পতাকা) মাওলানা মওদূদীর এক সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। উক্ত পত্রিকার সাংবাদিকের প্রশ্ন আর মাওলানার উত্তর অনেক পাঠকের জন্য পথের দিশারী হিসেবে কাজ করতে পারে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মরক্কোর সাংবাদিক

আল-আলম ঃ আপনি বর্তমানে বিশ্বের সর্বপেক্ষা পরিচিত বিখ্যাত ইসলামী আন্দোলনের নেতা এবং আহবানকারী। আপনার মতে বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতী পর্যায় কি ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে এবং এর ভবিষ্যতই-বা কি?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতী তৎপরতা সকল মুসলিম দেশে একই পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। আর তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদে সর্বত্র এমন একটা শ্রেণী সৃষ্টি করেছে যে শ্রেণীটি জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে বহুদূরে আর স্বভাব-চরিত্র ও জীবন পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য প্রায় অপরিচিত হয়ে উঠেছে। এ শ্রেণীটি উপনিবেশবাদী শাসনামলে হয় সুবিধামতো সরকারী উচ্চ আসন দখল করেছে অথবা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের নেতা সেজে বসেছে। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার পর সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বাগডোর এদেরই কুক্ষিগত হয়েছে। আর এ লোকগুলো মুসলমান জাতিরই সদস্য হলেও এদের চিন্তা-চেতনা স্বভাব সবই মুসলমানদের থেকে ভিন্ন। এরা যদি সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবস্থা পুঁজিবাদকে হটিয়ে অন্য কিছুর চিন্তা করে, তাহচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, কেননা তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং যে অভ্যাস তাদের গড়ে উঠেছে, সেটিতে তারা এই দু'টি পথের কোন একটি ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। পক্ষান্তরে সাধারণ মুসলমান এবং তাদের ধর্মীয় শ্রেণী স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা চায় এজন্য যে, তারা সেই ইসলামী জীবন বিধান পুনরুজ্জীবিত করবে যা থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদেরকে বঞ্চিত করেছে। স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবে এমনটিই হবে। এটা তারা ধরে নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হচ্ছে না। আর এ কারণেই সমস্ত মুসলিম দেশে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে সকল মুসলিম দেশে নতুন করে বিরোধ দেখা দেয়, যা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের চেয়েও তীব্র হয়ে উঠে। অথচ যারা ইসলামী জীবন বিধান চায় জনগণ তাদের সাথে রয়েছে। আর প্রশাসন তাদের হাতে রয়েছে যারা এটা চায় না। এর ফায়সালা যদি অস্ত্রের পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে হতো, তাহলে প্রতিটি স্থানে এই সমস্যার সমাধান অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যেতো। কিন্তু প্রায় প্রতিটি স্থানেই ভোটের পরিবর্তে অর্থ ও শক্তি এই দু'টোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি বানানো হয়েছে, আর সাধারণ মানুষ নিত্যদিনের বিপ্লবের নীরব দর্শকে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিই আরব রাষ্ট্রগুলোকে ইসরাঈলের মোকাবিলায় অসহায় করে তুলেছে আর পরিস্থিতিই অ-আরব মুসলিম দেশগুলোর ভিতরেও সরকারকে দুর্বল করে রেখেছে। মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্র নিজের সঠিক অবস্থান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া না হওয়ার উপরই ভবিষ্যতের আশা ভরসা নির্ভর করছে। অন্য অর্থে মুসলিম দেশগুলোর জনসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের স্বাধীন অধিকার পাবে অথবা তথাকথিত বিপ্লবী একনায়ক নিজ জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। তার ওপরই তাদের ভবিষ্যত নির্ভরশীল। প্রথম অবস্থায় ভবিষ্যত আল্লাহর রহমতে উজ্জ্বল। আর যদি

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অবস্থা অব্যাহত থাকে, তবে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়াই উত্তম। সে অবস্থায় এই দেশগুলোর পরিণতি যে কি হবে তা কেউ বলতে পারে না।

উন্নত কর্মী তৈরীর পদ্ধতি

আল-আলম : ইসলামী আন্দোলনের জন্য উন্নত এবং কার্যকর নেতা ও কর্মী তৈরী করার জন্য কোন্ ধরনের উপকরণ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা ফলপ্রসু হবে?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা : সর্বপ্রথম জরুরী বিষয় হচ্ছে যাঁরাই ইসলামের দিকে আহবানকারী হিসেবে কাজ করতে চান, এই দাওয়াত বা আহবানের প্রকৃতি এবং নিগূঢ় তত্ত্ব ভালোভাবে তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানার্জনের পর পূর্ণ ঐকান্তিকতার সাথে এই আহবানের নিয়ম-নীতি ও আদর্শের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। তৃতীয়ত, এই আহবানকারীদেরকে সেই সব শর্ত পূরণ করতে হবে, যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে। অর্থাৎ শ্রেণী বিন্যাস, সুশৃংখল কর্মকান্ড, প্রজ্ঞা আর বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নিজেদের আহবানকে সম্মুখে অগ্রসর করার জন্য পরিস্থিতি ও উপকরণ অনুযায়ী বিরামহীন সাধনা।

জামায়াত কি করছে?

আল-আলম : জামায়াতে ইসলামী আজ পর্যন্ত ইসলামের দিকে আহবানের ক্ষেত্রে কতগুলো স্তর অতিক্রম করেছে এবং দেশের ভেতর ও বাইরে জামায়াতে ইসলামী আজ পর্যন্ত কি কি কাজ সমাধা করেছে?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা : সর্বপ্রথম আমরা আমাদের চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছি। কয়েক বছর পর যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক পাওয়া গেলো যারা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সঠিক অর্থে বুঝতে পেরেছে, তাদেরকে সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ করেছি। এভাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গ এই আহবানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করতে লাগলো। আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে চারভাগে ভাগ করে কাজ শুরু করে দেই। (এক) চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন, (দুই) সৎলোকের অনুসন্ধান, সংগঠন ও প্রশিক্ষণ, (তিন) সমাজ সংস্কার এবং (চার) রাষ্ট্রব্যবস্থা সংশোধন করে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এভাবে কয়েক বছর অতিক্রান্ত হবার পর আমি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় আমার লেখা বই পুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করি। ইতিমধ্যে তুর্কী, ফার্সী, আরবী এবং ইংরেজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই প্রকাশিত হয়েছে এবং এর প্রভাব সেইসব দেশে বিস্তৃত হচ্ছে—যেখানে মানুষ এসব ভাষা বুঝে এবং ব্যবহার করে। রাষ্ট্রব্যবস্থা সংশোধনের ব্যাপারে বলতে পারি যে, ইসলামকে এই দেশের সংবিধানে মৌলিক স্বীকৃত আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করানো হয়েছে। যেখান থেকে সরে আসা কোন সরকারের পক্ষে সম্ভবপর থাকেনি। বর্তমানে দেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যাতে করে বাস্তবে ক্ষমতা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কাজটুকু কমপক্ষে শুরু হোক যারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামী বিধানসম্মতভাবে পরিচালনা করতে জানে এবং পরিচালনা করতেও চায়।

www.pathagar.com

আল-আলম ঃ বায়তুল মোকাদ্দাস দখলের প্রতিবাদে আপনার দেশের জনগণ নিসন্দেহে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। কিন্তু ফিলিস্তিনী মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য আপনারা কি ধরনের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, দয়া করে বলবেন কি?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ বর্তমানে আমাদের দেশের জনসাধারণ তো চেষ্টা করছে যেন ফিলিস্তিনী সমস্যাকে আরবদের একটি সমস্যা মনে করার ভ্রান্তি থেকে (যার মধ্যে এখনো তারা নিমজ্জিত) সংশোধন করে এ সমস্যাকে ইসলামী সমস্যা বলে গ্রহণ করা হয় এবং এর ভিত্তিতে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে আমাদের দেশের সরকার ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য যেন জেহাদের প্রস্তুতি নিতে পারে। যদি এ ব্যাপারে সফলতা লাভ করা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ, আমার দেশের মুসলমানেরা জান-মালসহ কোন কিছুর কোরবানী করতে পশ্চাৎপদ হবে না।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

আল-আলম ঃ আপনি জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আজও কি আপনি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরোধী? আপনি কি আপনার গ্রন্থে আরো দলীল-প্রমাণাদী সংযোজন করতে পারেন?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ আমি আমার লেখা গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে মতামত ব্যক্ত করেছি, আজো সে মতে দৃঢ় রয়েছি। এক্ষেত্রে কোন সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। এ ব্যাপারে আরো প্রয়োজনীয় দলীল-প্রমাণ সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। আগামী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংযোজন করে দেয়া হবে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর থেকে আরো অনেক দলিল-প্রমাণ হাতে এসেছে, যা আমার গ্রন্থে উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গীকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর কুড়ি : লাহোরে জমিয়তে তালাবার বার্ষিক সম্মেলনে

নভেম্বর ১৯৬৯ ইং

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে (৬-৯) লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী জমিয়তে তালাবার অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলনে প্রশ্নোত্তরের আসর।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রশ্নোত্তর আসরের শুরুতে মাওলানা মুহতারাম বলেন :

"আমার একান্ত স্নেহাস্পদ যুবসমাজ ! আপনারা আমার জন্য নির্ধারিত সময় রেখে ছিলেন নয়টা, আমি সে হিসেবে এখানে কোন বিলম্ব ছাড়াই পৌঁছার জন্য যথাসময় রওয়ানা দেই। কিন্তু আপনাদের এত বড় মিছিল ও তার গগণ বিদারী শ্লোগানের কথা আমার জানা ছিল না এই শ্লোগানের কারণে পথে যে বিলম্ব হয়েছে, আশা করি তার দায়ভার আমার উপর চাপাবেন না। এই জনাকীর্ণ সম্মেলন দেখে আমার সে সময়ের কথা মনে পড়ে, যখন আজ থেকে ২২ বছর পূর্বে কয়েকজন যুবক মিলে একটি ছোট্ট সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, সে সময় এটা কেউ অনুমান করতে পারিনি যে, সেই ছোট্ট সংগঠনটি ক্রমশঃ এগুতে এগুতে একটি বিরাট মহীরূহে পরিণত হবে। আল্লাহ তায়ালা আন্তরিকতার মর্যাদা দান করেন, সামান্য কাজে বরকত দান করেন। দেশের উভয় প্রান্তে অবস্থিত চরিত্র ও ঈমান বিনাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও এর ফলে এমন সব তরুণকেও পাওয়া যায়, যারা শুধুমাত্র নিজেরাই সঠিক বিশ্বাস এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই বিশ্বাস ও চরিত্রের খুশবু বিস্তারে সদা সচেষ্ট রয়েছে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তায়ালা যেন এই প্রচেষ্টায় আরো অধিক বরকত দান করেন, এবং সে দিনকে নিকটবর্তী করে দেন, যখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা এবং এই দেশে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।"

কঠোরতার প্রত্যুত্তর

প্রশ্ন : অতীতে এমন সব ঘটনা একের এক ঘটেছে, যার ফলে আমাদের যুব সমাজের মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেমন ধরুন, আবদুল মালেকের শাহাদাত এবং তাঁর শাহাদাত স্থানে স্মৃতি মসজিদ নির্মাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মতো আরো বহু ঘটনা। বিরোধীদের কঠোরতার প্রত্যুত্তর কঠোর ভাবে দেয়ার সময় কি এখনো আসেনি ?

উত্তর : আমাদের সকল প্রচেষ্টা সর্বাবস্থায় বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু আমি বার বার বলেছি যে, ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার অর্থ ভীরুতা ও কাপুরুষতা নয়। কেউ গায়ে পড়ে আপনাদের সাথে গোলমাল বাধালে তাকে এমন শিক্ষা দেবেন যেন আজীবন স্মরণ রাখে। নিষ্ঠাবান, ভদ্র ও চরিত্রবান লোকদের পথ কখনো অসৎ চরিত্র ও ভাড়াটিয়া লোকেরা আটকে রাখতে পারে না। ভদ্রলোক বীর ও সাহসী হয়ে থাকে। অভদ্র ব্যক্তি কখনো সাহসী হয় না, সে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ভিকচিত্তে অপকর্মে লিপ্ত থাকে, যতক্ষণ তার উপর কেউ হাত উঠাবে না বলে সে বিশ্বাস করে। কিন্তু যখনই সে অনুভব করে যে, কিছু করলেই ধোলাই খেতে হবে, তখন আর সে এই বিপদের ঝুঁকি নেবে না।

ছাত্রদের দায়িত্ব

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলন এ সময় যে অবস্থা অতিক্রম করছে, এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের দায়িত্ব কি ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ এটা একটি ব্যাপক প্রশ্ন, তারপরও আমি সংক্ষেপে আপনাদের বলছি যে, বর্তমানে ইসলামী আন্দোলন অত্যন্ত নাজুক সময় অতিক্রম করছে। যদিও ১৯৪৭ সালের পর থেকেই ইসলামী আন্দোলন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। পদে পদে এর চলার পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু ১৯৫৮ সাল থেকে পরিস্থিতির অবনতি হয়ে চলেছে। ১৯৫৮ সালের (অক্টোবরে জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং প্রথম বার সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানের ইতিহাসে কালিমা লেপন করলেন) বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে এদেশে এমন সব লোকদের হাতে কর্তৃত্ব এসেছে, যারা ইসলামের নামে জনগণকে তো ধোঁকা দিয়ে চলেছেন, কিন্তু ইসলামের প্রকৃত কর্মীদের কাজ করতে দেননি। পাশাপাশি যারা ইসলাম ছাড়া অন্য সব মতবাদের উপর দেশ চালাতে চান, তাদের চলার পথ সহজ করে দিচ্ছেন, শ্রমিকদের মধ্যে তাদেরকেই কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, ছাত্রদের মধ্যে তাদেরকেই অগ্রসর হবার পথ করে দেয়া হয়েছে, যারা যুবকদের বিশ্বাস ও চরিত্র ধ্বংস করছে। এমনিভাবে সংবাদ পত্র, রেডিও, টেলিভিশনেও এই গ্রুপের লোকেদেরকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, বড় বড় সরকারী পদগুলোও এদের দখলে এসে গেছে। ফলে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের পথচলা শুরু করলো, এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের নিকটবর্তী হলো, তখন এরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল এবং জনগণের প্রায় হাতের মুঠোয় এসে যাওয়া অধিকার ছিনতাই করে নিল, ঘটনা এই হলো (১৯৬৯ সালে আইয়ুব শাহীর পতন মুহূর্তে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারী হলো) যে, দেশের বর্তমান বিশৃঙ্খলার সকল দরজা বন্ধ করার দায়িত্ব নিয়ে সামরিক শাসন চাপানো হলো, কিন্তু তা বন্ধ হলো না, পক্ষান্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় নিরাপদে থেকে নিজেদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করে নিল।

এমনি পরিস্থিতিতে ছাত্র সমাজের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর হাত থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করা। তারা নিজেদের ঘরে তৈরী সংগঠনের একটি জাল বিস্তার করে রেখেছে। সচেতন দেশপ্রেমিক ছাত্র সাংগঠনগুলোর প্রস্তুত ও কর্মতৎপর হওয়াই এর চিকিৎসা। সাথে সাথে দেশের অবস্থা সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকতে পারবেন না। উভয় ক্ষেত্রে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে। দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও করতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পবিত্র করার আন্দোলনও চালাতে হবে।

নবাগতদের প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ এ যুগে পুরো দেশটা দু'টো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর তরুণ ছাত্র সমাজ দলে দলে ইসলামী জমিয়তে তালাবায় যোগ দিচ্ছে। তারা ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত, কিন্তু এখনো পর্যন্ত জমিয়তের সাংগঠনিক মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। এ পরিস্থিতিতে কি তাদেরকে জমিয়তের কর্মী বানানো যায় ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ যে সমস্ত তরুণ আপনাদের দিকে ছুটে আসছে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়, আর যাই হোক তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা রয়েছে। এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই তারা নিজেদেরকে ইসলামী শিবিরের হাতে তুলে দিচ্ছে। আপনাদেরকে তাদের সাহসের প্রশংসা করতে হবে। তাদের এই সাহসকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি বরং চিন্তার বিশুদ্ধীকরণের কাজ আপনাদের করে যেতে হবে। নিসন্দেহে এটা অত্যন্ত পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তথাপি আপনাদেরকে একাজটি অবশ্যই করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনাদের নিকট এমন সব সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা থাকতে হবে, যা পাঠ করে তারা ইসলামী আন্দোলনের মেজাজ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা লাভ করতে পারবে। যদি আপনারা এই কাজটি না করেন, তাহলে এই নবাগত তরুণ সমাজ যে কোন সময় যে কোন ধরনের ভ্রান্ত কাজ করে ফেলতে পারে, যাতে আপনাদের মাথা নত হতে পারে। আপনারা তো জানেন, এমন একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা সবসময় প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। আর আমাদের এখানে নৈতিকতার মানদন্ড এতটা নীচে নেমে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন ও ভিত্তিহীন দোষারোপ শুরু করে দিলে অমনি পত্রপত্রিকা তাকে লুফে নেয়।

আপনাদের অত্যন্ত সর্তক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আপনাদের নিকট বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত সংক্ষিপ্ত শিক্ষামূলক পুস্তিকা থাকা দরকার। আপনারা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর নিয়মিত আয়োজন করতে থাকুন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তাদের করণীয় সম্পর্কে ধারণা দিন।

প্রেসার গ্রুপ

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘ দিন থেকে ইসলামী আন্দোলন জনগণের মধ্যে কাজ করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে জনগণের মাঝের প্রেসার গ্রুপকে নিজের প্রভাব বলয়ে আনতে পারেনি, এর কারণ কি?

উত্তর ঃ নিসন্দেহে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, সাংবাদিক, আইনজীবি, শিক্ষক সহ সিদ্ধান্তকারী সকল শক্তির মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে হবে। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি যে, আইয়ুব শাহীর শাসনামলে ইসলামী আন্দোলনের পথে তীব্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং জনগণের এসব প্রভাবশালী মহলে কাজ করা বাস্তবে অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী দলগুলোকে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন থেকে এমনটিই চলতে থাকে। এখন হঠাৎ করে তো আর এর সমাপ্তি হতে পারে না। আল্লাহ্‌র রহমতে প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ ফলাফলও খুব শীঘ্রই আসতে শুরু করবে।

পুঁজিপতিদের সহায়তা গ্রহণ

প্রশ্ন ঃ আজকাল বড় বড় পুঁজিপতিরা ইসলামের সহায়তা করছেন। এর মাধ্যমে কি তাঁরা নিজেদেরকে নিরাপদ করতে চান?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ ইসলামের নামে শ্লোগান দিচ্ছেন এমন বড় বড় পুঁজিপতি কারা তা আমার জানা নেই। আমার জানা মতে সমস্ত বড় বড় পুঁজিপতি সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। এর মধ্যে যদি কেউ ইসলামের নাম নিয়েও থাকে তাতে ইসলামী আন্দোলনের কাজে কি পার্থক্য হবে ? এই আন্দোলন তো ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। ইসলামী বিধানের অধীনে কোন পুঁজিপতি আর পুঁজিপতি থাকতে পারবে না। ইসলামী বিধান ভঙ্গ করে যখনই তারা অবৈধভাবে মুনাফাখোরী করবে, সাথে সাথে তারা ইসলামী আইনের রোষাণলে পড়বে।

মোকাবিলা না লেখাপড়া ?

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশকে আল্লাহদ্রোহী শক্তির হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা কি লেখাপড়া থেকে হাত গুটিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করবো না লেখাপড়া চালিয়ে যাবো ?

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দেশের সমস্যার পেছনে লেগে যাওয়াও যেমন ঠিক নয়, তেমনি দেশের কোন খোঁজ খবর না নিয়ে শুধুমাত্র বইয়ের পোকা হয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। আপনারা গভীর মনোযোগ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করুন, পাশাপাশি দেশের অবস্থার উপরও নজর রাখুন, সাথে সাথে এটাও আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ কারা নষ্ট করছে ? এরা কারা, দেশের শান্তি নষ্ট করতে চায় ? এছাড়া চিন্তা করতে হবে যে, এই সম্পূর্ণ ভিন্নমুখি ব্যবস্থাকে কিভাবে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করা যায় ? আল্লাহ তায়ালার দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করাও আপনাদের কাজ এবং শিক্ষা অর্জন করাও আপনাদের কাজ।

যদি আপনারা লেখাপড়া বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দেশের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে ইসলামী বিপ্লবের পর প্রশাসন পরিচালনার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, আপনারা তা পূরণ করতে পারবেন না। মুসলমানদের জীবনটাই প্রকৃতপক্ষে মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন। আপনারা এই মধ্যম পন্থাই অবলম্বন করুন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যদি ঘটে যায় !

প্রশ্ন ঃ ধরুন আমাদের দেশে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেল, তখন আপনি কি করবেন ?

উত্তর ঃ ধরুন, রাতারাতি মারাত্মক ভূমিকম্প হয়ে ঘরবাড়ী সব ধ্বংস হয়ে গেল, হাজার হাজার মানুষ চাপা পড়ে মারা গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত হলো ; যেন কেয়ামত হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যতটুকু সম্ভব, সবকিছুই করা হবে। এর জন্য মানুষ পূর্ব থেকে কোন পরিকল্পনা তৈরী করে রাখতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বেলায়ও তেমনটি হবে। এই আপদ যদি নাযিল হয়েই যায়, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। সে সময় যা কিছু সম্ভব, তা করতে হবে।

www.pathagar.com

মুসলিম জাতির পুনরুত্থান

প্রশ্ন : ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর কোন জাতির পুনরুত্থান হয়েছে এমন কোন প্রমাণ কি ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় ? যদি উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে মুসলিম জাতির অধঃপতনের পর পুনরুত্থানের আশা করা কি বাস্তবসম্মত ?

উত্তর : আমরা মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র একটি জাতি মনে করি বিধায় এই প্রশ্নের উদ্রেক হয়। অথচ মুসলমান শুধু একটি জাতি নয়। ইসলাম একটি আদর্শ এবং একটি আন্দোলন যার পতাকাবাহী হিসেবে অতীতেও তাদের উত্থান হয়েছে। এখনো এদের উত্থান সম্ভব। যদি তারা শুধুমাত্র একটি জাতি হয়েই থেকে যায়, তা হলে নিসন্দেহে তাদের পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনা আর নেই। কিন্তু তারা যদি ইসলামের মতো একটি বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে উঠে দাঁড়ায় তাহলে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আগাগোড়া একটি শয়তানী মতবাদ হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিজম যখন একটি চিন্তাধারা হিসেবে দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করছে তখন সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত একটি সত্য আদর্শ এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা কি কারণে সম্প্রসারিত হবে না। মুসলমানরা যদি এটাকে একটি আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে দুনিয়াতে এর সফলতার যথেষ্ট উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

দুষ্কৃতিমনা আলেম সমাজ

প্রশ্ন : দুষ্কৃতিমনা আলেমরা গ্রামে গঞ্জে জনসাধারণকে ইসলামী আন্দোলন ও এর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। এদের কি চিকিৎসা করা যেতে পারে ?

উত্তর : যারা সঠিক পথের অনুসারী তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করাই দুষ্কৃতিমনা আলেমদের চির দিনের অভ্যাস। আর জনসাধারণ যত বেশী অশিক্ষিত হবে, ততবেশী বিভ্রান্ত হবে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকে। মায়ের গর্ভ থেকে অসৎ স্বভাব নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। আল্লাহ্‌র রহমতে আমাদের জনসাধারণ মুসলমান, তারা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে জানে। আপনারাও গ্রামে গঞ্জে কাজ করুন। তারা নিজেরাই ঠিক করে নেবে যে, কোন দল হক কথা বলছে আর কোন দল নাহক কথা বলছে। কাদের বক্তব্য ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ আর কারা সবসময় গুন্ডাদের মতো ভাষা ব্যবহার করছে। জনগণ বুঝতে পারবে যে, এরা কী ধরনের আলেমে দীন, যারা রাসূলের মিম্বরে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে অন্যদেরকে অশ্লীল গালি দেয়। গ্রামের জনগণকে আপনারা যদি এসব আলেমদের ইচ্ছের উপর ছেড়ে দেন, সেটা জনগণের নয়, বরং আপনাদেরই ত্রুটি হবে।

খেলাফত ও মুলুকিয়াত

প্রশ্ন : যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি খেলাফত ওয়া মুলুকিয়াত (খেলাফত ও রাজতন্ত্র) গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে ব্যাপারে অনেকের আপত্তি রয়েছে। এই গ্রন্থখানি রচনা করে মতবিরোধপূর্ণ বহু প্রশ্ন উস্কে দেয়া হয়েছে। দয়া করে এর উত্তর দিন।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ যাঁরা এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁদের উচিত সারা দুনিয়ার গ্রন্থকারদের নামে একটি প্রশ্নমালা প্রেরণ করা যে তাঁরা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন, কেন তাঁরা তা রচনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করলেন ? কোন সন্তোষজনক জবাব পেলেই কেবল সেসব গ্রন্থে হাত লাগানো যেতে পারে। মূর্খ ছাড়া কোন ব্যক্তি এমন ধরনের কথা বলতে পারে না। "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" (খেলাফত ও রাজতন্ত্র) গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পর্কে ভূমিকা যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছি। যাঁরা এই গ্রন্থের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করছেন, তাঁদেরকে বরং প্রশ্ন করা উচিত পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার প্রয়োজনীয়তাটা কি ? এর বিরোধিতা করার জন্য অস্থির হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে ?

নিন্দুকদের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয়

প্রশ্ন ঃ নিত্য দিন লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে চলেছে। যদিও আপনি এর জওয়াব দিয়ে থাকেন। কিন্তু তার পরও তারা এ কাজ থেকে বিরত হচ্ছে না। আদালতে অভিযোগ চ্যালেঞ্জ করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে আপনি কি ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দিতে পারেন না ?

উত্তর ঃ উপযুক্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কারো উত্থাপিত আপত্তি ছাড়া এসবের জবাব আমি কখনো দেই না। এমনটি কেউ করলে আমিও উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ দিয়ে এর সমাধান পেশ করি। এ ব্যাপারে, আমার দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, মানুষ দুনিয়াতে যে সময়টুকু পেয়েছে, সে সেটা এমন কাজে ব্যয় করবে, যাতে করে তার আমলনামায় কিছু নেকী লিখা হয়। কিন্তু নিজের সময় এমন কাজে ব্যয় করা উচিত নয়, যাতে করে আমলনামায় কোন নেকী লিখা হবে না, আর যদি লিখাই হয়, তাহলে পাপ লিখা হবে। "নিজের প্রভুর নিকট উপস্থিত হতে হবে" একথায় বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি এ পথ অবলম্বন করতে পারে না।

আমার নিকট এতো সময় কোথায় যে, তাদের অভিযোগসমূহ আদালতে চ্যালে করে বেড়াবো ? এ মামলা আমি ভিন্ন এক আদালতের জন্য তুলে রেখেছি, সেখানে সম্পূর্ণ মামলাটি তৈরী হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এভাবেই আমি অধিক লাভবান হবো। আর তাদের নিকট থেকে জরিমানা হিসেবে সেসব নামায-রোযা ইনশাআল্লাহ্ আমি পেয়ে যাবো, যা তারা দুনিয়াতে আদায় করেছে।

সুদ ও বৈদেশিক ঋণ

প্রশ্ন ঃ ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। আমাদের দেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ঋণ একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গের ভূমিকা পালন করে। আর এই ঋণ বিনা সুদে পাওয়া যায় না। এ পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে সুদ থেকে মুক্তি পেতে পারি ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে যে ঋণ নেয়া হয় তার একটি বিরাট অংশ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। আপনারা দেখুন এর কতটা প্রকৃত উন্নয়নের কাজে ব্যয় হয়েছে আর কতটা অপচয় হয়েছে অথবা আনন্দ স্ফূর্তিতে উড়ানো হয়েছে। মোটকথা একটি গরীব দেশে বড় বড় ইমারত তৈরী এবং রাজধানীর চাকচিক্য বৃদ্ধিতে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করার কি প্রয়োজন ছিল এছাড়া কি দেশের প্রশাসন চলতে পারতো না। এই ফূর্তিবাজদের অবস্থা তো সেই পুরানো যুগের নবাব ও জায়গীরদারদের মতো, যারা নিজেদের জায়গীর বন্ধক রেখে টাকা আনতো এবং মহাফূর্তিতে দিন কাটাতো অতপর একদিন সবকিছু হারিয়ে পথের কাঙ্গালে পরিণত হতো। ভিন দেশীদের নিকট হাত পাতার কি প্রয়োজন আমাদের ? নিজস্ব সম্পদ ও উপকরণ দিয়ে কি আমাদের কাজ চলে না ? যদি এদেশে কোন বিশ্বস্ত এবং সৎলোকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক ঋণ গ্রহণের প্রয়োজীয়তা খুব কমই অবশিষ্ট থাকবে বলে আমি মনে করি। এরপরও যদি বাধ্য হয়ে সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করতে হয় তাহলেও দেশের অভ্যন্তরে সুদী ব্যবস্থা জারী রাখার বৈধতা কোথায় ? ইসলাম তো সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। আমাদের নিজেদের ক্ষমতার পরিমন্ডলে তো প্রথমে তাকে হারাম ঘোষণা করা উচিত।

চীনে গিয়ে জ্ঞানার্জন

প্রশ্ন ঃ "চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন কর" বলা হয় এটা রসূল (সা)-এর হাদীস আবার কেউ কেউ এর নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার করেন ?

উত্তর ঃ আমি যতটুকু জানি এটা রসূল (সা)-এর হাদীস নয়। অতীত যুগে যদি কেউ একথা বলে থাকেন তা এজন্য বলেছে যে, চীন আরব দেশ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। আর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, জ্ঞান এতো মূল্যবান বস্তু যে, তা অর্জনের জন্য চীন দেশে যেতে হলেও যাও। আর আজ অনেকে এর অর্থ করে যে, "জ্ঞানার্জন করতে হলে শুধু মাত্র চীন দেশে যাও" এরা সে সব লোক যারা কখনো ইংলন্ডকে জ্ঞানের উৎস কেন্দ্র বলে, এবং ইংরেজদের অনুকরণ করায় নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করে। এরপর আমেরিকা এলে তার গুণগান করতে থাকে। চীনের আলোচনা উঠলে তার প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ হয়।

গোপন বিপ্লব

প্রশ্ন ঃ সমাজতন্ত্রী মৌলবাদীরা দেশের অভ্যন্তরে গোপনে নিজেদেরকে সংগঠিত করছে। পাশাপাশি নিজেদের কর্মীদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদেরও কি তাদের মতো সংগঠিত হওয়া জরুরী নয় ?

উত্তর ঃ ইতিপূর্বেও এ প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছিল। উত্তরে আমি বলেছিলাম, গোপন বিপ্লব করা আমাদের কাজ নয়, বরং প্রকাশ্যে নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে হবে। সমাজতন্ত্রীরা প্রকাশ্যে জনগণের মধ্যে কাজ করতে পারে না, গোপনে কাজ করাই হচ্ছে তাদের স্বভাব, এভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনগণের উপর তারা জেঁকে বসে। কোন গোপন আন্দোলনের মাধ্যমে সৎপন্থীদের কোন বিপ্লব হতে পারে না। কারণ

www.pathagar.com

গোপন আন্দোলনে যে সমস্ত দুষ্কৃতি লালিত হয়, তা প্রকাশিত হয় না। বিপ্লব সফল হলে একটি একটি করে দুষ্কৃতি দেখা দিতে থাকে এবং তা পুরোদেশের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই গোপন আন্দোলনের ফলে ষ্ট্যালিনের মতো অত্যাচারী ব্যক্তি রাশিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। এভাবে রাশিয়ার জনগণ এক জারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো আর অমনি অন্য এক জার তাদের ঘাড় চেপে ধরলো।

গোপন আন্দোলনে দলের কোন ব্যক্তির উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলার অর্থ হচ্ছে তার অবধারিত মৃত্যু। আর এই হত্যা, লুট, রাহাজানী এই আন্দোলনের সাধারণ স্বভাবে পরিণত হয়।

সত্যি বলতে কি, এটা একটা আপদ, যা আমাদের দেশে লালিত হচ্ছে। প্রত্যুত্তরে আমরাও আরেকটি আপদের সূচনা করার চেষ্টা করবো এটা সুষ্ঠু চিকিৎসা নয়। আমাদের কাজ হচ্ছে অনাগত বিপদ সম্পর্কে জনগণকে প্রকাশ্যে সতর্ক করে দেয়া। গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিটি কৃষককে বলতে হবে যে, এই দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলে এক বিঘা জমিও তোমাদের হাতে থাকবে না। আমি মনে করি যদি কৃষকরা একথা বুঝতে পারে, তাহলে কোন সমাজতন্ত্রী আর তাদের গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না। আর এই জনতা সমাজতন্ত্রীদের এমনভাবে শায়েস্তা করবে যে, তাদের হুশও থাকবে না।

অস্ত্র রাখার ব্যাপারে আমার মতামত হচ্ছে যদি লাইসেন্স করে রাখতে পারেন, তবে অবশ্যই রাখবেন এবং হাত ঠিক রাখার অভ্যাসও করবেন। কিন্তু কোন অবস্থায়ই বেআইনী অস্ত্র রাখবেন না। প্রতিরক্ষার জন্য নিজেকে তৈরী করা নৈতিক দিক থেকে, শরীয়তের দিক থেকে বা আইনের দিক থেকে কোন অপরাধ নয়, বরং এর জন্য অনুমতি রয়েছে। তবে গোপনে কোন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা চালানো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী কাজ এবং পরিণতির দিক থেকে এটা অত্যন্ত বিপদজ্জনকও বটে।

ছবির উপর নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলন নিজেদের বিশেষ সভা সমাবেশে ছবি তোলার ব্যাপারে কি বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে না ?

উত্তর : ফটোগ্রাফারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের ক্যামেরা পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছেন এমন সব ব্যক্তিরাও পত্রিকায় নিজেদের ছবি ছাপানো ঠেকাতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে এটাও খারাপ পরিবেশের শাখা-প্রশাখা। আমরা যদি শাখা-প্রশাখা কাটার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে মূলের সংস্কার সম্ভব হবে না। আগে মূলের ব্যাপারে চিন্তা করুন, ইনশাআল্লাহ শাখা-প্রশাখা আপনা থেকেই সংশোধন হয়ে যাবে।

গ্রামের মানুষের কাছে কেন যান না ?

প্রশ্ন : আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও শহরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাতায়াত করেন। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগণ আপনার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

www.pathagar.com

দয়া করে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আপনার কর্মসূচী সম্পর্কে জানতে দিন।

উত্তর : তাঁদের জন্য আমার নিকট এই কর্মসূচী রয়েছে যে, আমি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে দাওয়াত পৌছাবো এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তা গ্রামীণ জনগণের নিকট পৌছে দেবে। গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব যদি আমি নিজ কাঁধেই গ্রহণ করি, তাহলে আমার জীবদ্দশায় দেশের হাজার হাজার গ্রামের একটিতেও সম্ভবত আমার যাওয়া হয়ে উঠবে না। সপ্তাহের তিন দিন তো আপনারাই আমার নিয়ে নেন। লেখার জন্য আমি মাত্র চারটি দিন পেয়ে থাকি। এরপর আপনারা এটাও চান যে, আমি তাফহীমুল কুরআন লিখি, জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও কাজ করি, এবং গ্রামে গ্রামেও ঘুরে বেড়াই, এসব কিছু আমার পক্ষে কি ভাবে সম্ভব?

আপনি যদি ক্ষমতা পান ?

প্রশ্ন : যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাগডোর আপনার হাতে এসে যায় তাহলে আপনার বৈদেশিক নীতি কি হবে?

উত্তর : আমি কখনো কল্পিত বিষয়ে কথা বলি না। আপনারা প্রথমেই আমাকে কল্পিত বিষয়ে ফেলে দিয়েছেন যে, আমার হাতে ক্ষমতা এসে যাবে, এরপর আমি কি নীতি নির্ধারণ করবো। আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে নেয়ার জন্য আগ্রহীও নই। আর পরিস্থিতিও তার অনুকূল নেই। আমার নিকট এটা জিজ্ঞেস করুন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে? এর উত্তর হচ্ছে, অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমাদের সম্পর্ক কল্যাণকর সমঝোতা পূর্ণ হওয়া দরকার। কারো বন্ধুও আমরা হবো না, কারো শত্রুও নয়। হ্যাঁ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমাদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মত হিসেবে কাজ করতে হবে। তাদের সাথে নৈকট্য ও গভীরতার সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া চেষ্টা করতে হবে যেন সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের একটা জোট (Federation) বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করে।

ইসলামে পুঁজিবাদ

প্রশ্ন : ইসলামে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব কতটুকু জায়েয?

উত্তর : ইসলামে পুঁজিবাদ হালালও নয়, হারামও নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, পুঁজি কোন্ পথে অর্জিত হলো আর কোন্ পথে তা ব্যয়িত হলো। যদি পুঁজি ইসলাম নির্দেশিত পথে অর্জিত হয় এবং ইসলাম অনুমোদিত পদ্ধতিতে ব্যয় করা হয়, তাহলে এমন পুঁজি ইসলামে জায়েয। কিন্তু এর বিপরীতে অবৈধ এবং হারাম পথে অর্জিত পুঁজির পুরোটাই নাজায়েয এবং হারাম। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে যে, লোকেরা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করে না বরং দুনিয়াতে প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের কোন একটিকে নিজের মনের মধ্যে রেখে চিন্তা করে, ইসলাম কোন্ ব্যবস্থার পরিপূরক।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা

প্রশ্ন ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসৎ অভিপ্রায়ের ব্যাপারে আপনি কখনো বিস্তারিতভাবে মত প্রকাশ করেননি, এর কারণ কি ?

উত্তর ঃ কারণ কি ?—এর উত্তর তো আমার তখনই দেয়ার কথা, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসৎ অভিপ্রায় সম্পর্কে মতামত প্রকাশ না করে থাকি। "তরজুমানুল কুরআন" এর বিগত অনেকগুলো সংখ্যা এর সাক্ষী যে, আমি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের কঠোর সমালোচনা করেছি। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থাটা এমন যে, সমাজতন্ত্রের অনুসারীরা চায় যেন আমরা চীন-রাশিয়ার গুণকীর্তন করে বেড়াই। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদের অনুসারীরা এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত রয়েছে যে, আমরা তলে তলে সমাজতন্ত্রের সমর্থক। প্রকৃতপক্ষে এই লোকেরা পাকিস্তানকে বিবাহের যোগ্য একজন মহিলা মনে করে, যার জন্য অবশ্যই একজন স্বামী প্রয়োজন। যদি আমেরিকা তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই চীনের সাথে তার বিয়ে পড়ানো হবে। আমি বলি ভাই, পুরুষ হউন, নিজেদেরকে আর কতকাল পরের নিকট বিয়ে দিতে থাকবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের পুঁজিপতি

প্রশ্ন ঃ যে সমস্ত ব্যক্তি ইংরেজ তোষণের করণে, অথবা বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় আজকে বড় বড় জায়গীর, শিল্প কারখানা এবং মিলের মালিক হয়েছেন, একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এদের ব্যাপারে কি ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী বিধান অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে দু'ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এক ঃ আগামীতে এদের সমস্ত অবৈধ সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হবে। দুই ঃ ইতিপূর্বে তারা যেসব সম্পদ অর্জন করে রেখেছে তার উপর করারোপ করে ক্রমশঃ তাদের নিকট থেকে বের করে নেয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, সমাজতান্ত্রিক অপারেশনের মাধ্যমে তা বের করা হবে। কিন্তু তারা একথা চিন্তা করে না যে, সমাজতান্ত্রিক অপারেশন করতে হলে রাষ্ট্রকে সীমাহীন ক্ষমতা দিতে হবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র জনগণের সম্পত্তি দখল করার ক্ষমতা না পাবে, ততক্ষণ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে না। আর যদি রাষ্ট্রকে এই পরিমাণ ক্ষমতা দেয়া হয়, তাহলে রাষ্ট্র নিজের এই সীমাহীন ক্ষমতাকে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়। রাষ্ট্রতো মানুষই পরিচালনা করে থাকে। আকাশ থেকে ফেরেশতা আসবে না আর মানুষকে ততটুকুই ক্ষমতা দেয়া দরকার, যতটুকু সে সহজে হজম করতে পারে। যেখানেই মানুষকে সীমাহীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেখানেই মানুষ বদহজমের সম্মুখীন হয়ে যায়। আর তারা জনগণের উপর প্রচন্ড জুলুম-অত্যাচার শুরু করে দেয়। জুলুম-অত্যাচারের এই দরজা খুলে দেয়ার কথা ইসলাম বলে না। আর এ কারণেই সে রাষ্ট্রকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়ার অনুমতি দেয় না ইসলামী রাষ্ট্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সীমারেখা এবং ইসলাম প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী সকল ব্যাপারে পদক্ষেপ

www.pathagar.com

গ্রহণ করবে। ইসলামী বিধানের বাইরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো নির্যাতন মূলক কোন বিধান এখানে চালু করা হবে না এবং এটা সঠিক কোন পদ্ধতিও নয়। এর ক্ষতি অনেক বেশী। পুঁজিপতির নিকট থেকে সম্পদ কেড়ে নিতে নিতে এক সময় গরীবদের নিকট থেকেও সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং ব্যক্তি মালিকানা শেষ করতে করতে মানুষের স্বাধীনতাও শেষ হয়ে যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রে সামাজিক বৈষম্য

প্রশ্ন : যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর আজকের বড় বড় কারখানাগুলো, মিলসমূহ এবং জায়গীরগুলো যেমনটি ছিল তেমনটিই বহাল তবিয়তে থেকে যায় তাহলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কি ভাবে দূর হবে ? আর অর্থনৈতিক সমস্যারই বা কি ভাবে সমাধান হবে ? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর কি আকাশ থেকে মান্না ও সালওয়া বর্ষণ শুরু হবে ?

উত্তর : জী না আকাশ থেকে নয় মান্না ও সালওয়া বরং যমীন থেকে উৎপাদিত হবে ইনশাআল্লাহ। ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহ্র সৃষ্ট যমিনের বরকত আল্লাহ্র বান্দাহদের নিকট পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর আমি কিছুক্ষণ পূর্বেই দিয়েছি। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র এ সমস্ত বিষয় ইসলামী বিধানের সীমার মধ্যে সমাধা করবে—এসব সীমালংঘন করে নয়। মনে রাখতে হবে যে, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ইসলামের নিজস্ব একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার বিধান চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পরিপূর্ণ ছিল।

ইসলামী রাষ্ট্র ও বিলাসী জীবন

প্রশ্ন : হযরত ওমর (রা) নিজের খেলাফত আমলে ভালো বাড়ী নির্মাণকারীকে, ভালো পোশাক পরিধানকারীকে এবং ভালো খাবার গ্রহণকারীদের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন এবং কঠিন শাস্তি দান করতেন আজকে ইসলামের শ্লোগান দানকারী এবং শ্লোগানদানের দাবীদারদের জন্য শীতাতপ বাংলো, ভবন, আর হোটেল তৈরী হচ্ছে। মোটর কারে সফর, প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে সফর, ভালো পোশাক এবং উন্নত খাবার গ্রহণের অধিকার কোথা থেকে এলো ?

উত্তর : হযরত ওমর (রা) যা কিছু করেছেন, তার পটভূমি আপনাদের দৃষ্টিতে রাখুন। তাঁর (রা) আমলে এমন একটি জাতির অস্তিত্ব ছিল, যারা একেবারে দরিদ্র এবং কপর্দকহীন ছিল। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ধনী পাওয়া যেতো । ইসলামের বরকতে সেই জাতির মরুচারীরা একে একে জেগে উঠলো এবং মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের মতো বৃহৎ বৃহৎ দেশ জয় করলো এবং সম্পদের প্রাচুর্য শুরু হয়ে গেলো। এ সময় হযরত ওমর (রা) সেই আশঙ্কা করলেন, আজকের যুগে আরবদের ব্যাপারে আমরা যা করি এবং নিজেদের চোখে এর পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি। হযরত ওমর (রা) এই আশঙ্কা বোধ করে বললেন, এই যে সম্পদের প্রাচুর্য শুরু হয়েছে পরবর্তীতে এর

www.pathagar.com

কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা)-এর এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। হঠাৎ সম্পদের প্রাচুর্য যে অবস্থা সৃষ্টি করে তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা অতিসম্প্রতি প্রত্যক্ষ করেছি। আরব দেশে যখন পেট্রোল আবিষ্কৃত হলো এখানে উদাহরণ হিসেবে সউদী আরবের কথা ধরুন, পেট্রোল আবিষ্কৃত হবার পূর্বে পুরো সউদী আরবের বার্ষিক আয় ছিল চল্লিশ লাখ রিয়াল। পেট্রোল আবিষ্কারের পর তা বৃদ্ধি পেয়ে তিন শত কোটি রিয়ালও ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ পূর্বের এবং বর্তমানের বার্ষিক আয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই নেই। আজকের যে শিশু একের পর এক কেডিলাক গাড়ী দেখে, তার বাপ-দাদারা উট ছাড়া কোন পরিবহন ব্যবস্থা দেখেইনি। তাদের তাবুতে এখন রেডিও সেট, ট্রাঞ্জিস্টার, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি পৌঁছে যায়, যেখানে এখনো দালান কোঠা বানাবার পরিবেশও নেই। এ কারণেই তাঁবুর ভেতরেই এই সমস্ত সামগ্রী তারা পেয়ে যায়। এ জন্য সউদী আরবে প্রতিষ্ঠিত তেল কোম্পানি (Aramco) এই পদ্ধতি অনুসরণ করে এই মাত্র মরুভূমি থেকে উঠে আসা একজন আরব বেদূঈনের অশিক্ষিত সন্তানকে আরামকোতে চাকুরী দিয়ে দেয়। আরামকো এই মুহূর্ত থেকে তাকে নয়শত রিয়াল মাসোহারা দিতে শুরু করে দেয়। সে কোন কাজ করার যোগ্য হউক বা না হউক, সাথে সাথে ইংরেজী ভাষা শিখানো শুরু হয়ে যায়। একমাসের মধ্যে এই ছেলে আরবী বলতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করে। দেখতে দেখতে সে শ্রমের জীবন পরিত্যাগ করে। যে দু'একটি ইংরেজী শব্দ সে শিখেছে সেটাকেই নিজের ভাষা মনে করে নেয়। তাবুতে ফ্রীজ, রেডিও ইত্যাদি পৌঁছে যায়। গানের শব্দ উচ্চারিত হয়।—এই অভিযাত্রার পর যে আয়েশী জীবন শুরু হলো, আজকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এর যথার্থতা দেখতে পাওয়া যায়। সম্পদের আকস্মিক প্রাচুর্য তাদেরকে নিজেদের অতীত জীবন থেকেই শুধু নয় নিজেদের নৈতিক সীমা থেকেও বিছিন্ন করে দিয়েছে।

এই দিকটির ব্যাপারেই হযরত ওমর (রা) আশংকা ব্যক্ত করে ছিলেন আর এ কারণেই তিনি এ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়াকে বাধা দিতেন। অথচ ভালো খাওয়া শরীয়ত হারাম করেনি, ভালো ঘরে থাকা শরীয়ত হারাম করেনি স্বয়ং পবিত্র কুরআন মজিদে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِى اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ الاعراف : ٣٢

"[হে মুহাম্মাদ (সা)।] তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ্র দেয়া সৌন্দর্যকে কে হারাম করেছে, যা কিনা আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দাহ্দের জন্য প্রকাশ করেছেন। আর কে সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত পবিত্র সামগ্রী নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বলে দিন দুনিয়ার সমস্ত সামগ্রীই ঈমানদারদের জন্য, আর কিয়ামতের দিন তো বিশেষভাবে তাদের জন্যই হবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩২)

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা)-এর ব্যবস্থাটা একটা প্রশাসনিক এবং সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল এ জাতি সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে যেন বিকৃতির শিকার হয়ে না পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ এযুগে সামাজিক উন্নয়ন যেসব উপকরণ অথবা যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে। যদি সে সবের ব্যাপারে আপনাদের চিন্তাধারা এরকম থাকে যে, এসব কিছু কাফেরদের জন্য, ঈমানদারদের জন্য এসব হারাম তাহলে আপনারাই বলুন, আপনাদের অবস্থা কি হবে ? আপনারা বলবেন, উড়োজাহাজে ভ্রমণ করা ভুল, তোমরা অবশ্যই রেলে ভ্রমণ করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে রেলে ভ্রমণ করা শুদ্ধ কেন, গরুর গাড়ীতে কেন সফর করা হবে না। রেলওতো আধুনিক যুগেরই আবিষ্কার। বিজ্ঞান ও তমদ্দুনের প্রতিটি সামগ্রী কাফেরদের জন্য ঈমানদারদের জন্য নয়—এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কুফরীর কাজ আর গোমরাহী প্রচারের জন্য তো সব ধরনের আনুকূল্য সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু ইসলামের কর্মীদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকতে দেয় না। এ কারণে আপনাদের দৃষ্টিকোণ এটা হওয়া উচিত ছিল যে, সামাজিক অগ্রগতি যেসব উপকরণ উৎপাদন করেছে যদি সেগুলোকে কেউ বিলাসিতার জন্য ব্যবহার করে, তাহলে তা অন্যায়। কিন্তু যদি কেউ সেগুলোকে দ্বীনের কাজের সহায়ক রূপে নির্ধারণ করে তাহলে তা একেবারেই শুদ্ধ বরং এসব কিছুকে দ্বীনের সহায়ক করাটাই হচ্ছে দ্বীনের দাবী। এ ব্যাপারে কাফেরদের কোনই অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টি করা সমস্ত শক্তির উপর কর্তৃত্ব করবে।

সমাজতন্ত্রী-কাদিয়ানী তৎপরতা

প্রশ্ন ঃ ইসলামী দেশসমূহে সমাজতন্ত্রী ও কাদিয়ানীদের তৎপরতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপরও আপনি কি ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদী ?

উত্তর ঃ আমরা কাদিয়ানী ও সমাজতন্ত্রীদের তৎপরতা মনযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছি। অপরাপর মুসলিম দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রীদের তৎপরতার আধিক্য রয়েছে। কাদিয়ানীদের তৎপরতা কম। আমাদের দেশে উভয়ের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমরা এসব দেখে এই বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবো না যে, এখানে আর ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই আমরা ময়দান শূন্য ছেড়ে দেবো।

কাদিয়ানীদের সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিলে আপনারা তাদের সঠিক অবস্থানের ব্যাপারে উপলব্ধি করতে পারবেন। জানি না আপনারা এই দৃশ্যটি দেখেছেন কিনা ? কিন্তু আমি পাঠানকোটের নিকট থাকতাম সেখানে আমি এই দৃশ্য দেখেছি যে, একটি বৃক্ষ রয়েছে (ধরুন 'শাহতুত' নামক একটি মিষ্টি ফলের বৃক্ষ)। কোন একটি জানোয়ার যদি পিপলের বীজ এনে শাহতুত গাছের উপর ফেলে তবে ক্রমে ক্রমে সেখানে পিপলের শিকড় গজাবে এবং ধীরে ধীরে গভীরে প্রোথিত হয়ে

www.pathagar.com

বাড়তে শুরু করবে যেন নিজের শিকড় মাটিতে নেই। সে শাহ্তুতের বৃক্ষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করছে আর তার উপরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন যদি আপনারা এই শাহতুত বৃক্ষটাকে উপড়ে ফেলেন তাহলে তার আশ্রিত বৃক্ষটি স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এ কারণে আমরা এই শাহতুত বৃক্ষের স্থানে একটি সুদৃঢ় বৃক্ষ লাগানোর ব্যাপারেই বেশী ভাবছি।

অবশিষ্ট থাকে সমাজতন্ত্র। একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে এখানে সমাজতন্ত্রের কাজ চলছে। এর নিজের শক্তি এখনো এখানে নেই। বাহির থেকে সে খাবার পায়। সাহিত্য বাহির থেকে পায়। মোটকথা বহির্বিশ্বের প্রভাবে এটা চলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি চীন-রাশিয়ার ঝগড়া শুরু হয়, এখানেও এরা চীন ও রাশিয়া পন্থীতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে সমাজতন্ত্র হোক বা অন্য কিছু, কোন কিছুতেই আমাদের অস্থির হবার কারণ নেই। সরকার নিজের দেশের ইসলামী আন্দোলনগুলোকে তো বিপজ্জনক আখ্যায়িত করেনই অথচ সমাজতান্ত্রিক তৎপরতাকে বিপজ্জনক আখ্যা দেয়া তো দূরের কথা, বরং বাস্তবে সেগুলোকে এগিয়ে দেয়ার জন্য যখন নিজেরাই সহায়তা করেন, তখনই ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আমাদের এখানে জাতীয় বিমান সংস্থা অসংখ্য সমাজতান্ত্রিক বই পুস্তক বহন করে নিয়ে আসছে। এগুলো টন-এর হিসাবে আসছে। নাম মাত্র মূল্যে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তা বিতরণ করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এর বিপজ্জনক পরিণতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে জাতিকে এক বিরাট ধোঁকা দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন।

রুশ-চীনের পারমাণবিক শক্তি

প্রশ্ন ঃ চীন-রাশিয়া ব্যাপকহারে বস্তুগত উন্নতি সাধন করেছে। তারা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে গেছে। এর কারণ কি ?

উত্তর ঃ কোন দেশের বস্তুগত উন্নতি একথা প্রমাণ করে না যে, সেখানে নাগরিক স্বাধীনতা রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সমস্ত ক্ষমতা একটি দলের হাতে থাকে। অভুক্ত জনগণকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিয়ে তারা সমরাস্ত্র তৈরী করে। একথা বুঝতে হবে যে, সার্বিক উন্নতি রাশিয়াতেও হয়নি, চীনেও হয়নি। সমাজতন্ত্রে সামগ্রিকভাবে জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না।

রাশিয়া এবং চীনের আনবিক শক্তি অর্জন সমাজতন্ত্রের সত্যতার প্রতীক নয়। কেননা আমেরিকা এদের উভয়ের চেয়ে অধিক উন্নত। তাহলে কি পুঁজিবাদকে সত্য বলে ধরে নেবো ?

'খানায়ে খোদা' চলচ্চিত্র

প্রশ্ন ঃ চলচ্চিত্র এমনিতে একটা সামাজিক ক্ষতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি এই চলচিত্র জগত 'খানায়ে খোদা' নামের একটি চলচ্চিত্র তৈরী করে জনসাধারণকে দেখানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। ব্যাপারটি আপনার এবং শরীয়াতের দৃষ্টিতে কতটুকু

www.pathagar.com

সঠিক এবং বাস্তবসম্মত ? যদি তা বাস্তবসম্মত না হয়। তাহলে জনসাধারণের মধ্যকার ইসলামপন্থী শক্তিগুলোর এটা প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কি কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ একথাটি বুঝে নিন যে, 'খানায়ে খোদা' বা খোদার ঘরে যে সমস্ত ইবাদাত-বন্দেগী হয়ে থাকে তা তামাশার বিষয় নয়। এখানে প্রথম মৌলিক ক্রটি হচ্ছে যে, সেটাকেও একটি তামাশায় পরিণত করা হয়েছে। আর এ তামাশা সে সব স্থানেই দেখানো হচ্ছে, যেখানে লোকেরা বাস্তবিকই তামাশা দেখতে পায়। প্রথমতঃ খানায়ে খোদা বা খোদার ঘরের চলচ্চিত্র তৈরী করা একটি অন্যায় কাজ। এর পর সেটাকে আবার তামাশার স্থানে গিয়ে দেখানোটা আরো একটা অন্যায় কাজ। এ ক্ষেত্রে যদি ছবি করতেই হয়, তাহলে দু'টি উদ্দেশ্যে এ ধরনের ছবি তৈরী করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে লোকদেরকে হজ্জের আনুষঙ্গিক কার্যাদী সম্পাদন করার শরীয়তসম্মত নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষের মনে হজ্জ করার প্রচন্ড আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো প্রচারধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করা। কিন্তু 'খানায়ে খোদা'-এর নামে তৈরী চলচ্চিত্রটিতে এই দু'টি উদ্দেশ্যের কোনটিতো নেই-ই বরং উল্লেখিত উদ্দেশ্যের বিরোধী প্রভাব বিস্তার করে। যাঁরা ছবিটি দেখেছেন তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে কোন কোন স্থানে স্পষ্ট মনে হয়েছে তামাশা করার জন্যই কোন কোন দৃশ্য গৃহীত হয়েছে, দীর্ঘক্ষণ ধরে সে বিষয়বস্তুটি প্রদর্শীত হয়েছে, যাতে করে দর্শকদের নিকট তা হাস্যস্পদ হয়ে ওঠে। যেমন ধরুন, মিনাতে যেখানে কুরবানী হয়, দশ-বার লাখ লোকের হজ্জ সংক্রান্ত শেষ আনুষ্ঠানিকতার দ্রুততা, মানুষের ব্যস্ততা, দ্রুত পরিধেয় পরিবর্তনের দৃশ্য, দ্রুত কুরবানীর কাজ ইত্যাদিকে আপত্তিজনকভাবে দেখানো হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে দর্শকরা আরো জানিয়েছেন, যেখানে কালো পাথর চুমু দেয়ার স্থান, সেখানে নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার জন্য একজন কালো মানুষ সিপাহীর দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর চেহারায় কিছু দাগ বিদ্যমান ছিল, এখানে কালো পাথর আর এই সিপাহীটির চেহারা একের পর এক তিন বার দেখানো হয়েছে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সিপাহীটির চেহারা আর কোলোপাথরের রং প্রায় একই। কালো পাথরটিও অসমান। সিপাহীটির মুখমন্ডলও অসমান। এই উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হজ্জের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক নয়। এছাড়া এতে কোন ধারা বিবরণীও নেই, যার মাধ্যমে হজ্জের প্রতি লোকদের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। দৃশ্যগুলো ক্রমধারা অনুসারেও দেখানো হয়নি। যার মাধ্যমে হজ্জের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানা যায়। এতে শুধুমাত্র হজ্জকে তামাশা বানানোর কাজ সমাধা করা হয়েছে। মুসলমানদের কি এখন এতই অবনতি হয়েছে যে, তারা নিজেদের ইবাদাতসমূহকে তামাশায় পরিণত করবে ?

প্রথমতঃ সউদী সরকার এই চলচ্চিত্রটি তৈরী করার অনুমতিই বা কেন দিলো ? দ্বিতীয়তঃ আমাদের সরকারেরও উচিত ছিল, এটাকে ছাড়পত্র না দেয়া। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ধর্মীয় আবেগ নিয়ে দেখতে যাবে এটা জেনে-শুনে এ ছবিটি প্রদর্শন করাও ঠিক হয়নি।

www.pathagar.com

এই ছবিতে এছাড়া আরো একটি দুঃখজনক বিষয় রয়েছে। এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় মহিলাদের চেহারা অনাবৃত রাখতে হয়। যেহেতু মুখমন্ডল আবৃত রেখে নামায হয় না, সেহেতু নামায পড়ার সময় সকল মহিলা হাজীদের চেহারা অনাবৃত ছিল। এই চলচ্চিত্রে মহিলাদের নামায পড়ার এলাকার পুনঃ পুনঃ ছবি তোলা হয়েছে। এটা কি ধর্মীয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ ? হজ্জের অনুষ্ঠানে মহিলাদের মুখমন্ডল অনাবৃত রাখার হুকুম আছে। পাশাপাশি পুরুষদের প্রতি তাদের দৃষ্টি অবনত রাখার এবং মহিলাদের প্রতি না তাকানোর নির্দেশও রয়েছে। কিন্তু এখানে ক্যামেরার মাধ্যমে এই সম্মানিত মহিলা হাজীদেরকে অগণিত পুরুষদের দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

ঠেলার নাম বাবাজী

প্রশ্ন ঃ হরতাল ও বিক্ষোভ হলে সমস্যার সমাধান করা সরকারের নিয়মে পরিণত হয়েছে। অথচ এই নিয়মটি মোটেও ঠিক নয়। আসলে এর কারণ কি ?

উত্তর ঃ ইংরেজদের আমলেও সে সময়ের সরকারের এই নিয়মই ছিল যে, যারা চীৎকার-হাঙ্গামা করছে তাদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তারা মনে করতো এরাই গুরুত্ব পাবার অধিকারী। যুক্তি আর উপযুক্ত দলীল-প্রমাণাদী নিয়ে যারা নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করছে, তারা এদের নিকট অনুল্লেখযোগ্য। কারণ তাদের পক্ষ থেকে এদের জন্য কোন ধরনের হাঙ্গামার আশঙ্কা নেই। ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের শিক্ষা আমাদের সরকারের লোকদেরকে শিখিয়ে গেছে। আর সেই শিক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আপনারা যুক্তিগ্রাহ্য এবং দলীল-প্রমাণসহ কোন কথা বললে সরকার তাকে অবশ্যই সম্মানজনক মনে করেন। কিন্তু তা মেনে নেয়ার জন্য রাজী হন না। পক্ষান্তরে ঘেরাও, জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচী শুরু হয়ে গেলে তারা সাথে সাথে নরম হয়ে যান এবং অন্যায় দাবী-দাওয়াও মেনে নেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই একজন লোক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, নিজের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য আমিও জ্বালাও-পোড়াও-ঘেরাও কর্মসূচী গ্রহণ করবো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির সিদ্ধান্তও সঠিক নয়, আর সরকারের এই নিয়মটাও সঠিক নয়। যখন এক ব্যক্তি এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে এভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূর্ণ আন্তরিকতা ও সততার সাথে সে অনুযায়ী চলতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে এই আন্তরিকতার উপর টিকে থাকতে পারে না। তার মধ্যেও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের মতো উচ্ছৃংখল চিন্তাধারা তৈরী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সরকার যখন বিশৃংখলা ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের নিকট নতি স্বীকার করে তখন শুধু নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচরণ করে না বরং দেশদ্রোহিতার বীজও বপন করে। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে শিষ্টের দমন ও দুষ্টের লালন করা হয় এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে পালন করা হয়। আর এরাই সরকারের জন্য এমনকি দেশের স্থিতিশীলতার জন্যও চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

---

www.pathagar.com

আসর একুশ ঃ ঢাকার হোটেল ইডেনে ইসলামী ছাত্র সংঘের সম্মেলন

জানুয়ারী ১৯৭০ ইং

১৯৭০ সালের ১৫, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারী ঢাকাস্থ হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের (অধুনালুপ্ত) বার্ষিক সম্মেলনে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ জাতীয়করণ, ❑ জাতীয়তাবাদ, ❑ জাতীয় উদ্দীপনা, ❑ অমুসলিমদের অধিকার, ❑ ইসলামী গণতন্ত্র এবং পশ্চিমা গণতন্ত্র, ❑ জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শিল্প-সংস্কৃতির ইসলামী করণ সম্পর্কে মাওলানা শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসরের শুরুতে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

"আবদুল মালেক মরহুমের শাহাদাতের পর এটাই আমার প্রথম ঢাকা আগমন। তাই প্রথমে আমরা ফাতিহা পাঠ করে মরহুম আবদুল মালেকের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করতে চাই। [ফাতিহা পাঠ]

"হে আল্লাহ! তুমি আবদুল মালেককে তোমার রহমতের ছায়াতলে স্থান দাও। যে মহান উদ্দেশ্যে আবদুল মালেক জীবন দিয়েছে, এ জীবনে সে উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করো। হে আল্লাহ, তুমি আবদুল মালেকের কুরবানীকে তোমার পথের কুরবানী হিসেবে কবুল করে নাও। আবদুল মালেকের মা এবং ভাইদেরকে সবর অবলম্বনের তাওফীক দাও। তুমি ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এমন হাজারো যুবক তৈরী করে দাও, যারা এ যমীনে তোমার কালেমাকে বিজয়ী করবে। আমীন।"

জাতীয়করণ

প্রশ্ন ঃ বলা হয়, আপনি Nationalization-কে ইসলাম বিরোধী মনে করেন। এ ব্যাপারে প্রকৃত দৃষ্টিভংগী কি ?

উত্তর ঃ জাতীয়করণের ব্যাপারে আমরা যে কথা বলেছি, তা ভালভাবে বুঝে নিলে আপনার এ প্রশ্নটি করতে হতো না। আমাদের বক্তব্য হলো পরিপূর্ণ জাতীয়করণ ইসলামসম্মত নয়। অর্থাৎ উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা এর ফলে আইন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ যার হাতে থাকবে, গোটা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা এবং জায়গা-জমির নিয়ন্ত্রণ তারই হাতে চলে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা এবং রাজনীতি একই হাতে চলে গেলে এমন স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হয়, যার থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ থাকে না। এ জন্যে Total Nationalization কে আমরা ভ্রান্ত মনে করি। আর Partial Nationalization-এর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, যে ইন্ডাস্ট্রী বা ব্যবসা সম্পর্কে মনে করা হবে যে, এটা সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলে লাভজনক ও কল্যাণকর হবে, কেবল সেটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। তবে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, আমলাতন্ত্রের বহুল পরিচিত রোগে যেন তারা আক্রান্ত হয়ে না পড়ে।

আংশিক জাতীয়করণ Partial Nationalization ব্যবস্থা এখনো আমাদের দেশে চালু আছে। রেলওয়ে তো Nationalized (জাতীয়করণ) কৃত। ওয়াপদাও জাতীয়করণ কৃত। এগুলোর ব্যবস্থাপনা ইসলাম বিরোধী একথা কেউ বলেননি। কিন্তু জাতীয়করণের কারণে এগুলোর মধ্যে যেসব অসুবিধা জন্ম নিয়েছে, সেগুলোও ভেবে দেখা দরকার। জানি না ঢাকার অবস্থা কি ? তবে লাহোরে প্রতিদিনই বিদ্যুত চলে যায়। যেদিন বিদ্যুত যায় না সেদিন আমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি। লাহোরে বিদ্যুত চলে গেলে লোকে বলে, এর ওয়াপদার রোগ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুদের সমঅধিকার

প্রশ্ন ঃ জাতীয়তার ভিত্তি যদি বর্ণ এবং অঞ্চল না হয়ে থাকে, তবে কি সংখ্যালঘুরা জাতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং অমুসলিমদেরকে কি সমান অধিকার দেয়া হবে না ?

উত্তর ঃ আমি একথা বলিনি যে, নবী করীম (সা) সমস্ত মানুষকে এক জাতি বানিয়ে দিয়েছিলেন। বরং আমার বক্তব্য ছিল এই যে, তিনি জাতীয়তার একটি মূলনীতি প্রদান করেছিলেন। মানুষের বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তা পরিবর্তন হতে পারে না। কিন্তু তারা একটি মূলনীতি গ্রহণ করতে পারে। নবী করীম (সা) এ কারণে কালেমাকে ভিত্তি ঘোষণা করেছেন। এই কালেমাকে যারা স্বীকার করলো আর যারা স্বীকার করলো না—এই উভয় ধরনের লোকদেরকে সমান অধিকার দেয়ার যে দাবী আপনি তুলছেন, তা কেমন করে সঠিক ও যুক্তিসংগত হতে পারে ? যেখানে একজন লোক একটি আদর্শকে স্বীকারই করে না এবং সে আর্দশকে স্বীকার করার কারণে মানুষের উপর যে দায়-দায়িত্ব বর্তায় তাও গ্রহণ করে না, সেখানে সে কেমন করে ঐ সমস্ত অধিকারের অংশীদার হবে, যেগুলো লাভ করেছে ঐ কালেমা ও আদর্শকে গ্রহণকারী লোকেরা ? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সে রাষ্ট্রে কি সমাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী কোন ব্যক্তিকে একজন সমাজতন্ত্রীর সমান মার্যদা দেয়া হয়, একথা স্পষ্ট, যে ব্যক্তি একটি আদর্শকে স্বীকার করে না, সে ঐ আদর্শের সমমর্যাদা লাভ করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি এ পার্থক্যটা একটু খতিয়ে দেখুন। পৃথিবীর কোন জাতি তার মতবাদ অস্বীকারীদেরকে সে অধিকার প্রদান করেনি, যা ইসলাম তার সংখ্যালঘুদের প্রদান করেছে। অন্যরা এ অধিকার দিয়েছে কাগজে কলমে, কিন্তু ইসলাম দিয়েছে বাস্তবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা সমস্ত নাগরিক অধিকার লাভ করতো। তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু মুসলমানদের মতই মূল্যবান ও নিরাপদ ছিল। অবশ্য একটি ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা যেতে পারে না। এ অধিকার কেবল সে ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যে ইসলামের আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এর ফলে যেসব দায়দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে তাও মেনে নিয়েছে। এছাড়া অন্য সকল বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমরা মুলসমানদের সমমর্যাদার অধিকারী।

উগ্র জাতীয়তা আর জাতীয় চেতনা

প্রশ্ন ঃ আধুনিক কালে উগ্র জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনা কি কল্যাণকর নয় ?

উত্তর ঃ মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার প্রয়োজন নেই। মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জিহাদ করে। আর এটি এমন একটি চেতনা, জাতীয় চেতনা যার কাছেও পৌঁছতে সক্ষম নয়। একজন মুসলিম জিহাদের জন্য যে চূড়ান্ত ত্যাগ ও কুরবানীর জন্যে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, একজন জাতি পূজারীর পক্ষে জাতীয় চেতনা নিয়ে সে পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব নয়। মুসলমানরা সবসময়ই অনুরূপ

www.pathagar.com

আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছে এবং যখনই তাদের থেকে কোন কাজ নেয়া হয়েছে এই চেতনার ভিত্তিতেই নেয়া হয়েছে। আলজেরিয়াতে যে স্বাধীনতা-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে হয়নি, বরঞ্চ মুসলমানদের বলা হয়েছিল যে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কুফর ও ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ। মুসলমানরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, কোন প্রকার জাতীয় চেতনা তাদের প্রয়োজন নেই। আজ মুসলমানরা অজ্ঞতার কারণেই জাতীয় চেতনাকে এতটা বড় করে দেখছে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

প্রশ্ন ঃ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে। ঐ আন্দোলনের মোকাবিলা ইসলামী আন্দোলন কিভাবে করবে ? এখানকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লোকেরা জনগণকে উস্কে দিচ্ছে, তারা যেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত কোন ব্যক্তির কথা না শুনে।

উত্তর ঃ আমি ১৯৫৬ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা শুরু করেছি। জনগণ সবসময়ই আমার কথা শুনেছে, আপনারাও জনগণ। আপনারা কি আমার কথা শুনছেন না ? তাই এখানকার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কোন ব্যক্তির কথাই শুনবে না একথা ঠিক নয়। একই ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের কোন ব্যক্তি পশ্চিম পাকিস্তানে গেলে সেখানকার জনগণও আনন্দ চিত্তে তার কথা শুনে। বর্তমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমাদেরকে একত্রিত করা নয় বরং টুকরা টুকরা ও ছিন্নভিন্ন করা। এ আন্দোলনকে ঠিক সেভাবেই ঠেকানো যেতে পারে, যেভাবে নবী করীম (সা) ইসলামকে পেশ করেছিলেন। তিনি ইসলামকে আরব দেশের নামে পেশ করেননি এবং ভাষার শ্লোগানও উচ্চারণ করেননি। তিনি তো কেবল এই আহবানই জানিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসীরা এক হয়ে যাও। আরবী আবু জেহেলেরও মাতৃভাষা ছিল, কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক এবং আবু জেহেলের মধ্যে আসমান-জমিনের তফাৎ ছিল। মুসলিম উম্মাহ মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির নামে একত্র হয়নি। সালমান ফারসী এবং বেলাল হাবশী ছিলেন—অনাবর। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করে নেবার কারণে মুসলমানরা তাদের বুকে তুলে নিয়েছিলো।

মুসলিম উম্মাহ এই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে, বর্ণ-গোত্র, ভাষা ও জন্মভূমি নয়, বরঞ্চ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানই ঐক্যের প্রতীক। আপনারা যদি আল্লাহ ও রাসূলকে মানেন, তাহলে আপনারা অবশ্যই পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ। "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।" আপনারা যদি ইসলামের এই আদর্শ মানুষকে ব্যাপকভাবে বুঝাতে সক্ষম হন তবে ইনশাআল্লাহ ভুল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এমনিতেই নিশেষ হয়ে যাবে।

ইসলামী গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র

প্রশ্ন ঃ ইসলামী গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র জনগণের সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলাম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, সে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। এখানে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলমান জনগণ পরামর্শের ভিত্তিতে যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করে। এটাই হচ্ছে ইসলামী গণতন্ত্র।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, যে কোন জিনিসকে চাইবে সে হারাম ঘোষণা করতে পারে। যেমন পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মদ বৈধ হতে পারে ; কিন্তু আল্লাহ যেহেতু মদ হারাম করে দিয়েছেন তাই ইসলামী গণতন্ত্রে গোটা জাতি একমত হলেও তা হালাল করতে পারবে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইসলামীকরণ

প্রশ্ন ঃ আপনি একবার বলেছিলেন, মুসলমানরা যখনই অমুসলিমদের কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি অবলম্বন করেছে, সেটাকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। মেহেরবানী করে কথাটা আরো স্পষ্ট করুন।

উত্তর ঃ পৃথিবীতে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, তার প্রত্যেকটিরই দু'টি দিক আছে। একটি হলো Realities of the nature—প্রকৃতির বাস্তবতা, এটাতে হচ্ছে প্রকৃত বস্তু। অপরটি হলো মানুষের মস্তিষ্ক, যা সেই প্রকৃত বস্তুকে বিন্যস্ত করে একটি মতবাদে রূপদান করে এবং একটা Concept—ধারণা প্রদান করে। এ দু'টি পৃথক পৃথক জিনিস। Realities of the nature হলো সার্বজনীন। এটা ভারতীয়, পাকিস্তানী, রাশিয়ান বা জাপানী হতে পারে না। কারণ এটাতো মূলতত্ত্ব বা প্রকৃত বস্তু। কিন্তু রাশিয়ান কমিউনিস্ট মস্তিষ্ক এই মূলতত্ত্বগুলোকে মার্ক্সীয় মানসিকতা দিয়ে বিন্যস্ত করে। আপনারা নিশ্চয়ই 'রুশ বিজ্ঞান', 'সমাজতান্ত্রিক দর্শন' প্রভৃতি পরিভাষা শুনে থাকবেন। এগুলো হলো আমার উপরোক্ত বক্তব্যের উদাহরণ। কমিউনিজম বিশ্ব-জগত ও মানুষ সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছে। তার নিজস্ব একটি ইতিহাস দর্শনও আছে। ফলে কমিউনিস্টদের সামনে যে মূলতত্ত্বই আসুক না কেন, তারা সেটাকে নিজেদের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার রূপ দেয়, চাই সেটা জীবতত্ত্ব হোক, কিংবা পদার্থ বিজ্ঞান। তারা এমনটি এ জন্যে করে, যেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি শিশু সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করে।

অন্যান্যদের অবস্থাও এই একই রকম। যেমন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা নিজেদের মন-মানসিকতায় বিশ্ব-জগত, আল্লাহ এবং মানুষ সম্পর্কে একটি Concept প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। তারা তাদের এই Concept অনুযায়ী বিশ্ব-জগতকে আল্লাহহীন চলতে দেখে। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের নিকট আল্লাহর কোনো প্রশ্নই উঠে না। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেদের ঘরে তারা আল্লাহর সত্তাকে

www.pathagar.com

মানেও। কিন্তু বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং দর্শনের জগতে তারা আল্লাহকে অবর্তমান ধরেই যাবতীয় মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে।

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ব্যক্তিরা যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কিভাবে সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিন্যাস করে, এ আলোচনা থেকে তা পরিষ্কার হলো।

মুসলমানরা যখন বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে, তখন তারা এই অর্থে সেগুলোকে মুসলমান বানিয়ে দেয় যে, তারা সেগুলো সম্পর্কে মুলমানের মন-মগজ দিয়ে চিন্তা করে এবং যতো মূলতত্ত্ব ও প্রকৃত সত্যই তাদের সামনে উদঘাটিত হয়ে আসুক না কেন, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের সামনে সেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান থাকে, যা ইসলাম তাদের প্রদান করেছে। ইসলামের Concept-এর ভিত্তিতেই তারা সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করুন ঃ

এই বাস্তব সত্য সকলেরই জানা যে, পানি যখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠান্ডা হয়, তখন তা কুঞ্চিত হয়ে আসে। কিন্তু যখন তার চাইতে অধিক ঠান্ডা হয়ে বরফে পরিণত হতে চলে, তখন তার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। বরফ হালকা হবার ফলে তা পানির উপর ভেসে থাকে। এটা প্রকৃতির এক বিস্ময়কর প্রকাশ (Phenomena) যে, যে জিনিস যতোটা ঠান্ডা হতে থাকে তা ততোটা কুঞ্চিত হতে থাকে অথচ পানি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠান্ডা হবার পর তা বিস্তৃত হয়ে পড়ে, অতপর তা যখন বরফে পরিণত হয় তখন তার চাইতে কম ঠান্ডার মুকাবিলায় তা হালকা হয়ে যায়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা যখন এই তত্ত্ব বর্ণনা করবে, তখন তারা বলবে, পানি কুঞ্চিত হবার এবং বিস্তৃত হবার এটাই বিধান। কিন্তু মুসলমান যখন এই বাস্তব তত্ত্ব বর্ণনা করবে, তখন সে বলবে, আল্লাহ তাআলা পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে দিয়েছেন বলেই এমনটি হয় এবং এর পেছনে কার্যকর রয়েছে আল্লাহ তাআলার কোনো বিবেচনা ও বিচক্ষণতা। বরফে পরিণত হবার পর পানি হালকা হয়ে উপরে ওঠার পরিবর্তে যদি ভারী হয়ে নিচে নামতো, তাহলে তো সমুদ্রের পর সমুদ্র কেবল বরফে পরিণত হয়ে পানির সকল প্রাণী নিঃশেষ হয়ে যেতো। পানির এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা পানির মধ্যে নিহিত রেখেছেন, যাতে করে সেখানকার প্রাণীগুলো সংরক্ষিত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এই উপকারিতার কথা স্বীকার করে। কিন্তু তাদের মতে এটা নিছক একটা প্রাকৃতিক বিধান। অথচ মুসলমান এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট কৌশল ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করে। এই পার্থক্যই রয়েছে একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা ও একজন নাস্তিক কাফির বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণের মধ্যে। একজন মুসলিম আল্লাহ তা'আলাকে এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, শাসক ও হুকুমকর্তা মনে করে প্রতিটি জিনিসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর বাইশ : করাচীর জমিয়ত কর্মীদের সমাবেশে

জুন ১৯৭০ ইং

১৯৭০ সালের ১৬ জুন করাচীতে ইসলামী জমিয়তে তালাবার দশ সহস্রাধিক কর্মীর সমাবেশে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ ইসলামী আন্দোলনের জন্য সহায়ক কার্যকারণ, ❑ কর্মীদের গুণাবলী, ❑ ইসলামী পুনর্জাগরণ ❑ আন্দোলনের উন্মেষ, ❑ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন, ❑ নবাগতদের প্রশিক্ষণের প্রসঙ্গ, ❑ রুচির পরিবর্তন, ❑ বলপ্রয়োগে সমস্যার সমাধান, ❑ সহশিক্ষা, ❑ সমাজতান্ত্রিক উন্নতি, ❑ ইসলামে দাসপ্রথা, ❑ সমমনা দলের মধ্যে অনৈক্য, ❑ অপরাধের মূলোৎপাটন ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা শ্রোতাদের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্নেহভাজন তরুণেরা,

আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, এই মাত্র আপনাদের সম্মানিত সাথী আপনাদেরকে বলেছেন, এই লোকটির কাছ থেকে নিজেদের পুরো অধিকার আদায় করে নাও। নিসন্দেহে আমার উপর আপনাদের অধিকার রয়েছে। কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কেও আপনাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। আপনাদেরকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, একজন অসুস্থ লোকের কাছ থেকে আপনারা অধিকার আদায় করছেন।

সহায়ক কার্যকারণ

প্রশ্ন ঃ ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের নিকটবর্তী করার জন্য কোন্ কোন্ কার্যকারণ সহায়ক হতে পারে ?

উত্তর ঃ প্রথম কার্যকারণ তো এটা যে, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে ছাত্রসমাজ এবং এই দেশের সাধারণ মানুষ মুসলমান। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব কাজ হচ্ছে, তারা এর কাছাকাছি আসবে এটা তাদের প্রকৃতিরই দাবী। সেসব কাজের সাহায্য তারা করবে এবং তাতে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু সহযোগিতার উদ্দীপনা. তাদের মধ্যে তখনই সৃষ্টি হবে, যখন তাদের মধ্যে এই আস্থা সৃষ্টি হবে যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্য যে গোষ্ঠী এই দেশে কাজ করছে তাঁরা সত্যিকার অর্থে আন্তরিক ও সৎলোক এবং ইসলামের বিজয় ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। ছাত্রসমাজ বা সাধারণ মানুষের মধ্যে আপনারা এই আস্থা সৃষ্টি করতে সফল হলে তারা ইসলামী আন্দোলনের অতি নিকটবর্তী হতে পারে শুধু তাই নয়, বরং তারা ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

দ্বিতীয় কার্যকারণ হচ্ছে মুসলমানদের ঈমানী চেতনা। যাদের মধ্যে সামান্যতম ঈমানী চেতনাও আছে তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পারে না। আর তাদেরকে যদি বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহদ্রোহী চিন্তা-চেতনা তাদের ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে, ইসলাম বিরোধী আন্দোলনগুলো এদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ইসলামী তমদ্দুন-সংস্কৃতি এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি কঠিন সংকটের সম্মুখীন, তাহলে হক ও বাতিলের এই সংঘাতময় মুহূর্তে কোন মুসলমানের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব। তারা নিশ্চয়ই এদের পক্ষ অবলম্বন করবে যারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। তবে শর্ত হচ্ছে, তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে।

এ দু'টো ফ্যাক্টরই জনগণকে ইসলামী আন্দোলনের কাছাকাছি আনার জন্য যথেষ্ট।

কর্মীদের গুণাবলী

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কোন্ সব গুণাবলী থাকা জরুরী ?

www.pathagar.com

উত্তর : ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমি দলীল প্রমাণ সহ প্রবন্ধ রচনা এবং বক্তৃতা করেছি। এখন আবার একই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পুনরাবৃত্তি করা আমার পক্ষে কঠিন। এরপরও সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করছি।

যে কোন আন্দোলনের কর্মী হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কিছু প্রাথমিক গুণাবলী থাকা দরকার। সে যে জীবন দর্শনের উপর ঈমান রাখে, এবং যে দৃষ্টিভঙ্গীকে সত্য মনে করে, সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে ঢেলে সাজাবে, নিজের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সেই দৃষ্টিভংগীর সত্যতার বাস্তব উদাহরণ পেশ করবে। মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, সে বিশ্বাস রাখে একটি বিশেষ জীবন দর্শনে কিন্তু তার কাজকর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য জীবন দর্শনের। কথা ও কাজের এই বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য সকল অনিষ্টের মূল। মানুষের মধ্যে যদি নিজের জীবন দর্শনের প্রতি আন্তরিকতা কমে যেতে থাকে, আর মোনাফেকী বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। এ কারণেই প্রথম গুণ হওয়া দরকার আপনারা নিজেদের জীবন দর্শন ও কর্মতৎপরতার মধ্যে কোন ব্যবধান রাখবেন না। উন্নত চরিত্র ও সুন্দর স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিই ইসলামী আন্দোলনের ভালো কর্মী প্রমাণিত হতে পারে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গুণ যা আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে এবং যে দৃষ্টিভংগীর জন্য আপনারা কাজ করছেন, সেই একই উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগীর জন্য অন্য যারা কাজ করছে তাদের সাথে ঐক্য এবং সহযোগিতার বন্ধন রচনা করুন। স্বয়ং পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ। অর্থাৎ যারা ঈমানের আত্মীয়তায় সম্পৃক্ত হয় তাদের উচির্ত একে অপরের ভাই হয়ে যাওয়া। তাদের উচিত পরস্পরের সাথী, দুঃখে দুঃখী এবং সহমর্মী হয়ে যাওয়া, তাদের মধ্যে শত্রুতা, ঝগড়া-ঝাটি সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকা উচিত। উঠা-বসা, চলা-ফেরায় মিলেমিশে থাকবে। এভাবে আপনারা সংখ্যায় স্বল্প হলেও এক বিরাট সংখ্যা শক্তি প্রদর্শন করতে পারবেন। কিন্তু উল্লেখিত গুণাবলীর অনুপস্থিতিতে যদি অসংখ্য মানুষের সমাবেশও ঘটে যায়, তাহলেও কোন ফলোদয় হবে না।

বলিষ্ঠ চরিত্র ও উন্নত স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংগঠন এমন ইমারতের মতো যেখানে এক একটি ইট নিজ নিজ স্থানে মজবুতভাবে অবস্থান করে পরস্পরের সাথে কঠিনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এমন ইমারতের ধ্বসে যাওয়া খুব সহজ নয়। কিন্তু যদি কাঁচা ইট দ্বারা কোন সুন্দর ইমারাত তৈরী করা হয়, তাহলে তা সামান্য প্রচেষ্টায় ধ্বসিয়ে দেয়া যাবে।

ইসলামের পুনর্জাগরণ

প্রশ্ন : ইসলামের পুর্নজাগরণের জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তোলার আগ্রহ কেন আপনার মধ্যে জাগরিত হলো ? দয়া করে এ ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিত করুন।

উত্তর : আমার স্নেহের ছাত্র ভাইয়েরা। আপনারা আমার বক্তৃতা শুনছেন আমার লেখাও পড়ছেন। আমি কখনো আমার ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখাবার চেষ্টা করিনি।

www.pathagar.com

কোন্ পরিস্থিতিতে এই আন্দোলন দাঁড় করানো হয়েছে। সে কথা বাদ দিন। শুধু এটুকু জেনে রাখুন যে, কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে আমার মানসপটে ইসলামের যে সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে আমার মন আমাকে বলে দিয়েছে যে, তোমাকে ইসলামের জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাইতো আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। আর অদ্যাধি সে কাজেই লেগে আছি।

পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন

প্রশ্ন ঃ অবস্থার প্রেক্ষিতে কর্মসূচী পরিবর্তন করতে থাকবে না কি সর্বাবস্থায় একটি কর্মসূচীর উপর অবিচল থাকবে, এ ব্যাপারে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া কি ইসলামী আন্দোলনের জন্য জরুরী ?

উত্তর ঃ এ প্রেক্ষিতে দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে মৌলনীতি এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টি হচ্ছে কর্মসূচী। মৌলনীতি সবসময় অপরিবর্তনীয় হওয়া উচিত। তবে মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য আমদেরকে দেখতে হবে যে, বর্তমান অবস্থায় কোন্ ধরনের কর্মসূচী উপযুক্ত হবে। আমরা কি শূন্যে কাজ করছি যে, চোখ-কান বন্ধকরে একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলতে থাকবো। পরিস্থিতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের কাজ করার জন্য পথের পরিবর্তন করতে হতে পারে। আমরা যদি কর্মসূচীর পরিবর্তনের সাথে সাথে উদ্দেশ্য ও মূলনীতিরও পরিবর্তন করতে থাকি তাহলে আন্দোলন সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

নবাগতদের প্রশিক্ষণ সমস্যা

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে ইসলামী জমিয়তে তালাবার দিকে ছাত্র সমাজ ব্যাপক হারে ঝুকে পড়েছে। এদের প্রশিক্ষণ সমস্যা আমাদেরকে অস্থির করে তুলেছে। বলুন তো কি করা যায় ?

উত্তর ঃ প্রকৃত কথা হচ্ছে, যখন কোন আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায়, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ব্যাপকভাবে সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা সে আন্দোলনে প্রবেশ করতে থাকে। এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম, অতীতেও এমনটিই হয়েছে। এটা সত্য কথা, যারা (বিজয়ের পূর্বে) এ আন্দোলনকে পরিচালনার জন্য কাজ করেছে আর (বিজয়ের পর) এখন যারা এসেছে উভয়ের প্রশিক্ষণের মানের মধ্যে ব্যবধান থাকবে। এরাই (বিজয়ের পূর্বে প্রশক্ষিণ প্রাপ্ত দায়িত্বশীলগণ) আন্দোলনের জন্য হীরের টুকরো। এদের প্রশিক্ষণ যদি সঠিক ভিত্তির উপর হয়ে থাকে আর তাঁরা যদি মৌলিক নীতির অনুসারী হিসেবে অনমনীয় চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে যারাই এদের সান্নিধ্যে আসবে, তারা আপনা থেকেই এদের কাজে-কর্মে প্রভাবান্বিত হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যেও সেই চেতনা ও উদ্দীপনা জাগ্রত হয়ে যাবে। যা কিনা আন্দোলনের পরিচালকদের মধ্যে পাওয়া যায়।

সাধারণ মানুষের একটা স্বভাব আছে যে, তারা যে আবেদন বা আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে অনুযায়ী নিজেদেরকে ঢেলে সাজানোর জন্য কোন সময় ব্যয় করে

www.pathagar.com

না। উদাহরণ স্বরূপ এই কিছু দিন পূর্বে 'শওকতে ইসলাম'[১] দিবস উপলক্ষে বিশাল বিশাল জনসমাবেশ দেখার সুযোগ হয়েছে। শহরাঞ্চল ছাড়াও গ্রামে গঞ্জে লক্ষ লক্ষ মানুষ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। যেহেতু ইসলামী চেতনা প্রকাশ এবং আল্লাহ্র বিধানকে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করার নামে তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে এ কারণে লোকদের একটি অংশের মধ্যে এমন এক চারিত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে পরিদৃষ্ট হয়নি। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রশিক্ষণের সাধ্য কারো ছিল না। অথচ কালেমায়ে তাইয়েবার আবেদনের মধ্যে যে নৈতিক প্রশিক্ষণ লুকায়িত ছিল তা স্বতস্ফূর্ত এভাবেই বিশাল জনতাকে ইসলামী চরিত্রের মূর্তপ্রতীক করে তুলেছিল। দেশের কোন অংশ থেকেই এমন অভিযোগ আসেনি যে, এ বিশাল বিক্ষোভ মিছিল থেকে ইসলাম বিরোধী কোন শ্লোগান দেয়া হয়েছে, বা কাউকে গালি দেয়া হয়েছে, বা কারু জান-মালের কোন ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অতএব, এটা সেই বস্তু, যা আপনাদের সাথে যোগদান কারীদেরকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম। আপনারা নিজেদের আমলকে শুদ্ধ রাখুন, কোন অন্যায় কাজ নিজেও করবেন না, সে কাজে কাউকে সহযোগিতাও করবেন না। এভাবে অন্য যেসব ছাত্র আপনাদের সাথে মিলিত হবে তারাও এই পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে।

সমাজতন্ত্রমনা শিক্ষকদের কারসাজী

প্রশ্ন ঃ করাচীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজতন্ত্রমনা শিক্ষকরা নতুন প্রজন্মকে পথভ্রষ্ট করছেন। এর কি প্রতিকার করা যায়?

উত্তর ঃ এ সমস্যা শুধু করাচীতেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা দেশের অবস্থাও একই। দেশের উভয় অংশের সর্বত্র এমন একটি গোষ্ঠী আছে, যারা শুধুমাত্র ইসলাম বিরোধী দৃষ্টিভংগীই পোষণ করেন না, তারা আন্তরিকভাবে ইসলামের দুশমনী করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের মতবাদ ছড়াচ্ছেন এবং তরুণদেরকে পথভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

নিসন্দেহে ছাত্ররা নিজেদের শিক্ষকদেরকে সম্মান করবে। যদি ক্লাসে ভিন্ন আদর্শিক দৃষ্টিভংগী চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে আপনারাও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণাদিসহ নিজেদের মতামত উপস্থাপন করতে পারেন। ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামী চিন্তাধারা প্রচার করা আপনাদের দায়িত্ব। সমাজতন্ত্রের অনুসারী শিক্ষকবৃন্দ যখন উপলব্ধি করতে পারবেন যে, অধিকাংশ ছাত্র তাঁদের চিন্তাধারা সমর্থন করে না, বরং কঠোরভাবে ইসলামী চিন্তাধারার উপর সুদৃঢ় থেকে তাদের চিন্তাধারাকে প্রতিরোধের পদ্ধতিও আয়ত্ব করেছে, তাহলে তাঁরা সাহসহারা হয়ে পড়বেন এবং তাঁদের সাথে শুধুমাত্র সেই সব ছাত্ররা থাকবে যারা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির আবেদনে আকৃষ্ট নয় বরং নৈতিক বিকৃতির সমাজতান্ত্রিক আবেদনে আকৃষ্ট। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী যে, আমাদের ছাত্রদের বিরাট অংশ নৈতিক বিকৃতি পছন্দ করে না।

---

১. সমাজতন্ত্রীদের মে দিবসের জবাবে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর আহবানে ৩১ মে ১৯৭০ সালে "শওকতে ইসলাম" দিবস বা "ইসলামী পুনর্জাগরণ" পালিত হয়। এদিন দেশের উভয় অঞ্চলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশাল বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।- (সংকলক)

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

প্রশ্ন ঃ আদর্শবাদী রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তাৎপর্য কি ?

উত্তর ঃ অনৈসলামিক আদর্শিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদৌ কোন ধারণাই নেই। সংবাদপত্র সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে। সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্যতম কথাও সংবাদপত্রে আসতে পারে না। কেউ চাতুর্যের সাথে কোন ভিন্নমত প্রকাশ করলে সেই তথাকথিত আদর্শিক রাষ্ট্রে তার স্থান পাগলা গারদে হয়।

ইসলামী আদর্শের অনুসারী রাষ্ট্রে এ ধরনের জবরদস্তীর কোন স্থান নেই। এখানে সংবাদ পত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তির যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্য গাল-মন্দ করার অনুমতি থাকবে না। এই অধিকার ইসলাম বিরোধীদেরও থাকবে না এবং থাকবে না ইসলামের পতাকাবাহীদেরও।

অপেক্ষার শেষ কোথায়

প্রশ্ন ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কবে বাস্তবায়িত হবে আর এই অপেক্ষা কবে নাগাদ শেষ হবে ?

উত্তর ঃ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী বিপ্লব তখনই আসতে পারে যখন সরকারের পরিবর্তন সাধিত হবে এবং রাষ্ট্রে ইসলামী বিপ্লব সূচীত হবে। সরকার পরিবর্তনের সুযোগ আসছে। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে ফায়সালা হয়ে যাবে যে, দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কাদের হাতে যাওয়া দরকার। যাঁদেরই হাতে ক্ষমতা আসবে, তাঁরা দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি তথা জীবনের প্রতিটি শাখায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করবে। যদি পূর্ব থেকেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে তাঁরা সেই ব্যবস্থাকেই যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দেবেন।

আমি ছাত্রদেরকে সর্বদা এই পরামর্শ দিয়ে এসেছি যেন তারা নিজেদের লেখাপড়ার প্রতি মনযোগ প্রদান করে এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে। কিন্তু এই পরামর্শ স্বাভাবিক অবস্থার জন্য। যদি কখনো এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন জাতির প্রতিটি সদস্যের জীবন বাজী রাখতে হয়। স্বয়ং কায়েদে আযম ছাত্রদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি পছন্দ করতেন না, কিন্তু যখন পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হলো এবং যখন তিনি অনুভব করলেন যে, এ মুহূর্তে পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম জাতির প্রতিটি সদস্যের কাজ করা প্রয়োজন, তখন তিনি ছাত্রদেরকেও এ আন্দোলনের সহযোগিতা করার আহবান জানান এবং তিনি ছাত্রদেরকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার নির্দেশ দেন। বাস্তবেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ছাত্রদের ত্যাগ অতুলনীয়।

রুচির পরিবর্তন কিভাবে

প্রশ্ন ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা পাঠ এবং রাজনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচনা করার প্রবণতা বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পেয়েছে। ফলে নিজেদের মৌলিক পুস্তকের সাথে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের এ রুচি (Taste) কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে ?

উত্তর : আপনারা এই রুচি (Taste) পরির্তন করবেন না, অবশ্য নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখবেন। এমন সময়ও আসে, যখন দেশের অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর রাখার জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রয়োজন আপনাদের সেই দায়িত্ব রহিত করে না, যাতে আপনারা নিজেদের মৌলিক কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। যদি এমনটি করেন, তাহলে আপনাদের আন্দোলন কোন ভ্রান্ত পথে চলে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তেমন পরিস্থিতি দেখা দিলে আপনারা দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়েও কোন ফলপ্রসু খেদমত আনজাম দিতে পারবেন না।

সহশিক্ষা

প্রশ্ন : আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনারা ইসলামের নামও নেন, আবার সহশিক্ষা প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়াও করছেন, আপনাদের ইসলাম কি আপনাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয় ?

উত্তর : সামাজিক অবস্থা বিকারগ্রস্ত হয়ে থাকলে যারাই এর সংস্কারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবে, তারা অবশ্যই সেই সমাজে থেকেই কাজ করবে। সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে তা সম্ভব নয়। শিক্ষিত সমাজে সংস্কারের কাজ করার জন্য আপনাদেরও শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। আর উচ্চ শিক্ষা আপনারা সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই গ্রহণ করতে পারেন, যেগুলো আমাদের দেশে বর্তমান রয়েছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন এই দায়িত্ব আপনাদের যে, আপনারা নিজেদেরকে যতটুকু সম্ভব বিকৃতি থেকে রক্ষা করবেন শরীয়াত যা দেখতে অপছন্দ করে, আপনারা তা দেখবেন না, তা যতই আকর্ষণীয় হউক না কেন। দৃষ্টি অবনত রেখে কাজ করুন, যদিও এর অর্থ নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে চলা, তথাপী বর্তমান অবস্থায় এর অর্থ দৃষ্টি রক্ষা করে চলাও ধরা যাবে। এটা তাকওয়ার বিরাট পরীক্ষা, যা নির্জন কক্ষে বসে থেকে সম্ভব নয়। এই যুগে কোন ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিকে রক্ষা করার কাজ করে তাহলে আমি বুঝবো যে সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় মুত্তাকী, যে সারাক্ষণ হুজরায় বসে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকে। যারা আপনাদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাদেরকে বলে দিন যে, এই বিকৃত সমাজে কাজ করার জন্য ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে থাকেন চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্র খুব উন্নতি লাভ করেছে, যদি আমাদের দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আমাদের দেশেরও প্রভূত উন্নতি হবে।

উত্তর : যদি কোন দেশের উন্নতিই সেই ব্যবস্থা গ্রহণের দলীল হয়ে থাকে তাহলে আমরা কেন চীনের পরিবর্তে জাপানের ব্যবস্থাকে গ্রহণ করব না ? জাপান

www.pathagar.com

চীন থেকে অনেক বেশী উন্নতি করেছে, এভাবে আমেরিকাও চীন থেকে অনেক বেশী উন্নতি করেছে। সে ব্যবস্থাই বা আমরা কেন গ্রহণ করবো না?

এ ধরনের কথা শুধু তারাই বলতে পারে যাদের নিজস্ব কোন জীবনাদর্শ এবং কোন জীবনপদ্ধতি নেই। প্রথমে এরা ইংরেজদের অনুকরণ করতো, এরপর আমেরিকা এলে তার পদাংক অনুসরণ করতে থাকে। আর এখন চীনের অনুসরণের জন্য কোমর বেঁধেছে। এদের চিন্তা করা উচিত যে, তাঁরা কোন লেজ কাটা জাতি নয় আল্লাহর রহমতে আমরা মুসলিম জাতি। পবিত্র কুরআনের মতো অতুলনীয় কিতাব আমাদের নিকট আছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর ন্যায় একজন "উসওয়ায়ে হাসানা" আমাদের পথ প্রদর্শক এবং ইসলামের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আমাদের সম্পদ। যদি আমরা সে অনুযায়ী দুনিয়ায় কাজ করতাম, তাহলে চীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকতো—"মাওবাদ" নয়।

সন্ত্রাস

প্রশ্ন ঃ দেশের ভেতর বেড়ে ওঠা সন্ত্রাস ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করেছে। ফলে তাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে, শক্তি প্রয়োগ করে তাদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এই ভুল ধারণা কিভাবে মুছে দেয়া যায়?

উত্তর ঃ সরকারের সীমাহীন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের নিয়ম হচ্ছে আপনাদের গ্রহণযোগ্য বক্তব্য যৌক্তিক প্রমাণাদী সহ উপস্থাপন করলে তাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না। উপরন্তু মনে করা হয় এরা শান্তি প্রিয় লোক, এদের দ্বারা সরকারের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির প্রতি কোন হুমকী আসতে পারে না। এ কারণে তাদের কথায় গুরুত্ব দেয়া হয় না। পক্ষান্তরে কিছু লোক যদি ভাংচুর ও শক্তি প্রয়োগ করতে করতে রাস্তায় নেমে আসে, তাহলে সরকার মনে করে হাঁ, এদের গুরুত্ব আছে, এদের কর্মসূচীতে দেশের শান্তি-শৃংখলা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ কারণে তাদের গ্রহণযোগ্য দাবী তো আছেই, অযৌক্তিক দাবীগুলোও মেনে নাও। এতে স্বস্তি আসুক। সরকারের এই নিয়ম-নীতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের অদূরদর্শীতার প্রমাণ। যদি তারা গ্রহণযোগ্য বক্তব্য যৌক্তিকভাবে মেনে নেয়, তাহলে অযৌক্তিক দাবী উত্থাপনের প্রশ্নই আসে না। অযৌক্তিক দাবী উত্থাপনকারীরা জাতির নৈতিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

বর্তমানে যদিও ভাংচুর আর শক্তি প্রয়োগের পথে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তথাপি আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আপনারা যৌক্তিকতার পথ কখনোই ত্যাগ করবেন না। কেননা শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই সমগ্র দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দেবে। যদি আপনারা দেশের ভবিষ্যতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চান তাহলে অযৌক্তিক পথে কখনো চলবেন না। ইনশাআল্লাহ্ আপনারা দেখতে পাবেন, যদি দেশে একটি গোষ্ঠী যৌক্তিকতার পথ ধরে চলতে থাকে, আর তারা যদি কখনো সে পথ থেকে বিচ্যুত না হয়, তাহলে অবশ্যই তারা সফল হবে। অযৌক্তিকতা

www.pathagar.com

তখনই সফল হয়, যখন যৌক্তিকতা নিষ্ক্রীয় থাকে। কিন্তু যৌক্তিকতা সক্রিয় হলে তারা অযৌক্তিক লোকদের ভীড় ঠেলে সামনে স্থান করে নেবে। এভাবে জাতির নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে কোন পথটি অবলম্বন করা দরকার আর কোনটা পরিত্যাগ করা উচিত। এইপথ পাওয়া যদিও ধৈর্য্যের ব্যাপার, তথাপি এটাই কল্যাণ ও সাফল্যের গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়।

ক্রীতদাস রাখার অনুমতি

প্রশ্ন : যেখানে ইসলাম সকল মানুষকে সমান বলে ঘোষণা দিয়েছে সেখানে ক্রীতদাস রাখার অনুমতি কেন দেয়া হলো ?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে খৃস্টান মিশনারীরা ইসলামের ব্যাপারে অনেকগুলো বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। ইউরোপের খৃস্টানরা নিজেরাই আফ্রিকার ক্রীতদাসদের ব্যবসা করে চলেছে, আর অপবাদ দিচ্ছে ইসলামকে। আসলে তাদের এই সব কথামালা নিজেদের চৌর্য বৃত্তিকে লুকানোর জন্য।

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে আরবদের গোটা অর্থনীতি ক্রীতদাস নির্ভর ছিল। তিনি (সা) এসেই সর্বপ্রথম যে বিপ্লবী কাজ করলেন, তাহলো ক্রীতদাস মুক্ত করাকে পুন্যের কাজ বলে ঘোষণা দিলেন। কারো কোন কাফ্ফারা দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে বলা হয়েছে ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম কাফ্ফারা। যেহেতু আরবের লোকেরা অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে ঈমান এনেছিল তাই তারা দলে দলে ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে শুরু করে দেয়। একা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ত্রিশ হাজার ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এমনিভাবে সমস্ত অবস্থা সম্পন্ন মুসলমান হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, সংখ্যক ক্রীতদাস নিজেরা ক্রয় করে করে মুক্ত করে দিয়েছেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত জাহেলী যুগের একটি ক্রীতদাসও আর অবশিষ্ট থাকেনি।

এবার ক্রীতদাসদের ব্যাপারে স্বয়ং ইসলামের বিধান সম্পর্কে জেনে নিন। ইসলাম শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দীদেরকে আটক রাখার অনুমতি দিয়েছে। তাদের ব্যাপারে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদের বিনিময় মূল্য নিয়ে ছেড়ে দেয়া, তৃতীয়টি একটু জটিল পদ্ধতি—অর্থাৎ যদি তাদেরকে কেউ মুক্ত না করে তাহলে তাদের জন্য দু'টি ব্যবস্থা সম্ভব, হয় তাদেরকে রাজনৈতিক বন্দী শিবির (Concentretion Camps) তৈরী করে তাদেরকে সেখানে পঁচে-গলে মরার জন্য রেখে দেয়া অথবা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে তাদেরকে ভাগ করে দেয়া। এবার আপনারাই ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন কোন্টা উত্তম পদ্ধতি ? রাজনৈতিক বন্দী শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া না লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া ? গত বিশ্বযুদ্ধে যেসব জার্মান যুদ্ধবন্দী ধরা পড়েছিল, আজ পর্যন্ত তাদের সঠিক হিসাব করা সম্ভব হয়নি এবং এটাও সঠিকভাবে জানা যায়নি যে, কার পরিণতি কি হয়েছে। জাপানী যুদ্ধবন্দীদের সাথেও একই আচরণ করা হয়েছে। রুশ ও জার্মানরাও প্রতিপক্ষের সাথে এমন আচরণটি করেছে। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রীতদাস রাখার অভিযোগ উত্থাপন

www.pathagar.com

করে থাকে, তাদের জিজ্ঞেস করুন, আজও মানুষ মানুষকে গোলামে পরিণত করছে কিনা ?

ইসলামী দলগুলোর বিভেদ

প্রশ্ন : ইসলামী দলগুলোর মধ্যে সাধারণত মতপার্থক্য ও বিভেদ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা কি হবে ?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে আপনাদের প্রথম কাজ হবে। বন্ধুভাবাপন্ন দলগুলোর মধ্যে যেসব মতভেদ রয়েছে, তা যেন আর বৃদ্ধি না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। হতে পারে আপনাদের উপর আঘাত আসবে, আপনাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কথা বলা হবে, এবং নূতন নূতন অভিযোগ উত্থাপন করা হবে। যদি আঘাতের জবাবে আপনারা প্রত্যাঘাত শুরু করেন, কথার জবাবে কথা বলেন, আর নূতন নূতন অভিযোগের পরিবর্তে আপনারাও যদি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করেন, তাহলে আপনারাও পার্থক্য বিভেদ আরও সম্প্রসারিত করার কাজেই নিয়োজিত হবেন। আপনাদের অবস্থা সেই শিশুর মতো না হওয়া উচিত। যে শিশু ছেঁড়া কাপড়ে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা আরো ছিড়ে ফেলে।

আপনারা নিরবিচ্ছিন্ন এবং আন্তরিকতার সাথে নিজেদের কাজ চালিয়ে যান। মুখ ফিরিয়ে কারো কথার জবাব দেবেন না। আপনাদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে লোকদের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে যত বেশী আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে, আশা করা যায়, মতপার্থক্য আর বিভেদ ততবেশী কমে যাবে।

জামায়াতের শাখা সংগঠন

প্রশ্ন : অনেকে প্রোপাগান্ডা করে থাকেন যে ইসলামী জমিয়তে তালাবা জামায়াতে ইসলামীর শাখা সংগঠন, এ ব্যাপারে আমরা কি জবাব দেবো ?

উত্তর : প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, একই উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে, তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে যেসব দুরভিসন্ধি করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এটাও একটি যে, এদের পরস্পরকে পরস্পরের শাখা বা একের মধ্যে অপরের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে ইত্যাদি বলা হয়। ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ এসব অপবাদে ঝালাপালা হয়ে নিজেদের মূল কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

যদি কিছু লোক আপনাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর শাখা সংগঠন বলেই থাকে তাহলে (বিচলিত না হয়ে) নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের কাজ করতে থাকুন। তাদের উস্কানীর প্রতিউত্তরে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। এখন তো অবস্থা এমন হয়েছে, যে কেউই ইসলামের নাম নিলে তাকে 'মওদূদী পন্থী' বলা হচ্ছে। আর কোন কাগজের টুকরোতে ইসলাম সম্পর্কে কিছু লিখা থাকলে তাকে নিশ্চিতই জামায়াতে ইসলামীর কাগজপত্র বলে ধরে নেয়া হয়। আমার বা জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতার অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম থেকেই হাত গুটিয়ে বসবে, এমন বুদ্ধিমান কে আছে ?

www.pathagar.com

আইনজীবীরা কি করবেন

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অপরাধ শেষ হয়ে গেলে আইনজীবীরা কি করবেন ? যেখানে আইন শিক্ষা আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারবে না, সেখানে আমরা কেন সে শিক্ষা গ্রহণ করবো ?

উত্তর ঃ এ একটির মজার প্রশ্ন। এ কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে তার অর্থ হবে, আইনজীবিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অধিক হারে অপরাধ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হোক।

একটি সভ্য সমাজে বসবাস করার জন্য আইন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা দরকার। ইসলামী পরিভাষায় এটাকে 'ফেকাহ্' বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ 'ফেকাহ্'শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করতেন। আপনারাও আইন বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করুন। তবে এই উদ্দেশ্যে নয় যে, অন্যায় অনাচার বন্ধ হয়ে গেলে আপনাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ফকীহ্গণ আল্লাহ্র রহমতে না খেয়ে মারা যেতেন না।

---

www.pathagar.com

আসর তেইশ : ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি

১৯৭২ ইং

বিভিন্ন উপলক্ষে মাওলানা মওদূদীকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। মাওলানা এসব প্রশ্নের যে জবাব দেন, পাঠকদের জন্য তা চিত্তাকর্ষক হবে বিবেচনা করে বর্তমান পর্বে তা সংকলিত হলো। ❑ কারাগারের অভিজ্ঞতা, ❑ দেশ বিভাগ পূর্বকালের অবিস্মরণীয় স্মৃতি এবং ❑ মাওলানার ছাত্রজীবন সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব এ পর্বে স্থান পেয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চিত্তাকর্ষক ঘটনা

প্রশ্ন ঃ বন্দী জীবনে কোন জেলখানা বা লাহোরের শাহী কেল্লাহর কোন চিত্তাকর্ষক ঘটনা ?

উত্তর ঃ জেল জীবনে আমার দু'টি চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে যখন আমাকে ফয়সালাবাদের (লায়ালপুর) একটি জেলে নজরবন্দী করা হয়েছিল। তখন একদিন হঠাৎ করে মূত্র পাথরীর কারণে পেশাব বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় ১৭/১৮ ঘন্টা বন্ধ থাকল। আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলাম যে, আমি এই জালিমদের নিকট চিকিৎসার জন্য দরখাস্ত করতে চাই না। তুমি হয় এটা বের করে দাও, না হয় সরিয়ে দাও। সেটা সরে গেল। দীর্ঘ বিশ বছর পর ১৯৬৮ সালে অপারেশন করে সেই পাথরটি বের করা হয়েছে। এই বিশ বছর পাথরটি আমাকে এক মুহূর্তের জন্য পীড়া দেয়নি। ডাক্তাররা অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলো, এতোবড় পাথর মূত্রনালীতে নিয়ে আপনি বিশটি বছর কিভাবে চলা ফেরা করেছেন ?

এমনিভাবে আমার পায়ের গোড়ালীর ঘা একজিমায় (Eczema) রূপারিত হলে সব ধরনের চিকিৎসা করা হলো ; ডাক্তারী, ইউনানী, এমনকি জোঁক পর্যন্ত লাগানো হলো। কোন ফল পাওয়া গেল না। এমন অবস্থায় আমাকে গ্রেফতার করা হয়, তখন পায়জামার পা জখমের উপরে তুলে রেখে পরতে হতো। আমাকে লাহোরের শাহী কিল্লায় (যার এক অংশ জেলখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো) আটক রাখা হলো। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম, এই জালিমদের নিকট আমি আবেদন নিবেদন করতে চাই না। তুমি নিজেই এর চিকিৎসা করে দাও। অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানীতে এই ঘা ক্রমান্বয়ে শুকাতে লাগলো, এক পর্যায়ে ঐ স্থানের চামড়ায় একজিমার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেলো। কোন কোন বিশেষ সময়ে মানুষের দোয়া তীরের গতিতে আল্লাহ্র দরবারে পৌছে যায়।

দেশ বিভাগ অবিস্মরণীয় ঘটনা

প্রশ্ন ঃ মাওলানা ভারত বিভাগের সময় আপনার সম্মুখে ঘটে যাওয়া কোন অবিস্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করুন।

উত্তর ঃ দারুল ইসলামে (পাঠানকোট ঃ ভারত) মোট পঁচিশ জন লোক ছিল। আমাদের সফর শুরু হচ্ছিল। দারুল ইসলামকে আমরা সফরের প্রাথমিক ঘাঁটি (Base) হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছিলাম। আমাদের চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত শিখ এবং হিন্দু জনবসতি ছিল, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। এছাড়া এ অঞ্চলে বসবাসরত মুসলমানেরা সবদিক থেকে দুর্বল ছিল। দু'একজন ছাড়া তাদের আর্থ-সামাজিক কোন অবস্থান ছিল না।

ভারত বিভাগের অশান্ত দিনগুলোতে দেশের যা অবস্থা ছিল, তা সকলের জানা। এমন কোন অঞ্চল ছিল না, যেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা তার প্রভাব বিদ্যমান ছিল না। পাঠানকোটেও সে ছোঁয়া লেগেছিল। এখানকার আকাশে-বাতাসে বল্লম-বর্শার ঝন্‌ঝনানী শোনা যাচ্ছিল। এই অগ্নিকুন্ডসম অবস্থায়ও আমরা ১৯৪৭ সালের মে মাসে

www.pathagar.com

দারুল ইসলামে একটি জনসভা করি। যেখানে আশ্‌পাশের মুসলমান, হিন্দু এবং শিখদেরকে দাওয়াত করা হয়। সভায় তাদেরকে বলা হলো, আল্লাহ্ তাআলা বৃটিশ সম্রাজ্যের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে যে নেয়ামত দান করেছেন, এ সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়া সে নেয়ামতের সাথে অকৃতজ্ঞতার শামিল। আল্লাহ্‌র যমিনে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি স্বাধীনতার নেয়ামত ছিনিয়ে নেবেন এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের জন্য পৃথিবীকে সংকীর্ণ করে দেবেন। এই বক্তৃতা পরে 'ভাঙ্গা ও গড়া' নামের পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই বক্তৃতা এবং সমাবেশের ফলে দাঙ্গা কিছুদিনের জন্য থমকে দাঁড়ালো। পরিস্থিতির যে অবনতির আশঙ্কা ছিল, তা থেমে গেল।

আমাদের সাথীরা আশ্‌পাশের গ্রামে গিয়ে লোকদেরকে বুঝাতো, সংখ্যালঘু মুসলমানরা সংখ্যাগুরু ধনী হিন্দু ও শিখ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, আমাদের সাথীরা তাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হলো। এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত খুন-খারাবী বন্ধ রইল। অবশেষে একদিন সমগ্র ভারতে সর্বগ্রাসী দাঙ্গা-হাঙ্গামা এই অঞ্চলটিকেও উত্তেজিত করে তুলল। রেল যোগাযোগ বন্ধ, ডাক ব্যবস্থা অচল, তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠলো এবং ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ফলে যেসব দুর্বল মুসলমান ঐ অঞ্চলে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছিল, তারা প্রতিবেশীদের নৃশংসতার আতংকে দিশেহারা হয়ে পড়ল। চারিদিক থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল, দারুল ইসলামবাসী আমাদের রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে আমাদের লোকজন যেখানেই গিয়েছে, সেখান থেকেই অবরুদ্ধ লোকদের উদ্ধার করে নিরাপদে দারুল ইসলামে নিয়ে এসেছে। এভাবে দু'আড়াই হাজার মানুষ সমবেত হয়ে গেল। এদিকে আমরা পঁচিশ জন এদের সকলের প্রহরী (Guards) হয়ে গেলাম। এছাড়া যারা এখানে আসছিল, তারা নিজেরা এতই শংকিত ও বিচলিত ছিল যে, নিজেদের হাত, পা, মন-মানস কোন কিছুর উপরই তাদের আস্থা ছিল না, যেন এসব অবশ হয়ে পড়েছে। আমরা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তাদের অস্থিরতা এবং মানসিক বিপর্যস্ততা এমন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল যে, কোন ধরনের প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধের সাহস তারা হারিয়ে ফেলেছিল। এদিকে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে সকল ধরনের বিপদ মোকাবিলা করার জন্য সংকল্প করে বসেছিলাম।

অবস্থার অবনতির সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, গুরুদাসপুর জেলা ভারতে থেকে যাবে। আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, জীবন দেবো কিন্তু এভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবো না। যে ভাবে সাধারণ লোক মারা যাচ্ছে। সন্ত্রাসী গুন্ডারা দল বেঁধে নিরীহ নিরস্ত্র দুর্বল লোকদের ওপর হামলা করে নৃশংসভাবে হত্যা করছে। সেটা আমরা বিনা প্রতিরোধে হতে দেবো না।

আমাদের নিকট মোট তিনটি বন্দুক (Rifales) ছিল। এরমধ্যে একটি অকেজো। আমরা পরিখা খনন করে ব্যূহ রচনা করে নেই। সেখানে বসেই বর্শা-বল্লম ইত্যাদি তৈরি করে নেই। এভাবে আমরা পঁচিশ জন লোক সকল পরিস্থিতি

www.pathagar.com

মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলাম, খবর পাওয়া গেলো, আজ রাতে আক্রমণ হবে, আমরা প্রতিরোধের সকল প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। পঁচিশ জনের এই বাহিনীতে কোন কোন সাথীর পুরো পরিবারটাই ছিল। সকল মহিলাকে একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হলো। তাদেরকে বলা হলো আমাদের সকলের লাশ অতিক্রম করেই কেবল আক্রমণকারীরা এখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। এছাড়া তাদের নিকট কেরসিন তেল ও বাঁশের মাথায় কাপড় বেঁধে রেখে দেয়া হলো যেন প্রয়োজনে এতে অগ্নিসংযোগ করে বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে এবং ইজ্জত আবরু নিয়ে শহীদ হতে পারে। এ অবস্থায় শত্রুরা তাদেরকে শুধু হত্যা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সেই বিভীষিকাময় রাতটি ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। পরের দিন ভোরে এলাকার পুলিশ অফিসার এলো। সে শিখ ছিল। দারুল ইসলামের পথে যে স্থানে রেল লাইন অতিক্রম (Cross) করেছে, আমরা সেখানে একজন পাহারাদারকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি, যেন কেউ ভেতরে আসতে না পারে। দারুল ইসলামে আসার এই একটাই পথ ছিল। পাহারাদার শিখ পুলিশ অফিসারের পথ রোধ করে বললো, "আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না।" পুলিশ অফিসার বললো, "তাঁর (মাওলানা মওদূদী) নিকট জিজ্ঞেস করে নিন।" যাই হোক আমি তাকে ভেতরে ডেকে পাঠালাম। তবে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখলাম, যদি সে কোন ধরনের আজেবাজে আচরণ করে তাহলে সাথে সাথে গুলী করে দেবো। আমি তখন বন্দুক হাতেই বসে ছিলাম। সে এদিক সেদিক তাকালো। পরিখাগুলো দেখলো। আমার হাতে বন্দুকও দেখলো এবং চিন্তা করতে লাগলো। সে অস্ত্র সমর্পণ করতেও বললো না। অন্য কিছুও করতে বললো না। শুধু এতটুকু উচ্চারণ করলো, "আপনারা প্রতিরক্ষার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন"।

আমি উত্তর দিলাম, "একশো ভাগ সত্য! আমরা কাউকে আক্রমণ করবো না, তবে আক্রমণকারীদের ভয়ে ভীত নই। আমরা একেক জন দু'জনকে না মেরে মরবো না।"

সে এসব শুনে ফিরে গেলো। সম্ভবত এই উত্তরের কারণেই তারা আমাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রইল। সব মিলিয়ে এদিনগুলো এমন ছিল যে, প্রতিটি মুহূর্তে সংঘর্ষ এবং খুনের সংবাদ আসছিল। সীমান্ত কমিশন (Boundary Commission) ১৯৪৭ সালের ১৮ই আগস্ট গুরুদাসপুর জেলাকে ভারতের নিকট হস্তান্তর করে দেয়। ফলে দারুল ইসলামও হিন্দুস্তানে পড়ে গেল। এ সময় অবস্থা এত খরাপ ছিল যে, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আমরা চতুর্দিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিলাম। প্রতিটি মুর্হূত এক গভীর অন্ধকারে কাটছিলো। বার দিন এই অবস্থায় অতিবাহিত হয়। ৩০ আগস্ট সীমান্ত প্রহরীদের একটা গাড়ীর বহর (Convoy) এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। আমরা সর্বপ্রথম মহিলা ও শিশুদেরকে পাঠিয়ে দেই। পরে ঐ দিনই অর্থাৎ ৩০ আগস্ট আমরাও সেখান থেকে রওয়ানা হই এবং পাকিস্তান পৌঁছে যাই।

www.pathagar.com

সে সময় আমি অনুভব করেছি, ফেরেশ্‌তারা আমাদেরকে হেফাজত করছে, কয়েক বার মনে হয়েছে মধ্যবর্তী পর্দাটা সরে গেলেই সেসব ফেরেশ্‌তাদের দেখতে পারতাম, যারা আমাদেরকে সংঘর্ষ এবং রক্তপাত থেকে রক্ষা করছে।

কুরআন মজীদের সাথে সম্পর্ক

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদের সাথে আপনার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন্ বিশেষ কার্যকারণের প্রভাব রয়েছে? আর কিভাবে এই সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছে?

উত্তর ঃ আমার বুদ্ধি হবার পর থেকে আমি অনুভব করতে থাকলাম যে, "আমি মুসলমানের ঘরে জন্মেছি বলে মুসলমান—এটাতো কোন ধর্ম হতে পারে না। হিন্দুর ঘরে জন্ম বলে সে হিন্দু। একজন মানুষ কোন কিছু যদি মানে, তাহলে বুঝে শুনে মানা উচিত। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে এক সময় আমার জন্য খুব কঠিন মুর্হূত অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ, আখেরাত, রিসালাত, ওহী, এসব কিছুর ব্যাপারেই আমি সন্দিহান ছিলাম। ছোটকাল থেকে আব্বা-আম্মা যেসব বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন, তাও ছুটে যেতে লাগলো, অন্ধ অনুকরণ মনে করে। এরপর আমি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন শুরু করি। এ ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গী পক্ষপাতহীন এবং অন্ধ অনুকরণের প্রভাব মুক্ত ছিল। অবশেষে আল্লাহর পথ প্রদর্শন এবং সেই অধ্যয়নের ফলে আমি বুঝতে পেরেছি যে, দ্বীনে হক একমাত্র ইসলাম। কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। মুহাম্মাদ (সা) শেষ নবী। পরকাল অবশ্যম্ভাবী এ কারণে আমি বলি, প্রকৃতপক্ষে আমি একজন নওমুসলিম।"

বেশী তিলাওয়াতের সূরা

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! আপনি কুরআন মজীদের কোন্ সূরাগুলো সাধারণত বেশী তিলাওয়াত করে থাকেন?

উত্তর ঃ রসূল (সা)-এর হেদায়াত অনুযায়ী আমি সূরা কাফেরুন, সূরা এখলাছ, সূরা ফালাক, সূরা নাস, নিয়মিত তিলাওয়াত করে থাকি। অবশিষ্ট কুরআন মজীদের কোন বিশেষ সূরাকে অন্য সূরার উপর অগ্রাধিকার দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, এর প্রতিটি আয়াত প্রতিটি সূরাই চিত্তাকর্ষক।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! আপনার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ মরহুম আব্বাজান আমার লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ নজর দিতেন, তিনি আমার ভাষা এবং আমার চারিত্রিক মান পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বানানোর জন্য সীমাহীন চেষ্টা করতেন। তিনি রাতে পয়গম্বর (আ)-দের কাহিনী, ইসলামের ইতিহাস, উপমহাদেশের ঘটনাবলী এবং শিক্ষামূলক গল্প আমাকে শুনাতেন। তিনি আমার অভ্যাসের উপর কড়া দৃষ্টি রাখতেন। একবার আমি ঝি এর ছেলেকে মেরেছিলাম। তিনি সেই ছেলেটিকে ডাকিয়ে এনে আমাকেও মারার জন্য তাকে বললেন। এথেকে আমি এমন শিক্ষা পেয়েছি যে, সারা জীবনে আর কখনো আমার হাত অধীনস্তের গায়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

আরবী আমি ঘরে পড়েছি। স্কুল-কলেজে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করেছি। ছাত্র জীবন শেষে প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেছি। ছাত্র জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা আমার স্মরণ নেই। আমি একজন মধ্যম-মেধার ছাত্র ছিলাম। আমার মনে কখনো ভবিষ্যতের কোন মনোরম পরিকল্পনা তৈরী হয়নি। ইতিমধ্যে আমার এই ধারণা অবশ্য জন্মেছিল যে, আমার মধ্যে লেখার যোগ্যতা রয়েছে।

যখন আমি কলেজের শিক্ষা শেষ করি তখন আমার বয়স ১৬/১৭ বছর ছিল। এ সময় আমি যা কিছু পেয়েছি পড়ে ফেলেছি, যে কোন বিষয় যে কোন শিরোনামের বই পড়ে ফেলি। যাকে বলা যায় 'ভবঘুরে পাঠ'। এই ভবঘুরে পাঠের ভয়ংকর পরিণতি দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগলো। সংশয় ও সন্দেহের ফলে, ঈমান ও একীনের ভীত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝে আসতো না। সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাসকে অযৌক্তিক ও দুর্বোধ্য মনে হতো। এক-দেড় বছর পর্যন্ত এ অবস্থাই চলতে থাকলো। কিন্তু আল্লাহর রহমতে এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। আরবীর উপর বিশেষ দখল ছিল বলে আমি কুরআন ও হাদীসে রাসূল সরাসরি অধ্যয়ন শুরু করি। গভীর তত্ত্ব-তথ্য উন্মোচিত হতে লাগলো। অবিশ্বাসের মেঘ কেটে যেতে শুরু করলো। এ সময় বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে এক ধরনের তৃপ্তি অর্জিত হলো। প্রকৃতপক্ষে এবার আমি ইসলামকে গভীর চিন্তা-ভাবনা সহকারে গ্রহণ করলাম। এর সত্যতার উপর পরিপূর্ণ এবং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এ অধ্যয়নকালে আমার মন-মানসকে পরিপুষ্ট করার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র), ইবনে কাইয়েম (র) এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (র)-এর গ্রন্থরাজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর চব্বিশ : পাঞ্জাব জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে

আগস্ট ১৯৭২ ইং

১৯৭২ সালের ১৭—২৩ আগস্ট ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাঞ্জাব প্রদেশে ৭দিন ব্যাপী শিক্ষা শিবিরে মাওলানা কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ❑ ইসলামী প্রশিক্ষণের দাবী, ❑ ইসলামী আন্দোলনের শর্টকাট পথ ❑ জামায়াতের আত্মনির্ভরশীলতা, ❑ গালীর জবাব, ❑ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, ❑ মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিরোধিতা, ❑ নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা শ্রোতাদের যেসব প্রশ্নের জবাব দেন বর্তমান পর্বে তা সংকলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী প্রশিক্ষণের দাবী

প্রশ্ন : ইসলামী প্রশিক্ষণের দাবী কি কি ? এ প্রসঙ্গে কিছু হিদায়াত দিন।

উত্তর : এই প্রশ্নটা ব্যাপক ব্যাখার দাবীদার। এখানে এতটুকু জেনে নিলেই চলবে যে, ইসলাম আমারা যে উৎস থেকে পেয়েছি, সেদিকে মনোনিবেশ করানোটাই হচ্ছে ইসলামী প্রশিক্ষণ। সর্বপ্রথম আমরা যে উৎস ধারা থেকে ইসলামকে পাই তা হচ্ছে কুরআন মজীদ যা কিনা আল্লাহ তায়ালা আমাদের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। তাকে আমরা যত বেশী করে বুঝতে পারবো, যত বেশী এর তাৎপর্য উপলব্ধী করতে পারবো, আমাদের ঈমান ততবেশী সুদৃঢ় হবে। আমাদের আকীদা পরিশুদ্ধ হবে, আমাদের চরিত্রও সংশোধিত হবে এবং ব্যাপকহারে কাজ করার পদ্ধতি আমাদের করায়ত্ব হবে। এছাড়া ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে রসূল (সা)-এর জীবনাদর্শ, তাঁর (সা) সুন্নত, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তাঁর (সা) সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন। এসব কিছু আপনাদেরকে হিদায়াতের আলো দান করবে। এর চর্চার মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমানের কর্মসূচী কি হবে, মুসলমানের জীবন কি রকম হওয়া দরকার, কোন্ কোন্ বিষয় থেকে মুসলমান বিরত থাকবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়কে মুসলমান আঁকড়ে ধরবে, কোন্ কোন্ সদগুণ নিজেদের মধ্যে লালন করবে আর কোন্ কোন্ খারাপ জিনিস থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে হবে, ইসলামী প্রশিক্ষণ পেতে হলে সেই উৎস থেকেই পেতে হবে। পবিত্র কুরআন মজীদ থেকে আপনারা যত বেশী লাভবান হতে পারেন হতে চেষ্টা করুন।

শর্টকাট ইসলামী বিপ্লব

প্রশ্ন : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের পর কিছু লোক ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। গণতন্ত্রের দীর্ঘপথ অতিক্রম না করে কোন সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশে দ্রুত ইসলামী বিপ্লব সাধনের আকাঙ্খা তাঁরা পোষণ করেন।

উত্তর : শর্টকাট পথ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিরা জামায়াতে ইসলামী ত্যাগ করে অন্য কোন দল গঠন করুন এবং নিজেদের সংক্ষিপ্ত পথে অগ্রসর হয়ে দেখুন। জামায়াতে ইসলামী মূর্খের মতো কোন কাজ করতে পারে না। যে পথে আমরা চলছি সে পথে সংক্ষিপ্ততার কোন সুযোগ নেই। এটা একটি দীর্ঘ পথ। পরিশ্রমের পথ, জীবন বাজী রাখার পথ, আল্লাহ্র অশেষ রহমত যে, আমরা মাঝারী ধরনের শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক পরিবর্তনে অনেকাংশে সাফল্য অর্জন করেছি। সাধারণ মানুষের মানসিক পরিবর্তন বর্তমানে আমাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা তাদের মধ্যে অজ্ঞতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে আছে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী জীবন-পণ সাধনা করতে হবে। গত সাধারণ নির্বাচনে যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের ভোটাধিকার অপাত্রে প্রয়োগ করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ফলাফলের কারণ হচ্ছে অশিক্ষিত মূর্খ

www.pathagar.com

লোকেরা নিজেদের ভোটাধিকারের অপপ্রয়োগ করেছে। (এখানে হঠাৎ কথার মাঝে একজন শ্রোতা বলে উঠলো জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার জন্য এখন জামায়াতে ইসলামীকে অধিকতর গণমুখী জামায়াতে ইসলামী হতে হব। এক কথায় শ্রদ্ধেয় মাওলানা নিজের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বললেন) জামায়াতে ইসলামী যতটুকু গণমুখী আছে, ততটুকুই থাকবে। এর চেয়ে বেশী গণমুখী হতে পারে না। যদি আপনারা এটাকে সার্বজনীন জামায়াতে ইসলামীই বানাতে চান, তাহলে একে আর জামায়াতে ইসলামী নাম দেয়ার কি প্রয়োজন ? একে মুসলিম লীগ নামেই ডাকতে পারেন। এই জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের তৎপরতার ফলে ভবিষ্যত প্রজন্মের সংশোধন প্রচেষ্টার কাজ একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে। এটা যদি না হতো তাহলে আপনারা এই জামায়াতেও নানান ধরনের বুলি শুনতে পেতেন, যেমন অন্যান্য দলে আপনারা শুনতে পান। এছাড়া আপনারা দেখতে পাবেন যে, একই দলের নামে লোকেরা বিভিন্ন পথে চলছে। আপনারা তো মুসলিম লীগের পরিণতি দেখেছেন। এখান থেকে আওয়ামী লীগ বের হয়েছে। তিন তিনটি মুসলিম লীগ হয়েছে। এরই ভেতর থেকে রিপাবলিকান পার্টি হয়েছে, না জানি আরো কত কি দল বের হয়েছে। এসব কিছুই হয়েছে মুসলিম লীগের সার্বজনীন দল হওয়ার ফলশ্রুতিতে। আমরা জামায়াতে ইসলামীকে কখনোই এ ধরনের 'গণ' জামায়াত বানাবো না। জামায়াতে ইসলামী যে উদ্দেশ্যে কাজ করছে, তা হাসিলের জন্য এখানে শুধুমাত্র সেই সব লোক কাজ করবে যারা ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ মেনে চলবে। যদি জামায়াতে ইসলামীর দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তাহলে ফলাফল এমন হবে যে, মুসলমানের নামে সকলেই এর মধ্যে শামিল হবে এবং সেইসব কাজই করবে, অন্যান্য মুসলমানরা দুনিয়া ব্যাপী যা কিছু করছে। আমরা চাই, যে ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামীতে আসবে, সে যেন বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসারী হয়। চিন্তা-ভাবনা করে ঈমান আনে। এসব কিছুর পর সে কোন একটি সাংগঠনিক শাখার অধীনে কাজ করবে। এই সংগঠনের মধ্যে যে ব্যক্তিই কাজ করতে চায়, তাকে ব্যক্তিগত আকাঙ্খা (Personal Ambitins) মন থেকে বের করে দিতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ, নিজের ব্যক্তিত্বের কবর রচনা করা, অথবা সমস্ত কিছুর কুরবানী করার জন্য এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে একটি সংগঠনের অধীনে কাজ করার জন্য তৈরী হতে হবে। সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো যে কোন ধরনের তৎপরতা প্রকৃতপক্ষে এই সংগঠনে গুনাহের কাজ। যত খারাপ অবস্থা হোক না কেন যদি আমরা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করতে পারি তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবেই।

কর্মীদের অভিযোগ

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অভিযোগ রয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী নিজেই আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কেন ময়দানে আসে না। বরং কেন সে অন্যান্য দলের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে ? এতে ফল এটা হয় যে, সংগ্রাম-সাধনা জামায়াতের কর্মীরা করে আর সুনাম কুড়ায় অন্যরা।

www.pathagar.com

উত্তর ঃ রাজনৈতিক কারণে জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য দলের সাথে এক মঞ্চে আসা এবং বিক্ষোভ-মিছিলে অংশগ্রহণ করা লোকদের নিকট অসহনীয় মনে হয় হওয়া উচিত। এসব ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে, কিছু কিছু বিষয়ে অন্যদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, নিজস্ব কর্মপদ্ধতি রয়েছে সে অনুযায়ী আমরা নিজেদের সমাবেশ নিজেরাই করে থাকি এবং করতে থাকবো। যদি কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন বা মিছিল করতে হয়, তাহলে নিজেরাই করবো। কিন্তু দেশ ও জাতির বিভিন্ন বিষয়ে কোন কোন সময় আপনাদেরকে অপরাপর দলের সাথেও মিলিত হতে হবে। আপনারা নিজেদেরকে একটি গন্ডীর মধ্যে অবদ্ধ করে সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবেন তা ঠিক নয়। অবশ্য আমরা প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট সীমানার ব্যাপারে সর্তক ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকবো, যাতে করে আমরা এমন সম্মিলিত আন্দোলনে না যাই, যার ফলাফল আমাদের উদ্দেশ্যের বিপরীতে থাকবে। সর্বোপরী আমরাও মানুষ, আর মানুষের দ্বারা কখনো কখনো ভুলও হয়ে যেতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের সর্তকতার পরও বিভিন্ন সময় বিপরীত ফলাফল হয়েছে। আগামীতেও ভুল হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। এরপরও আমরা পূর্ণ সতর্কতার সাথে কাজ করে যাচ্ছি।

গালির জবাবে ঘুসি

প্রশ্ন ঃ অনেকে আপনাকে গালি দেয় আর আপনি আমাদেরকে প্রতি উত্তরে গালি দিতে বারণ করেন। আমরা গালি নাইবা দিলাম, ঘুসি মেরে তো জবাব দিতে পারি?

উত্তর ঃ (এই আকর্ষণীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুচ্‌কী হেঁসে বললেন) পবিত্র কুরআন মজীদের এ ব্যাপারে হিদায়াত হলো جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا "তোমাদের সাথে যতটুকু খারাপ ব্যবহার করা হয় ততটুকুই তোমরা কর।" আপনারা তার দশগুণ খারাপ আচরণ করতে চান, তাইনা? গালির মোকাবিলায় মুসলমানদের কাজই হচ্ছে ছবরের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া। মক্কার লোকেরা রসূল (সা)-এর ব্যাপারে যেসব অন্যায় আচরণ করেছিল, আবু জেহেলেরা, ইয়াহুদীরা, মোনাফেকরা এবং আরবের মুশরিকরা তাঁর (সা) সাথে যেসব বাড়াবাড়ি করেছে সেসবের মোকাবিলায়ও তিনি (সা) ছবর অবলম্বন করেছেন। সে তুলনায় তো আমাকে কোন গালিই দেয়া হয়নি। এই ছবরের গুণ তাঁকে (সা) অন্যান্যদের মধ্যে চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছে। রসূল (সা)-এর অনুসরণের মাধ্যমে আমাদেরকেও ছবর অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। এটাই সেই জিনিস, যা আমাদের অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। এটাই সেই জিনিস, যা আমাদের ও গালিদাতাদের মধ্যে ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যুব সমাজের কর্তব্য

প্রশ্ন ঃ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং আপন লোকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দেশের অর্ধেক তো হাত ছাড়া হয়ে গেছে। দেশের (অবশিষ্ট) অংশেও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে যুব সমাজের কর্তব্য কি?

www.pathagar.com

উত্তর : এটা ভালোভাবে মনে রাখবেন, কোন দেশ বা কোন জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ততক্ষণ পর্যন্ত সক্রিয় হতে পারে না, যতক্ষণ না সে দেশ বা সে জাতির মধ্যে এমন লোক পাওয়া যাবে, যারা ঐ ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যদি এমন লোক ভিতর না থাকে তাহলে বাইরের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। আমাদের মধ্যে সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলোর কারণে ধরে নিতে হবে যে, এখানে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র সক্রিয় রয়েছে। যদি আমরা চেষ্টা করি নিজেদের জাতির চিন্তা-চেতনা পরিশুদ্ধ করি তার জীবন পদ্ধতি পরিবর্তন করি, তাদেরকে যদি নিজেদের নেতা ও রাষ্ট্র পরিচালক বাছাই করে নেয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে তেমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কিছুই করতে পারে না। এদেশে মুসলমানদের ও অমুসলমানদের মধ্যে নিজেদের চিন্তাধারা প্রচার করার জন্য এখন আমাদের সার্বিকভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। বিষয়টা শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এরপর এদেশে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এ কাজে যতবেশী বিলম্ব হোক তাতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু মূল কাজ যেভাবেই হোক করেই যেতে হবে।

মাদ্রাসার শিক্ষকদের অসন্তুষ্টি

প্রশ্ন : আমাদের আরবী মাদ্রাসাগুলোর কোন কোন শিক্ষক মহোদয় ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততাকে খারাপ মনে করেন। কখনো কখনো এ বিষয়ে তাঁদের সাথে বিতর্ক হয়ে গেলে তাঁরা অভিশাপ দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো আন্দোলনের কাজের চাপে পড়া-লেখার কিছুটা অসুবিধা হলে তাঁরা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের বিরোধিতার ফলে আমরা কি শরীয়তের দিক থেকে পাকড়াও-এর মুখোমুখী হবো ? এ অবস্থা থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনকে আন্দোলনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলে আমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট পাকড়াও হবো ?

উত্তর : আপনারা এই প্রশ্নকে তিন ভাগে ভাগ করে নিন। প্রথমত যদি আন্দোলনের কাজ আপনাদের লেখা-পড়ার জন্য প্রতিবন্ধক হয় এবং এ অবস্থায় আপনাদের উপর শিক্ষকদের অসন্তুষ্টি একেবারেই স্বাভাবিক। কারণ কোন শিক্ষকই তাঁর ছাত্রের লেখা-পড়ায় কোন ধরনের দুর্বলতা ও অবনতি পছন্দ করবেন না এখন আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আন্দোলনের কাজও করবেন এবং সকল বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম অনুযায়ী লেখা-পড়ার দায়িত্ব সমাপণ করবেন। যদি আপনারা আন্দোলনের জন্য লেখা-পড়ার ক্ষতি করেন, স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষক আপনাদের উপর অসন্তুষ্ট হবার অধিকারী।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে "কথায় কথায় শিক্ষকের সাথে বির্তক হয়ে যায়। যে কারণে তারা অভিশাপ দেন।" প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা তাঁদের সাথে বিতর্কেই বা কেন জড়াবেন ? এমনটি করার প্রয়োজনই নেই। যদি কোন শিক্ষক এটা বুঝতে চায় যে,

www.pathagar.com

আপনাদের আন্দোলনটা কি; তাহলে তাঁকে বলে দিন আপনারা এবং আপনাদের আন্দোলন কোন্ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তৎপর। যদি তাঁরা এর বিরুদ্ধে কিছু বলেন, চুপচাপ শুনে থাকবেন। যদি তাঁদের কথা ভুল বুঝাবুঝির ফসল মনে হয় এবং তাঁরা তা বুঝতে চান, তাহলে আপনারা প্রকৃত সত্যকে সামনে নিয়ে আসুন। যদি তাঁরা বুঝার চেষ্টা না করেন এবং অযথা উত্তেজিত হয়ে আপনাকে উল্টাপাল্টা কথা শুনানো শুরু করেন তাহলে ছবরের সাথে শুনে নিন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন না। বির্তক ইসলামী আন্দোলনের কোন পদ্ধতি নয়।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশ হচ্ছে যে, কিছু কিছু শিক্ষক এমন আছেন, যাঁদের নিকট এই আন্দোলন আগাগোড়াই অসহনীয় ছিল, তাঁরা পুরো কাজটাকেই খারাপ মনে করেন, এ প্রেক্ষিতে আমি বলবো যে, আপনারা তাঁদের নিকট শুধু লেখা-পড়া করুন। কিন্তু যে জিনিস আপনাদের নিকট সত্য আর এর সত্যতা আপনারা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছেন, এর সত্যতা সম্পর্কে আপনার মন পূর্ণভাবে তৃপ্ত, তাই সে কাজ আপনারা অব্যাহত রাখুন। এমন সব ব্যক্তিবর্গের সাথে মনোমালিন্য করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা নিরিবিলি লেখা-পড়া করতে থাকুন। প্রকৃতপক্ষে এটা আপনাদের নয়, স্বয়ং সে সব শিক্ষকের সমস্যা। তাঁরা নিজেদের এই ধরনের কর্মতৎপরতার জন্য আল্লাহর নিকট কি জবাব দেবেন।

বেআইনী পদ্ধতিতে বিপ্লব

প্রশ্ন ঃ বর্তমান ব্যবস্থায় আইনানুগ পদ্ধতিতে বিপ্লব সাধন কি অসম্ভব নয়? কেননা যাদের সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তারা নিজেরাই বেআইনী পদ্ধতি অনুসরণ করছে?

উত্তর ঃ ধরুন অনেক লোক একত্রিত হয়ে নিজ নিজ স্বাস্থ্য নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে তাহলে কি তাদের দেখাদেখি আপনি নিজেও নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করার প্রচেষ্টা শুরু করে দেবেন?

বেআইনী কাজ করে মারাত্মক অন্যায় করা হয়েছে, সে পথ অবলম্বন করলে আমরাও অন্যায় করবো। বেআইনী পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য দু'টো পরিস্থিতি রয়েছে, একটা প্রকাশ্য আরেকটা গোপন। আপনারা দেখুন, উভয় পরিস্থিতিতে কি কি পরিণতি আসতে পারে? প্রকাশ্যভাবে বেআইনী কাজের মাধ্যমে যে পরিবর্তন সাধিত হবে, তা বেশী খারাপ হবে। এমন তৎপরতার মাধ্যমে পুরো জাতি আইন ভঙ্গ করার প্রশিক্ষণ লাভ করে। এরপর শত বছর ধরে জাতিকে আর আইনের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারবেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষে আইন অমান্য করাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে ছিল। এর কুপ্রভাব এখন দেখা যায়। আজকে পঁচিশ বছর পরও জনগণকে আইনের অনুগত করা যাচ্ছে না।

যদি গোপনভাবে বেআইনী তৎপরতা শুরু করা হয় তবে তার ফলাফল আরো ভয়ানক হতে পারে। গোপন সংগঠনগুলোতে কয়েকজন ব্যক্তি সর্বময় ক্ষমতার

www.pathagar.com

অধিকারী হয়ে বসে এবং সমস্ত সংগঠন বা পুরো আন্দোলন তাদেরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাদের সাথে মতবিরোধকারীদেরকে সাথে সাথেই শেষ করে দেয়া হয়, তাদের দৃষ্টিতে দ্বিমত প্রকাশকে মারাত্মকভাবে অপছন্দ করা হয়। এবার আপনারাই চিন্তা করুন এই কয়েকজন ব্যক্তি যদি ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হয়, তাহলে সে কি সাংঘাতিক ধরনের একনায়ক প্রমাণিত হবে। যদি আপনারা একজন একনায়ককে সরিয়ে আরেক জন একনায়ককে ক্ষমতায় বসান, তাহলে তাতে জনগণের কি কল্যাণ সাধিত হতে পারে?

আমার পরামর্শ সবসময় এটাই ছিল যে, যদি আপনাদেরকে ক্ষুধার্তও থাকতে হয়, যদি গুলীর সম্মুখীনও হতে হয়, তথাপী ধৈর্যের সাথে সহ্যের সাথে, প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে নিজেদের সংস্কার আন্দোলনকে আইন-শৃংখলা এবং নৈতিকতার সীমার মধ্যে পরিচালিত করতে থাকুন। স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর কর্মসূচীও প্রকাশ্য এবং খোলাখুলি আহবানের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। আমি সবসময় এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। প্রথম কয়েক বছর আমাদের উপর একের পর এক বেআইনী আক্রমণ হতে থাকে। কিন্তু আমরা কখনো বেআইনী পথ অবলম্বন করিনি। ফলে স্বয়ং তাদের মুখ কালো হলো যারা বেআইনী, অনৈতিক এবং অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এতে আমাদের উপর বেশী কোন প্রভাব পড়েনি এবং এর নৈতিক প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বয়ং তাদের মনও একথায় সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ভুল কাজ করছে। আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা কখনো নিজেদের নৈতিকতার সুনাম নষ্ট করবেন না এবং বেআইনী পথে চলার জন্য যারা চিন্তা করে, কোনভাবেই তাদেরকে সহযোগিতা করবেন না। পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন, তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। ভুল পদ্ধতিতে কখনো পরিস্থিতি ভালো হয় না বরং আরো খারাপ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আসর পঁচিশ ঃ লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে

জানুয়ারী ১৯৭৩ ইং

১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশা, ❑ বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা, ❑ বিদেশী শক্তির সহায়তা ছাড়া বিপ্লব, ❑ সহশিক্ষা, ❑ অভিভাবকদের বিরোধিতা, ❑ নৈতিক অধপতন ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা কর্মীদের সন্তোষজনক জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাকিস্তানের ভবিষ্যত

প্রশ্ন ঃ অধুনা অনেকেই দেশের (পাকিস্তানের) ভবিষ্যত অন্ধকার বলে হতাশা ব্যক্ত করেন এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তানের অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে বলে সাধারণভাবে ধারণা করছেন। এ অবস্থায় আগামী দিনের ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচী কি হবে এবং যুব সমাজেরই বা কর্তব্য কি ?

উত্তর ঃ দেশের ভবিষ্যত অন্ধকার বলে মানুষের মধ্যে যে অনুভূতি আজ সৃষ্টি হয়েছে, গত পঁচিশ বছর ধরে তা সৃষ্টি করার চেষ্টা চলে আসছিল। এরপরও লোকেরা হতাশ হয়নি। শেষ পর্যন্ত শিশু-কিশোররা পর্যন্ত দেশের অন্ধকার ভবিষ্যতের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। দেশকে খন্ড-বিখন্ড করার উপকরণ বহু বছর থেকে জমা করা হচ্ছিল। যখন দেশ খন্ডিত হয়ে গেলো, তখন লোকেরা অনুভব করতে পারলো। পক্ষান্তরে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা আগে থেকেই দেখছিল যে, খন্ড-বিখন্ড করার উপকরণ জমা হচ্ছে, এই দেশটি কোন না কোন সময় খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দেশের ভবিষ্যত কি ? এটা এমন এক প্রশ্ন যে, এর উত্তর হয় আল্লাহ্ তায়ালা জানেন, বা কোন জোতিষি এর জবাব দেয়ার সাহস করতে পারে। ভবিষ্যতের ফায়সালা করা আমার কাজ নয়। ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমার কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে একথা বলা যে, আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও তা প্রতিরোধ করবো, কিন্তু কাউকে এ কাজ করতে দেবো না। এজন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

এই দেশের ভবিষ্যত এবং এর জন্মের উদ্দেশ্য একই জিনিস, অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বিশ্বস্ততার সাথে পূরণ করতে হবে। আর সে ওয়াদাটা এই ছিল যে, এই ভূখন্ডটিকে ইসলামের লালন ক্ষেত্রে পরিণত করা হবে। এখানে ইসলামের বিধান চালু করা হবে। এসব ওয়াদার ভিত্তিতেই আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়েছে। এই আহবানের কারণে একটি অলৌকিক ঘটনার মতো পাকিস্তান বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকেও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সকলের নিকট প্রায় অবাস্তব ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাথে সাথেই সেই ওয়াদাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা হলো। প্রকৃতির বিধান হচ্ছে, আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আজ পর্যন্ত কেউ শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি। তাহলে আমরা কিভাবে রেহাই পাবো। এখন সেই শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে সেই ওয়াদা পুনরায় জাগরিত করে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমরা সেই ওয়াদা থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হতে থাকবো। দেশের ভবিষ্যত ততই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় কেউ একথা বলেনি যে, আমরা পাঞ্জাবী হিসেবে স্বাধীনতা চাই, অথবা বাঙ্গালী, বেলুচ, পাঠান বা সিন্ধি হিসেবে। সে সময় সবাই মুসলমান ছিল এবং মুসলমান হয়েই একটি মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী তোলা হয়েছিল। কিন্তু এরপর সকল ধরনের প্রচেষ্টা এজন্য চালানো হয়েছে যেন মুসলমানেরা

www.pathagar.com

ইসলামের ব্যাপারে উৎসাহিত না হয় এবং তারা যেন ইসলামের নামে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে বরং বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, বেলুচী এবং পাঠান হিসেবে বিভক্ত হয়ে যায়। এই প্রচেষ্টাও চলছে যে, এখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে দাও কেননা তারা নিজেদের ইচ্ছায় পৃথক হয়েছে। অথচ তারা পৃথক হয়নি জোর করে তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি জাতির বাস, একথা মেনে নেয়া হোক, কেননা ভারতে পঁচিশটিরও বেশী জাতির বাস রয়েছে। অথচ সেখানে তাদেরকে মেনে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় না। বেলুচিস্তানের মোট জনসংখ্যা ত্রিশ লাখ। এর মধ্যেও কয়েকটি পৃথক জনগোষ্ঠী—বেলুচ, পাঠান ও ব্রোহী রয়েছে। যদি এভাবে জাতীয়তাবাদের শ্লোগান উচ্চারিত করা হতে থাকে, তাহলে এক বেলুচিস্তানই চার-পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং এমনিতর পরিস্থিতিই দেশের অপরাপর অংশে দেখা দেবে। এবার আসছে দেশের প্রশ্ন, অর্থাৎ এর ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, যে ভবিষ্যত রচনা করা হচ্ছে, তা কোন অবস্থায়ই হতে দেবো না। দেশের ভবিষ্যত নষ্ট করার যে পায়তারা চলছে, একজন মুসলমান হিসেবে সিদ্ধান্ত নিন যে, কোন অবস্থায়ই তা হতে দেবো না।

নিজকে নিজে প্রস্তুত করুন

প্রশ্ন : বর্তমান বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের যুগে ক্ষমতা বস্তুবাদীদের হাতে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আগামী দিনের কর্মসূচীর ব্যাপারে কিছু বলুন যে, আমি জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হবো, না বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে দুনিয়াতে অবস্থিত ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবো?

উত্তর : এই দু'টি কাজই নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমান গুরুত্বের দাবীদার। আপনি জ্ঞানের যে শাখাতেই শিক্ষাগ্রহণ করুন না কেন সাফল্য অর্জন করুন। অন্ধ অনুসরণকারীদের মত সাফল্য নয় বরং গবেষকদের মত সাফল্য অর্জন করুন। জ্ঞান অর্জন করুন, কিন্তু চোখ বন্ধ করে নয়। তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী নিয়ে সে সবের পর্যালোচনা করুন, তা বিজ্ঞানই হোক বা সমাজ বিজ্ঞান তাকে তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখুন যে, সত্য কোন্‌টা? এবং অসত্য কোন্‌টা? সত্যকে পৃথক করুন আর অসত্যকে পৃথক করুন। উচ্চমানের বিজ্ঞানী হোন, যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে? সমাজ বিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুন, তবে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাকে চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করবেন না। সামষ্টিক জীবনের পদ্ধতি পাশ্চাত্য থেকে শিখার প্রয়োজন নেই বরং তাদেরকে শিখানোর প্রয়োজন রয়েছে। অর্থনৈতিক বিধানের ব্যাপারে তাদেরকে বলুন যে, তোমাদের নীতি মানুষকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে। আর ইসলামের বিধান শান্তি ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা দেয়। এভাবে আপনারা শিক্ষিত হোন, শিক্ষিত গবেষক হোন, কিন্তু পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে রয়েছে যে, সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় বরং পাশাপাশি দেশের মধ্যে ইসলাম বিরোধী যে শিকড় প্রোথিত হচ্ছে, তা উৎপাটনের প্রচেষ্টাও জরুরী। যে আদর্শকে শ্বাসরুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। ইসলামী

www.pathagar.com

জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং জ্ঞান অর্জন উভয়টাই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবী। আমরা যে সময়টা অতিক্রম করছি, সেটা এমন নয় যে, আপনি শান্তিতে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন করবেন। পাশাপাশি আপনাকে আপনার আদর্শ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। এই উভয় প্রয়োজনই একই সাথে পূরণের দাবীবার। এজন্য আপনি নিজেকে নিজেই তৈরী করে নিন।

আন্তর্জাতিক সাহায্য

প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে কোন আন্তর্জাতিক শক্তির সাহায্য ছাড়া কি কোন বিপ্লব সাধন সম্ভব ? যদি তা না হয়, তাহলে ইসলামী আন্দোলন কোন আন্তর্জাতিক শক্তির সাহায্য নিচ্ছে না কেন ?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের প্রথম অংশ ভুল। এ কারণে দ্বিতীয় অংশের উত্তর দেয়ার কোন অর্থ হয় না। তবে একটি কথা মনে রাখবেন, কোন দেশে বিপ্লব আন্তর্জাতিক শক্তি দ্বারা সাধিত হয় না বরং দেশের অধিবাসীদের ইচ্ছা ও আকাংখায় বিপ্লব সাধিত হয়। যদি তাদের মধ্যে কোন কিছুর জন্য আকাংখা সৃষ্টি হয়, তা দেশাত্মবোধের আকাংখা হোক বা আল্লাহর আনুগত্যের আকাংখা হোক, বা জাতীয়তাবোধের আকাংখা হোক, তাহলে সে জাতি উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য লড়তে-মরতে-বিছিন্ন হতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির যে কোন প্রতিরোধের মুখেও বিপ্লব সাধন করেই ছাড়ে।

যেহেতু বাস্তবতা হচ্ছে এই, সেহেতু ইসলামী আন্দোলন কোন শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করা, যোগাযোগ রক্ষা করা বা সাহায্য চাওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এমন কোন্ আন্তর্জাতিক শক্তি রয়েছে, যে শক্তি কোন দেশে ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আন্দোলনকে সাহায্য দেবে ? ইয়াহুদী প্রভাবিত আমেরিকা কি এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ? যে রাশিয়া পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছে এবং যে পাকিস্তানকে অধপতিত দেখানোর জন্য সচেষ্ট থাকে, সেই রাশিয়া কি এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ? হিন্দুস্তান কি এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ? এই সকল বৃহৎ শক্তির চেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আল্লাহর শক্তি। আমরা যদি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই, এতে যদি আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত এবং চীনও যদি (ইসলামী আন্দোলনকে) প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, সবকিছুর পরও ইসলামী বিপ্লব সফল হবেই, ইন্শাআল্লাহ।

সহশিক্ষা

প্রশ্ন ঃ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পুরুষ-মহিলা এক সাথে শিক্ষা গ্রহণ করি। কিন্তু এটা আমাদের নিকট খুবই অনাকাঙ্খিত। এভাবে কি আমরা সহশিক্ষা চালিয়ে যাবো ?

উত্তর ঃ এর উত্তর হচ্ছে, আপনারা এই সহশিক্ষার বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলন করতে থাকুন, এবং এই ভ্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থা বাতিলের জন্য আইনের সীমার

www.pathagar.com

মধ্যে থেকে দাবী উত্থাপন করতে থাকুন, এবং (সম্ভব হলে) ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু যত দিন পর্যন্ত এতে আপনারা সফল না হবেন, আর এসব লোকেরা এই সহশিক্ষাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু রাখবে ততদিন আপনারা ধরে নেবেন, যেন আপনারা একটি ট্রেন অথবা জাহাজে ভ্রমণ করছেন, এর মধ্যে নারী-পুরুষ এক সাথে রয়েছে। এমন অবস্থায় আপনাদের জন্য শরীয়াতের বিধান হচ্ছে, আপনারা নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত করুন, একই ভাবে আপনারা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শরীয়াতের এই বিধান অনুসরণ করুন। "غضّ بصر" তথা দৃষ্টি অবনত করার যে নির্দেশ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে, এমন পরিস্থিতির জন্যই তা দেয়া হয়েছে। এমনকি আপনারা নিজেদের দৃষ্টিকে রক্ষা করুন। "غضّ بصر" অর্থ দৃষ্টি অবনত করা নয়। লোকেরা ভুল বশত এর অনুবাদ করে 'দৃষ্টি নীচু করা'। শরীয়াতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষ সবসময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকুক, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আপনারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাদেরকে দেখার চেষ্টা করবেন না। যদি কলেজে আপনারা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ প্রতিদিন আপনারা এর সওয়াব পেতে থাকবেন।

পিতা-মাতার বিরোধিতা

প্রশ্ন ঃ কিছু কিছু পিতা-মাতা জমিয়তের কাজের বিরোধী। তাঁরা নিজেদের সন্তানদেরকে জমিয়ত ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এমন পরিস্থিতি ও বিরোধিতার সম্মুখীন ছাত্রদের দায়িত্ব কি ?

উত্তর ঃ তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পিতা-মাতার আনুগত্যও করবে এবং জমিয়তের কাজও করবে। আমি কোন ছাত্র-ছাত্রীকে এই পরামর্শ দিতে পারবো না যে, তারা নিজেদের পিতা-মাতার অবাধ্য হোক বা তাদেরকে পরিত্যাগ করুক। সন্তান পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, এটাই ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতে বলেছে, এবং তাঁদের অবাধ্য হতে নিষেধ করেছে। পক্ষান্তরে আমি জমিয়তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে স্পষ্ট যে, সেটা কোন অন্যায় বা খারাপ কাজ নয়। বরং জমিয়ত একটি সঠিক উদ্দেশ্যের জন্য—যা কিনা সকল মুসলমানের উদ্দেশ্য—বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করছে। পিতা-মাতা যদি কোন ছাত্রকে এ ব্যাপারে বাধা দিয়ে থাকেন তা কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে হতে পারে। হয়তো তাঁরা জানেন না যে, এই জমিয়ত কি কাজ করছে এবং এর মধ্যে তাদের সন্তানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই বাস্তবতা না জানার কারণে নিজেদের সন্তানদেরকে বাধা দিয়ে থাকেন এবং বিরোধিতা করে থাকেন। আপনাদের কাজ হচ্ছে যতদূর সম্ভব নিজেদের পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে এবং বলতে হবে যে, আমাদের জমিয়তটা কি ? তাঁদেরকে বলবেন, আমরা এমন কোন কাজ করি না, যা আপনাদের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। আমরা আল্লাহর কাজ বিশ্বস্ততার সাথে করছি এবং দ্বীনের উপর আমল করছি—যদি কোন কোন পিতা-মাতা এরপরও না বুঝেন, তাহলে বুঝতে হবে, কিছু কিছু মানবিক সম্পর্ক বিধি-বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত

www.pathagar.com

হয়, আর কিছু কিছু মানবিক সম্পর্ক বিধি-বিধানের উর্ধে থাকে। সমাজে এমন কিছু পিতা-মাতাও তো আছেন, যাঁদের সন্তান চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, অথবা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে, অথবা সারাক্ষণ সিনেমা নিয়ে পড়ে থাকে অথবা জুয়া খেলে, শেষ পর্যন্ত পিতা-মাতা এই সন্তানদেরকেও তো সহ্য করে নেয়, তাহলে আপনাদেরকে কেন সহ্য করবে না। আপনারা দৃঢ়তার সাথে নিজেদের কাজ চালিয়ে যান এবং পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, বেশী থেকে বেশী হলে পিতা-মাতা বকাবকি করবেন, আপনারা বকাবকি শুনতে থাকবেন। মার দিলে মার খেয়ে নেবেন, ইন্শাআল্লাহ এক দিন না একদিন তাঁদের অন্তর জয় করতে পারবেন। আপনাদের একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাওয়ার এতটুকু সুফল অবশ্যই পাবেন।

অনৈতিকতার সয়লাবে করণীয়

প্রশ্ন : যদি অনৈতিকতা এই গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বেশী বেশী লোক খারাপ কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে কিছু দিন পর মানুষ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ভীত হয়ে যাবে না তো ?

উত্তর : আমি আমার বিভিন্ন বক্তৃতায় বারে বারে বলে চলেছি যে, সমাজে নৈতিক অধপতন যদি এই গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য তা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এখানে যে কথাটি আপনাদের বুঝতে হবে, তা হচ্ছে নিজেদের শক্তি সামর্থ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী আপনারা চরিত্র সংশোধনের কাজ চালিয়ে যাবেন। আপনাদের ক্ষমতার বাইরের কোন কিছুর ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে না। বর্তমানে দেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, দেশের সম্পদ, উপায়-উপকরণ এবং ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা উচ্ছৃংখলতা ও ধ্বংসাত্মক কাজের সাথে জড়িত। তারা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে, যাতে করে সততা ও ন্যায়নীতি পৃষ্ঠপোষকতা পায় না বরং অসততা ও অপকর্ম লালিত হয়। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের কাছে যখন সম্পদ, উপায়-উপকরণ ও ক্ষমতার কোনটাই নেই তখন তাদেরকে কি ভাবে প্রতিহত করতে পারি ? যারা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তাদের ব্যাপারে আমরা জবাবদিহির সম্মুখীনও হবো না। যে বিষয়টি আমাদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, সে ব্যাপারে আমরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি বা এতে অবহেলা করেছি, এটার জন্য আমরা জবাবদিহির সম্মুখীন হবো। সুতরাং আপনারা আপনাদের সংগ্রাম-সাধনা অব্যাহত রাখুন, পাশাপাশি পরিবারের সংশোধন এবং জনগণের সংস্কার প্রয়াসও চালিয়ে যান। এটাতো হচ্ছে নীতিগত কথা। কিন্তু আমি মনে করি, আল্লাহ তায়ালা এই ভূ-খন্ডটির জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ঘাঁটি বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গত পঁচিশ বছরের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, এখানে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের পাকিস্তান সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা কখনো ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর একটা বিশেষ পুরস্কার এবং এটা একটা অলৌকিক ঘটনা যে, তিনি হিন্দুস্তানের এমন একটা এলাকায় পাকিস্তান সৃষ্টি করেছেন, আর এটা এমনভাবে তৈরী হয়েছে যা কোন

www.pathagar.com

পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। পরিকল্পনাতো ছিল দেশ ভাগ হবে এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ভারত এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। জনবসতির কোন চিত্র কারো দৃষ্টিতে ছিল না। যদি পূর্বের অবস্থাই ঠিক থাকতো তা হলে এখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নাম পর্যন্ত নেয়া যেতো না। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় মুসলমানদের এক বিরাট অংশকে হিজরত করতে হয়েছে। আর এভাবেই এই অঞ্চলটি মুসলিম সংখ্যাগষ্ঠি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বলতে গেলে দাংগা-হাংগামার হাজারো ক্ষয়-ক্ষতি ও অকল্যাণের ভেতর থেকেও আল্লাহ্ তায়ালা এতটুকু কল্যাণ ইসলামী বিধানের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত আপনারা দেখেছেন এখানেও যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক তাঁরা অপদস্ত হয়েছে। ইতিপূর্বেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক ব্যক্তিরা দীর্ঘক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। ইন্‌শাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও তারা টিকতে পারবে না। এ ব্যাপারে আমার মন পুরোপুরি আশ্বস্ত। এছাড়া এসব লোকদের যারা এই পরিমাণ বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে দেখে আমি কখনো এই আশঙ্কায় অস্থির হই না যে, এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না।

মোটকথা এই অস্থিরতা ও বিশৃংখলা জাতির জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ আমাদেরকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করবেন বলে আশা করি।

এছাড়া আমি যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছি, এ জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা-তদ্‌বীর করা হচ্ছে, সে হারে দেশবাসীর মধ্যে বিভ্রান্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে না। এ জাতির মধ্যে কল্যাণকামিতা এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। বর্তমানে যে পরিমাণ কল্যাণকামিতা অবশিষ্ট রয়েছে, আপনারা তা থেকে লাভবান হোন এবং সেটাকে সংরক্ষণ করুন। আপনারা কি দেখছেন না যে, আজকেও যখন মানুষকে আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে আহবান করার জন্য আপনারা ময়দানে নামেন, তখন মানুষ আপনাদের কথা শোনে এবং আপনাদেরকে অবজ্ঞা করে না বরং ভ্রান্তপথে যারা চলে এবং অপরকে চালানোর চেষ্টা করে, মানুষ তাদেরকেই খারাপ চোখে দেখে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মূল্যবোধ বদলায়নি, শুধুমাত্র তাদের স্বভাব বিগড়ে গেছে, আর এ রোগ চিকিৎসার অযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

আসর ছাব্বিশ ঃ জমিয়তের মুখপত্রের জন্য প্রদত্ত সাক্ষাতকার

মার্চ ১৯৭৪ ইং

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ইসলামী জমিয়তে তালাবার মুখপত্র 'হামকদম'-এর প্রশিক্ষণ সম্মেলন সংখ্যার জন্য মাওলানার এ সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করা হয়। মাওলানা তাঁর এই সাক্ষাতকারে ইসলামী আন্দোলনের নানা প্রসঙ্গ ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানসিক সফর

হামকদম ঃ শ্রদ্ধেয় মাওলানা ! এই উপমহাদেশে আপনার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন আজ পৃথক পৃথকভাবে অপরাপর সকল সংগঠন ও আন্দোলনের তুলনায় সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবশালী ও কার্যকর আন্দোলন। অনুরূপভাবে জনশক্তির বিচারেও তা খুবই সমৃদ্ধ। আমাদের মতে এর সবচেয়ে বড় এবং বুনিয়াদী কারণ এই যে, আপনি মানুষের মন-মগজে প্রভাব বিস্তারকারী একটি বিরাট বিপ্লবী সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন। যেসব সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও এই আন্দোলনের প্রভাবে অবশ্যই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এরপর ক্রমশ এর প্রভাব আরো বেশী করে গ্রহণ করতে থাকে।

এই বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার আগে আপনাকে কি পরিমাণ মানসিক চেষ্টা-সাধনা করতে হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা কি আপনি পছন্দ করবেন ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ আমার অবস্থান একজন নির্মাণ প্রকৌশলীর মতো নয়, যিনি ভবনের নকশা তৈরী করেন, অতপর সে অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে ভবন নির্মাণ করেন। বরং আমার মধ্যে এমন এক পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ঘটেছে, যেমন পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং তা বাস্তবে রূপ লাভ করেছিল। আমি যখন পর্যায়ক্রমে কুরআন-হাদীস বুঝতে লাগলাম এবং চলমান পরিস্থিতিতে তার খাপ খাওয়ানো ও বাস্তবায়নের উপায় চিন্তা করতে লাগলাম, তখন আমার সম্মুখে একটি আন্দোলনের নকশা আপনা আপনি স্পষ্টতর হতে লাগলো, সাথে সাথে সেভাবেই আমি তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে লাগলাম। আর লোকেরা আমার চিন্তাধারাকে সমর্থন করতে লাগলো।

কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন পদ্ধতি

হামকদম ঃ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের ব্যাপারে আপনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে চাই ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ আমি যখন পৃথিবীতে চোখ মেলেছি, তখন একটি বিশেষ ধর্মীয় পরিবেশ আমার সামনে ছিল। যে পরিবেশের অনেক কিছুই আমার নিকট আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। সৌভাগ্যবশত আমার প্রাথমিক শিক্ষা আরবী ভাষাতেই হয়েছিল এবং ইসলামী জ্ঞানের প্রাথমিক পুস্তকাদী আমি প্রথমেই পড়ে ফেলেছিলাম। এতে করে আমার জন্য এ অনুভূতি জাগ্রত হলো যে, আমি যখন কুরআন-হাদীস পড়ে বুঝতে পারি, তখন কুরআন-হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ইসলাম কি তা আমাকে বুঝতেই হবে।

এই অধ্যয়নের সময় কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ইসলাম কি এ প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সামনে পড়লেই তা চিহ্নিত করেছি এবং নোট করেছি। আমার এই অধ্যয়ন ব্যাপকতা ও গভীরতা তখনই লাভ করেছে যখন আমি 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' লেখা শুরু করি।

www.pathagar.com

ইংরেজীতে পারদর্শীতা

হামকদম ঃ শ্রদ্ধেয় মাওলানা ! উর্দূতো আপনার পরিবারের ভাষা ছিল, এছাড়া আরবী-ফার্সীও প্রাথমিক শিক্ষার সাথে পরিবারেই শিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজীতে আপনি পরদর্শীতা অর্জন করলেন কিভাবে ? আমরা এজন্যও এটা জানতে চাই যে, আমাদের এখানে অধিকাংশ ছাত্র কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছার পরও ইংরেজীতে দুর্বল থাকে। এ কারণে তারা ইংরেজীর ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ আমি নিয়মিত শিক্ষকের নিকট খুব কমই ইংরেজী পড়েছি। এরপর আমি নিজের অধ্যয়নের মাধ্যমে এটাকে Improve করেছি। কেননা আমি পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেছিলাম। এ কারণে ইংরেজী পত্রিকাগুলো নিয়মিত পড়তাম। এভাবে ক্রমে ক্রমে শব্দের সংগ্রহ মন-মগজে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রথম দিকে অভিধানের সাহায্য নিয়ে কিছু কিছু বুঝার চেষ্টা করেছি। এরপর জ্ঞানের অপরাপর শাখার গ্রন্থাদি, ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়তে আরম্ভ করি।

অভিধানের ব্যবহার

হামকদম ঃ প্রথম প্রথম ইংরেজী অধ্যয়ন করার সময় আপনি উচ্চারণ এবং অর্থ জানার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? কঠিন কোন শব্দের জন্য কি বার বার আপনি অভিধান ব্যবহার করতেন ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ এর উত্তর তো আগেই এসে গেছে। কখনো পূর্বাপর বাক্য পড়লেই অর্থ বুঝা যায়, আবার কখনো অভিধানের সাহায্য নিয়ে। যেহেতু দেশে ইংরেজী বলার লোক প্রচুর রয়েছে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তাদের নিকট থেকেও উচ্চারণ ভঙ্গী সংগ্রহ করতে থাকি। কখনো রেডিও থেকেও এ ব্যাপারে সাহায্য নিয়েছি।

দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি

হামকদম ঃ জ্ঞানের কোন একটি শাখার সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়ের উপর আপনার লেখা পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে মনে পড়ে, আপনার তাবত পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা জ্ঞানের এই শাখার সাথেই সম্পৃক্ত। এমনিতে যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আপনার লেখাসমূহ পড়ে, তার মনে স্বাভাবিকভাবেই আপনার সম্পর্কে এক বিরাট মোফাসসির, মোহাদ্দিস, খুঁটিনাটি ও সুক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ ফকীহ, আইনবিদ, পুরনো ও আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন চিন্তাবিদ ও পথপ্রদর্শকসুলভ ভাবমূর্তি ভেসে উঠে। নিসন্দেহে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই আপনাকে জ্ঞানের এই ভাণ্ডার দান করেছেন। কিন্তু আমরা জানতে চাই যে, কিভাবে আল্লাহর এই মহান নেয়ামত আপনি পেয়েছেন ? এতোসব জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনের জন্য আপনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন ? এটা অর্জনের জন্য কিভাবে পরিকল্পনা করেছেন ?

www.pathagar.com

শ্রদ্ধেয় মাওলানা : আমি যখন কোন বিষয়ের উপর লিখি, সে বিষয়ের উপর সাধ্যানুযায়ী যতটুকু অনুসন্ধান করা যায়, ততটুকু করার চেষ্টা করি। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বলে আমার মনে হলেই কেবল সে বিষয়ের উপর কলম ধরি। ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন বিষয়ে আমি কলম ধরিনি।

তথ্যানুসন্ধান

হামকদম : বিভিন্ন বিষয়ের উপর একই সময় কিভাবে আপনি তথ্যানুসন্ধান করে থাকেন ? এটা আমরা জানতে চাই।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা : যে বিষয় সামনে আসে, সে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক তথ্যগুলো সংগ্রহ করা জরুরী। আমি ঐ সবগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করে থাকি।

চিন্তা না কল্পনা

হামকদম : কোন বিষয়ের উপর লেখার আগে আপনার মনে কেন্দ্রয়ী বিষয় স্বতস্ফূর্তভাবে উদ্ভাসিত হয়, না চিন্তাভাবনা করে তা নিয়ে আসতে হয় ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা : অধিকাংশ সময় কেন্দ্রীয় বিষয় আপনা থেকেই চলে আসে, কিন্তু কোন কোন সময় কোন বিশেষ সমস্যা সামনে এলে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে হয় এবং চিন্তা করার পরই বুঝা যায় যে, এই সমস্যার কেন্দ্রীয় বিষয়টি এ রকম।

একই সঙ্গে এত কাজ

হামকদম : জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে আপনাকে অসংখ্য রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কাজ করতে হয়, এরপরও অধ্যয়ন ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য সময় বের করার পরিকল্পনা কিভাবে করে থাকেন ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা : মাঝে মাঝে আমি নিজেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই যে, এতোসব ব্যস্ততার মধ্যে একদিকে আন্দোলনের পরিকল্পনা এবং অন্যদিকে অধ্যয়ন, তথ্যানুসন্ধান, পুস্তক রচনা এবং সম্পাদনার কাজ কিভাবে করে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে শুধু এটাই বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালাই আমাকে এতোবেশী শক্তিদান করে রেখেছেন যে, এতো সব কাজ আমি এক সাথে করে যেতে পেরেছি এবং সেই সময় পর্যন্ত করেছি, যখন অনুভূত হয়েছে যে, আমার সমস্ত কর্মক্ষমতা এখন নিঃশেষ হওয়ার পথে।

সারাদিনের কর্মসূচী

হামকদম : মাওলানা ! আমরা আপনার সারাদিনের কর্মসূচীর বিস্তারিত জানতে চাই।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা : ব্যস্ততা এতো বিচিত্র ধরনের ছিল যে, কখনো কোন একটি সমস্যার প্রতি নিজের চিন্তাকে নিমগ্ন করে লিখছি। হয়তো সেই মুহূর্তেই কেউ সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হলেন বা অন্য কোন সমস্যা এসে হাজির হলো। প্রথম সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সাক্ষাত দিতে হয় অথবা পরবর্তী সমস্যার সমাধানে সময় ব্যয়িত হয়ে গেছে। এর ফলে আমার মানসিক অবস্থার উপর এমন চাপ সৃষ্টি হতো, যা বর্ণনা করা যায় না। এসব কিছু আমার শক্তিকে ক্রমে ক্রমে শেষ করে দিয়েছে। কখনো আমি স্বস্তি ও শান্তির সাথে কাজ করার সুযোগ পাইনি, আর এখন এই রোগ-শোকের মধ্যেও পারা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

একটা সমস্যা

হামকদম ঃ একটা সমস্যা আমাদের মোকাবিলা করতে হয় যে, অধ্যয়ন করা বিষয় কিছুদিন পর স্মৃতি থেকে মুছে যায়, এক-দুইজন নয়, আমাদের অধিকাংশ সাথী এই অভিযোগ করে থাকেন। আমাদের মনে হয় এই সমস্যা আপনার জন্য কোন 'সমস্যা' সৃষ্টি করেনি। এ কারণে বিশেষভাবে এর সমাধান আপনার জানা।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ কথা হচ্ছে, মানুষ যা কিছু পড়ে, তার সবটুকু সাধারণত মনে থাকে না। বরং এর একটা সারমর্ম স্মৃতিতে থেকে যায়। যেমন, মৌমাছি কাজের জিনিসটি চুষে নেয়। এরপর আলোচনা-পর্যলোচনার প্রয়োজন দেখা দিলে মনে হয় এ বিষয়টি অমুক স্থানে আছে, এরপর মূল গ্রন্থটি বের করে দেখতে হয়।

নোট করা

হামকদম ঃ আপনি কি সকল বই পড়ার সময় বা তারপর এটার নোট গ্রহণ করেন ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ কোন কোন বইয়ে আমি দাগ দেই, যাতে করে জরুরী বিষয় সহজে খুঁজে বের করা যায়। আবার কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোটও করে থাকি।

মূল্যবান পরামর্শ

হামকদম ঃ আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে অধ্যয়নে আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আপনার মূল্যবান পরামর্শ কি ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ আমি আপনাদেরকে এ ব্যাপারে যে পরামর্শ দিতে পারি তা হচ্ছে, যা কিছুই পড়বেন চোখ খোলা রেখে পড়বেন, তুলনামূলক চিন্তা নিয়ে পড়বেন, কাজের বিষয়টা বের করে নেবেন, গ্রহণযোগ্য বিষয়টা গ্রহণ করে নেবেন, গ্রহণযোগ্য নয়—এমন বিষয়কে প্রকৃতভাবে নোট করবেন। সে ব্যাপারে অধিক অনুসন্ধান করতে হবে। প্রত্যেক লেখক বা প্রত্যেক বই-এর সব কথা পরিত্যাজ্যও নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়—আর কাজের কথা সর্বত্র পাওয়া যায়।

যুবসমাজের উত্থান

হামকদম ঃ মাওলানা ! যুবসমাজের বর্তমান উত্থানে কি আপনি আশ্বস্ত ? এদের দ্বারা কি ইসলামী পুনর্জাগরণের কাজ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ আমি কিছুটা আশ্বস্ত আবার কিছুটা হতাশ। আশ্বস্ত এজন্য যে, যুবসমাজের অধিকাংশ ইসলামের ব্যাপারে বৈরী নয়। হতাশার কারণ হচ্ছে যে, তারা যে শিক্ষা পাচ্ছে এবং যে প্রশিক্ষণ তাদের দেয়া হচ্ছে এবং সমগ্র নৈতিক পরিবেশ তাদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করছে, তাতে মনে হয় ইসলামের সাথে আবেগের সূত্রে তাদের যে সম্পর্ক আছে তা ইসলামী পুনর্জাগরণের কাজ সমাধা করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নতুন বংশধরেরা ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন না করবে। তাদের মধ্যে দ্বীনের গভীর আবেগ সৃষ্টি না হবে এবং পাশাপাশি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমন লোক প্রস্তুত না হবে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতাকে গবেষণামূলক কাজে ব্যবহার করবে, ততক্ষণ পুনর্জাগরণের কাজ করা কঠিন।

www.pathagar.com

ফলপ্রসু কর্মসূচী

হামকদম ঃ আল্লাহর মেহেরবানীতে এ সময় দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী জমিয়তে তালাবার নির্বাচিত ইউনিয়ন রয়েছে। এই ইউনিয়ন বা পরিষদগুলোকে আদর্শিক ভিত্তিতে ফলপ্রসু করার জন্য কি ধরনের কাজ করা দরকার?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ ইউনিয়নগুলোকে আদর্শিক দিক দিয়ে কার্যকর করার জন্য জমিয়ত কর্মীদের উচিত ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের আদর্শ ব্যাপকহারে প্রচার করতে থাকা। নির্বাচনে আপনাদের বিজয়ের পেছনে অনেক কারণ সক্রিয় থাকে। শুধুমাত্র এজন্য আপনারা নির্বাচনে জেতেন না যে, আপনাদের আদর্শ ছাত্রদের মধ্যে বিপুলভাবে জনপ্রিয়। এখন আপনাদের প্রচেষ্ট হওয়া দরকার যে, আপনাদের আদর্শকে সবচেয়ে কার্যকর (Factors) উপাদান হিসেবে গড়ে তুলবেন। এই আদর্শকে বেশী বেশী হারে ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন।

যেসব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদে আপনারা বিজয়ী হচ্ছেন, সেখানকার পাঠাগারগুলোতে গিয়ে দেখবেন আপনাদের সাহিত্য আছে কিনা। না থাকলে তা দেয়ার চেষ্টা করবেন। ছাত্রদেরকে তা পড়াবেন। এছাড়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও নিজেদের চিন্তাধারা প্রচার করবেন এবং তাদের মধ্যে এই উপলব্ধিও জাগাবেন যে, যদি পাকিস্তানে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে এর অস্তিত্ব একেবারেই থাকবে না। ইসলাম ছাড়া পাকিস্তানের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন বৈধতা অবশিষ্ট থাকে না। পাশাপাশি আপনারা ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন এবং অনৈতিকতা প্রসারের উপরকরণসমূহ প্রতিহত করবেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ গণকর্মসূচী

হামকদম ঃ দেশের অবস্থা আমাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বাধ্য করছে কিন্তু প্রশিক্ষণ পরিস্থিতি সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনার দৃষ্টিভংগী কি? পক্ষান্তরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং গণমুখী কর্মসূচীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার পদ্ধতি কি হবে?

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ঃ দেশের অবস্থা নিসন্দেহে আপনাদেরকে অগ্রসর হবার জন্য বাধ্য করছে, কিন্তু প্রশিক্ষণগত দুর্বলতা নিয়ে যদি আপনারা অগ্রসর হন, তাহলে লাভের চেয়ে লোকসান হবার আশংকা বেশী। এ কারণেই গণমুখী কর্মসূচীর পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে পার্থক্য করার কোন বিশেষ পদ্ধতি আমি বলতে পারি না। কেননা এটা এমন কোন জিনিস নয়, যা মেপেজুপে বলা যায় যে, এতো কিলো গণমুখী কর্মসূচী, আর এতো কিলো প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হবে। ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যবস্থা আপনাদের অনুভূতি ও বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে। যখন আপনারা প্রশিক্ষণে দুর্বলতার আলামত দেখতে পাবেন, তখন নিজেদের গণকর্মসূচী কমিয়ে দিয়ে প্রশিক্ষণের দিকে মনোনিবেশ করুন। আবার যখন দেখবেন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তখন পাশাপাশি গণকর্মসূচী চালিয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর সাতাশ ঃ লাহোরে অনুষ্ঠিত জমিয়তে তালাবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরে

মার্চ ১৯৭৪ ইং

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী জমিয়তে তালাবার প্রশিক্ষণ সম্মেলন উপলক্ষে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ আন্দোলনী মেজাজ, ❑ ক্ষমতা লাভে ইসলামী আন্দোলনের ব্যর্থতা, ❑ জমিয়তের কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেন মাওলানা মওদূদী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আন্দোলনী মেজাজ

প্রশ্ন ঃ 'আন্দোলনী মেজাজ' বলতে কি বুঝায় ? কি কি উপায়ে এ মেজাজ সৃষ্টি করা যেতে পারে ?

উত্তর ঃ স্বয়ং 'আন্দোলনী' শব্দটিই এই বিশেষ ধরনের মেজাজের কথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে। আন্দোলনী মেজাজ বলতে বুঝায় আপনি যে আন্দোলন নিয়ে মাঠে নেমেছেন, সে আন্দোলনের ব্যাপারে আপনি অনড় অটল হবেন। সে আন্দোলনের মধ্যে আপনি ডুবে থাকবেন। সে আন্দোলনের জন্য আপনার অন্তর ব্যাকুল থাকবে। পৃথিবীর সবকিছুর তুলনায় সে আন্দোলন হবে আপনার প্রিয়তম। আপনার দেহ-মন, শক্তি-সামর্থ যা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দান করেছেন, সে আন্দোলনের সাথে এগুলো সব একাকার হয়ে যাবে। সে আন্দোলনের জন্যে প্রশান্তমনে অকাতরে আপনার সবকিছু বিলিয়ে দিতে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আপনার মধ্যে যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হবে, তখন আপনার মেজাজ হবে 'আন্দোলনী মেজাজ'।

এখন প্রশ্ন হলো, এরূপ মেজাজ কিভাবে সৃষ্টি করা যায় ?—বহুভাবেই এরূপ মেজাজ সৃষ্টি করা যায়। শিক্ষা শিবিরের মাধ্যমে এ মেজাজ সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হলো, আপনি যে আন্দোলনের জন্যে ময়দানে নেমেছেন, সে আন্দোলনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। আপনি যখন সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সে আন্দোলনে অগ্রসর হবেন, তখন হাজারো বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আপনি হতে থাকবেন। সামনে শুধু বিপদ আর বিপদ দেখবেন। নিজের ভবিষ্যত দেখবেন বিপদসংকুল। এ পথে কখনো কখনো আপনাকে মারপিটও খেতে হবে, জেলেও যেতে হতে পারে। আপনার উপর অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীমরোলার চালানো হবে। এভাবে আন্দোলনের গোটা কার্যক্রমের সাথে আপনার সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যে কাজে মানুষ আরামে বসে থাকে, দৌড়াদৌড়ি করে না, পরিশ্রম করে না, সে কাজের সাথে ব্যক্তির গভীর সম্পর্কও গড়ে ওঠে না। সে কাজের সাথে অত্যন্ত হালকা সম্পর্কই হয়ে থাকে। আর সে সম্পর্ক ধীরে ধীরে কমতেই থাকে। অবশেষে এমন এক সময় আসে, যখন এ ফায়সালা করা কষ্টকর হয় যে, সে কাজের সাথে ব্যক্তিটির সম্পর্ক আছে, নাকি নেই ?

ছাত্রদের জন্য আন্দোলনের ক্ষেত্র

প্রশ্ন ঃ ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের মজবুত সংগঠন রয়েছে। বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠনকে কোন্ কোন্ ময়দানে বিশেষভাবে কাজ করা উচিত ?

উত্তর ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের কাজের আসল ময়দান হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কখনো কখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের ময়দানেও কাজ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রয়োজনে বাইরের ময়দানেও আসবেন এবং ত্যাগ ও কুরবানীও পেশ করবেন, কিন্তু সর্বাবস্থায়ই আপনাদের কাজের আসল ময়দান হলো

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করাই আপনাদের জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। নতুন প্রজন্ম যদি বিকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তাহলে জাতিকে আর কোনো জিনিসই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

নিঃসন্দেহে ইসলাম প্রতিষ্ঠাই আমাদের উদ্দেশ্য। জাতিকে নয়, আমরা বিশ্বের বুকে ইসলামকে বিজয়ী করতে চাই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে একটি জাতির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, একটি দেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে জন্যে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের নিজেদের দেশ ও জাতিই আমাদের কর্মক্ষেত্র। আমরা ততোদিন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ইসলামকে বিজয়ী করতে পারবো না, যতোদিন না আমরা আমাদের দেশকে ইসলামের ঘর এবং কেন্দ্রে পরিণত করতে পরবো। আমাদের নতুন প্রজন্ম যদি ধ্বংসের পথে চলে যায়, তাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভংগী যদি বিকৃত হয়ে যায় এবং তাদের নৈতিক চরিত্র যদি অধপতনের গহ্বরে তলিয়ে যায়, তাহলে আমাদের দেশে ইসলামের ভবিষ্যত অন্ধকার। কেননা নতুন প্রজন্মই আদর্শের Base বা ঘাঁটি হয়ে থাকে।

সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই আপনাদের আসল ক্ষেত্র। ব্যাপক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে আপনারা আপনাদের এই মূল কর্মক্ষেত্রেই কাজ করুন। ছাত্রদের সাথেই আপনাদের বেশী মেলামেশা ওঠাবসা হয়। তাদের সাথেই আপনারা পড়ালেখা চলাফেরা করেন। সুতরাং আপনারা তাদের মধ্যেই বেশী বেশী ইসলামের শিক্ষা প্রচার করুন, নিজেদের আদর্শের সপক্ষে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদেরকে আপন করে নিন। তাদেরকে নিজেদের সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত করুন। এ সময় এগুলোই আপনাদের প্রকৃত কাজ।

ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ কেন?

প্রশ্ন ঃ ত্রিশ চল্লিশ বছরের অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়েও জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। অথচ পিপল্স্ পার্টি কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতা লাভ করেছে। আজ তারা দেশের নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক। এ জিনিসটা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে না কি? এটা কি কর্মীদের হতাশ হবার কারণ নয়?

উত্তর ঃ যদিও এখন এ ধরনের প্রশ্ন বর্তমান আমীরে জামায়াতের সাথেই সম্পর্কিত, কিন্তু যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছর সম্পর্কে, আর একটি দীর্ঘসময় একাজ আমাকেই চালাতে হয়েছে, তাছাড়া এ 'বিপ্লব' যখন সংঘটিত হয়, তখনো এ দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিলো, সে কারণে এ প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

প্রকৃতপক্ষে জামায়াতে ইসলামী সত্যের কাছে পরাজিত হয়নি। পরাজিত হয়েছে মিথ্যার কাছে। জামায়াত যদি সত্যের কাছে পরাস্ত হতো, তাহলে বাস্তবিকই সেটা

www.pathagar.com

চরম লজ্জাকর ব্যাপার ছিলো। কিন্তু যেহেতু এ পরাজয় মিথ্যার কাছে, সেহেতু জামায়াতের মাথা সগর্বেই উঁচু রয়েছে। সে মিথ্যার মোকাবেলা মিথ্যা দিয়ে করেনি। চরিত্রহীনতার মোকাবেলা চরিত্রহীনতা দিয়ে করেনি। সে রাস্তায় রাস্তায় গানের তালে তালে নৃত্য করেনি। গুন্ডাবাহিনী সংগঠিত করেনি। রাস্তা-ঘাটে নৃত্যগীতে মত্ত হয়নি। গালিগালাজ করেনি। মানুষের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করেনি। সে দেখছিল মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রতারণার শিকার হচ্ছে। কিছু লোকতো বলেও ছিল ঃ "আপনাদেরও কিছু না কিছু করা উচিত।" কিন্তু আমি জামায়াতের লোকদের বার বার একথাই বলছিলাম, আপনারা একটি আসনও যদি না পান, তবু সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। যে ওয়াদা পূর্ণ করতে পারবেন না, সে ভ্রান্ত ওয়াদা মানুষের সাথে করবেন না। এমন কোনো কাজ করবেন না, যে কাজের জন্যে আল্লাহ্ আপনাদেরকে দায়ী করবেন। বলবেন, তোমরাও জাতির চরিত্র ধ্বংস করে এসেছো। জাতিকে লম্পট বানিয়ে এসেছো। জাতিকে মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, গালিগালাজ এবং অন্যান্য নৈতিক অধপতনে নিমজ্জিত করে এসেছো।

মূলত আপনাদের উপর যে দায়িত্বই অর্পিত হয়েছে, তাহলো আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো পথে কাজ করে যান। এদেশে অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এমন কোনো ঠিকাদারী আপনারা নেননি। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা তো নির্ভর করে আল্লাহ্র সাহায্য ও অনুগ্রহের উপর ; আর সেই জাতির যোগ্যতা, সামর্থ ও মানসিকতার উপর যাদের মধ্যে আপনারা কাজ করছেন। আল্লাহ এই জাতিকে তাঁর এই মহান অনুগ্রহ লাভের যোগ্য মনে করেন কি করেন না, তার উপর। তিনি তাদের ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বরকত দ্বারা অনুগৃহীত করবেন, নাকি পরীক্ষা-নিরীক্ষার হোঁচট খাবার জন্যে ছেড়ে দেবেন, যা এখন তারা খাচ্ছে, সেটা কেবল তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

আপনাদের কাজ হলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বলে দেয়া—শিখিয়ে দেয়া পথে পরিশ্রম করে যাওয়া, সাধনা করে যাওয়া এবং অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। একাজে যদি আপনারা ত্রুটি করেন, তবে আপনারা আল্লাহ্র দরবারে পাকড়াও হবেন। আর এতে যদি আপনারা ত্রুটি না করেন, তবে মহান আল্লাহর সমীপে আপনাদের সাফল্য অনিবার্য, এই দুনিয়ায় আপনারা সফল হোন কিংবা না হোন, তাতে কিছু যায় আসে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর আটাশ ঃ কানাডার টরেনটোতে মুসলিম ছাত্রসমিতির সমাবেশ

আগস্ট ১৯৭৪ ইং

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র

১৯৭৪ সালে মাওলানা চিকিৎসার জন্য কানাডা গমন করেন। কানাডার টরেনটোয় মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইসলামিক সেন্টার হলে এক অনুষ্ঠানে মাওলানা শ্রোতাদের নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দেন। ❑ সুদ, ❑ ব্যাংকিং, ❑ বীমা, ❑ আমীরের আনুগত্য, ❑ হারাম মাল, ❑ যাকাত, ❑ গরীব শব্দের ব্যাখ্যা, ❑ উন্নতির তাৎপর্য, ❑ পর্দা, ❑ কল্যাণ রাষ্ট্রের ইসলামী ধারণা, ❑ হালাল গোশত, ❑ মুসলিম-অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ, ❑ আহলি কিতাবদের জবাই করা পশু, ❑ আহলি কিতাব নারীদেরকে বিবাহ করা, ❑ ইসলামী নীতির যুগোপযোগিতা, ❑ বিয়ের আগে কনে দেখা, ❑ মীলাদ-কেয়াম, ❑ ইসলামী বিধানের যৌক্তিক প্রমাণ ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা শ্রোতাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের তাৎপর্যপূর্ণ জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাই ও বোনেরা!

যে আন্তরিকতা সহকারে আমাকে এখানে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমেরিকা ও কানাডার সফরে আমি এসেছি ঠিকই, তবে রোগী হিসেবে এসেছি। সুস্থ অবস্থায় এলে আমার শরীর শক্ত থাকতো এবং আমি নিজেই বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আমার মুসলমান ভাইদের সাথে সাক্ষাত করতাম, তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতাম, তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতাম, আর আমার পক্ষে সম্ভব সকল ধরনের পরামর্শ তাদেরকে দিতে পারতাম। দুঃখের বিষয়, আমি বেশী পরিশ্রম করতে পারছি না, সফর করার ক্ষমতা নেই, অনেক কষ্ট করে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি সর্বপ্রথম আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবো। এরপর যা কিছু বলার, কয়েক মিনিটের মধ্যে বলে নেবো। প্রশ্নোত্তরের এ পদ্ধতি আমি এ কারণে পছন্দ করি যে, এতে করে আপনাদের মনের গভীরে যে কথাগুলো আলোড়িত হচ্ছে, প্রথমে আমি তা জানতে পারবো এবং আমি সে সবের উত্তর দিয়ে আপনাদেরকে শান্তি দেয়ার চেষ্টা করবো।

সুদ ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে ব্যাংকের সুদ আর 'রিবা' কি এক ? বাড়ী ভাড়া আর সুদের উপর টাকা ধার দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে ? একটি দেশের অর্থনীতি যেমন মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস এবং দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি সুদ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব ?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম আপনাদেরকে জানতে হবে, কুরআন মজীদ সুদের কি চিত্র তুলে ধরছে। সেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়েছে, তার অধিক পরিমাণ টাকা যদি ঋণদাতা কোন শর্তের ভিত্তিতে আদায় করে, তবে সেটাই 'রিবা'। এটা কুরআনে বর্ণিত একটা বিধান। আরো বলা হয়েছে, ঋণদাতার তার 'রা'সুল মাল' অর্থাৎ মূল টাকার অতিরিক্ত এক পয়সা পর্যন্ত নেয়ার কোন অধিকার নেই, এক্ষেত্রে একথা তোলার কোন অবকাশ নেই যে, ঋণ গ্রহীতা অত্যন্ত গরীব মানুষ, অথবা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করছে, অথবা ব্যবসা, শিল্প বা অন্য কোন কাজে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করছে। এসব বিষয়ে কুরআন কোন আলোচনা করে না বরং 'রা'সূল মালের' অতিরিক্ত আদায় করাকে সুস্পষ্টভাবে কুরআন হারাম ঘোষণা করেছে। এ প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত আরেকটি কথা বুঝে নিন, যে ব্যক্তি ঋণ দেয়, সে আগাম কিভাবে অনুমান করবে যে, ঋণ গ্রহীতা এ ঋণ থেকে কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করবে, বরং কোন মুনাফা অর্জন করবে কি না, নাকি উল্টো লোকসানের সম্মুখীন হবে—ঋণদাতার এসব ব্যাপারে কোন কথাই নেই, বরং সে একটা নির্দিষ্ট হারের মুনাফা অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আইনসম্মত সংরক্ষিত মুনাফা গ্রহণ করার অধিকারী। মনে করুন, ঋণ গ্রহীতা কোন মৃতব্যক্তির দাফন কাফনের জন্য ঋণ নিয়েছিল, তার জন্য সুদ শুধু লোকসান আর লোকসান। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি তার কারবারে লাগানোর জন্য ঋণ নিয়ে থাকে, তাতে সে লাভ করলো না লোকসান থেকে রক্ষা পাওয়ারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

www.pathagar.com

শ্রম, বুদ্ধিমত্তা এবং সময় সবকিছু সে ব্যয় করে। কারবারের সকল ঝুঁকি (Risk) তারই আর ঋণদাতার জন্য একটা নির্দিষ্ট হারের মুনাফার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে। এটাকে ইনসাফ বলবে কে ?

এবার আমি প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে যাচ্ছি। অর্থাৎ ঘরের ভাড়া নেয়া আর ঋণ দেয়া টাকার উপর সুদ নেয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ? এই প্রশ্নটিকে আপনারা কেন শুধুমাত্র ঘরের ভাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান ? যদি কেউ ট্যাক্সী চালিয়ে তার ভাড়া গ্রহণ করে, তার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন খাটে। ট্যাক্সী চালক ট্যাক্সী ক্রয় করতে এবং তা পরিচালনা করতে যে টাকা বিনিয়োগ করেছে, ভাড়া আদায়ের নামে সেকি সে টাকার সুদ আদায় করছে না ? এমনিভাবে ভাড়ায় প্রদান করা হয় এমন সব সামগ্রীর ব্যাপারে আপনারা এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু টাকা ঋণ দেয়া আর ঘর বা অন্য কিছু ভাড়ায় খাটানোর মধ্যে সুস্পষ্ট তফাত রয়েছে। কোন নগদ টাকা কাউকে দিলে তাতো খরচ হয়ে যায়, এই নগদ টাকার মধ্যে কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, ব্যবহারে পুরানোও হয় না। টাকার মেরামত বা তদারকেরও প্রয়োজন হয় না। তার প্রাপ্তব্য সংখ্যা যেমন ছিল, তেমন বলবৎ থাকে। কিন্তু ঘর হোক বা অন্য কোন জিনিস, সেটা ভেঙ্গে যেতে পারে, পুরনো হয়ে যেতে পারে, মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে, যে অবস্থায় কোন সামগ্রী ভাড়া নেয়া হয়, হুবহু সে অবস্থায় তা মালিকের নিকট ফেরত দেয়া হয় না, কোন না কোন দিক থেকে ঘাটতি ও লোকসানসহ তা ফেরত দেয়া হয়, এ কারণে সামগ্রীর মালিক সামগ্রীর উপর ভাড়া গ্রহণ করার বৈধ অধিকারী, এ ধরনের সামগ্রীর ভাড়ার সাথে ভাড়ায় টাকা খাটানোকে একাকার করা যায় না, এ কারণে শরীয়াতে সুদ এবং ব্যবহারের সামগ্রীর ভাড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান করে দেয়া হয়েছে।

প্রশ্নের শেষ অংশ হচ্ছে, সুদ বিহীন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটা দেশের অর্থনীতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে ? এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা সম্বলিত প্রশ্ন বৈ কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে যখন কোন ভ্রান্ত পদ্ধতিতে দুনিয়ার কোন ব্যবস্থা চলতে থাকে, এরপর মানুষ বুঝতে পারে না যে, ঐ পদ্ধতি ছাড়া কিভাবে দুনিয়া চলতে পারবে। এ ধরনের ব্যবস্থার ক্ষতি এটাই। অথচ, ইসলাম শত শত বছর পৃথিবীর এক বিরাট অংশ শাসন করেছে। শত শত বছর তার অধীনে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলেছে, অর্থনৈতিক লেনদেন চলেছে, শিল্প-কারখানা চলেছে, সব ধরনের লেনদেন হয়েছে, কিন্তু কখনো সুদ দেয়া নেয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনি। ইউরোপে ইয়াহুদীরা প্রথমে সুদখোরী শুরু করে। গীর্জা প্রথম দিকে এর বিরোধী ছিলো। তারাও সুদকে হারাম ঘোষণা করেছিলো। কিন্তু ইয়াহুদীদের কারণে সমস্ত কারবারে সুদ ঢুকতে থাকে। আর গীর্জা তার সাথে আপোষ করতে থাকে। এমনকি শেষপর্যন্ত সুদ একেবারে হালাল হয়ে গেলো এবং সম্পূর্ণ অর্থনীতি এর ভিত্তিতেই চলতে লাগলো। এভাবেই এই সুদভিত্তিক ব্যবস্থা বর্তমানে অর্থনীতিতে মিশে গেছে।

দুনিয়া থেকে সুদ উচ্ছেদ এবং পুরো অর্থনীতিকে সুদবিহীন পদ্ধতিতে পরিচালনার দায়িত্ব মুসলমান হিসেবে আমাদের উপর বর্তায়। আমরা এ পদ্ধতির

www.pathagar.com

নিশান বরদার। কেননা আমাদের নিকট সুদভিত্তিক ব্যবস্থার বিপরীতে লাভে অংশীদারীত্বের পদ্ধতি (Profit Sharing System) রয়েছে। অর্থাৎ পুঁজিপতি ঋণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায়ের পরিবর্তে তাকে অবশ্যই কারবারে টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এবং যা কিছু মুনাফা হবে সেখান থেকে আনুপাতিক হারে অংশ লাভ করবে। যদি অনেকগুলো কাজে টাকা বিনিয়োগ করা হয়, তবে তাতে সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লোকসানই হবে না, বরং কোনটাতে লোকসান আর কোনটাতে লাভ হবে। সামষ্টিকভাবে লোকসানের চেয়ে লাভই বেশি হবে। কিন্তু এতে এই জুলুম থেকে বাঁচা যাবে যে, টাকার মালিক নিশ্চিত নির্ধারিত হারে কেবল মুনাফাই পাবে আর যারা কাজ করবে, ঝুঁকি শুধু তাদেরই ভাগে পড়বে। আমাদের মতে সুদী ব্যবস্থা গোটা অর্থনীতিতে জেঁকে বসাই হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ।

ঈমান আর সংগঠন

প্রশ্ন : কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যেকার উলুল আমর-এর আনুগত্য কর।" কুরআনের এই নির্দেশটি এমন একটি সংগঠিত দলের প্রত্যাশা করে, যা কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে না, এবং সে দলটি ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ করে কানাডার সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্য থেকে কি পন্থা অবলম্বন করতে হবে এ ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

উত্তর : এটা এমন একটা প্রশ্ন, যার উত্তর পুরো একটি গ্রন্থই দিতে পারে। এরপরও আমি একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি। কানাডা, আমেরিকা, চীন যেখানেই কোন ব্যক্তি অবস্থান করবে, মুসলমান হিসেবে তার মূল কাজ হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা), তাঁর কিতাব এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দিকে আহবান জানানো। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আপনারা দাওয়াতের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে ঈমানের দিকে দাওয়াত দেয়া, এ ছাড়া ইসলামী শিক্ষার অপরাপর বিষয় উপস্থাপন করা অর্থহীন। এ কারণে যৌক্তিক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে জনগণকে ভালোভাবে একথা বুঝিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরী যে, তারা এই পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী নয়, বরং এই পৃথিবীর একজন স্রষ্টা রয়েছেন, তারা তাঁর বান্দাহ বা গোলাম, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর আনুগত্য তাদের করাই উচিত। অতপর তাদেরকে একথাও বলে দেয়া প্রয়োজন যে, আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যম হচ্ছে তাঁর প্রেরিত রাসূলের পদ্ধতির আনুগত্য করা, এছাড়া ঐ কিতাবেরও আনুগত্য করতে হবে, যে কিতাব মানব জাতির পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাদেরকে এটাও বুঝাতে হবে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন নয়, মৃত্যুর পর তারা মাটির সাথে মিশে গিয়েও শেষ হয়ে যাবে না, বরং মৃত্যুর পর পুনরায় তাদেরকে জীবন দেয়া হবে এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের সমস্ত

www.pathagar.com

আমলের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং নিজেদের হিসেব দিতে হবে। আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, এ বিষয়গুলো আপনাদেরকে আত্মস্থ করতে হবে। আপনারা যে সমাজেই থাকুন না কেন, সেখানকার ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিক অবস্থার পর্যালোচনা করে আপনাদেরকে বলতে হবে, শুধু ব্যক্তিগত জীবনই বা কেন সামষ্টিক ব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত অনাচার পাওয়া যায়, তার মৌলিক কারণ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে সে সমাজের ভ্রান্ত বিশ্বাস অথবা রেসালত বা কিতাব বা আখেরাত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অবলম্বন করার। এই চারটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বা জাতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করলে তার বা তাদের পুরো জীবনটাই ভ্রান্ত হয়ে যাবে। এখানে যে সমাজে আপনারা অবস্থান করছেন, তার মধ্যে চতুর্দিকের ক্ষতিকর বিষয়গুলো আপনারা নিজেরাও দেখতে পারবেন এবং জনসাধারণকেও দেখাতে পারবেন। উন্নয়নের পাশাপাশি অবনতির কোন্ কোন্ সামগ্রী কোন্ কোন্ পন্থায় এখানে দুষ্কৃতি ছড়ায়, আর এই দুষ্কৃতিগুলো কিভাবে সমাজের সর্বনাশ করছে, কিভাবে অপরাধ বৃদ্ধি করছে, কিভাবে পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করছে, নতুন বংশধরদের কিভাবে বিভ্রান্ত করছে, নৈতিক মূল্যমান কিভাবে শেষ করে দিচ্ছে, এবং অপকর্মের সেই তান্ডব সৃষ্টি করছে, যা ইতিপূর্বে বহু সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ সমস্ত বিষয় আজ এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এগুলো চিহ্নিত করতে আপনাদের কোন অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হবে না। সেসব উপস্থাপন করে আপনারা আপনাদের চতুর্দিকের জনগণকে বুঝাতে পারেন যে, এর মূল কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পথনির্দেশ এবং পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি সম্পর্কে অবহেলা। এই বাস্তবতাকে আপনারা যৌক্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে অবশ্যই কিছু লোক এমন পাওয়া যাবে, যারা এর সত্যতা মেনে নেবে। মক্কায় এমনটি ঘটেছিল। রাসূল (সা) ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিলে প্রথমে মুষ্টিমেয় কিছু লোকই তা গ্রহণ করেছিলেন। এ রকম কিছু লোক পেয়ে গেলে আপনারা সংগঠিত দল তৈরী করুন এবং তাদের মাধ্যমে দাওয়াত ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করুন। যত লোক দাওয়াত গ্রহণ করবে, তারা সকলেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এমন সময় আসবে, যখন বাস্তবে এই সমাজকে পরিবর্তন করে দেয়া সম্ভব হবে। এর জন্য ধৈর্য্য প্রয়োজন, বিরামহীন পরিশ্রম প্রয়োজন, বুদ্ধীমত্তার সাথে কাজ করা প্রয়োজন। এক শতাব্দী না দুই শতাব্দীর মধ্যে এর সফলতা আসবে সে চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে।

হারাম মাল ছদকা করা

প্রশ্ন ঃ "রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে অবৈধ পন্থায় মাল জমা করেছে, অতপর তা ছাদকা দিয়ে দিয়েছে এর জন্য সে কোন বিনিময় পাবে না বরং এর বিনিময় সে পাবে যার মাল সে চুরি করে ছাদকা দিয়েছে।" এই হাদীস অনুযায়ী কোন ব্যক্তি থেকে সুদ গ্রহণ করে তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া কিভাবে জায়েজ হবে? আমি মনে করি সম্ভবত নবীজী এ কাজটিকে কোন সাময়িক সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আপনি কি বিষয়টি স্পষ্ট করবেন?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আমি বহুবার একথা স্পষ্ট করে বলেছি যে, ব্যাংকের সূদী একাউন্টে এ কারণে টাকা রাখা যে, এখান থেকে প্রাপ্ত সুদের অর্থ গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার, একজনের পকেট মেরে কোন এতিম-গরীবকে দান করার মতই। পকেট মেরে দান করা যেমন অন্যায় কাজ, তেমনিভাবে ব্যাংক থেকে সুদ নিয়ে দান করাও অন্যায় কাজ। আমার যে কথার সূত্র ধরে আপনি উল্লেখ করেছেন, আসলে তা ছিল এই যে, কোন লোক ভুল বশত সুদী একাউন্টে টাকা রেখে ফেলেছে, এখান থেকে কিছু সুদও পাওয়া গেছে, তাহলে এ টাকাটা নিজে খরচ করবেন না, রবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন। আমি একথা বলেছি এজন্য যে, সুদের মাধ্যমে যে টাকাটা এসেছে, এটা শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য হারাম, যে সুদী একাউন্টে টাকা রেখেছে এবং সুদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে সুদের এই টাকাটা দান করে দেয়, অথবা কোন কিছুর মূল্য বা পারিশ্রমিক হিসেবে কাউকে দেয় তাহলে, অন্যান্যদের জন্য এই টাকাটা হারাম নয়। কেননা তারা জায়েজ উপায়েই টাকা পেয়েছে। আর সুদগ্রহীতা টাকাটা পেয়েছে নাজায়েজ উপায়ে। যেমন ধরুন সুদগ্রহীতা কোন ট্যাক্সীতে আরোহণ করে ট্যাক্সীচালককে ভাড়া প্রদান করেছে, তাহলে সে টাকাটা ট্যাক্সীচালকের জন্য হারাম নয় বরং সে ব্যক্তির জন্য হারাম, যে সুদের টাকা দিয়ে ট্যাক্সী ভ্রমণ করেছে। ঠিক এমনিভাবে সুদগ্রহীতা যদি টাকাটা কাউকে দান করে দেয় বা ছাদকা দিয়ে দেয়, তাহলে এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির প্রতি টাকা হস্তান্তরের এটা হচ্ছে জায়েজ—শরীয়াতভিত্তিক পদ্ধতি। এ কারণে ছাদকা বা দান গ্রহণকারীর জন্য এই টাকা হারাম নয়।

যাকাত ও ইনকাম ট্যাক্স

প্রশ্ন ঃ যাকাত কি এক ধরনের ইনকাম ট্যাক্স নয় ? আমরা কি যাকাতকে জনকল্যাণ মূলক কাজে—যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল স্থাপনের কাজে ব্যবহার করতে পারি না ?

উত্তর ঃ যাকাতকে ট্যাক্স মনে করা আদপেই ভুল। এটা এমনিতেই ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের একটি, যেমন নামায একটি স্তম্ভ। অন্যান্য ইবাদাতের মতই যাকাতও একটি ইবাদাত। এই ইবাদাতটি নির্দিষ্ট করার সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালা এই টাকা খরচের খাতও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট খাত ছাড়া এ টাকা অন্য কোন খাতে খরচ করা যাবে না। ইনকাম ট্যাক্স বা অন্য যে কোন ধরনের ট্যাক্স আপনারা দিয়ে থাকুন না কেন, এগুলোর ফলাফল আপনাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু যাকাত এমন একটি বিষয়, যার ফলাফল আপনাদের দিকে পরকালে প্রত্যাবর্তন করবে। এই পৃথিবীতে আপনারা শুধু আল্লাহর বিধান মোতাবেক প্রকৃত প্রাপকদের নিকট যাকাতের টাকা দিয়ে দিন, এরপর ধরে নিন, এই নেকী আল্লাহর দফতরে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আপনারা যদি এই টাকা দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন, রেল পথ বানান, অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল গড়ে তোলেন, তা থেকে ধনী-গরীব সকলেই উপকৃত হবে। অথচ যাকাত শুধুমাত্র গরীবদের জন্য নির্ধারিত, ধনীদের জন্য নয়। এ টাকা থেকে সুবিধা ভোগ করার কোন অধিকার আপনার নেই। এ কারণে যাকাতকে শুধুমাত্র একটি ইবাদাত মনে করে আদায় করুন। এটাকে ইসলামের

www.pathagar.com

একটি সুস্থ মনে করুন, ইনকাম ট্যাক্স মনে করবেন না, ট্যাক্স-এর একটা স্বভাব হচ্ছে, এটা যতই ন্যায়ভিত্তিক হোক, আর যতই বিশ্বস্ততার সাথে আদায়ও করা হোক; মোটকথা যাদের উপর এর চাপ পড়ে, তারা কখনোই এটাকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করে না, বরং এ থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য পথ খুঁজে বেড়ায়। এখন কি আপনারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটা ফরয ইবাদাতকেও ট্যাক্স মনে করে তার সাথেও সেই আচরণই করতে চান ? এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আপনারা আপনাদের সম্পদের সাথে সাথে নিজেদের ঈমানও হারিয়ে ফেলবেন। এটা তো এমন বিষয়, যা সন্তুষ্ট চিত্তে দেয়া প্রয়োজন। শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য দেয়া দরকার, যতটুকু আপনাদের উপর ধার্য হয়েছে, তারচেয়ে কিছু অতিরিক্ত দেয়া উচিত। যাতে করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আরো অধিক পাওয়া যেতে পারে।

বীমা ও বায়তুলমাল

প্রশ্ন : স্বাস্থ্য বীমা, জীবন বীমা বা দুর্ঘটনা বীমাকে কি আপনি এক ধরনের বায়তুলমাল মনে করেন না ? যে ব্যক্তি বীমা করায়, সে তো এতে এক ধরনের চাঁদা দিয়ে থাকে, আর অভাবীরা এ থেকে উপকৃত হয়।

উত্তর : আপনিতো বীমা ব্যবসায়ীদেরকে একেবারে জান্নাতেই পৌঁছে দিয়েছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা আপনি কোথা থেকে পেলেন যে, বীমা একটা বায়তুলমাল, এখানে ধনীরা চাঁদা দেয় আর গরীবরা উপকৃত হয় ? অথচ এটা একটা দস্তুর মতো ব্যবসা (Business), পুঁজিপতিরা নিজেদের কল্যাণে এটাকে পরিচালনা করে, বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্য নয়। পুঁজিপতিরা সমাজের সমস্ত সঞ্চয়কে (Savings) নিজেদের হাতে নিয়ে আসার জন্য দু'টো পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। একটি হচ্ছে ব্যাংক, যার মাধ্যমে সুদের লোভ দেখিয়ে জনগণের সঞ্চয় (Savings) নিজেদের হাতে নিয়ে আসে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বীমা কোম্পানী, যার মাধ্যমে আকস্মিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার লোভ দেখিয়ে প্রিমিয়াম হিসেবে জনগণের পুঁজি নিজেদের দিকে নিয়ে আসে। এই দু'টি পদ্ধতির মাধ্যমে পুরো জাতির সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ ঐ পুঁজিপতিদের নিকট জমা হয়, এরপর নিজেদের সুবিধামতো শর্তের ভিত্তিতে পুরো সম্পদকে সমাজের সেসব কাজে লাগানো হয়, যার মাধ্যমে নিজেরা অধিক থেকে অধিকতর লাভবান হবে। ব্যাংকের মতো বীমা কোম্পানীও জনকল্যাণমূলক কোন প্রতিষ্ঠান নয়। কোম্পানীর লোকেরা পুরোপুরি হিসেব-নিকেশ করে দেখে যে, কত লোক বীমা করলো, তাদের কাছ থেকে কত টাকা প্রিমিয়াম আসবে, এবং বীমার দাবী হিসেবে আনুমানিক কত টাকা পরিশোধ করতে হবে, এর মধ্যে কত টাকা লাভ হবে। সবকিছুর পর বিপুল পরিমাণ লাভের সম্ভাবনা না থাকলে তারা বীমা ব্যবসা কখনো করবে না। এবার আপনারাই বলুন, যদি তারা এতই আপনাদের কল্যাণকামী হয়, বা সৃষ্টির সেবার জন্য কাজ করে থাকে, তাহলে কিভাবে এতো বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে ? এতো বড় আকাশচুম্বী অট্টালিকা কিভাবে তৈরী করে ? এতো আলীশান অফিস কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে ? কিভাবে এতো বিপুল পরিমাণ বেতন দিয়ে কর্মকর্তা ও এজেন্ট নিয়োগ করে ? এসব কি নিজেদের পকেট থেকে দান-খয়রাত হিসেবে ব্যয় করা হচ্ছে, নাকি আপনাদের পকেট থেকে

www.pathagar.com

আদায় করা হচ্ছে? এটা বায়তুলমাল নয়, অবৈধভাবে মুনাফার পাহাড় গড়ার একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র।

পরাজিত জাতি

প্রশ্ন : আজকের বিশ্বে মুসলমানকে তো একটি পরাজিত জাতি মনে করা হয়। এছাড়া অমুসলিমদের মধ্যে ভালো চরিত্রের লোকও পাওয়া যায়। তাহলে একজন অমুসলিমের জন্য ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার আর কিই-বা আছে?

উত্তর : একজন অমুসলিমের নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (দ্বীন) হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করা হলে কে উপস্থাপন করলো তার এটা দেখার প্রয়োজন নেই। সে দেখবে, কি জিনিস উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং তা ন্যায় না অন্যায়? যদি সে ব্যক্তি নিশ্চিত হয় যে, যে জিনিস আমার নিকট উপস্থাপন করা হচ্ছে তা ন্যায়ভিত্তিক তবে তা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া যে ব্যক্তি ন্যায়-নীতি তার নিকট উপস্থাপন করছে, অথচ নিজে অনুসরণ করছে না, তার জন্য আফসোস করা দরকার, পাশাপাশি উপস্থাপনকারীকে লজ্জা দেয়া উচিত এবং নিজের নিকট গ্রহণযোগ্য ন্যায়-নীতিকে অনুসরণ করতে থাকা দরকার।

যেহেতু মুসলমান একটি পরাজিত জাতি তাই আমাদের উপস্থাপিত ইসলামের শিক্ষা বিশ্ববাসী গ্রহণ করবে না—এটা কোন কথা হতে পারে না। মুসলমানরা তো আজ ততটা পরাজিত নয়, যতটা পরাজিত ছিল তাতারীদের হামলার সময়। ঐ নরপিশাচরা সে সময় আমাদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে, বড় বড় গ্রন্থ কেন্দ্রগুলো বিরাণ করে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে। মধ্য এশিয়া থেকে নিয়ে মিসরের নিকট পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে তছনছ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের উপর এভাবে বিজয় অর্জনকারী সেই তাতারীরাই মুসলমান হয়ে গেলো। তাদের নিকট আত্মসমর্পণকারী পরাজিত জাতির জীবন বিধান (দ্বীন) তারা গ্রহণ করে নিয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে আপনাদের পরাজিত জাতি হওয়া কোন প্রতিবন্ধক নয়। ইসলামকে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করুন, পাশাপাশি আপনাদের নিজেদের জীবনকে সে অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যাতে করে মানুষের সামনে আপনারা নিজেদের খারাপ উদাহরণ পেশ না করেন। কিন্তু ধরে নিন যে, আপনারা নিজেদের জীবন যাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করবেন না, তা হলেও আপনারা ইসলামকে তার সঠিক রূপে আল্লাহর বান্দাহদের নিকট পৌঁছে দিতে অবহেলা করবেন না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা বলতে পারে না যে, ন্যায় ও সত্য উপস্থাপনকারী ব্যক্তি যেহেতু তা মেনে চলে না, সেহেতু আমিও ন্যায় ও সত্য কথা মেনে নেবো না। এটা ঠিক এ রকম, যেমন কোন ব্যক্তি জনগণের সামনে স্বাস্থ্য রক্ষার মূলনীতি বর্ণনা করছে আর বলছে যে এই বিধানগুলো মেনে চললে তোমাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা সম্ভব। আর শ্রোতা দেখে যে, এই লোকটি নিজেই স্বাস্থ্য রক্ষার মূলনীতি লংঘন করে নিজের স্বাস্থ্য খারাপ করছে, এ কারণে আমিও স্বাস্থ্য রক্ষার এই বিধি মানি না—এমন যুক্তি সে দিতে পারে না। কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিতো এমন কথা বলতে পারে না।

www.pathagar.com

গরীব-এর তাৎপর্য

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ بدأ الاسلام غريبا وسيكون غريبا فطوبى للغرباء "গরীবী অবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে, আবার এক সময় আসবে, যখন ইসলাম পুনরায় গরীব হয়ে যাবে। অতএব গরীবদের জন্য সুসংবাদ"—এই হাদীসটির তাৎপর্য কি ?

উত্তর ঃ এই হাদীসটি বুঝার ক্ষেত্রে সাধারণত লোকেরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে, 'গরীব' শব্দটিকে উর্দু বাগধারা অনুযায়ী 'দরিদ্র' অর্থে মনে করে নিয়েছে, অথচ আরবী ভাষায় 'গরীব' শব্দের অর্থ অজানা-অচেনা এবং অপরিচিত জিনিস। উর্দু ভাষায় যখন আমরা 'আমীর ও গরীব' বলে থাকি, তখন আরবী 'গরীব' শব্দের কাছাকাছি অর্থই বুঝায়। অজানা-অচেনা জিনিস মনে করে এড়িয়ে যাওয়া এবং অপছন্দকৃত ব্যক্তি, কাজ বা সামগ্রীকে আরবীতে 'গরীব' বলা হয়। রাসূল (সা)-এর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, যখন প্রথম প্রথম ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়েছে, সাধারণত লোকেরা মনে করেছে এটা একটা অজানা বক্তব্য এবং বলেছে, আমরা তো এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমাদের বাপ-দাদারাও কখনো এরূপ কথা শুনেনি। অতএব, ইসলাম তখন সকলের নিকট সম্পূর্ণ অজানা বিষয় ছিল, লোকেরা এটাকে একটা বিচ্ছিন্ন বিষয় এবং মেজাজের বিপরীত জিনিস মনে করতো। এরপর এমন এক সময় এলো, কেবলমাত্র ইসলামই জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরিণত হলো এবং ইসলাম বিরোধী বাকী সবকিছুই জনগণের নিকট অপরিচিত হয়ে গেল। অতপর আবার এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলাম বিশ্ববাসীর নিকট অপরিচিত হয়ে যাবে, অর্থাৎ ঠিক তেমনিভাবে অপরিচিত হবে, যেমনটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর সে সময়টা হচ্ছে এটা, যা আপনারা অবলোকন করছেন। আজ একজন মুসলমান মানুষের সম্মুখে নামায পড়তে লজ্জা বোধ করে। নিজেদের ইসলামী পোশাকে চলাফেরা করতে সরম অনুভব করে। একজন মুসলিম মহিলা ইসলামী বিধানের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করতে লজ্জিত বোধ করে। অপরাধী আজ বীরত্বের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে। পক্ষান্তরে একজন সৎ চরিত্রবান মুসলমান জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসে থাকে এই ভয়ে যে, না জানি কিভাবে সমাজে আমাকে গ্রহণ করবে। এই সমাজে তার বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। কেননা, প্রতিটি বস্তু তার ইচ্ছার বিপরীত চলছে, প্রতিটি বিষয় সেই বিধানের বিরোধী যা সে সঠিক বলে মেনে চলে। যেসব কাজকে সে বেহায়াপনা, অনৈতিক, লজ্জাস্কর, গুনাহ এবং হারাম বলে বিশ্বাস করে, তা ব্যাপক হারে বিনা বাধায় প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে কাজ ফরজ বলে সে জানে, তা সঠিকভাবে পালন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। তার জানামতে হালাল সামগ্রী ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এটাই সেই সময়, যে সময়ের ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেছেন, ইসলাম পুনরায় অজানা অচেনা হয়ে যাবে। আর এ অবস্থায় যারা সবকিছু উপেক্ষা করে ইসলামী বিধানের উপর অটল থাকে, দুনিয়া কি বললো তার পরওয়া করে না, দুনিয়ার তিরস্কার, হাসি-তামাসা এবং সমালোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের বিধানসমূহের উপর

www.pathagar.com

অনড় থাকে এবং নিজেই সমাজে অজানা অচেনা হয়ে থাকাটাকে গ্রহণ করে নেয়, তাদের জন্য রাসূল (সা) সুসংবাদ দিয়েছেন, তারা দুনিয়ায় সফল হোক বা না হোক পরকালে সফল হবে। এরা দুনিয়াতেও সফল হতে পারে, যদি সমাজের এই বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত লোকগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি দৃঢ় এবং সংগঠিত দলে পরিণত হয়ে যায় এবং ইসলামী বিধানকে বিজয়ী করার জন্য ঠিক সেভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে কাজ শুরু করে দেয়, যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমানদার লোকেরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে তাদের জন্য সুসংবাদ যে, ইসলামের অজানা-অচেনা অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটবে, পুনরায় ইসলাম বিশ্বে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এই ব্যাখ্যা থেকে অপনারা বুঝতে পারবেন যে, ইসলামের অজানা-অচেনা অবস্থায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সর্বাবস্থায় শুধু সুসংবাদ আর সুসংবাদ, দুনিয়ায় সমাজ থেকে বিচ্ছেন্ন হয়ে থাকেলেও সুসংবাদ, আবার এই বিচ্ছিন্ন লোকগুলো সুসংগঠিত হয়ে দুনিয়ায় বিজয়ী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য নিজেদের সকল চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করে দেয়, অথবা সে চেষ্টায় সংগ্রাম করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেও তাদের জন্য সুসংবাদ।

উন্নতির যথার্থ তাৎপর্য

প্রশ্ন : যুগের সাথে তাল মিলিয়ে না চললে আমরা কিভাবে উন্নতি করবো? এ অবস্থায় তো আমরা দুনিয়া থেকে পেছনে পড়ে যাবো।

উত্তর : ইতিপূর্বে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় আমি যা কিছু বলেছি, তাতো এই প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি এসে গেছে। একটি বিকৃত সমাজে মদ, ব্যভিচার এবং জুয়া এমন হালাল এবং পবিত্র হয়ে যায়, যা প্রকাশ্যে সংগঠিত করা কোন অন্যায় বা অপরাধ তো নয়ই বরং উল্টো এসব বিষয়ে আপত্তিকারীরাই উল্টো অকর্মা বিবেচিত হয়। বরং আরো অগ্রসর হয়ে এমন ঘৃণিত কাজ, যার নাম নিতে লজ্জা লাগে, তা প্রকাশ্যে করতে থাকে, এমনকি নির্দ্বিধায় সে সব কাজকে বৈধতা দেয়ার জন্য কেবল দাবীই করা হয় না, বরং তা গ্রহণও করে নেয়া হয়। এমনি পরিস্থিতিতে ভ্রান্ত ধরনের উন্নতি (Progress) নিজেকে শামিল করে নেয়া একজন মুসলমানের কাজ নয়। উন্নত জাতির সকল কাজ উন্নতি নয়। প্রকৃতপক্ষে উন্নতি একটা আপেক্ষিক (Relative Term) পরিভাষা। প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের সামনে যে লক্ষ্য (Goal) নির্ধারণ করে। সেদিকে অগ্রসর হওয়াকেই সে উন্নতি মনে করে। অপরের লক্ষ্য আমাদের জন্যও লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত হবে, এটা কোন জরুরী বিষয় নয়। আমরা যদি উক্ত লক্ষ্যকে ভুল মনে করি, তাহলে সেদিকে আমরা যতই অগ্রসর হবো, তা আমাদের জন্য উন্নতি না হয়ে বরং অবনতিই হবে এবং আমরা নিজেদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকবো। এবার আপনারা নিজেরাই দেখুন মুসলমান হিসেবে আমাদের লক্ষ্যও কি সেটাই হওয়া উচিত। যার দিকে বিশ্বের বিকৃত জাতিগুলো এগিয়ে চলেছে ? যদি সেটা আমাদের লক্ষ্য না হয়ে থাকে, তাহলে

www.pathagar.com

সেদিকে অগ্রসর হওয়া কিভাবে আমাদের জন্য উন্নতি হতে পারে। আমরা এক আল্লাহ, এক রাসূল (সা) এবং এক কিতাবের অনুসারী। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নেকী ও আল্লাহভীতির জীবন, যার মাধ্যমে পরকালে আমরা সাফল্য এবং সৌভাগ্যের কিনারা পাবো। আমাদের দ্বীন আমাদেরকে স্থায়ী মূল্যবোধ (Permanent Values) দিয়েছে, যা কখনো পরিবর্তন করা যাবে না। সেখানে যা কিছু হারাম, তা সব সময়ই হারাম, তাকে হালাল করা যাবে না। আর যা কিছু হালাল, তা সবসময়ই হালাল, তাকে হারাম করা যাবে না। আমরা সেসব জাতির মতো নই, যাদের মূল্যবোধ প্রতিদিন পরিবর্তিত হতে থাকে। আজ যেটা নেকি, কাল তা গুনাহ হয়ে যায়, আজ যা কিছু হারাম কাল তা হালাল হয়ে যায়। এমন অস্থিতিশীল মূল্যবোধকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি। দুনিয়া যে দিকে যাচ্ছে, আমরাও সে দিকে রওয়ানা হবো, এটা আমাদের কাজ নয়। নদী যদি ভুল পথে প্রবাহিত হয়, তার গতি পাল্টে দেয়া আমাদের কাজ। অথবা যদি গতি পাল্টানো সম্ভব না হয়, তাহলে স্রোতের বিপরীতে আমাদেরকে চলতে হবে। স্রোতের অনুকূলে চলতে গিয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থল থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেয়ে স্রোতের প্রতিকূলে চলতে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে নদীর ঘূর্ণাবর্তে ডুবে যাওয়া আমাদের জন্য অনেক শ্রেয়।

অবাধ মেলামেশা

প্রশ্ন ঃ পর্দার পারিভাষিক দিক সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি ? আপনি পশ্চিমী দুনিয়ায় কিভাবে এটা বাস্তবায়িত করবেন ? নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ঃ এসব ব্যাপারে আমার মতামত আপনারা জেনে থাকবেন আমার রচিত গ্রন্থ 'পর্দা' উর্দু, আরবী এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়ে গেছে। সূরা নূর-এর তাফসীরেও এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এটাও উর্দু এবং আরবীতে প্রকাশিত হয়েছে। সূরা আহ্যাব-এর তাফসীর যদিও অন্য কোন ভাষায় প্রকাশিত হয়নি, উর্দুতে তো প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আবার সেই প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা কেন অনুভূত হলো তা আমি বুঝতে পারি না। একথা সকলের জানা দরকার যে, ইসলাম নারী-পুরুষের মেলামেশা এবং মিশ্র সমাজ (Mixed Society) আদৌ স্বীকার করে না। রাসূল (সা)-এর যুগে মহিলারা যখন মসজিদে নববীতে এসে রাসূল (সা)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করার অনুমতি চাইলে তাদের নিষেধ করা হয়নি বটে কিন্তু তিনি (সা) বলেছেন "আমার সাথে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে নিজ নিজ গৃহে পড়া ভালো। আর নিজেদের গৃহের প্রশস্ত কক্ষে পড়ার চেয়ে কোন হুজুরায় (ছোট নিরিবিলি কক্ষে) পড়া আরো ভালো।" এরপরও যখন মহিলারা রাসূল (সা)-এর ইমামতিতে জামায়াতে অংশগ্রহণের অধিক আগ্রহ ব্যক্ত করেন, তখন তিনি (সা) তাদেরকে শুধুমাত্র ফজর ও এশার নামাযে আসার অনুমতি দেন। তাদের আসা-যাওয়ার জন্য পৃথক দরজা নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। এছাড়া তাদের জন্য পুরুষদের কাতারের পেছনে কাতার করার স্থান নির্ধারণ করা হলো। সে যুগে ফজরের নামায

www.pathagar.com

এমন সময় শেষ হতো, নামায শেষ করে বাসায় ফেরার পথেও অন্ধকারে একে অপরকে চিনতে পারতো না। এশার নামাযে অংশগ্রহণ করার অনুমতিও এ কারণে দেয়া হয়েছিল যে, সে সময়ে বিদ্যুৎ বাতির প্রচলন না থাকায় এবং পিছনের নির্ধারিত কাতারে নামায আদায় করার ফলে মহিলারা নিজেদেরকে আড়াল করে রাখতে সক্ষম হতো। এছাড়া নির্দেশ ছিল নামায শেষে মহিলারা চলে যাওয়া পর্যন্ত পুরুষরা অপেক্ষা করবে। এরপর পুরুষরা যাবে। যে আদর্শের শিক্ষা এই, সে আদর্শের ক্ষেত্রে আপনারা প্রশ্ন করছেন যে, অবাধ সমাবেশ-সম্মেলনের অনুমতি ছিল কিনা? এখন যদি আপনারা এমন পরিবেশে উপস্থিত হন, সেখানে এই ভ্রান্ত নীতি প্রচলিত রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের যা কিছু করা দরকার, তাই করুন। কিন্তু আল্লাহর দোহাই সেই ভ্রান্ত নীতিকে ইসলামের শিক্ষা বানিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন না। আপনারা শরীয়াতের অনুগত থাকতে না পারলে অন্তত শরীয়াতকে নিজেদের অনুগত বানাবেন না যে, আপনারা যা কিছু করতে থাকবেন, শরীয়াতও তার অনুমতি দিতে থাকবে। পাশ্চাত্যের ঐ সমাজের রং-ঢং আপনারা গ্রহণ করতে চান তো করুন, কিন্তু নিজেদেরকে অপরাধী মনে করবেন।

এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে আপনাদের নিকট আরো একটি কথা বলতে চাই, যদি এই প্রশ্নটি আমার নিকট পাকিস্তানে অথবা অন্য কোন মুসলিম দেশে কেউ করতো, তাহলে এর কারণ আমার বোধগম্য হতো। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা বা কানাডায় যাঁরা অবস্থান করছেন তাঁদের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন করাটা বড়ই আশ্চর্য মনে হয়। আপনারা নিজ চোখেই দেখছেন, নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ কি রং দেখাচ্ছে, কি সব নৈতিক বিকৃতির বিস্তার ঘটাচ্ছে, কিভাবে পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে, কি হারে গর্ভপাত (Abortion)-এর প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটাকে আইনের বৈধতা দেয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, একটি দাঁত তুলে ফেলার অধিকার যেমন একজন মহিলার রয়েছে, ঠিক তেমনি গর্ভপাত করার অধিকারও তার রয়েছে। পরিস্থিতির এমন অবনতি হয়েছে যে, জৈবিক চাহিদা পূরণ করার যেসব স্বাভাবিক পদ্ধতি ছিল, তা থেকে লোকদের মন উঠে গেছে, এখন তারা নানা ধরনের ঘৃণিত এবং স্বভাব বিরোধী তৎপরতার (Perversions) দিকে ঝুঁকে পড়ছে। বরং এসব তৎপরতা অপ্রতিরোদ্ধ গতিতে মহামারীর আকারের ছড়িয়ে পড়ছে। উলঙ্গপনা কতো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্ধউলঙ্গ যুবক-যুবতীর যুগল কতো নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যে জড়াজড়ি করে চুমু খাচ্ছে, অবৈধ সন্তানের সংখ্যা কতো দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর বৈধ সন্তানের জন্ম কিভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে এসব কিছু নিজেদের চোখে দেখার পর আপনাদের বুঝা উচিত ছিল যে, আপনাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর এই বিরাট অনুগ্রহ ছিল, যার ফলে নৈতিক অবক্ষয়ের এই ধ্বংস স্তূপে পতিত হবার পূর্বেই ঐ ধ্বংস স্তূপের দিকে চলে যাওয়া পথের দিকে প্রথম পদক্ষেপেই তিনি আপনাদেরকে থামিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত এখানে যে ব্যক্তি নারী পুরুষের মেলামেশার বৈধতার ফতোয়া জিজ্ঞেস করে তার প্রতি আমার প্রচন্ড বিস্ময় জাগে!

www.pathagar.com

কল্যাণ রাষ্ট্রের ইসলামী ধারণা

প্রশ্ন ঃ করব্যবস্থা (Taxation) সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি ? ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া একটি প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী একটা মডেল হিসেবে তা কখনো উপস্থাপন করেনি।

উত্তর ঃ যে ভদ্রলোক এই প্রশ্ন করেছেন, তিনি আমার এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশিত বই পুস্তক এবং জামায়াতে ইসলামীর ইশ্‌তিহার কখনো দেখেছেন বলে আমার মনে হয় না। সত্যিই তিনি যদি এসব কিছু দেখতেন, তাহলে সম্ভবত তিনি একথা বলতে পারতেন না যে, জামায়াতে ইসলামী ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করেনি, তাঁর পক্ষে এটাও বলা সম্ভব হতো না যে, কিভাবে ইসলাম একটি কল্যাণ রাষ্ট্র (Wel Fare State) গঠন করে তা জামায়াত বলেনি। তাঁর ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলছি যে, একমাত্র ইসলামই একটি সঠিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে পারে একথা আমরা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, সেখানে জনগণকে কোন ধরনের নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে না। জনগণের আত্মার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কোন প্রচেষ্টা চলবে না। পাশাপাশি জনগণের সকল প্রয়োজন পূরণ করবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেয় জনগণের বুঝে আসে না তারা তখন আর কি কাজ করবে। এরপরে তারা উদ্দেশ্যহীন বিলাসী জীবনের দিকে গা ভাসিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন অনৈতিকতার পথে নেমে আসে। এসব কিছুও যখন তাদের জীবনকে একঘেঁয়ে করে ফেলে তখন অবস্থার আরো অবনতি ঘটে, আত্মহত্যা করতে শুরু করে। আপনারা জানেন, আজকে যেসব বড় বড় কল্যাণ রাষ্ট্র রয়েছে, সেগুলোতে আত্মহত্যা কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ? যদি এসব কল্যাণ রাষ্ট্র সত্যিকার অর্থে জনগণকে শান্তি দিতে পারতো, তা হলে তাদের আত্মহত্যার কি প্রয়োজন ? এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু মাত্র পার্থিব ভোগের সামগ্রীর প্রাচুর্য মানুষকে শান্তি দিতে সক্ষম নয়। শুধুমাত্র ভাত-রুটি খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। আত্মার শান্তির জন্য, মানসিক প্রশান্তির জন্য মৌলিক স্বাচ্ছন্দের বাইরেও এমন কিছু জিনিস তার প্রয়োজন যা প্রচলিত কল্যাণ রাষ্ট্র তাকে দিতে পারে না।

তদুপোরি এই কল্যাণ রাষ্ট্র লোকদেরকে কর্মবিমুখ বানিয়ে দেয়, তারা সামান্য থেকে সামান্য কাজ করে অধিক থেকে অধিকতর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে চায়। তারা বলে, দু'দিন যথেষ্ট নয়, সপ্তাহে তিন দিন ছুটি হওয়া প্রয়োজন, বরং তারা সপ্তাহে মাত্র তিন দিনই কাজ করতে চায়। অফিস-আদালত ও কলে-খারখানায় গিয়ে তারা নানান ছুতা ধরে কাজ থেকে বেঁচে যেতে চায়। নৈতিকতার ভিত্তি ছাড়া যে কল্যাণ রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়, সেটা শেষ পর্যন্ত এমনি ধরনের অসংখ্য দুষ্কর্মে ভরে ওঠে, পক্ষান্তরে ইসলাম এক্ষেত্রে প্রথমে নৈতিক চরিত্র সংশোধন করে। তাকে ন্যায় নীতি, অধিকার এবং দায়িত্ব সচেতন করে গড়ে তোলা হয়। তার মধ্যে আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী সৃষ্টি করা হয়। এর পাশাপাশি তার জন্য পার্থিব স্বাচ্ছন্দের যাবতীয়

www.pathagar.com

সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এমন কল্যাণ রাষ্ট্রে মানুষকে কর্মবিমুখ হতে হয় না, অপরাধ প্রবণ হতে হয় না, তাকে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হয় না। তার বৈধ সকল কামনা এবং সমস্ত প্রয়োজন যখন পূরণ করে দেয়া হয়, তখন সে অগ্রসর হয়ে মানবতার কল্যাণে কাজ করে এবং নিজের সময় ও উপকরণ অধিক থেকে অধিকতর হারে সৎ ও কল্যাণমূলক কাজ সম্প্রসারণে ব্যয় করবে।

হালাল গোশ্‌ত

প্রশ্ন : হালাল গোশ্‌ত্ বলতে কি বুঝায়? পশু জবাই করার সময় 'আল্লাহ্ আকবার' বলা কি জরুরী? শুকর কেন হারাম? বলির গোশ্‌ত্ মাকরুহ না হারাম? কোন্ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বলির গোশ্‌ত খাওয়া যেতে পারে? কোন অমুসলিম 'আল্লাহ্ আকবার' বলে ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করলে গোশ্‌ত্ হালাল হবে, না হারাম? কিছু কিছু মুসলমান বলির গোশ্‌ত্ খেয়ে থাকেন এবং ব্যাখ্যায় বলে থাকেন খাওয়ার লোকমা নেয়ার সময় 'আল্লাহ্ আকবার' বললেই এই গোশ্‌ত্ হালাল হয়ে যায়। অথচ এখানে একথাটা সুস্পষ্ট যে, ঐ গোশ্‌তের উপর পুরো কুরআন শরীফও যদি খতম করা হয় তথাপি তা বলীর গোশ্‌ত্ থেকে যাবে। প্রশ্নকর্তা তার এক ভাইকে দিয়ে মুফতী মোহাম্মদ শফী সাহেবের নিকট প্রশ্ন করিয়ে ছিলো, বলির গোশ্‌ত্ মাকরূহ, না হারাম? উত্তর পাওয়া গেলো–"হারাম কেবল জীবন রক্ষার পরিমাণ মতো খাওয়া যেতে পারে।"

উত্তর : এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব আমি উর্দুতেও দিয়েছি এবং আরবীতেও যাঁরা এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান, তাঁরা উর্দু বা আরবীতে প্রকাশিত আমার উক্ত প্রবন্ধটি পড়ে নেবেন। আমার উর্দু বই তাফহীমাত (বাংলা অনুবাদ—নির্বাচিত রচনাবলী)-এর তৃতীয় খন্ডে এই প্রবন্ধটি রয়েছে। আর আরবীতে প্রথমত, 'আল্-মুসলিম' পত্রিকা এটা প্রকাশ করেছিলো। পরে পুস্তিকা আকারেও এটা প্রকাশিত হয়েছে। কুরআন-হাদীসের অধ্যয়ন আমি যতটুকু করেছি, সে অনুযায়ী যে কোন গোশ্‌ত্ হালাল হবার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, পশুটি হালাল হবে অর্থাৎ শরীয়াত হারাম করেছে এমন পশু নয়। দ্বিতীয়ত, পশুর গলা এমনভাবে কাটতে হবে, যাতে করে মাথার পিছনের অংশ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়। কেননা তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সাথে সাথেই পশুর মৃত্যু ঘটে। ফলে দেহের সমস্ত রক্ত বের হয়ে আসতে পারে না বরং গোশ্‌তের সাথে জমে থেকে যায়। অথচ অর্ধেক গলা কাটা হলে এবং মাথায় পেছনের অংশ দেহের সাথে সংযুক্ত থাকলে পশু ছটফট করার সাথে সাথে দেহের সমস্ত রক্ত বের হয়ে আসবে এবং পশুর মৃত্যু রক্তক্ষরণ জনিত কারণে ঘটবে, এ ধরনের গোশ্‌ত্ রক্ত থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তৃতীয়ত, জবাই করার সময় পশুর উপর আল্লাহ্‌র নাম নিতে হবে। আল্লাহ্‌র নাম নেয়া ছাড়া জবাই করা জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে। وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ "যে পশুর উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি, তার গোশ্‌ত্ খেয়ো না, পশুর উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার অর্থ এই নয় যে, সেটা দাঁড়িয়ে রইল আর তার উপর

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হলো, বরং এর অর্থ হচ্ছে জবাই করার সময় তার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া। উল্লেখিত তিনটি শর্ত পূরণ হলে জবাই করা পশু হালাল হয়। শর্তসমূহ পূরণ না হলে আমি মনে করি এবং অধিকাংশ আলেম মনে করেন, পশু হালাল হবে না।

শুকর কেন হারাম করা হলো ? এর উত্তর হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে সমস্ত জিনিস শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। যাঁরা শুকরের ব্যাপারে এই প্রশ্ন করেন তাঁরা অপরাপর অসংখ্য পশু সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করেন না ? তাঁদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা উচিত ইঁদুর, বিড়াল, গাধা, কুকুর, চিল, কাক, শকুন, কেঁচো ইত্যাদি কেন খাওয়া হয় না ? তাহলে একথা বুঝা গেলো যে, পৃথিবীর সবকিছু শুধু মাত্র খাওয়ার জন্য নয়। প্রশ্ন অবশিষ্ট রইল আল্লাহ্ তায়ালা শুকর হারাম বলে বিশেষভাবে কেন নির্দেশ দিলেন ? এর উত্তর হচ্ছে, পৃথিবীর কিছু জিনিস তো এমন আছে, যেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব আমরা নিজেরাই জানতে পারি। এবং তা জানার জন্য আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। এমন জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে নিষেধ করার প্রয়োজন ছিল না। তবে যেসব জিনিসের ক্ষতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো না, সেসব জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁরা আমাদেরকে বলেছেন, সেসব জিনিস খাওয়া থেকে বিরত থাক। এবার আসুন, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর উপর যাঁদের আস্থা রয়েছে, তাঁরা সেসব জিনিস থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে, আর যাঁরা আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর উপরে আস্থাশীল নন, তারা ইচ্ছা করলে খেতে পারেন।

বলির গোশ্‌তের ব্যাপারে যেহেতু হারাম হবার হুকুম স্বয়ং পবিত্র কুরআনেই রয়েছে, তাই সেটাকে শুধুমাত্র মাকরূহ বলা ঠিক নয়। বরং তা হারাম। এটাকেও অপরাপর হারাম সামগ্রীর মতো শুধুমাত্র মানুষের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বেঁচে থাকার মতো পরিমাণ খাওয়া যাবে। যদি কোন মুশ্‌রিক 'আল্লাহ্ আকবার' বলে ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করে, তাহলে সেই পশু হালাল হবে না। শুধুমাত্র আহ্‌লে কিতাবের কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র নামে এবং ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করে, তবে সে পশু হালাল।

মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা হলে

প্রশ্ন : মুসলিম রাষ্ট্র এবং অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে জামায়াত কি মুসলিম রাষ্ট্রের সহাযোগিতা করবে ? উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তা হলে কতটুকু পর্যন্ত সহযোগিতা করা হবে ? মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য জামায়াত কি অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রর উপর প্রভাব খাটাবে ?

উত্তর : যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্র কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা করে এক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব। মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার কেমন এখানে তা দেখার প্রয়োজন নেই। কেননা সরকার খারাপ

www.pathagar.com

অথবা ভালো যাই হউক, অমুসলিম শত্রুদেশ যদি মুসলিম রাষ্ট্রের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে আমাদের মসজিদসমূহ, আমাদের নারীদের ইজ্জত, আমাদের জান-মাল, কোন কিছুই আর নিরাপদ থাকবে না। সে কারণে নিজেদের দ্বীন, নিজেদের ঘর নিজেদের ইজ্জত, নিজের আব্রু, এবং নিজেদের সম্পদ বাঁচানোর জন্য আমাদের যুদ্ধ করার অধিকার রয়েছে। সারা বিশ্বে প্রতিরক্ষার এই অধিকার স্বীকৃত এবং শরীয়াতও আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছে, এক্ষেত্রে আমাদের দেশে কি ধরনের সরকার রয়েছে, এ প্রশ্ন অবান্তর। যদি কোন ফাসেক-ফাজেরও রাষ্ট্র প্রধান থাকে, তাহলেও আমরা তার সাথে মিলেমিশে যুদ্ধ করবো এবং দেশকে রক্ষা করবো। এরপর প্রয়োজন বোধে সময় মতো সেই ফাসেক ফাজেরের খবর নেবো। এছাড়া কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর অমুসলিম রাষ্ট্রের হামলা হলে সেই মুসলিম রাষ্ট্রকে সাহায্য করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আহলে কিতাব ব্যক্তির জবাই করা পশু

প্রশ্ন ঃ ইয়াহুদী বা খৃস্টান আহ্লে কিতাব ব্যক্তির জবাই করা গোশ্ত্ হালাল, না হারাম?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার প্রথম রুকূ' আপনারা অধ্যয়ন করুন। সেখানে সর্বপ্রথম বলা হয়েছে তোমাদের জন্য তাইয়েবাত (পবিত্র জিনিসসমূহ) হালাল করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে তোমাদের জন্য আহ্লে কিতাবের খাবার হালাল করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আহ্লে কিতাবের পবিত্র খাবার আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাদের খবীছ (অপবিত্র) খাবার নয়। এ সূরাতেই তাইয়েবাত-এর ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হালাল প্রকৃতির পশু, সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহ্র নামে জবাই করা হলে তা তাইয়েবাত। এই শর্ত সাপেক্ষে আহলে কিতাবের খাবার আমাদের জন্য হালাল। আমার জানামতে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অন্তত মধ্যপ্রাচ্যের খৃস্টানরা এই পদ্ধতিতে পশু জবাই করতো। যার বর্ণনা হাফেজ ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ্য করেছেন। এ কারণে তাদের জবাই করা পশু হালাল ছিল। কিন্তু এখন যেহেতু তারা সে পদ্ধতি অনুসরণ ছেড়ে দিয়েছে, সেহেতু তাদের জবাই করা পশু হালাল রইল না। অবশ্য ধর্মানুরাগী ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি, সেখানে জবাই করার পদ্ধতি আমাদের এখানকার প্রচলিত পদ্ধতির প্রায় কাছাকাছি। তারা জবাই করার সময় আল্লাহ্র নামও নিয়ে থাকে। এবার আপনারাই যাচাই করে দেখুন এখানে তারা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে কিনা, পাকিস্তানে তাদের একজন আলেমের নিকট আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের সেখানে জবাই করার সময় আল্লাহ্র নাম নেয়ার হুকুম রয়েছে, এবং জবাই করার পদ্ধতিও প্রায় একই, যা আপনারা এখানে অনুসরণ করছেন।" এরই ভিত্তিতে আমি মনে করি তাদের জবাই করা পশু হালাল। তবে আমি আপনারাদেরকে একথা না বলে পারছি না যে, ইয়াহুদীরা যদি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার পরও নিজেদের জন্য কোশার (Kosher) অর্থাৎ

www.pathagar.com

ইয়াহুদী ধর্মীয় বিধান মোতাবেক জবাই করা গোশ্‌ত্‌-এর ব্যবস্থা করতে পারে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে জবাই করা পশুর গোশ্‌ত্‌ পাওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি যদি আদায় করে নিতে পারে, তাহলে আপনারা এখানে হাজার হাজার মুসলমান অবস্থান করার পরও নিজেদের জন্য হালাল গোশ্‌ত্‌-এর ব্যবস্থা কেন করছেন না এবং কেন অযথা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বলির গোশ্‌ত্‌কে নিজেদের জন্য হালাল করার কোশেশ করছেন ?

আহলে কিতাব নারী বিবাহ করা

প্রশ্ন : এ যুগের ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে আহলে কিতাব বলে গণ্য করা যায় বলে কি আপনি মনে করেন ? একজন মুসলমান এ যুগের একজন ইয়াহুদী বা খৃস্টান রমণীকে কি বিবাহ করতে পারে ? যদি উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনে আহলে কিতাব নারীদেরকে বিবাহ করার বৈধতা দিয়ে যে আয়াত রয়েছে, সে ব্যাপারে কি বক্তব্য দেবেন ?

উত্তর : এ যুগের ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মে এমন কোন নূতন জিনিস পাওয়া যায় না, যা কুরআন নাযিলের যুগে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। এ কারণে এরা অদ্যাবধি আহ্‌লে কিতাবই আছে। বাকী রইল তাদের সাথে বিয়ে করার বিষয়, এ ব্যাপারে আপনারা তিনটি কথা স্মরণ রাখবেন। প্রথম কথা হচ্ছে, কুরআন মজীদে অনুমতি দেয়া হয়েছে, নির্দেশ দেয়া হয়নি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যে নারীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তাদেরকে মুহছানাত (অর্থাৎ নিষ্কলুষ) হতে হবে এবং দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে গোপনে বা প্রকাশ্যে তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না এবং বিবাহের পর তাদের জন্য নিজেদের ঈমান ও আখেরাতকে বিপদাপন্ন করা যাবে না। তৃতীয় কথা হচ্ছে, যে কাজ শরীয়াত বৈধ করেছে, সে কাজে হাত দেয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিতে হবে, যাতে করে এ যুগে সে কাজটি করতে গিয়ে কোন কদর্যতা তো সৃষ্টি হবে না ! আপনারা দেখুন, আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপে যেসব নারী পাওয়া যায়, তারা বিধি মোতাবেক (Technically) তো অবশ্যই আহলে কিতাব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ-রাসূল-কিতাব এবং আখেরাতে বিশ্বাসী আহলে কিতাবের সংখ্যা নিতান্ত কম। এরপর এই নগণ্য সংখ্যক আহলে কিতাব নারীর মধ্যে 'মুহছানাত' বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নারী পাওয়া নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বাকী রইল যুগ ও পরিবেশের দিক। তাহলো এই দেশগুলোতে অবস্থানকারী কোন ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান রমণীকে বিবাহ করার অর্থ হবে, শুধু নিজেকেই নয়, নিজের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে অমুসলিম সমাজে পুরোপুরি বিলীন করে দেয়ার ঝুঁকি নেয়া। ধরে নেয়া যাক, যদি ঐ রমণীকে নিজেদের মুসলিম সমাজে নিয়ে আসা হলো, এমন মহিলাদের মধ্যে শতকরা একজন খুব কষ্টে এমন পাওয়া যাবে, যে নিজেকে, নিজের ঘরকে এবং নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে ইসলামী সমাজের নিয়ম-নীতি ও জীবন পদ্ধতির সাথে ঢেলে সাজিয়ে নেবে। পক্ষান্তরে শতকরা নিরানব্বই জনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর মন যোগানোর জন্য স্বামী নিজেই নিজের পুরো ঘরটাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নমুনা বানিয়ে নেয় এবং তার

www.pathagar.com

মেমসাহেবা শুধু নিজের ঘরকেই নয় বরং স্বামীর বংশ এবং আত্মীয় স্বজনকেও ইসলামী জীবন পদ্ধতি এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনা থেকে সরিয়ে দেয়াকে দায়িত্ব মনে করে। এমন পরিস্থিতিতে আবেগ আপ্লুত হয়ে শুধুমাত্র অনুমতি আছে এই অজুহাতে খৃস্টান বা ইয়াহুদী রমণীকে বিবাহ করা দ্বীনী দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ইসলামী বিধান কি স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ঢেলে সাজানো যায়?

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন যে, কিছু কিছু ইসলামী বিধান স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ঢেলে সাজানো যায়? যারা প্রকাশ্যে তো মুসলমান কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে উপহাস করে, তাদের সম্পর্কে আপনাদের কর্মসূচী কি?

উত্তর ঃ আপনি মূলত দু'টি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, ইসলামী বিধানকে স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী করে সাজানোর কাজ ছেলে-খেলা নয়, বরং ইসলামী বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এ কাজ করতে পারে। ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা ইসলামী বিধানকে যুগোপযোগী করার কথা যেভাবে বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা ইসলামী পদ্ধতির আওতাবহির্ভূত। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যদি ইসলামী বিধানের বিপরীত কোন বিকৃতি সৃষ্টি হয়, তাহলে ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিরা ইসলামী বিধানে শৈথিল্য সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক কড়াকড়ি আরোপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এখন আহলে কিতাবের সাথে বৈবাহিক বন্ধন সম্পর্কে আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, উত্তরে আমি বলে দিয়েছি, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় এ যুগের ইয়াহুদী বা খৃস্টান রমণীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি শিথিল করার পরিবর্তে কঠিন করা প্রয়োজন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব পবিত্র কুরআনেই দেয়া হয়েছে ঃ

اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يَكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط

"আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তাকে উপহাস করা হচ্ছে শুনতে পারলে এমন লোকদের সাথে বিষয়বস্তু পরিবর্তীত না হওয়া পর্যন্ত বসবে না, যদি এমনটি কর, তাহলে তোমরাও তাদেরই মতো বলে বিবেচিত হবে।"

—আন নিসা ঃ ১৪০

বিবাহের পূর্বে কনের সাথে নির্জনে সাক্ষাত

প্রশ্ন ঃ একজন মুসলমান কি সেই কন্যার সাথে সাক্ষাত করতে পারে, যাকে সে বিয়ে করতে চায়? যদি এটা জায়েজ হয় তবে কি নির্জনেও সাক্ষাত হতে পারে? অবিভাবকদের অনুমতি ছাড়াও কি সাক্ষাত হতে পারে?

www.pathagar.com

উত্তর : ইসলামে বিবাহপূর্ব প্রেম প্রার্থনার (Court Ship) কোন অবকাশ নেই। হাদীসে যে টুকু অনুমতি রয়েছে তা হচ্ছে, অবিভাবকদের উপস্থিতিতে শুধুমাত্র কন্যার মুখমন্ডল দেখা যেতে পারে। নির্জন সাক্ষাত, তার উপর অবিভাবকদের অজ্ঞাতে বিনা অনুমতিতে সাক্ষাত কখনোই ইসলামী পদ্ধতি হতে পারে না। এই রং-ঢং বরং আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপের লোকদের জন্যই মানায়। আপনারা যদি এখানে জীবিকার সন্ধানে এসে থাকেন তাহলে অন্তত নিজেদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করুন যে, নিজেদের ইসলামী মূল্যবোধকে এখানকার জীবনাচারের সাথে একাকার করে নেয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। যে কথা হাদীস অনুমোদিত, তাহচ্ছে অবিভাবকদের উপস্থিতিতে কনের শুধুমাত্র মুখমন্ডল দেখা যেতে পারে।

সুদী ঋণে বাড়ী

প্রশ্ন : এদেশে ঘর-বাড়ীর মূল্য অনেক বেশি। ঘর ভাড়ার হারও অনেক চড়া। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট ঘর-বাড়ি বন্ধক রেখে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে কি ক্রয় করা যায়?

উত্তর : হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে আমি আপনাদের জন্য কোন কিছুকেই হারাম থাকতে দিতাম না, কিন্তু এই ক্ষমতা তো আল্লাহ নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। তাঁর নির্ধারিত হালাল-হারামের নির্দেশের মধ্যে কোনরূপ রদবদল করা আমার ক্ষমতা বহির্ভূত ব্যাপার।

আপনারা এখানে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে বাড়ি ক্রয় করার ব্যাপারে নিজেদেরকে নিরুপায় মনে করে থাকলে নিজেদের উপায়হীনতার সিদ্ধান্ত নিজেদের দায়িত্বেই গ্রহণ করুন। সে দায়-দায়িত্বে আমাকে জড়িত করবেন না। কেননা এই সিদ্ধান্তের কারণে দুনিয়াতে আপনারা তো কমপক্ষে একটা ঘর পেয়ে যাবেন, কিন্তু পরকালে আপনাদের সাথে আমারও দুর্ভাগ্য নেমে আসবে।

সরকারী বন্ড

প্রশ্ন : সরকারী বন্ডের উপর দেয়া লভ্যাংশকেও কি সুদ বলে গণ্য করা হবে ?

উত্তর : এটা সুদ হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই।

হালাল-হারাম বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরী

প্রশ্ন : হালাল-হারাম উভয় ধরনের সামগ্রী উৎপাদন করে অথবা উভয় ধরনের সামগ্রীর ব্যবসা করে, কোন মুসলমান কি এমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারে?

উত্তর : একটি অমুসলিম সমাজে এবং রাষ্ট্রে অবস্থান করে হালাল-হারামের বিবেচনা করা এবং সর্বাবস্থায় হারাম থেকে নিরাপদ থাকা নিসন্দেহে একটি কঠিন দুসাধ্য কাজ। কিন্তু আপনাদের সাধ্যানুযায়ী নিজেদেরকে হারাম থেকে নিরাপদ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। ধরে নিন, যদি এমনই একটি কোম্পানীতে আপনাকে চাকুরী করতেই হয়, যেখানে হালাল-হারাম উভয় ধরনের কারবার চলে, তাহলে

www.pathagar.com

শরীয়াতের দৃষ্টিতে এখানকার অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনার জন্য সর্বোচ্চ শৈথিল্য এটা হতে পারে যে, আপনি উক্ত কোম্পানীর এমন একটি শাখায় কাজ করবেন, যে শাখা শুধুমাত্র হালাল কারবার করে থাকে।

মীলাদ ও কেয়াম

প্রশ্ন ঃ আপনার দৃষ্টিতে মীলাদ শরীফ পড়া কি জায়েজ এবং সম্মানার্থে মিলাদের মধ্যে দাঁড়ানোটাও কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ মীলাদ শরীফ বলতে যা বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূল (সা)-কে স্মরণ করা এবং তাঁর জীবনী আলোচনা করা, এটা শুধু জায়েজই নয়, বরং এর মাধ্যমে যে ছওয়াব হবে তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য এর ভিতর ভ্রান্ত অন্য কিছু বর্ণনা করা ঠিক নয়। যদি মীলাদ শরীফের ব্যাপারে আপত্তি হয়ে থাকে, তা এই ক্ষেত্রেই হতে পারে সম্মানার্থে দাঁড়ানো ফরজ না ওয়াজিব, এর জন্য লোকদেরকে বাধ্য করার কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে যদি কেউ দাঁড়ায় তাকে তিরস্কার করারও কোন দরকার নেই। একাজটা হারামও নয় যে, এর কর্তাকে ধরে মারপিট করতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি ভক্তি করে দাঁড়ায় তাতেও কোন দোষ নেই। কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক এবং জরুরী না হওয়ার ব্যাপারে প্রতিদিন পাঁচবার নামাযে আমরা প্রমাণ দিয়ে থাকি। তাশাহ্হুদের সময় السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته কথাগুলো বলুন তো কোন্ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়ে ? সকলেই তো বসে বসেই পড়ে থাকে। আর এই তাশাহ্হুদ স্বয়ং রাসূল (সা)-এর শিখানো পদ্ধতি, তাই যাঁরা দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, তাঁদেরকেও নিজেদের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হওয়া উচিত। কেননা শরীয়াতে এর বাধ্যবাধকতার কোন প্রমাণ নেই।

ইসলামের মূলনীতি কি যুক্তিসম্মত

প্রশ্ন ঃ ইসলামের প্রতিটি মূলনীতি কি নিরেট যৌক্তিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ? উত্তর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে কিছু কিছু ইসলামী মূলনীতি কি শুধু মাত্র অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানার জন্য ? আপনি যৌক্তিক উপায়ে তাক্দীরের ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত কিভাবে করবেন ?

উত্তর ঃ ইসলামের কোন মূলনীতি কোন বিশ্বাস এবং কোন নির্দেশ অযৌক্তিক নয়। প্রতিটিকে বিবেকসম্মত এবং নিরেট যৌক্তিক পদ্ধতিতে বুঝানো যেতে পারে। মুসলমান হওয়ার জন্য আমাদের জন্য কোথাও অন্ধ-বিশ্বাসের প্রয়োজন পড়ে না। তাকদীরের বিষয়টি আপনি নিজে এমনভাবে বুঝাচ্ছেন যে, এর মধ্যে যুক্তির কোন অবকাশ নেই—কিন্তু আমার রচিত "মাসআলায়ে যাব্‌র ও কদ্‌র" (তাকদীরের হাকীকত) গ্রন্থ এবং আমার তাফসীর গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' এর প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্রে (Index) -এ 'তাকদীর' শব্দ বের করে সেসব স্থানগুলো দয়া করে দেখে নিন, যেসব স্থানে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এরপরও আপনারা আমাকে বলুন, বান্দার অনাগত তাক্দীর আল্লাহ্‌র নিকট জানা থাকাটা বেশী যৌক্তিক, নাকি নাজানা থাকাটা বেশী যৌক্তিক ? আপনারা কি এমন আল্লাহর উপর

www.pathagar.com

ঈমান আনতে পারেন, যিনি নিজের প্রভুত্বের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার খবর এক মুহূর্ত পূর্বেও জানতে পারবেন না, আর ঘটনা ঘটে যাবার পর তিনি বুঝতে পারবেন যে, তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে? বাস্তবিকই কি এই বিশাল সৃষ্টি জগতে এমন একজন রবের কর্তৃত্ব চলতে পারে?

দু'টি উপদেশ

আমি আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শেষ করেছি। এবার সংক্ষিপ্তভাবে আমিও কিছুকথা আপনাদের নিকট রাখতে চাই, যদিও এই ভূখন্ডে আপনারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছেন, কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে, কেউ শিল্পজ্ঞান অর্জন করতে এসেছেন, কেউ এসেছেন জীবিকার সন্ধানে, আবার এমন অনেকে আছেন, যারা স্থায়ীভাবে এখানেই থেকে গেছেন। কিন্তু এসব কিছুর সাথে আপনাদের আরেকটি অবস্থানও রয়েছে, আর তা হচ্ছে মুসলমান হিসেবে আপনাদের অবস্থান। এই অবস্থানটির কারণে আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, আর যেখানেই যান না কেন, আপনাদেরকে ইসলামের প্রতিনিধি মনে করা হবে। এই অনুভূতি আপনাদের মধ্যে থাকুক বা নাই থাকুক। একজন অমুসলিম যখনই আপনাদেরকে দেখবে, মনে করবে, এ ধরনের লোকদেরকেই মুসলমান বলা হয়। এবার যদি আপনারা নিজেদেরকে একজন খারাপ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেন, নিজের চরিত্র, নিজের আচার-ব্যবহার এবং নিজের চলনে-বলনে খারাপ উদাহরণ স্থাপন করেন, অথবা এখানকার বিশেষ ও সাধারণ্যে এই অনুভূতি দান করেন যে, তারা যেমন, আপনারাও তেমন, তাহলে আপনারা ইসলামের ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব করলেন। এক্ষেত্রে আপনাকে দেখে যারা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা গ্রহণ করবে, এর দায়-দায়িত্ব আপনাদেরই উপর বর্তাবে। পক্ষান্তরে আপনারা যদি নিজেদের কথা ও কাজে, নিজেদের চরিত্রে ও আচার-ব্যবহারে, নিজেদের জীবন পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয় যে, নিয়ম মাফিক দাওয়াতী কাজ করুন বা নাই করুন অসংখ্য মানুষের মনের দুয়ার ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাই আমি চাই যে, এখানে বসবাসকারী প্রতিটি মুসলমান নিজেদের সেই অবস্থান এবং দায়িত্ব অনুধাবন করুক। আপনাদের জীবন যদি একজন সত্যিকার এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তব মুসলমানের জীবনের মতো হয়ে যায়, তাহলে আপনার অস্তিত্বই একটি জীবন্ত চলমান মোবাল্লিগে রূপান্তরিত হবে।

আপনারা যারা স্থায়ীভাবে এখানে পড়ে আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদের কথা চিন্তা করুন। একটি মুসলিম দেশ এবং একটি মুসলিম সমাজ থেকে বের হয়ে আপনারা এখানে এসেছেন, মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে আপনাদের চোখ খুলেছে। যদি আপনারা ইসলামী জ্ঞান অর্জন নাও করে থাকেন, তথাপী জীবনের বিশেষ একটা অংশ মুসলিম সমাজে অতিবাহিত করেছেন। যার মধ্যে থেকে প্রতিটি ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞাতসারেই হোক না কেন কিছু না কিছু জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করেছে। মোটকথা এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই হয়েছে যে, ইসলামী বিশ্বাস কি, ইসলামী ইবাদাত কি, ইসলামের দৃষ্টিতে কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ এবং মুসলমানদের জীবন পদ্ধতি কি, কিন্তু আপনাদের সন্তান-সন্তুতি যারা

www.pathagar.com

এখানে লালিত-পালিত হচ্ছে, তারা মোটেও জানে না যে, ইসলাম কি, ইসলামী জীবন কি। তারা ইসলামের কোন শিক্ষাই পায় না। মুসলিম সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে তারা কোন ধারণা লাভ করতে পারে না। এখানে একটি শিশু চোখ খুলেই চলতে, ফিরতে, প্রতিটি মুহূর্তে একটি অমুসলিম সমাজ দেখতে পায়। এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেলে সেই শিক্ষাই তারা পায়, যে শিক্ষা এখানকার শিশু-কিশোর আর যুবসমাজকে দেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে আপনারা যতই সাধনা করুন না কেন, নিজেদের সন্তানদেরকে এখানকার সমাজ, এখানকার নৈতিকতা ও সংস্কৃতি এবং এখানকার ভ্রান্ত জীবন পদ্ধতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ কারণেই যেখানেই যথেষ্ট পরিমাণ মুসলিম বসতি রয়েছে, সেখানেই নিজেদের সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নেয়া একান্ত জরুরী। যদি সকলের মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে সকলে মিলেমিশে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা কোন সমস্যাই নয়, একটি শিক্ষা তহবিল গঠন করবে, যাতে সবাই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী নিয়মিত চাঁদা দেবে। এই তহবিল থেকে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেসব প্রতিষ্ঠানে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম চালু করা হবে, পাশাপাশি দ্বীনী শিক্ষাও তাদেরকে দেয়া হবে এবং মুসলমান ছাত্রদেরকে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ (যেমন যৌন শিক্ষা এবং সহশিক্ষা) থেকে নিরাপদ রাখতে হবে। সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এমন ধরনের ছাত্রাবাসও তৈরী করতে হবে. যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম অঞ্চলের মুসলমানেরা সংখ্যাল্পতার কারণে তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে না পেরে নিজেদের সন্তানদেরকে পাঠাতে পারে। কানাডা বা আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার যে মানদন্ড রয়েছে, আপনারা যদি নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেন, এবং সেই মানদন্ড বজায় রাখার পর যদি নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চান, তাহলে আমি বুঝি না কেন সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়া হবে না, আমার মনে হয় না আপনাদের এই অধিকারের স্বীকৃতি দিতে কোন সরকার অস্বীকার করতে পারে। এখানে অন্যান্য ধর্মীয় বা বংশীয় গোষ্ঠী নিজেদের বিশেষ (Parachial) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেয়া হয়ে থাকলে আপনাদেরকে কেন দেয়া যাবে না ? শর্ত শুধু এটুকুই, আপনারা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সেভাবেই চেষ্টা করুন, যেভাবে অন্যান্যরা চেষ্টা করে নিজেদের দাবী আদায় করে নেয়। আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট বলতে চাই, আপনারা যদি এ কাজটি অবহেলা করেন, তাহলে আপনাদের প্রথম বংশধরেরা হয়তো কষ্টেশিষ্টে মনে রাখবে যে, তাদের বাপ-দাদারা মুসলমান ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বংশধরেরা সম্পূর্ণভাবে এখানকার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে হারিয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে ইসলামের লেশ টুকুও অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ না করুন, পরিস্থিতির এতটুকু অবনতি ঘটুক, এ কারণেই আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আপনাদেরকে একাজের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের অনুভূতি জাগিয়ে দিচ্ছি। আমি আশা করি কানাডা ও আমেরিকায় অবস্থানকারী মুসলমানেরা এ ক্ষেত্রে কোনরূপ অবহেলা ও অমনযোগিতা প্রদর্শন করবেন না।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর উনত্রিশঃ লাহোরের ইষ্ট পাকিস্তান হাউজে জমিয়ত কর্মীদের সাথে

অক্টোবর- ১৯৭৪ ইং

১৯৭৪ সালের ১১ই অক্টোবর ইষ্ট পাকিস্তান হাউজ লাহোরে জমিয়ত কর্মীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন, ❑ হতাশা, ❑ একগালে চড় দিলে অপর গাল পেতে দেয়া, ❑ গোপন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রশ্নের মনোজ্ঞ জবাব দেন মাওলানা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা কি ? সেখানে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী জমিয়তে তালাবা কিভাবে কাজ করছে ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের কোন মাধ্যম আমার কাছে নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব সংবাদ পাওয়া গেছে তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র রহমতে সেখানে জামায়াত এবং জমিয়তের যেসব লোক বেঁচে আছেন—আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে এক বিরাট সংখ্যক লোক বেঁচে আছেন—তারা যথাসম্ভব ইতিমধ্যে নতুন করে সংগঠিত হয়েছেন। তাঁরা এতো বেশী উৎসর্গীকৃতভাবে এবং নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ (Devotion) সহকারে কাজ করছেন যে, পেটে খাবার আর পরণের কাপড় না জুটলেও ইসলামী আন্দোলনের কাজ আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা নিজ নিজ সংগঠনের চেহারা পাল্টে ফেলেছেন, কেননা সেখানে ইতিমধ্যে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এবং সে নামে সেখানে জামায়াত কাজ করতে পারবে না। একইভাবে ইসলামী ছাত্র সংঘের নামও সেখানে "স্পেনের ষাঁড়ের খেলায় ব্যবহৃত লাল রুমাল"-এর অবস্থানে রয়েছে। (স্পেনে ষাঁড়ের খেলায় লাল রুমাল ব্যবহৃত হয়। খেলোয়াড় লাল রুমাল মেলে ধরলেই রুমালের দিকে ষাঁড় ধারালো শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে অর্থাৎ উক্ত নাম দু'টি বাংলাদেশে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও উস্কানীমূলক) এ কারণে ইসলামী জমিয়তে তালাবাও সেখানে নিজ নামে (অর্থাৎ ইসলামী ছাত্র সংঘ) কাজ করছে না। মানুষ একই রয়েছে এবং তাদের জীবনের লক্ষ্যও হুবহু আগের মতই। সুতরাং কাজও আগের মতই চলছে। আর সে কাজের জন্য তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনাও আগের মতোই রয়েছে। আমার জানা মতে প্রথমে যাঁরা এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউ পশ্চাদপসরণ করেননি। তাঁরা কোন ভয়ে ভীত নন। তাঁরা সঠিকভাবে নিজেদের ঈমান, নিজেদের সংকল্প এবং নিজেদের উদ্দেশ্যের উপর সুদৃঢ়, অনড় রয়েছেন।

এক গালে থাপ্পড় খেয়ে

প্রশ্ন ঃ এক গালে থাপ্পড় খেয়ে অপর গাল পেতে দেয়ার নীতি জামায়াতে ইসলামী কবে ত্যাগ করবে ? ইসলামী জমিয়তে তালাবার ন্যায় কাজ করা কি মোটেও সম্ভব নয় ?

উত্তর ঃ জামায়াতে ইসলামী তো কোন খৃস্টান সংগঠন নয় যে, এক গালে থাপ্পড় খেয়ে অপর গাল পেতে দেবে। তবে একথা মনে রাখবেন যে, অধৈর্য হয়ে ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেয়ে ধৈর্য আর বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা এবং দৃঢ় সংকল্প ও অটুট চরিত্রের মাধ্যমে কাজ করা অনেক উত্তম। সঠিক ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ যতটা লাভজনক, ভ্রান্তক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ ততটাই ক্ষতিকর। এক থাপ্পড় খেয়ে অপর গাল পেতে দেয়া আমাদের নীতি নয়। বরং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করাটাই আমাদের নীতি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে জনমতকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। আর এটা আমরা করবো ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আল্লাহর সাহায্য পেলে এবং তাঁর পক্ষ থেকে সহযোগিতা যুক্ত হলে ইন্‌শাআল্লাহ একদিন অবশ্যই আমরা বিজয়ী হবো। আমি বলতে পারি না যে, কতদিন সময় লাগবে, তবে বিষয়টা আগামী দিনের সূর্যোদয়ের মতই নিশ্চিত।

হতাশা থেকে উদ্ধার

প্রশ্ন : মনে হচ্ছে মানুষ সাধারণভাবে হতাশা এবং মানসিক পশ্চাদপদতার শিকার হচ্ছে। তাদেরকে এই (Frustration) থেকে উদ্ধার করার জন্য কি করতে হবে?

উত্তর : হতাশা এবং মানসিক পশ্চাদপদতা (Frustration) সর্বদা এমন পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে যখন লোকেরা মরীচিকার পিছনে দৌড়ানোর পর অপ্রত্যাশিত ফলাফলের সম্মুখীন হয়। আমাদের এখানেও একই পদ্ধতিতে হতাশা এসেছে। সাধারণ মানুষ তো খানিকটা তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, যারা রুটি, কাপড়া-মাকান (অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান)-এর শ্লোগান দিয়ে থাকে, এখন এটা স্পষ্ট যে, যখন থেকে এই শ্লোগান দেয়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই এটা একটা প্রতারণা ছিল, কিন্তু লোকেরা সাথে সাথে এর রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। এখন এই শ্লোগানের বিপরীত পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হচ্ছে বলেই তারা হতাশার শিকার হচ্ছে। এছাড়া প্রতারণা করার মতো আরো কিছু উপকরণও বিদ্যমান ছিল। অতএব, যেখানে যেখানে এ ধরনের মানুষ বর্তমান থাকবে সেখানে অবশ্যই হতাশা সৃষ্টি হবে। তবে আমাদের মধ্যে কোন হতাশা নেই, কেননা আমরা কোন ভ্রান্ত আশাবাদ নিয়ে বসে নেই। আমরা চিন্তা-ভাবনা করে এক একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। পাশাপাশি সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করছি। পরক্ষণে সেই ফলাফল প্রকাশিত হলে আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আমরা সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলাম, যা কিছু করা হচ্ছে এবং যে ধরনের রাজনীতির চর্চা এখানে হচ্ছে এর ফলশ্রুতিতে পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং হয়েছেও তাই। আমাদের মনে যে বেদনা হয়েছে এবং আমাদের যে দশা হয়েছে, সেটা সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এই পরিস্থিতির কারণে আমরা হাতাশ হইনি। একই ভাবে দেশের এ অঞ্চলের ব্যাপারেও আমরা জানতাম যে, এখানে যে ধরনের লোককে ক্ষমতায় বসানো হচ্ছে, তারা শেষ পর্যন্ত দেশটাকে ধ্বংস করেই ছাড়বে। সুতরাং যা কিছু হচ্ছে, তা আমরা স্বচক্ষে দেখছি, কিন্তু যেহেতু প্রথম থেকেই এ অবস্থা আমাদের অনুমিত হচ্ছিল, এজন্য যে ধ্বংসযজ্ঞ নাযিল হচ্ছে তাতে আমরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত, আমাদের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু আমাদের মধ্যে হতাশা নেই। হতাশাগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা ধ্বংসকে প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করছি। হতাশা সর্বদা মিথ্যা আশাবাদ নিয়ে বসে থাকা থেকে সৃষ্টি হয়, সেই মিথ্যা আশাবাদ পূরণ না হলে হতাশা আসে। এখন হতাশার লক্ষণসমূহ যেসব লোকের মধ্যে পাওয়া যায়, তা দূর করার জন্য সরাসরি কোন প্রচেষ্টা চালানো যায় না। পরোক্ষভাবে কাজ করা যায়, অর্থাৎ তাদেরকে বলতে হবে ভাই! আপনারা কোন ধোঁকাবাজের প্রতারণায় প্রতারিত এবং

কোন ঈমানদারের আন্তরিক কর্মসূচীতে অমনযোগী হবেন না। যতদিন আপনারা প্রতারণার চোরাবালি থেকে বের না হবেন, ততদিন এক একটি গর্ত থেকে সাপের কামড় খেতে থাকবেন, এবং বারে বারে সেই সব গর্তে হাত রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবেন। কারা আন্তরিকতার সাথে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছে, আর কারা প্রতারণা করছে, এটা যদি আমরা জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হই আর জনগণও যদি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এমন সময় আসবে, যখন আর এ ধরনের হাতাশায় তারা আক্রান্ত হবে না।

গোপন তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম

প্রশ্ন ঃ গোপন তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হাসিল করা কি সম্ভব নয় ?

উত্তর ঃ আমি একথা বারবার বলেছি, সাহস, বীরত্ব, দৃঢ় ইচ্ছা এবং অটল সিদ্ধান্ত সহকারে প্রকাশ্যে (Openly) কাজ না করা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, গোপন (Under Ground) তৎপরতার ফলশ্রুতিতে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপিত হবে না, হতে পারে না।

বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য গোপনভাবে কাজ করা যেতে পারে। যেমন বর্তমানে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের যে অবস্থা বিরাজ করছে, সেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোপন কাজ করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই কিন্তু এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। কেননা প্রকাশ্যে কাজ করে জনগণের মধ্যে চিন্তাধারার পরিবর্তন যতদিন পর্যন্ত করা না হবে, ততদিন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থক করা যাবে না। এবং সমাজকে ইসলামী ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত না করা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রথমে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও তা প্রকাশ্যে কাজ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক জানবাজ, সাহসী কর্মী তৈরী করার জন্য কিছু সময়ের জন্য গোপনে কাজ করা হয়েছিল মাত্র। এরপর সকল তৎপরতা প্রকাশ্যেই চালানো হয়েছিল। রাসূল (সা)-এর যুগে লোকেরা মার খেয়েছে। তাদের উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। উত্তপ্ত বালুতে শায়িত করে টানা-হেঁচড়া করা হয়েছে।। জ্বলন্ত অঙ্গারে শুইয়ে রাখা হয়েছে, এসব কিছুর পর যারা তৈরী হয়েছেন সমগ্র আরবের কোন শক্তি তাঁদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি। এমনিভাবে প্রকাশ্যে কাজ না করে আপনারা চলতে পারবেন না। আপনারা খোলাখুলি নিজেদের কাজ করুন। আপনাদের মাথা কাটবে, আপনাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে, আপনাদের বিবস্ত্র করা হবে, আপনাদের সাথে অশোভন আচরণ করা হবে, সকল প্রকার নির্যাতন ভোগ করতে হবে, এতো সবকিছুর পরও যখন আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন। নির্যাতনকারীদের উপর তা বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে, তখন তারাই আত্মরক্ষার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।—এমন একটি অবস্থা একদিন অবশ্যই আসবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর ত্রিশ : জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে

মার্চ ১৯৭৫ ইং

১৯৭৫ সালের ২০ মার্চ লাহোরে কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশ্নোত্তরের আসর। নিরক্ষর লোকদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত। ❑ জামায়াতের নির্বাচনী পলিসি, ❑ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ❑ রাজনৈতিক কর্মকৌশল, ❑ আলিম, ❑ মিথ্যাবাদীদের ক্ষমতা লাভ, ❑ স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা, ❑ কর্মীদের মান, ❑ কর্মীদের বিভ্রান্তি, ❑ কর্মীদের অজ্ঞতা, ❑ প্রকৃতির বিধান, ❑ গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মাওলানা মত প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিরক্ষর লোকের মধ্যে ইসলাম প্রচার

প্রশ্ন ঃ শতকরা আশিজন নিরক্ষর লোকদের কি পন্থায় সুন্দরভাবে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আহবান করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ আরব জনগণের কাছে যখন ইসলামের দাওয়াত পৌছানো হয়েছিল, তখন সেখানকার অধিবাসীদের প্রায় একশ'জনই নিরক্ষর ছিলো। কথিত আছে, কুরাইশের মতো উন্নত গোত্রে মাত্র সতেরজন পড়ালেখা জানা লোক ছিলো। মদীনায় শিক্ষিতের সংখ্যা ছিলো এর চাইতেও কম। এই দুইটি প্রধান শহরের অবস্থা সামনে রেখে আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন যে, আরবের অন্যান্য অঞ্চলে শিক্ষিতের হার কত করুণ ছিলো! সেখানে কুরআন মজীদ লিখে প্রচার করা হয়নি, বরঞ্চ মুখে মুখেই লোকদের কাছে কুরআনের বাণী প্রচার করা হতো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) শুনে শুনেই কুরআন মুখস্থ করতেন। মুখে মুখেই তা অন্যদের শুনাতেন। এ প্রক্রিয়াতেই গোটা আরব বিশ্ব ইসলামের আলোতে উদ্ভাসি হয়ে উঠেছিল।

আসলে নিরক্ষর হওয়াটা ইসলাম প্রচারের জন্যে কোনো জটিলতার বিষয় নয়। ইসলামের সূচনাতে নিরক্ষর লোকদের মধ্যেই দ্বীন প্রচার করা হয়েছিল। কেবল মৌখিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে এই বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। তাদের মধ্যে এমন প্রচন্ড বিপ্লব সাধিত হয়েছিল যে, তারা গোটা মানবতার শিক্ষক ও সংস্কারকে পরিণত হয়েগিয়েছিল।

কিন্তু আপনারা এখন কেন এটা মনে করছেন যে, শতকরা আশিজন নিরক্ষর লোকের সমাজে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো যাবে না। আপনাদের মধ্যে তো শতকরা বিশজন শিক্ষিত লোক রয়েছে। তারা নিজেরা প্রথমে পড়ালেখা করে ইসলামকে যথার্থভাবে বুঝে নেবে। অতপর শতকরা আশিজন নিরক্ষর লোককে তারাই মৌখিকভাবে ইসলামের শিক্ষা প্রদান করবে। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ইসলামের বুঝ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করবে। আগের কালের তুলনায় একাজ করা এখন অনেক সহজতর হয়েছে। অবশ্য পার্থক্য কিছু থেকে থাকলে তা শুধু এতটুকু যে, তখনকার যুগে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে নিশ্চুপ বসে থাকত না। আল্লাহর অন্যান্য বান্দাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোকে নিজের অপরিহার্য কর্তব্য মনে করতো। তার অন্য সকল মর্যাদার উপর দ্বীন প্রচারকের মর্যদা বিজয়ী হতো। কায়মনো বাক্যে সে মূর্তপ্রতীক হতো ; এটাই হতো তার আসল পরিচয়। যখন যেখানে যে অবস্থায়ই তারা অন্য লোকদের সাথে মিলিত হতো, অপর কোন ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করতো, সেখানে কোন অবস্থাতেই তারা আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা আলোচনা করার সুযোগ হাতছাড়া করতো না। তারা সবসময় আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে বের করে আনার ধান্ধায় মশগুল থাকতো। কুরআনের যতোটুকু অংশই নিজের জানা থাকতো, তা অপরকে শুনাতো। ইসলামের যতোটুকু শিক্ষাই তার জানা থাকতো, তা অবশ্যি অপরকে অবহিত করতো। তারা লোকদের শিক্ষা দিতো ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস কি? আর

www.pathagar.com

ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস কোনগুলো ইসলাম যেগুলোর বিরোধিতা করে? উত্তম চরিত্র ও আমল বলতে কি বুঝায়, যেগুলোর দিকে ইসলাম আহ্বান জানায়? আর অন্যায় অসভতা ও দুষ্কৃতি বলতেই বা কি বুঝায়, ইসলাম যা বিনাশ করতে চায় ?

এসব কথা সেকালে যেভাবে শুনানো হতো, আজো সেভাবেই শুনানো এবং বুঝানো যেতে পারে। এ কাজের জন্যে যিনি শুনাবেন তারও শিক্ষিত হবার প্রয়োজন নেই এবং যিনি শুনবেন তারও শিক্ষিত হবার প্রয়োজন নেই। এসব কথা সবাই বলতে পারে, সর্বত্র বলতে পারে এবং এগুলো প্রত্যেকেরই বুঝে আসার মতো কথা। মানুষের প্রকৃতির সাথে খাপ খায় না এমন কোন অজ্ঞাত তত্ত্বকথা তো ইসলাম পেশ করছে না যে, তা বুঝা এবং বুঝানোর জন্যে বিরাট দার্শনিক হতে হবে।

ইসলাম তো প্রকৃতির ধর্ম। প্রাকৃতিক বিধান। সৃষ্টিগতভাবেই এর সাথে মানব স্বভাবের মিল ও উপযোগিতা রয়েছে। শিক্ষিতদের তুলনায় অশিক্ষিতরাই একে অধিকতর সহজে গ্রহণ করতে পারে। কেননা, তারা প্রকৃতির খুব নিকটতর হয়ে থাকে। তাছাড়া তাদের মগজে সে রকম কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংশয়েরও কোন অস্তিত্ব থাকে না, জাহেলী শিক্ষাব্যবস্থা যা আমাদের শিক্ষিতদের মগজে বপন করে দিয়েছে।

তাই, আমাদের জনগণ অশিক্ষিত বলে ঘাবড়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। তাদের নিরক্ষর হওয়াটা ইসলাম প্রচারের জন্যে মোটেও প্রতিবন্ধক নয়। আসল প্রতিবন্ধক হলো ইসলাম প্রচারের জন্যে ব্যাকুলতার অভাব।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মতো আপনারা আপাদমস্তক ইসলামের দা'য়ী ও প্রচারক হয়ে যান। তাঁদের মতো এ কাজের সাথে নিজেদেরকে একাকার করে ফেলুন। এ কাজকে নিজেদের ধ্যানে পরিণত করুন। নিজেদের সমস্ত ব্যাকুলতা এ কাজের জন্যে নিবদ্ধ করুন। দেখবেন, ইসলামের আহবান পৌছে দেয়ার জন্যে এমন অসংখ্য সুযোগ আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, শতকরা একশ'জন শিক্ষিত হবার অপেক্ষায় এতোদিন যেসব সুযোগ আপনারা গ্রহণ করেননি।

জামায়াতের নির্বাচনী নীতি

প্রশ্ন : আগামী সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী নীতি কি হওয়া উচিত।

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব এখানে আমি আপনাদের দিতে পারব না। এ ব্যাপারে কিছু বলতে হলে আমীরে জামায়াতকে বলবো। অথবা জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ জানতে চাইলে তাদের সামনে বলবো। কিংবা কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা যদি জিজ্ঞেস করে তবে তাদের বৈঠকে বলবো। আমি এখন জামায়াতের একজন সাধারণ সদস্য। আমীরও নই, নির্বাহী পরিষদের সদস্যও নই, মজলিসে শূরার সদস্যও নই। এখানে বসে জামায়াতের পলিসি নির্ণয় করা আমার কাজ নয়। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের দৃষ্টিতে যারা বৈধ কর্তৃপক্ষ, জামায়াতের পলিসি নির্ধারণ করা তাদেরই

www.pathagar.com

কাজ। যে কোন বিষয়ে আমার কোনো মতামত থাকলে, তাদের নিকট তা পৌছে দেয়াই আমার কাজ। অতপর নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী পলিসি তৈরী করা তাদের কাজ।

আপনি তো সবকিছু

প্রশ্ন ঃ কিন্তু মাওলানা! আমরা তো মনে করি আপনিই সবকিছু।

উত্তর ঃ আমি এ ধারণার শিকড় কেটে দিতে চাই। জামায়াতে ইসলামী একটি সংবিধান ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে আমিসহ কোনো ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে 'সবকিছু' হতে পারে না। জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হবার দিনই আমি একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলাম যে, নিসন্দেহে এ জামায়াত গঠন করবার আহবান আমিই জানিয়েছিলাম, কিন্তু একথা কখনো মনে করে বসবেন না যে, তার নিজেরই আমিরে জামায়াত হওয়া উচিত। আমার কাজ ছিলো ইকামতে দ্বীনের কাজে আপনাদেরকে একত্র করে দেয়া। সে কাজটুকু আমি করেছি। এখন এ সিদ্ধান্ত নেয়া আপনাদেরই কাজ যে, এ কাফেলার দায়িত্ব আপনারা কার ঘাড়ে ন্যস্ত করবেন? সেসময় জামায়াত সদস্যরা এ বোঝা যেহেতু আমার ঘাড়েই চাপিয়েছিল, তাই আমি তা বহন করতে ব্যধ্য হয়েছি। এখন অসুস্থতা আমাকে এ দায়িত্বের হক আদায় করবার যোগ্য রাখেনি। তাই আমি নিজের থেকেই নিজেকে এ দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্ত করে নিয়েছি। সুতরাং এখন কেমন করে আমি নিজের মাথায় সে দায়িত্ব তুলে নিতে পারি, যখন জামায়াতের নিয়ম পদ্ধতির দিক থেকে সে দায়িত্ব আমি বহন করছি না? অবশ্য জামায়াতের একজন খাদেম হিসেবে আমার যা কর্তব্য মৃত্যু পর্যন্ত তা আদায় করে যাবো—ইনশাআল্লাহ।

মাহদীর আগমনের পূর্বে

প্রশ্ন ঃ ইকামাতে দ্বীনের কাজ কি এমন ফরয, যা সর্ব যুগে এবং সর্বাবস্থায় করতে হবে?

কুরআন হাদীসের কোথাও কি একথা উল্লেখ আছে যে, মাহদীর আগমনের পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে?

উত্তর ঃ মাহদীর আগমন সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই উল্লেখ নেই। অবশ্য হাদীসে এর উল্লেখ আছে। তাও এতটুকু সারকথা হচ্ছে, মাহদী আগমন করবেন এবং যুলুমে ছেয়ে যাওয়া বিশ্বকে ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন। এই সুসংবাদ থেকে এ অর্থ কেমন করে বের হয়ে এলো যে, মাহদী যতোদিন আসবেন না, ততোদিন পৃথিবী যুলুমে পরিপূর্ণ হতে থাকবে, আর আমরা সেই তামাশা দেখতে থাকবো? শয়তানী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হতে থাকবে আর আমরা ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকবো? আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ ধরনের শিক্ষা দেননি। কুরআন-হাদীসের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে আল্লাহর দ্বীন কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, কিংবা মুসলমানদের উপর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করার যে কর্তব্য রয়েছে, তা মওকুফ থাকবে।

www.pathagar.com

এটি একটি সুসংবাদ অবশ্যি হতে পারে যে, ভবিষ্যতের কোনো এক সময় এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটবে, যিনি গোটা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করবেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব আমাদের জন্যে এমন কোন নিষেধাজ্ঞা হতে পারেন না যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে কিছুই করব না।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, ইকামাতে দ্বীনের কাজ ফরয কিনা? আসলে কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, এমন কারোই এ বিষয়টি অজানা নেই যে, আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যতো নবী পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব দিয়েই। মানুষকে এ শিক্ষা দেবার জন্যে কোনো একজন নবীকেও পাঠানো হয়নি যে, তাঁরা যেনো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারীদের অধীন হয়ে থাকেন। সূরা শূরা দেখুন, সেখানে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা) সহ সকল নবীর কাজ এটাই বলা হয়েছে যে, أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ "(আল্লাহ প্রদত্ত) দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এ ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না।" সূরা তাওবা, ফাতাহ এবং ছাফ-এ মুহাম্মাদ (সা)-কে পাঠাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেনো সে সকল দ্বীনের উপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করে দেয়।"

ব্যক্তি একথা বলবার সাহস করতে পারে যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহকে (সা) যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য তার চাইতে ভিন্নতর?

রাজনৈতিক কর্মকৌশল

প্রশ্ন ঃ জনগণের মনোভাবকে সামনে রেখে এবং দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মকৌশল কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ "জনগণের মনোভাবকে সামনে রেখে" এবং "দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে" আমাদের রাজনৈতিক পলিসি কিরূপ হওয়া উচিত?—আমি এ প্রশ্নটির একটি নীতিগত জবাব দেয়া জরুরী মনে করি। যাতে করে আমাদের সাথীরা কোনো প্রকার ভুল চিন্তাপদ্ধতিতে নিমজ্জিত না হয়ে পড়ে।

এতে কোন সন্দেহ নেই, আমরা যে দেশে, যে জাতির মধ্যে, যে যুগে এবং যে পরিবেশে কাজ করছি, কোনো কর্মসূচী গ্রহণের সময় অবশ্যি আমাদেরকে এর প্রত্যেকটির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু নীতিগতভাবে আমাদের দাওয়াত অবশ্যি একটাই থাকবে। আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অবশ্যিই অপরিবর্তনীয় থাকবে।

www.pathagar.com

আমাদের বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়নের সময় আমাদের দৃষ্টিভংগী হবে, এই দেশে, এই যুগে এবং এই পরিবেশে আমরা কোন্ পন্থায় আমাদের দাওয়াত সম্প্রসারিত করবো? আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জাতির উত্তম প্রবণতাকে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে ? তাদের মন্দ প্রবণতা কিভাবে পাল্টানো যাবে, যাতে করে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে তারা অন্তত প্রতিবন্ধক না হয়?

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখাতো অবশ্যি হিকমতের দাবী। কিন্তু আমরা স্থান-কালের অবস্থা এবং জনগণের প্রবণতার প্রেক্ষিতে আমাদের দাওয়াত পরিবর্তন করতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য পরিবর্তন করতে পারি না। এমন করার চাইতে বড় গোমরাহী আর কিছু হতে পারে না। এমনটির কল্পনা পর্যন্ত আমাদের মনের কোন স্থান পেতে পারে না। পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কর্মপন্থা পাল্টানো যেতে পারে। জনগণের ভাল-মন্দ প্রবণতার ভিত্তিতে কর্মকৌশলে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ইসলাম এবং ইসলামী দাওয়াতের যে মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতে জনগণের ঝোঁক প্রবণতা কিংবা পরিবেশের আলোকে বিন্দুমাত্র রদবদল করা যেতে পারে না। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যে জিনিস প্রতিষ্ঠা করবার হুকুম দিয়েছেন, আমাদেরকে সর্বাবস্থায় কেবল তাই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য কর্মপন্থা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। আমরা যে দেশে কাজ করছি, সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে সেখানকার জন্যে যে কর্মপন্থা উপযোগী মনে করবো, সেটাই গ্রহণ করবো এবং যে কর্মপন্থা অনুপযোগী মনে করবো, সেটা পরিত্যাগ করবো।

একইভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যেসব জিনিস নির্মূল করতে চান, সেগুলোকে নির্মূল করা আমাদের স্থায়ী লক্ষ্য হবে। এক্ষেত্রে কেবল এতোটুকুই আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে যে, আমাদের শক্তি-সামর্থ দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং জনগণের ঝোঁক প্রবণতার ভিত্তিতে কোন্ জিনিসগুলোকে আগে নির্মূল করার চেষ্টা করবো আর কোন্ জিনিসগুলোকে পরে? তাছাড়া উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আমরা কোন্ ধরেনের উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে পারি, কি কি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা অসম্ভব, অনুপকারী এবং অনুপযোগিতাও অবস্থার আলোকেই নির্মিত হবে।

যুলুমের এ ধারা আর কত কাল ?

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী মিথ্যাবাদী, অত্যাচারী এবং চরিত্রহীন ধরনের শাসকদেরকে সসম্মানে দেশ শাসনের সুযোগ কতদিন পর্যন্ত দিয়ে থাকেন? কতদিন পর্যন্ত তাদেরকে শরীফ ও আল্লাহভীরু লোকদের উপর অত্যাচার করার, ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার, জনগণকে অপদস্ত করার এবং জাতীয় সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার অবকাশ দিয়ে থাকেন? আমাদের দেশে এই অবস্থা কতদিন নাগাদ স্থায়ী হবার আশংকা আছে? এখানে আল্লাহ্‌র দ্বীন বিজয়ী হবার কি কি সম্ভাবনা আছে?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের বিবেচনা এবং হিকমাহ সম্পর্কে নিজেই অবগত আছেন। সেগুলো জানার এবং বুঝার কোনো উপায় আমাদের নেই। অনেক যালিম ও স্বৈরশাসকের রশি তিনি যতোটা চেয়েছেন ঢিল দিয়েছেন। আবার যখন চেয়েছেন ওপরে উঠিয়ে চরম আছাড় মেরেছেন। এখনো তারা ইতিহাসের শিক্ষা হয়ে আছে। যাই হোক, তিনি কোন ব্যক্তি, জাতি বা জাতিসমূহকে তাঁর যমীনের মালিকানা স্থায়ীভাবে লিখে দেননি। কাকে কতোটা অবকাশ দেবেন এবং কাকে কখন পাকড়াও করবেন তা কেবল তিনিই জানেন। আমরা তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত নই। তাই দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হবার পর আমাদের এ চিন্তা করা ঠিক নয় যে, এ পথের প্রতিবন্ধক শক্তিগুলোর রশি আল্লাহ তা'আলা কতটা ঢিল দেবেন কিংবা কতটা সংকীর্ণ করবেন ? সর্বাবস্থায় সবর ও হিকমতের সাথে আমাদের উচিত নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ফলাফল কখন পাবো, কিংবা নিজ চোখে বিজয় দেখে যেতে পারবো কি পারবো না, সে চিন্তা করা আমাদের কাজ নয়।

বাতিলপন্থীদের মতো সত্যপন্থীদের সাথেও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন রকম আচরণ করেছেন। কখনো তারা কেবল জানমাল এবং সময় ও শ্রমের কুরবানীই দিয়েছেন, পার্থিব বিজয় তাদের দান করা হয়নি। এর কারণ এই নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং যালিমদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। বরঞ্চ, এর কারণ হলো, তারা যে জাতির মধ্যে কাজ করেছেন, সামগ্রিকভাবে সে জাতি নিজেদেরকে এতটা উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেনি যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৎ সত্যপন্থী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক প্রদান করবেন। বরঞ্চ, বিপরীত পক্ষে, তাদের অন্যায়-অনাচার এবং যুলম ও অসৎকর্ম মহান আল্লাহর কাছে ভ্রষ্ট নেতা এবং অত্যাচারী শাসকই কামনা করে থাকে। আর তা-ই তাদেরকে দেয়া হয়। কিন্তু এমতাবস্থায় সত্যপন্থীদের চেষ্টা কখনো বিফল হয় না। পরকালে তারা অবশ্যি তাদের প্রতিদান পাবে। তাছাড়া দুনিয়াতে তারা যে সত্যের বীজ বপন করে, তা কখনো না কখনো ফল দিয়ে থাকে। হয়তোবা এর জন্য শতাব্দীও লেগে যেতে পারে।

আবার কখনো এমন হয় যে, সত্যপন্থীরা দুনিয়াতেই বিজয় লাভ করে। কিন্তু সে বিজয় খুব সহজে আসে না। কষ্টের পর কষ্ট এবং যুলমের পর যুলমের চাকায় পিষ্ট হবার পরই তা এসে থাকে। এর উৎকৃষ্টতম উদাহরণ আল্লাহর সেই সব বান্দাদের জামায়াত, যারা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর নেতৃত্বে সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আজ আপনারা সংগঠিত হয়েছেন। তাঁদের ব্যাপারটা তো এমন ছিল না যে, তারা সব কাজ থেকে মুক্ত হয়ে কেবল ফরয এবং নফল ইবাদাতে মশগুল হয়ে ছিলেন। আর হঠাৎ একদিন ফেরেশতারা এসে তাদের বললো আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ইবাদাত-বন্দেগী এবং যিক্‌র ফিক্‌রে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। আসুন, আপনাদের জন্য ক্ষমতার মসনদ তৈরী হয়ে আছে। কিংবা তাদের অবস্থা এমনও ছিল না যে, কুফরী-ফাসেকীর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা ও প্রতাপের অধীনে তাঁরা ঠান্ডা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন আর হঠাৎ এক সময় কাফের ও ফাসেক ক্ষমতাধররা নিজেরাই তাদের হাতে সমাজ ও জাতির কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব তুলে

www.pathagar.com

দিয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষী, মক্কা মোয়াযযমায় (প্রাথমিক গোপন দাওয়াতের কয় বছর বাদে) অবিরাম দশ বছর পর্যন্ত নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাথীদের উপর চরমতম যুলম-অত্যাচার চালানো হয়েছে। কাউকে উত্তপ্ত বালুকার উপর চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয়। কাউকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর রেখে ওপর থেকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়। কাউকে উপুড় করে ঝুলিয়ে এবং চাটাই দিয়ে মুড়ে ধোঁয়া দেয়া হয়। কাউকে প্রহারে প্রহারে আধমরা করে রেখে দেয়া হয়। কাউকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। এমন কি, অনেককেই নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদ ত্যাগ করে নিঃসম্বল অবস্থায় হাবশার দিকে বেরিয়ে যেতে হয়। বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টের অবিরাম এই দশটি বছর অতিবাহিত হবার পর যখন মদীনায় আশ্রয়ের একটি জায়গা এবং সমর্থকদের একটি দল পাওয়া গেল তারপরও সেখানে ফুলশয্যার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ন'বছর পর্যন্ত সেখানে ঘরের কেউটে মুনাফিক, প্রতিবেশি ইহুদী আর গোটা আরবের মুশরিকদের সাথে এক কঠিন প্রাণান্তকর যুদ্ধ-সংঘাত চলতে থাকে। তখন একদিনের জন্যেও আরাম করার সুযোগ হয়নি। সাওর গুহার চরম বিপজ্জনক আশ্রয় থেকে নিয়ে তাবুক যুদ্ধের দুঃখ দারিদ্র্য ও সমস্যা পীড়িত সেনাবাহিনী পরিচালনা পর্যন্ত গোটা সময়টি এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়, যে সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

"আমি অবশ্যই ভয়-ভীতি, বিপদ-আপদ, ক্ষুধা-দারিদ্র, জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো।"

অত্যন্ত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়তা ও অটলতার সাথে এই সকল অধ্যায় অতিক্রম করার পরই সত্য দ্বীনের পতাকাবাহী এবং তাঁর মুজাহিদ সাথীদের চোখ "ইয়াদ খুলূনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা'র (জনগণের দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করার) দৃশ্য দেখে শীতল হয়েছিল।"

এগুলোর কারণ কি ছিল ? আল্লাহ কি যালিমদের যুলমের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন ? এ কারণেই কি তিনি তাঁর নেক বান্দাদের উপর বাড়াবাড়ি করবার সুযোগ তাদেরকে দিয়েছেন ? পরম দয়ালু দয়াবান কি এটাই পছন্দ করেন যে, তাঁর বিদ্রোহীরা ও অবাধ্যরা পৃথিবীতে আরাম-আয়েশ করুক ? আর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারীরা দুঃখ-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হোক ? অত্যাচার-নির্যাতনের চাকায় পিষ্ট হোক ? নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে নিগৃহীত হোক ? এবং যুদ্ধের ময়দানে কেবল নিহতই নয় সেই সাথে তাদের কলিজাও চিবিয়ে খাওয়া হোক ?

আপনি যদি বুঝেন এবং স্বীকার করেন যে, আসল ব্যাপার এটা নয়, তবে ভালোভাবে জেনে রাখুন, মহামহিম আল্লাহ ইসলামের আহবানকারীদের জন্যে পরীক্ষার চুল্লি অবশ্যই তপ্ত করেন। তা এ জন্যে করেন, যেন কোন কাঁচা ও

www.pathagar.com

ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন ব্যক্তি এ ময়দানে পা রাখতে না পারে। যে ব্যক্তি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে এই পথ অতিক্রম করার জন্য অগ্রসর হবে, তাকে অবশ্যই এ অগ্নিপরীক্ষার চুল্লি অতিক্রম করতে হবে। এটা এজন্য করতে হবে, যাতে করে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তার সমস্ত ভালোবাসা, দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য তার দৃঢ় মনোবল এবং ইকামাতের দ্বীনের জন্যে তার কর্ম নৈপুণ্য পাকাপোক্ত এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে যায়। এসব অধ্যায় অতিক্রম করা ছাড়া আল্লাহ্ এবং তাঁর দ্বীনের নামে যদি তাদেরকে রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব পরিচালনার সুযোগ দেয়া হয়, তবে এর পরিণতি এই হয় যে, কাফিরদের স্থলে মুসলমানরা আল্লাহর সৃষ্টির উপর যুলুম করবে এবং তাদের খেয়ানত ও অযোগ্যতা দেখে দ্বীন এবং দ্বীনদারদের সম্মান ও ভাবমূর্তি চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এই নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আপনি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, তবে এসব কথা ভেবে আপনি কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না যে, আল্লাহ্ আর কত দিন যালিমদেরকে যুলুম করার কাজের ছাড় দিতে থাকবেন ? এ অবস্থায় কিভাবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার আশা করা যেতে পারে ? মনে রাখবেন, এই যমীনে যদি ইসলাম বিজয়ী হয়, তবে কেবল এভাবেই হতে পারে যে, এ উদ্দেশ্যে যারা কাজ করবে, তাদেরকে অবশ্যই সেই চুল্লি অতিক্রম করতে হবে, যা অতিক্রম করেছিলেন প্রথম যুগের মু'মিনরা। এ জন্যে তাদেরকে সর্বপ্রকার ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করতে হবে। চরম কষ্ট স্বীকার করতে হবে। সর্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করতে হবে এবং বিপদের পরে বিপদ সয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যতদিন তারা এসব পরীক্ষায় পাশ না করবে, ততোদিন তাদের উপর একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে না। কারণ, এমতাবস্থায় তারা এ বোঝা বহন করতে পারবে না। ইসলামের নামে যদি কোন অপরিপক্ক দলকে ক্ষমতা দেয়া হয় এবং তাদের শাসক যদি বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়, যদি তারা ক্ষমতার অবৈধ প্রয়োগ করে, স্বীয় স্বার্থ ও কামনা-বাসনার দাবীর কাছে পরাজিত হয়ে ন্যায় নীতি ও আমানতদারী জলাঞ্জলি দেয়, জাতীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ দখল করে, নিজেদেরকে আইনের উর্ধে স্থান দেয় এবং ক্ষমতার লাগাম হাতে পেতেই নিজেদের চরিত্র বদলে যায়, তবে আল্লাহর এই যমীনে ইসলাম বিজয়ী হবার সম্ভাবনাটুকুও শেষ হয়ে যাবে। শুধু এই দেশবাসীরাই নয়, বরঞ্চ গোটা বিশ্ববাসী ইসলামের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে। তাই এটাকে আল্লাহর অনুগ্রহই মনে করা উচিত যে, তিনি আপনাদেরকে খাঁটি সোনার মানুষে পরিণত করার জন্যে পরীক্ষার অগ্নিচুল্লি অতিক্রম করাচ্ছেন এবং সময় আসার আগেই আপনাদের ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা দেখবেন এখানে এমন একটি দল তৈরী হয়ে গেছে, যার ভেতর এমন খাঁটি সোনাই আছে। যাদের সমস্ত ত্রুটি, কৃত্রিমতা ও অপবিত্রতা দূর হয়ে গেছে ; যাদের বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও আল্লাহভীরুতা নির্ভরযোগ্য, যারা যাবতীয় হঠকারিতা, আমিত্ব ও আত্মম্ভরিতা থেকে পবিত্র হয়েছে, যারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নয়। বরঞ্চ বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্র দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছে, তখন আল্লাহর

www.pathagar.com

অনুগ্রহে পূর্ণ আশা করা যায় যে, তিনি এমন একটি দলকে পার্থিক সাফল্য দান করবেন, যেমনটি দান করেছিলেন তাদের পূর্বসুরীদেরকে।

এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও দৃঢ়তার। প্রয়োজন অসীম সাহসের। প্রয়োজন দৃঢ়তার সাথে সমস্ত পরীক্ষা অতিক্রম করার। আপনারা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকুন, তিনি যেন আপনাদেরকে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজের যোগ্যতা দান করেন। হযরত খাব্বাব ইবনে আরত্‌ যখন আরজ করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), আমাদের প্রতি তো যুলুম-অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।" একথা শুনে নবীজীর পবিত্র মুখমন্ডল রক্তিমাভ হয়ে উঠে। তিনি জবাব দেন ঃ "তোমাদের পূর্বে যেসব ঈমানদার লোক অতীত হয়েছে, তাদের উপর এর চেয়েও কঠিন অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়েছিল। বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। এমন কি এক সময় আসবে, যখন কোন ব্যক্তি সান্‌'আ থেকে হাযরা মাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে সে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছো।"

স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা

প্রশ্ন ঃ ইসলাম বিজয়ী হবার পূর্বে তো রাসূলে আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। জামায়াতে ইসলামী এই সুন্নাতের বিপরীত কাজ করছে নাতো ?

উত্তর ঃ আসলে এ ব্যাপারে 'সুন্নাত' শব্দ ব্যবহার করা সঠিক নয়। এটাতো কর্মকৌশলের ব্যাপার। পরিবেশ পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই এ সংক্রান্ত কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করতে হয়। হিজরতের পূর্বে মক্কায় নবী করীমের (সা) কর্মপন্থা এই ছিলো যে, যাদের কিছু ধন-সম্পদ ছিলো, তারা ঐ সমস্ত লোকদের সাহায্য করতেন, যারা নিজের চলা নিজে চলতে পারতেন না। তিনি নিজেও তাঁর সেইসব সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দিলেন, যা, নবুয়াত লাভের পূর্ব থেকে তাঁর হাতে ছিলো। আবু বকর (রা) এবং অন্যান্য অবস্থাপন্ন মুসলিমগণ একাজেই নিজেদের সম্পদ ব্যয় করেন। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন, যালিমরা যাদের আয়-রোজগারের পথ বন্ধ কিংবা সংকীর্ণ করে দেয়। এমন অনেক যুবক ছিলেন, যাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। এদেঁর জন্যে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা না হলেও কোন না কোনভাবে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ, তারা তো অন্ন বস্ত্রহীন থাকেন নি। মদীনায় হিজরতের পরও কিছুকাল এই অবস্থা চলতে থাকে। সেখানে গিয়েও যারা ভরণ-পোষণের মুখাপেক্ষী ছিলেন, নিজের রোজগার নিজে করার মতো অবস্থা ছিল না, অন্যান্য সাহাবীগণ (রা) নিজেদের সামর্থানুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সূরা বাকারায় মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র পথে সর্বোত্তম ব্যয়ের খাত সেইসব দরিদ্র লোকদের সাহায্য করাকে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ -

"যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদেরকে এতোটাই নিমগ্ন রেখেছে যে, নিজেদের আয়-রোজগারের জন্য দৌড়াদৌড়ি করবার সময়-সুযোগ পায় না।"

(আয়াত ২৭৩)

পরে আল্লাহ্ তায়ালা যখন তাঁর রাসূলকে (সা) গনীমত এবং ফাই-এর সম্পদ প্রদান করলেন, তখন দ্বীনের এই সব খাদিমদের ভরণ-পোষণও সেগুলো ব্যয়ের একটি খাত ছিলো। অতপর নবী করীম (সা) যেসব লোককে শাসনকর্তা, কর্মচারী এবং যাকাত আদায়কারী প্রভৃতি পদে নিয়োগ করেন, তাদের জন্যে যথারীতি বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। এ থেকে বুঝাগেলো, নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে যে কর্মপন্থা উপযোগী মনে করেছেন, তাই গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে কোনটিকেই এমন সুন্নাত বলা যেতে পারে না, যা সর্বাবস্থায় অনুসরণ করা অপরিহার্য। জামায়াতে ইসলামীতে কেবল সে অবস্থায়ই একান্ত প্রয়োজনীয় সার্বক্ষণিক লোক নিয়োগ করা হয়। যখন জনশক্তির আংশিক স্বেচ্ছা সময়দানের মাধ্যমে যথারীতি সাংগঠনিক কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং যখন নিজের খেয়ে সংগঠনকে সার্বক্ষণিক সময় দানের মতো কর্মী পাওয়া না যায়।

ত্রিশ দিনের মেহ্‌মান

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সাহাবীগণের (রা) দ্বারাই ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। তাঁদের আল্লাহভীতি, অল্পে তুষ্টি, মিতব্যয়, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা, জান-মালের কুরবানী এবং আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হবার যজবা এতোটা উন্নতমানের ছিলো যে, তার উদাহরণ এখনকার ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে শতভাগের একভাগ পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং সাহাবীদের মতো পূর্ণাংগ ইসলামী বিপ্লব সাধন করা এদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব ? তাছাড়া, সেই সব মহান নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের দ্বারা যে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, তাও তো সঠিক মানে কেবল ত্রিশ বছরই চলেছিল। তার কারণ তো এই ছিলো যে, পরবর্তীতে আসা লোকদের মধ্যে প্রথম যুগের সাহাবীদের মতো উন্নতমানের লোক ছিল না। বর্তমানের ইসলামী আন্দোলনে যে মানের নেতা ও কর্মী বাহিনী রয়েছে, তাদের হাতে সেই রকম ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়া একদিকে তো দুষ্কর বটেই অপর দিকে তা যদি সাধিত হয়ও তবে সম্ভবত সেটা ত্রিশদিনও স্থায়ী হবে না।

উত্তর ঃ আপনার এই প্রশ্নতো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিরাশ করার একটি বক্তৃতা। যদিও এর উদ্দেশ্য নিজে নিরাশ হওয়া এবং অন্যদেরকে নিরাশায় নিমজ্জিত করা নয়। বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মতো মহান মুরব্বী নিজ সাথীদের সামনে যেমনভাবে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ পেশ করেছিলেন, নিসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা সে রকম

www.pathagar.com

নেতৃত্ব লাভ করবে না। একইভাবে তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে রকম উন্নত মানের কর্মীরা ইসলামী দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তখন প্রস্তুত হয়েছিল, সে রকম কর্মীবাহিনী তৈরী করাও কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, আমরা সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই করবো না? এ কাজ থেকে বিরত হবার জন্যে যদি এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়, তবে তার অনুগত হয়ে থাকবো। নয়তো, আমরা নিজেরাও বাতিল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করবো, যাতে করে পার্থিব স্বার্থ ও ভোগ বিলাসের মধ্যে ভালোভাবে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পারি। এর জন্য কোনো প্রকার উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজন নেই। কেবল অধপতিত হওয়াই আসল কাজ। আর এ কাজের জন্য কোনো প্রকার চেষ্টা শ্রমের প্রয়োজন হয় না। তা এমনিতেই লাভ করা যায়।

এই প্রশ্নের মধ্যে যে দৃষ্টিভংগী রয়েছে, যারা নেক নিয়তের সাথে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করেন, আমি মনে করি, তারা কখনো চিন্তা করে দেখেননি যে, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে পৌছাবে। এর পরিবর্তে তারা যদি সোজা চিন্তা করতেন, তবে তাদের সামনে সরল পথ পরিষ্কার হয়ে দেখা দিতো। একজন মুমিনের জন্যে সরল-সঠিক পথ হলো এই যে, রাসূলে আকরাম (সা) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা) যতোটা উন্নতমানে পৌছেছেন বলে তার দৃষ্টিগোচর হবে, তিনি সেদিকে আরোহণ করার জন্যে যতোটা চেষ্টা করা সম্ভব করবেন এবং সারাজীবন করতে থাকবেন। নিজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করবেন না। এই উঁচু মানে আরোহণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিয়োজিত থেকে যদি কেউ মরেও যায়, তবু সে সফলকাম হবে। কিন্তু কেউ যদি এই চূড়ায় আরোহণ করা অসম্ভব মনে করে নীচের দিকে নামতে শুরু করে, তবে নামা হবে খুব সহজে বটে কিন্তু পড়বে এমন জায়গায়, যেখানে পড়লে তার হাড়-গোঁড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মনোযোগের সাথে কুরআন পড়ুন। দেখবেন, কুরআন মানুষকে নৈতিক চরিত্রের উন্নত চূড়ায় আরোহণ করার কাজ থেকে নিরাশ করে না। বরঞ্চ উৎসাহ দেয়, দেয় সাহস:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝

"যে আল্লাহর পথে দান করলো, আল্লাহর হুকুম অমান্য করা থেকে আত্মরক্ষা করলো এবং সত্য-সুন্দর ও কল্যাণকে মেনে নিল, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেবো।" (আল-লাইল ৫-৭)।

বরং আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ

"আর যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করবে, আমি অবশ্যি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করবো।" (সূরা আনকাবূত: ৬৯)

সুতরাং আপনারা আল্লাহর পথে চলার চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। এক একটি করে নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করুন এবং তা দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। নিজের মধ্যে যেসব উত্তম গুণ ও যোগ্যতা

www.pathagar.com

রয়েছে, সেগুলোও চিহ্নিত করুন এবং সেগুলোর উন্নতি সাধনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। আত্মশুদ্ধির এই প্রক্রিয়ায় কুরআন, হাদীস, রাসূলুল্লাহর (সা) সীরাত, সাহাবায়ে কিরাম এবং উম্মতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবন চরিত অধ্যয়নের মাধ্যমেও বিপুল সাহায্য পাওয়া যাবে। আন্দোলনে শরীক প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি এই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন তবে তারাও প্রত্যেকেই একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারেন। এভাবে নিজকে নিজে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করার এবং উন্নত নৈতিক মানের দিকে নিয়ে যাবার যতো চেষ্টাই আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে করতে থাকবেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ততোই উন্নত মানে পৌঁছাতে থাকবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর তিনি কখনো নিজের ওয়াদা ভংগ করেন না।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা মনে রাখবেন। তা হলো, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করাটাই ব্যক্তির সংশোধন ও উন্নতি লাভের একটা বড় উপায়। বরঞ্চ সঠিক কথা এই যে, ইসলামের কাম্য উন্নত নৈতিক মান কেবল বাতিলের মোকাবিলায় সংগ্রাম করে যাওয়া এবং সত্যের উপর অবিচল থাকার প্রচেষ্টায় জানবাজী করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের যে উন্নত মান ও মর্যাদা দেখে আপনার মধ্যে বিস্ময় এবং হতাশা সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের সেই উন্নত মান নির্জনে ধ্যান বা চিল্লার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। বরঞ্চ আল্লাহর দ্বীনের পথে কাজ করতে গিয়ে মার খেয়ে খেয়ে, অত্যাচার-নির্যাতন সয়ে সয়ে, জেল-যুলুম বরদাশ্‌ত্ করে করে, ক্ষুধা-দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে হয়ে, অকাতরে সমস্ত পার্থিব ক্ষতি মেনে নিয়ে নিয়ে, বিপদ আর বিপদের মুকাবিলা করে করে এবং অকাতরে জান-মালের কুরবানী দিয়ে দিয়েই তাদের সেই উন্নত মান অর্জিত হয়েছিল। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি চরম আকর্ষণ না থাকে, তবে সে এ ধরনের বিপদ সংকুল মরুভূমি পাড়ি দিতে পারে না। আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের প্রেমিকরা যখন এরূপ বিপদের সাহারা পাড়ি দিতে আরম্ভ করে, তখন এ পথের প্রতিটি আঘাত খেয়ে তার প্রেম আরো অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এভাবে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি তার প্রেমের সমুদ্রে প্রবল জোয়ার আসে। আর এই প্রেমের জোয়ারই তাকে মানব মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে দেয়। আপনি বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং তদস্থলে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে জানবাজী রেখে কাজ করুন। দেখবেন, আল্লাহ আপনার সাথে কৃপণের মতো আচরণ করবেন না।

আপনার ধারণা আমাদের মতো দুর্বলদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই দুষ্কর। আর যদি হয়ও তবে তা ত্রিশ বছর তো দূরের কথা, ত্রিশ দিনও টিকবে না। এ প্রসংগে কেবল আপনাকে এতটুকুই বলতে পারি যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার দায়িত্ব আমার আপনার উপর অর্পণ করা হয়নি। বরঞ্চ এ জন্য জানবাজী রেখে চেষ্টা-সংগ্রাম করার দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছে। ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আর এ বিপ্লব সাধিত হলে তা কতোদিন টিকে থাকবে, তাও কেবল তাঁরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং এ ধরনের কথাবার্তা চিন্তা করে হতাশা-নিরাশায় নিমজ্জিত হওয়া সমীচীন নয়। আপনার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আপনার সাধ্য অনুযায়ী তা সর্বোত্তম পন্থায় সম্পাদন করে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আর যে দায়িত্ব আল্লাহর, তা তাঁর উপর ছেড়ে দিন।

www.pathagar.com

আসর একত্রিশ : ইসলামাবাদ কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে

এপ্রিল ১৯৭৫ ইং

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে মাওলানা মওদূদী আবহাওয়া বদলের জন্যে ইসলামাবাদ গমন করেন। ২০ এপ্রিল কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয় (ইসলামাবাদ) ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মাওলানার বাসভবনে প্রশ্নোত্তর পর্ব। ❑ কর্মীদের প্রতিবন্ধকতা, ❑ মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা, ❑ সুদবিহীন ব্যাংকিং ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা কর্মীদের প্রশ্নের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতার মুখে

প্রশ্ন ঃ আমরা দেখছি যে, ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামকারীরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। এঁদের পথে সীমাহীন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকা সত্ত্বেও কিভাবে কাজ করা যাবে ? আর এই পরিস্থিতিতে কিভাবেইবা সাফল্যের আশা করা যেতে পারে ?

উত্তর ঃ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কুরআন মজীদ এবং রসূল (সা)-এর জীবনী থেকে পথপ্রদর্শন গ্রহণ করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই অবশেষে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যার ফলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিবন্ধকতার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই প্রতিবন্ধকতা আমাদের সত্যিকার সাফল্যের ইংগিতবহ। এই সব বাধা-বিঘ্ন থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পথ চলা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এই প্রতিবন্ধকতাগুলো আমাদের পথ চলার প্রশিক্ষণও দেয়। ঐ সব প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যদি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সুস্পষ্ট সাফল্য এসে যায়, তাহলে আমাদের নিকট উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী থাকবে না যারা সার্বিক কাজকর্মকে সঠিক ইসলামী নীতি ও আদর্শ মোতাবেক পরিচালনা করতে পারবে। প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত পথে আন্তরিকতার সাথে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। এবং ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হয়ে পার্থিব সাফল্য লাভের চেয়ে সঠিক পথে চলতে চলতে জীবন দিয়ে দেয়া আমাদের নিকট অধিক শ্রেয়। শুধুমাত্র রাসূল (সা) প্রদর্শিত বিপ্লবের দর্শনের অনুসরণের মাধ্যমেই ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত হতে পারে। রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম বিপদ মুসিবতের অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হবার পরই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছাত্রদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত দাওয়াত

প্রশ্ন ঃ ছাত্রদের মধ্যে দাওয়াতে দ্বীনকে কিভাবে আমরা সংক্ষিপ্ত কথায় বুঝাতে পারি ?

উত্তর ঃ আপনারা তাদেরকে বুঝাবেন, ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করা মুসলমান হিসেবে আমাদের সকলের উপর ফরয। আর এ কাজের মধ্যে আমাদের নিজেদের এবং এই দেশের কল্যাণ নিহিত।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী আন্দোলন সফল হবার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর ঃ বিগত কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানেরা যে অবস্থার মধ্যে সময় অতিক্রম করছে, তাতে তারা বিদেশী মতাদর্শসমূহ এবং বিদেশী চক্রান্তের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়ের উপর থেকে আরবদের আস্থা উঠে গেছে। প্রায় সব আরব দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে। আঞ্চলিক এবং বংশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের প্রকৃত রহস্য ক্রমেই উন্মোচিত হয়ে

www.pathagar.com

পড়ছে। পক্ষান্তরে সেখানে ইসলামী ঐক্যের আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। এর জন্য শহীদ বাদশাহ ফয়সল (র) উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এবং স্মরণীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। ভালো ও মন্দের মধ্যে বিচার করতে শুরু করা কোন জাতির জীবনে বিরাট শুভ সূচনা মনে করা হয়। কোন কোন অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় মধ্যপ্রাচ্যে কমবেশী উক্ত যুগের শুভ সূচনা হচ্ছে। মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট নাসেরের কঠোর নীতির সমালোচনা বর্তমানে স্বয়ং মিসরেই প্রকাশ্যে হচ্ছে। সেখানকার আদালতগুলো ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে মুক্তি দিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী আন্দোলন নতুন করে সংগঠিত হচ্ছে। এই সংগঠিত হবার পর সাফল্যের সম্ভাবনা পরখ করে দেখা দুরূহ হবে না।

সুদ ও ইসলামী রাষ্ট্র

প্রশ্ন ঃ আধুনিক যুগে কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিনা সুদে চলতে দেখা যায় না। আন্তর্জাতিক লেন-দেন এবং ব্যাংকিং-এর সকল ব্যবস্থার বুনিয়াদ সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ং আন্তর্জাতিক ঋণগুলোও সুদের ভিত্তিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থা কিভাবে চলবে?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন রাষ্ট্রের ব্যয় এমন হারে হ্রাস পাবে যা এখন ধারণাও করা যায় না যে, সরকার আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের এক একটি পয়সার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্র সম্মুখে নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে, সে জাতির অর্থভান্ডার থেকে এমন অপব্যয় সম্ভবই নয় যেমনটি এ যুগে চলে আসছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যয় হ্রাস করবে সাথে সাথে সুদের লেন-দেনও বন্ধ করে দেবে, ফলশ্রুতিতে একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের উপর কার্যকর আঘাত হানা হবে, অন্যদিকে ব্যয় কম হলে বিদেশী ঋণের অবসান ঘটবে। বিদেশের সাথে বাণিজ্যিক লেন-দেন করার সময় খুব তাড়াতাড়ি আমাদের অবস্থান ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাহলে আমরা তাদের নিকট ও পারস্পরিক বাণিজ্য বিনাসুদের শর্ত গ্রহণযোগ্য করাতে পারবো।

www.pathagar.com

আসর বত্রিশ ঃ ছাত্র প্রতিনিধিদলকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার

মে ১৯৭৫ ইং

১৯৭৫ সালের ১১ই মে মালাকান্ডা এজেন্সী আনার ডিগ্রি কলেজের একদল ছাত্র মাওলানার সাক্ষাত করতে এলে মাওলানা তাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদের মদদপুষ্ট গোষ্ঠী যে হারে কাজ করছে, তা কিভাবে প্রতিরোধ করা যাবে ?

উত্তর ঃ এ দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আগ্রহ যেসব ছাত্রের মধ্যে রয়েছে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এখানে আঞ্চলিকতাবাদের দুর্গ ধ্বংস এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ইসলামের আত্মীয়তা অধিকতর সুদৃঢ় করার জন্য ছাত্রদের মধ্যেও কাজ করতে হবে, জনসাধারণের মধ্যেও কাজ করতে হবে। দেশের অর্ধেক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও যদি আমাদের চোখ না খোলে এবং আমরা যদি ইসলামী সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করতেই থাকি, তাহলে আল্লাহ না করুন, এক এক করে আমাদের দেশে অবশিষ্ট অংশটিও পৃথক পৃথক হয়ে ভারতের কোলে চলে যাবে। বাস্তব অবস্থা আমাদের সামনে থাকা দরকার। ভারত আমাদের দেশের চেয়ে দশগুণ বড় দেশ। তাদের শুধু একটি প্রদেশ (উত্তর প্রদেশ) আমাদের বর্তমানে অবশিষ্ট পাকিস্তানের চেয়ে বড়। যেখানে ভারতের জনসংখ্যা ৫৫ কোটি সেখানে আমাদের জনসংখ্যা মাত্র ৬/৭ কোটি অবশিষ্ট রয়েছে। মাদ্রাজ থেকে পূর্ব পাঞ্জাব পর্যন্ত এবং পশ্চিম বাংলা থেকে নিয়ে গুজরাটের ঠিয়াদাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল এর অন্তর্গত। যেখানে বংশ, ভাষা, বর্ণ, পোশাক, সংস্কৃতি জীবন পদ্ধতি কোন কিছুরই মিল নেই ; কিন্তু তারপরও সেখানে কেউ রকমারি জাতীয়তার ধূয়া তোলে না। সকলে মিলে ঐ অঞ্চলটাকে একটি মাত্র দেশ বানিয়ে রাখার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। একটাই সংবিধান দেশের সকল অংশকে সংযুক্ত রেখেছে এবং কেউ সেখানে বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নতোলার সাহস করতে পারে না। কেননা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আগেই জনসাধারণ নিজ হাতেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। সুতরাং সেখানে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' ছাড়া তাদেরকে এক করে রাখার অন্য কোন জিনিস নেই। মোটকথা এই বিরাট দেশের পাশে আমরা ছয়/সাত কোটি মানুষের একটি ক্ষুদ্র জনবসতির দেশ নিয়ে বসে আছি। তার ওপর চার/পাঁচটি জাতীয়তাবাদের কথা বলছি। অথচ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে ইসলাম। নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে আমরা যদি কাজ করি তাহলে কেবল পাকিস্তানের কয়েক কোটি মানুষই নয়, সারা বিশ্বের সত্তুর/আশি কোটি মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি বিরাট শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু আমরা যে মুসলমান, সেকথা আমাদের স্মরণ নেই। শুধু বাঙ্গালী, পাঠান, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী হওয়ার কথা স্মরণ আছে। এই নির্বুদ্ধিতার ফলে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরিত হয়ে আমাদের চোখের সামনে 'ভূমির ক্ষুধা' রোগীর ..... খোরাক হয়ে গেলো এবং ১২/১৩ কোটি লোকের একটি দেশের স্থলে ৬/৭ কোটি লোকের একটি ছোট দেশ অবশিষ্ট রইল। এতেও আমাদের এখানকার লোকদের লজ্জা হয়নি। তারা এখনো বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথক জাতীয়তাবাদ ও পৃথক সংস্কৃতির ঢোল বাজিয়ে চলেছেন। এমনকি এখানে সিন্ধুর ব্যাপারে দাবী করা হয় যে, এটাতো চিরকাল একটি পৃথক দেশ ছিল। অথচ এই দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ইতিহাস বিরোধী। আমাদের কোন প্রদেশ কখনো পৃথক ছিল না। এই ভ্রান্ত দাবীর প্রেক্ষিতে আরো অগণিত দাবীর পর দাবী তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে রাজা দাহির সিন্দুর মহানায়ক ছিল, আর মুহাম্মাদ বিন কাশিম ছিল ডাকাত। এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এসব

www.pathagar.com

লোকেরা তেরশত বছরের ইসলামী যুগকে মুছে ফেলে নিজেদের সেই যুগের দিকে ফিরে যেতে চায় যখন এখানকার লোকেরা হিন্দু ছিল। ঠিক এমনিভাবে একথাও বলা হচ্ছে যে, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিন্ধু একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যে এর মুক্তি নিহিত রয়েছে। আল্লাহ না করুন যদি ইংরেজরা অখন্ড ভারত বানিয়ে রেখে চলে যেতো, তাহলে এই লোকেরা 'সিন্ধু পৃথক দেশ ছিল' একথা বলার এবং স্বাধীন দেশ বানাবার কথা মুখ থেকে বের করারও সাহস পেতো না। আর যদি সাহস করতো তাহলে তাদের নাম নিশানা মুছে ফেলা হতো। এমনিতর আহম্মকী কথাবার্তা আরো কিছু লোক দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বলছে। এটা নিজেদের কৃতকর্মের কুফলকে স্বয়ং নিজেদের ডেকে ডেকে আনার শামিল। যেখানে পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, ৬/৭ কোটি মানুষ অধ্যুসিত পাকিস্তানের পক্ষে নিজের শক্তিশালী প্রতিবেশী এবং তার শক্তিশালী মিত্রদের হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাটাই অত্যন্ত কঠিন মনে হয় সেখানে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাব পৃথক পৃথক দেশ হয়ে কত দিন বেঁচে থাকতে পারবে? এজন্য আমি চাই যে, দেশের প্রত্যেকটি যুবকের অগ্রসর হয়ে এই দেশের বাগডোর হাতে নিতে হবে, তাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, আঞ্চলিকতাবাদের একদেশদর্শিতার খেলা যারা খেলছে, তারা তাদের (যুবকদের) ধ্বংস করে দেয়ার প্রস্তুতি চালাচ্ছে, তাদের কার্যকলাপ এখন—এই মুহূর্তেই বন্ধ করা না গেলে এই সর্বনাশা তান্ডবের আঘাত আসার পর সম্বিত ফিরে এলেও আপনাদের পক্ষে নিজেদের শোচনীয় দুর্দশার জন্য বিলাপ করার সুযোগও থাকবে না বরং পৃথিবীতে তখন আপনাদের ফরিয়াদ শুনারও কোন লোক থাকবে না।

সামাজিক ন্যায় বিচার

প্রশ্ন : বর্তমান ব্যবস্থায় সামষ্টিক ন্যায় বিচারের জন্য সাধারণ মানুষকে কোন্ ভিত্তির উপর নিজেদের কর্মসূচীর সাথে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি?

উত্তর : সামষ্টিক ন্যায় বিচারের জন্য ইসলামের বাইরে অন্য কোন ব্যবস্থার পথনির্দেশনা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম বা অন্য যত মতবাদ আছে, সবগুলোই ন্যায় বিচারের ধোঁকা দিয়ে যৌথ অত্যাচার প্রতিষ্ঠিত করে। শুধুমাত্র ইসলামই সত্যিকারের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে এই শর্তে যে, ইসলামের নাম নেয়া লোকেরা ধৈর্য ও আন্তরিকতা সহকারে ইসলামের সঠিক অনুসরণ করবে। আজ পর্যন্ত যে ভুলের মাশুল আমাদেরকে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তা হচ্ছে আমাদের পূর্বসূরী নেতৃবৃন্দ প্রথম দিন থেকে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে রেখেছেন। ইসলামের নামে বড় বড় বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া হয় কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত করা হয়। বরং এখন পরিস্থি আরো মারাত্মক হয়ে গেছে। আগে তো কমপক্ষে ইসলামেরই নাম নেয়া হতো, কিন্তু এখন ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের কথাও উচ্চারিত হচ্ছে। এই মিশ্রিত খাদ্য (যখন মুসলমানরা হজম করে নেবে, তখন নির্ভেজাল সমাজতন্ত্রের খাদ্য) সহজেই গেলানো যাবে। কেননা তাওহীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাবীদার লোকেরা যখন ইসলাম বহির্ভূত বিষয়কে গ্রহণযোগ্য মনে করে নেয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাদেরকে বহিষ্কার করে বিরোধীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়, যা তারা ইতিপূর্বেই গ্রহণ করে নিয়েছিল।

www.pathagar.com

আসর তেত্রিশ ঃ জমিয়তের পাঞ্জাব প্রাদেশিক শিক্ষা শিবিরে

মে ১৯৭৫ ইং

১৯৭৫ সালের ২৫ মে ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাঞ্জাব প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ শিবির উপলক্ষে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ বিরোধিতার মুখে ইসলামী বিপ্লব, ❑ রাজনৈতিক মানসিকতা, ❑ কাদিয়ানীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ❑ জামায়াতবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, ❑ সমাজ সংস্কার, ❑ বিরোধিতার মোকাবিলার, লেখা পড়ায় অমনোযোগিতা, ❑ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা, ❑ চীন-রাশিয়ার মুসলমানদের সাহায্য, ❑ ধর্ম ও রাজনীতি, ❑ দেশের অবস্থার পরিবর্তন, ❑ রাগ ও সঙ্গীত, ❑ মুশরিক ইমামের পেছনে নামায পড়া, ❑ ব্যাংক ও সিনেমায় চাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী বিপ্লব

প্রশ্ন ঃ একদিকে বেহায়াপনা, গুন্ডামী এবং ইসলামবিরোধী মতবাদের ঝড় উঠছে, অপরদিকে আমরা ইসলামী বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম-সাধনা করছি, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে ইসলাম বিরোধীরা বেশী শক্তিশালী সেখানে কিভাবে দ্রুত ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবে ?

উত্তর ঃ এটা আপনাদেরকে কে বলেছে যে, ইসলামী বিপ্লব খুব তাড়াতাড়ি সাধিত হচ্ছে ? এ ধরনের ভুল ধারণা আপনারা পোষণ করবেন না। অবাস্তব আশাবাদ থেকে হতাশা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেও নৈতিক অবস্থা অধপতিত ছিল।—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অধপতন আরো গভীর হয়েছে। এই পুরো সময়টার মধ্যে সংশোধনের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হয়নি। আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সম্ভব সবকিছুই করছি। আমরা চাচ্ছি যুবকদের মধ্যে যাঁরা দ্বীনের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছেন, তাঁরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সংশোধন বা সংস্কারের কাজ শুরু করে দিন। এই সমস্ত কর্মতৎপরতার ফলে কবে নাগাদ অবস্থার পরিবর্তন হবে একথা আমরা বলতে পারছি না। একদিকে শয়তান নিজের কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে আমরা আমাদের কাজে লেগে আছি। তবে আমাদের আশা আছে যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন অবশ্যই বিজয়ী হবে। আমাদের করণীয় হচ্ছে, আমরা আমাদের প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি করবো না। বাকী কাজ আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন অবশ্যম্ভাবী ভাবে বিজয়ী হবে।

দাওয়াতী কাজ

প্রশ্ন ঃ ক্রমাগত জরুরী ভিত্তিতে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের ফলে মন অতিমাত্রায় রাজনীতি মুখী হয়ে গেছে। একে দাওয়াতী কাজে কেন্দ্রীভূত করার জন্য কি করা যায় ?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম ব্যবস্থা হিসেবে মনে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, মুসলমানের জীবন ভারসাম্য পূর্ণ জীবন ; সেটা এমন নয় যে, একদিকে লেগে গেলে সেদিকেই ঝুঁকে যাবে। নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করুন এবং নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী নিজেদের কর্মময় জীবনকে ঢেলে সাজান। একদিকে নিজেদের সংশোধন করুন, অপর দিকে নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে দ্বীনের প্রচার করুন, দ্বীনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করুন। নিজেদের সংশোধন এবং অপরের সংশোধনের কাজ একই সময় একই সাথে হওয়ার দরকার। যদি এটাকে কেউ রাজনীতি বলে, বলতে থাকুক, রাজনীতির সংস্কারও তো দ্বীনেরই কাজ।

কাদিয়ানীদের সাথে বন্ধুত্ব

প্রশ্ন ঃ কাদিয়ানীদের সাথে কি আমাদের বন্ধুত্ব রাখা উচিত ? তারা যদি খাওয়ার জন্য আমাদেরকে দাওয়াত করে, সে দাওয়াত কি কবুল করা যায় ?

উত্তর ঃ একজন মানুষকে শুধু কাফের মনে করা বা কাফের ঘোষণা করে দিলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার সংশোধনের জন্য চিন্তা এবং সঠিক পথের দিকে আনার

www.pathagar.com

জন্য আমাদেরকে ব্যবস্থাও করতে হবে। আপনারা বন্ধুত্ব করার জন্য কাদিয়ানীদের সাথে মেলামেশা করবেন না বরং দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য করবেন। তাদেরকে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক দিকগুলো বুঝানোর চেষ্টা করুন। আপনারা তাদের মতবাদটাকেও ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন এবং চিহ্নিত করুন তারা কোন্ কোন্ স্থানে হোঁচট খেয়েছে এবং কি ধরনের বিভ্রান্তিকর কথা বলছে। উদাহারণ স্বরূপ আপনারা তাদের সাথে খতমে নবুয়াত সম্পর্কে কথা বললে তারা বলবে আমরাও খতমে নবুয়াত মানি, কিন্তু খতমে নবুয়াতের ওপর তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা এই আকীদা পোষণ করে যে, যতক্ষণ মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা হবে না, ততক্ষণ ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। আপনারা এসব বিষয় অধ্যয়ন করে তাদেরকে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করুন যে, আসলে প্রকৃত বিষয়টা কি। কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন শুধু বন্ধুত্বের জন্য নয়, বরং দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য হওয়া দরকার।

সংগঠনের কি দরকার ?

প্রশ্ন ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্য সংগঠন ভুক্ত হওয়া জরুরী কেন ? এ কাজ সংগঠন ছাড়া কেন সম্ভব নয় ?

উত্তর ঃ যেসব বিভ্রান্তি সামষ্টিকভাবে ছড়ানো হয়ে থাকে, তার মোকাবিলা ব্যক্তিগত পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সামষ্টিক বিভ্রান্তি সমাজকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে, সেখানে একজন ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে ঈমানের উপর স্থীর রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এর মোকাবিলার জন্য সম্মিলিত এবং সংগঠিত শক্তি প্রয়োজন। তদুপরি এই দ্বীন সমাজে কাজ করার জন্য এসেছে। ঘরের ভেতর বসে বসে কাজ করার জন্য আসেনি।

বিকৃতি ও সংস্কার

প্রশ্ন ঃ সমাজের চারিদিকে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। যত দিন সমাজে সংস্কারের কাজ না হবে ততদিন ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবে না। আমাদের সমাজ কবে নাগাদ সংশোধিত হবে ?

উত্তর ঃ সমাজ শতকরা একশ ভাগ পরিচ্ছন্ন কখনো ছিল না। মূল বিষয় হচ্ছে, সমাজের অধিকাংশ সংশোধিত হয়ে যাওয়া দরকার। এটা হয়ে গেলেই বিকৃতি চাপা পড়ে যাবে। সংশোধনী শক্তি সবল এবং বিশৃংখল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। স্বয়ং রাসূল (সা)-এর যুগেও এমনটি হয়নি যে, সমাজের একশোভাগ ভালো হয়ে গেছে। সে যুগেও কিছু লোকের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। তবে সে যুগে সংস্কার প্রচেষ্টা এতোটা শক্তিশালী ছিল যার ফলে অপরাধী নিজেই নিজেকে শাস্তির জন্য উপস্থাপন করতো। সংশোধিত সমাজের এটাই বৈশিষ্ট যে, সমাজের অপরাধী নিজেই তওবাকারী হয়ে যায় এবং নিজেই নিজেকে শাস্তির জন্য উপস্থাপন করে। সেখানে এমনটি কখনো হয় না যে গুন্ডারা শক্তিশালী আর সৎলোকেরা দুর্বল। তাই বর্তমান

www.pathagar.com

অবস্থার সংশোধনের জন্য প্রকৃত পক্ষে আমাদেরকে কাজ করতে হবে, যাতে করে ভালো এবং সংস্কারপন্থী শক্তি সবল ও বিজয়ী হয় এবং সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি পরাজিত হয়।

জেনে শুনে বিরোধিতা কেন

প্রশ্ন : জমিয়তের রফীকদেরকে অধিকাংশ সময় চারদিকে কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। জমিয়ত ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করছে জেনেও কেন লোকেরা এর বিরোধিতা করছে?

উত্তর : আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য যাঁরাই কাজ করবে, অবশ্যই তাঁরা বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন। যদি কেউ বিরোধিতার সম্মুখীন না হন, তাহলে তাঁদের চলার পথ সঠিক কিনা চিন্তা করে দেখতে হবে। বিরোধিতায় ভীত হওয়া উচিত নয়। বিরোধিতার মাধ্যমে ব্যক্তি মুজাহিদে রূপান্তরিত হয়। পাহলোয়ানের মোকাবিলা করেই পাহলোয়ান হওয়া যায়। এর মাধ্যমেই আপনাদের প্রশিক্ষণ হবে। মোকাবিলায় দৃঢ় পদক্ষেপ থাকলে নিজেদের মধ্যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। এ কারণে বিরোধিতায় কখনোই ভীত হতে নেই।

সাধারণের মধ্যে দাওয়াত

প্রশ্ন : সাধারণ ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন করা দরকার?

উত্তর : প্রতিটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে তাদের জ্ঞান ও নৈতিক অবস্থা সামনে রেখে কথা বলা উচিত। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলার পূর্বে তাদের জ্ঞানের স্তর দেখতে হবে। তাদের সাথে জ্ঞানের কথা বলা ঠিক নয়। এই কারণে তাদেরকে সহজবোধ্য ভাষায় বুঝাতে হবে, এমনি ভাবে ছাত্রদের সাথে শ্রেণী অনুযায়ী কথা বলুন। পাশাপাশি তাদের মানসিক স্তর সম্পর্কেও ধারণা লাভ করুন। এভাবে আপনাদেরকে সমাজের প্রতিটি স্তর এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে দাওয়াত পেশ করার জন্য সর্বপ্রথম তাদেরকে দ্বীনের মৌলিক দিকগুলো বুঝাবেন। তাওহীদ কি? এরপর তাদের অজ্ঞতার কারণে যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তাদের নিকট তা তুলে ধরুন। তবে তাদের ত্রুটিগুলোর প্রতি সরাসরি আঘাত করবেন না। এতে জিদ সৃষ্টি হয়। যে কথা বলবেন, মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে বলবেন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে বলবেন। চিকিৎসক রোগীর রোগ চিহ্নিত করে ঔষধ দেয়। প্রত্যেকটি রোগীকে একই ঔষধ দেয় না।

অধ্যয়নে মনোযোগ

প্রশ্ন : আমাদের কিছু সাথী অধ্যয়নের দিকে অত্যন্ত কম মনযোগ দেন। তাদেরকে কিভাবে অধ্যয়নের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়?

উত্তর : বুঝিয়ে যতটুকু করা যায় ততটুকুতো আপনারা করছেনই, যে কাজটি মানুষকে অধ্যয়নে বাধ্য করে, তা হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ। এসব সাথী

www.pathagar.com

লোকদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করলে নিজ থেকেই অধ্যয়নের জন্য বাধ্য হবেন। এখন তো এর প্রয়োজনের কথা আপনারা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। (দাওয়াতী কাজ শুরু করার পর) অতপর এরা নিজেরাই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করবে। যখন জনগণের উৎসাহ এবং দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দারিদ্রতা দূর করার জন্য বাধ্য হয়েই অধ্যয়ন করবে।

উগ্র বিরোধিতা

প্রশ্ন ঃ আন্দোলনের কিছু কিছু বিরোধী অত্যন্ত উগ্র মেজাজের হয়ে থাকে তাদের কিভাবে জবাব দিতে হবে ?

উত্তর ঃ মতভেদের উত্তর দিতে হলে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। যারা ভুল তথ্য দেয়, আপনারা তাদেরকে দলীল-প্রমণাদী দিয়ে বুঝান। কিন্তু যারা ঝগড়াটে প্রমাণিত হয়, তাদেরকে সালাম দিয়ে দূরে সরে যাবেন। আলোচনা তো তাদের সাথে হতে হবে, যারা যুক্তি এবং দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আন্তরিকতার সাথে বুঝতে চায় ? যারা শুধু অভিযোগের পর অভিযোগ উত্থাপন করে তার মোকাবিলায় আমাদের ও তাদের মতো অভিযোগ উত্থাপন করা উচিত নয়। প্রতিটি আলোচনায় আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং সর্বদা আমাদের মনে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখতে হবে যে, আখেরাতেও আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যখনই আলোচনা করবেন জ্ঞান, বুদ্ধি এবং দলীল-প্রমাণ সহ করবেন এবং আপনাদের জিহ্বা যেন কোন অবস্থাতেই সীমা অতিক্রম করতে না পারে। সে দিকে সতর্ক থাকবেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংগ্রাম

প্রশ্ন ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে কোন্ সীমারেখার মধ্যে সংগ্রাম সাধনা করতে হবে ?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। আপনারা পর্যায়ক্রমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকুন এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকুন, যেন তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী ছাচে পরিচালিত করে। আমরা যা কিছু করতে পারি এবং করছি, তা হচ্ছে ভ্রান্ত শিক্ষা নীতি চালু থাকা সত্ত্বেও এখান থেকে এমন সব লোক বের হচ্ছে, যারা মনে প্রাণে ইসলাম চান এবং সে জন্য কাজ করছেন। আমাদের চেষ্টা হচ্ছে এই বিকৃত পরিবেশ থেকে সৎলোকদেরকে খুঁজে বের করা। কিন্তু পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী সীমারেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমেই হতে পারে।

চীন-রাশিয়ার মুসলমান

প্রশ্ন ঃ প্রশ্নটি খুবই চমকপ্রদ এবং বৈচিত্রপূর্ণ, কিন্তু বেদনাদায়ক। আর তা হচ্ছে রাশিয়া এবং চীনের মুসলমানদেরকে আমরা কিভাবে সাহায্য করবো ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আমরা তাদের জন্য এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারছি না, যতক্ষণ না আমরা নিজেদের ঘরে কিছু করতে পারবো। যখন এখানে সঠিক ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, এর প্রভাব সেখানেও পৌঁছে যাবে। আমাদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের ঘরের চিন্তা করতে হবে এবং সেই ভাইদের জন্য ব্যাথাভরা হৃদয়ে দোয়া করতে হবে।

ধর্ম ও রাজনীতি

প্রশ্ন ঃ ধর্ম এবং রাজনীতি কি পৃথক ?

উত্তর ঃ ধর্ম এবং রাজনীতি পৃথক এই ভুল ধারণা আমরা ব্যাপকহারে দূরীভূত করেছি। কিন্তু যে বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে মন-মানসিকতায় বদ্ধমূল ছিল, তা রাতারাতি নয় ধীরে ধীরে মুছে যাবে। ধর্মহীন রাজনীতি আমাদের নিকট অভিশাপ। মানুষের জীবনের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী রাজনীতি সংশোধন না করেই যে ধর্ম মানুষের জীবনে পাওয়া যায় তা আমাদের কাছে অনাকাংখিত। ইসলাম ধর্ম এবং রাজনীতির এই উভয় ধারাকেই নির্মূল করতে চায়। আর যতদিন এই ভ্রান্ত বিভক্তি নির্মূল করা না যাবে, ততদিন ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

দেশের সংস্কার

প্রশ্ন ঃ নিজেদের দেশের অবস্থা দেখে মনে খুবই দুঃখ হয়। দেশের সংস্কারের জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ আমি দোয়া করি যেন আপনারা বড় হতে হতে দেশের অবস্থা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে যেটাকে আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করবো, তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের সকল শক্তি নিয়োজিত করে দেবো। দুনিয়াতে মানুষ ঘর তৈরী করে। ভূমিকম্প হয়, ঘর ভেঙ্গে যায়, কিন্তু লোকেরা আবার পুনর্গঠনের কাজে লেগে যায়। আমাদেরকে শুধু নিজেদের কাজের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। যাদের অন্তরে ঈমানের আলো আছে, তারা কখনো চাইবে না যে, ইসলামের এই ঘরখানা কুফরের ঘরে রূপান্তরিত হয়ে যাক। তারা এটাকে ইসলামেরই ঘর রাখার জন্য সমস্ত শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করবে।

রাগ আর সঙ্গীত

প্রশ্ন ঃ যে রাগ ও সঙ্গীতে অশ্লীলতা নেই, ইসলাম কি সেগুলো অনুমোদন করে ?

উত্তর ঃ যদি অশ্লীলতা না থাকে এবং সেই সাথে রং-তামাশার বাদ্য না থাকে তাহলে শুধু গানের ব্যাপারে ইসলামের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। বাদ্য যন্ত্রসহ সঙ্গীত বা অশ্লীল বক্তব্য সম্বলিত সঙ্গীত অথবা উভয়ের মিশ্রিত সংযুক্ত সঙ্গীত ইসলাম অনুমোদন করে না।

মুশরিক ইমামের পেছনে নামায

প্রশ্ন ঃ একস্থানে জুমার নামায হচ্ছে, কিন্তু সেখানকার ইমাম 'মুশরিক' এ অবস্থায় কি পাশাপাশি পৃথকভাবে জুমা আদায় করা হবে ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ আমাদের এখানে 'মুশরিক' শব্দের ব্যবহার যত সহজ হয়ে গেছে আসলে তা এতো সহজ নয়। লোকেরা অনেক বাড়াবাড়ি করে কারো নাম 'মুশরিক' রেখে দিলো, কাউকে 'খারিজী' কাউকে 'মো'তাযেলী' এবং কাউকে অন্য কিছু। এসব কিছুই বাড়াবাড়ি। 'মুশরিক' তাদেরকে বলা হয়, যারা বিশ্বাস হিসেবে শিরক্‌কে গ্রহণ করেছে এবং যারা তাওহীদের দাবীদারও নয়। এখানে যাদেরকে মুশরিক বলা হচ্ছে, তারা এই অর্থে মুশরিক নয়। যদি এই অর্থেই তাদেরকে মুশরিক বলা হয়ে থাকে তাহলে আমি এসব লোককে জিজ্ঞেস করতে চাই, যখন কুরআন-হাদীস থেকে দলীল-প্রমাণ দিয়ে কোন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তোমার আকীদায় এসব ভ্রান্তি আছে, তাকি বুঝেসুঝে বা হয়? এরা কি কখনো কোন হিন্দুকে বা কোন শিখকে কখনো কুরআন-হাদীসের আলোকে আকীদার ভ্রান্তি সম্পর্কে বলার চেষ্টা করেছে? এর অর্থ হচ্ছে, এরা যখন কারো সামনে কুরআন-হাদীসের দলীল উপস্থাপন করে তখন তাকে মুসলমান মনে করেই করে। এরা এটা বুঝেই করে যে সে কুরআনকেও মানে হাদীসকেও মানে। তাহলে তাকে মুশরিক কেন বলা হয়? মুশ্‌রিকী আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এক কথা আর মুশ্‌রিক হয়ে যাওয়া আরেক কথা। এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি দেখেন, কোন লোক আপনার দৃষ্টিতে মুশ্‌রিকী আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তার পেছনে নামায পড়া আপনার উপর কেউ ফরয করে দেয়নি। যদি আপনি সেটা দূষণীয় মনে করেন, আর না পড়তে চান তো পড়বেন না। তা বলে অমুক লোকের পেছনে নামায হয় না বলে চীৎকার করার কি প্রয়োজন? অযথা একটা ঝগড়া সৃষ্টি ছাড়া এতে আর কি লাভ হতে পারে?

সিনেমায় চাকুরী

প্রশ্ন ঃ সিনেমায় চাকুরী কি জায়েজ?

উত্তর ঃ এখন সম্ভবত কেউ এই প্রশ্ন করবেন যে, মদের দোকানে চাকুরী করা জায়েয কিনা? কি পার্থক্য এই দু'টির মধ্যে। সিনেমা অশ্লীলতার আড্ডা। এতে চাকুরী করাকে কিভাবে জায়েয বলা যায়?

ব্যাংকে চাকুরী

প্রশ্ন ঃ ব্যাংকে চাকুরী করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ সেটাও একই উত্তর। বরং ব্যাংকের চাকুরী সিনেমার চাকুরীর চেয়ে বেশী খারাপ। সুদের পর বড় অপরাধ হচ্ছে শির্‌ক এবং হত্যা।

জাহেলের পাল্লায় পড়লে

প্রশ্ন ঃ যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য উস্কানী দেয়, তাহলে হুকুম হচ্ছে তাকে সালাম দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করা। কিন্তু যদি সে জিদ ধরে পিছু নেয়, দলীলের কথাও অস্বীকার করে। শুধু নিজের কথাই বলতে থাকে, তাহলে কি করা উচিত?

উত্তর ঃ ছবর করা দরকার, ছবর ছাড়া কোন পথ নেই।

www.pathagar.com

আসর চৌত্রিশ ঃ পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অফ এডুকেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে

মে ১৯৭৫ ইং

১৯৭৫ সালের ২৮ মে পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কলেজের একদল ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ শিক্ষকের কর্তব্য, ❑ অশিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের কর্মকৌশল, ❑ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে মাওলানা তাদের প্রশ্নের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষকের কর্তব্য

প্রশ্ন : বর্তমান অনাদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থার অধীন একজন মুসলিম শিক্ষক কিভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে?

উত্তর : একজন মুসলিম শিক্ষক মুসলিম হিসেবে যদি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত ও সচেতন থাকেন, তবে শিক্ষাব্যবস্থা যে রকমই হোক না কেন, তিনি ছাত্রদেরকে ইসলামী আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। এমনকি একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামী শিক্ষাব্যবস্থাও কোনো অবস্থাতেই তার দৃঢ় সংকল্পের সামনে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অবশ্যই এক্ষেত্রে শর্ত হলো, সেই শিক্ষককে মুসলিম হিসেবে নিজের এই নাজুক দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

এ প্রসংগে একটি কথা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। তা হলো অন্যদের কাছে ইসলামের আহবান পেশ করার আগে গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করতে হবে। জনশ্রুতির মাধ্যমে নয়, বরঞ্চ সচেতনভাবে ইসলামের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নিজের সমগ্র কর্মকান্ড ও আচার-আচরণের মাধ্যমে এই বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সত্যতা, এর প্রতি অবিচল নিষ্ঠার প্রমাণ দিতে হবে। কেবল এরপরই তার আহবান ও প্রচারকার্য প্রভাবশীল হতে পারে। তার মধ্যে যদি ইসলামের যথার্থ জ্ঞান না থাকে, তবে তিনি ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। তার কর্মকান্ড ও আচার-আচরণ যদি তার কথা ও কাজের বিপরীত হয়, তবে কোন লোকই তার সত্যতার প্রতি বিশ্বাসী হতে পারে না।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা হলো, সকল মানুষের কাছে ইসলামের মর্মবাণী পেশ করার জন্যে কেবল একটিমাত্র পন্থাই অবলম্বনই করা ঠিক নয়। এ কাজ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দাবী করে। যেমন, একজন চিকিৎসক প্রত্যেক রোগীর অবস্থা অবগত হয়ে অবস্থাভেদে ব্যবস্থা প্রদান করেন, ঠিক তেমনি, একজন ইসলাম প্রচারককেও প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হতে হবে এবং তার সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতিতে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে হবে।

আপনারা যেহেতু ভবিষ্যতের শিক্ষক, সেহেতু আপনাদেরকে একথাটি ভালভাবে হৃদয়ংগম করে নিতে হবে যে, নিজ ছাত্রদের সাথে কোন্ ক্রমধারায়, কোন রীতি-পদ্ধতি ও কোন্ ভাষায় কথা বলতে হবে, একজন শিক্ষকই সে যোগ্যতার সর্বোত্তম অধিকারী হয়ে থাকেন। কারণ, ছাত্রদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত থাকেন। শিক্ষাদানকালে তিনি এর বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

প্রশ্ন : নিরক্ষর লোকদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে কী কর্মপন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

www.pathagar.com

উত্তর : এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সীরাত থেকে আমরা পথনির্দেশ পাই। তিনি যাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করেছিলেন, তারাও নিরক্ষর লোকই ছিলো। লিখনীর মাধ্যমে নয়, বরঞ্চ মৌখিক প্রচার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে দ্বীন প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল। একজন লোক নবী করীম (সা) থেকে দ্বীন ভালোভাবে বুঝে নিয়ে আবার ঠিক সে পন্থায় আরেকজনকে বুঝাবার চেষ্টা করতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রচারের কাজ সভা-সমাবেশে নয়, বরঞ্চ ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও যোগাযোগের মাধ্যমে হতো। অতপর ধীরে ধীরে যখন সত্য দ্বীনের সমর্থক সংখ্যা বাড়তে থাকলো, তখন তারাই গোটা জনপদকে এর সমর্থক বানিয়ে ফেললো। তাদের তুলনায় এখন আমাদের জন্যে দ্বীন প্রচারের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। কারণ, একদল বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত লোক এখন বুঝেশুনে দ্বীনের সমর্থক হয়েছে। এখন মৌখিক প্রচার এবং নিজেদের চরিত্র ও আচরণের প্রভাবে মুগ্ধ করে সমাজের নিরক্ষর লোকদের দ্বীনের প্রকৃত অনুসারী বানানো এই শিক্ষিত লোকদেরই কাজ। এজন্যে সভা-সমাবেশ এবং বিরাট বিরাট জনসভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তেমন নেই। এ কাজের সবচাইতে প্রভাবশালী পন্থা হলো, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বীনের মর্মবাণী তাদের বুঝিয়ে দেয়া।

ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তা

প্রশ্ন : ইসলাম তো সকল প্রকার জাতি ও জাতীয়তাবাদকে এক উম্মায় পরিণত করতে চায়। ইসলামে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার কোনো অবকাশ আছে কি ?

উত্তরঃ 'জাতীয়তাবাদ' জিনিসটা কি, প্রথমে তাই জানা দরকার। আপনি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ব্যাপারেও প্রশ্ন করেছেন। এর অর্থ হলো, একই ভাষায় যারা কথা বলে, তারা এক জাতি এবং তাদের মধ্যকার যারা সেই ভাষায় কথা বলে না, তারা অন্য জাতি। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, ইসলাম এরূপ জাতীয়তা এবং মানুষের এ ধরনের বিভক্তি স্বীকার করতে পারে কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) একটি আর্দশের আহবান নিয়ে অগ্রসর হন। সেখানে তাঁর ভাষাও আরবী ছিলো এবং আবু জাহেলের ভাষাও আরবীই ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, যে আমার আহবানকে মেনে নেবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে, আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই মূলনীতির ভিত্তিতে আরবী ভাষী আবু লাহাব তাঁর নিকট পর বলে আখ্যায়িত হয় পক্ষান্তরে ফারসী ভাষী অনারব সালমান মুসলিম হবার কারণে তাঁর আপন বলে স্বীকৃত হন।

ইসলাম কোনো ভাষাকেই অস্বীকার করে না। আপনি বাংলা বলুন, পাঞ্জাবী বলুন, পশতু বলুন, বেলুচী বলুন, সিন্ধী বলুন, মাতৃভাষায় সাহিত্য পড়ুন, কিংবা রচনা করুন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার শিখরে বিচরণ করুন, ইসলামে এর কোনটাই নিষিদ্ধ নয়। ইসলাম যা কিছু বলে, তা হলো, মানুষে মানুষে পার্থক্যের ভিত্তি ভাষা নয় বরং আদর্শ, ইসলাম ও কুফর। কখনো এ ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সিন্ধি ভাষী, বাংলা ভাষী, অহমিয়া ভাষী, পশতু ভাষী, ফারসী ভাষী এবং

www.pathagar.com

আরবী ভাষী লোকেরা আলাদা আলাদা জাতির লোক। ইসলামকে যারা নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন এবং যে দেশেই বাস করুক না কেন তারা মূলত এক জাতি। দ্বীনের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কেবল এক ভাষায় কথা বলার কারণে মুসলমান এবং অমুসলমান এক জাতি হতে পারে না। এটা একটা জাহেলী ধারণা।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পরিণতি যে কতো ভয়ংকর তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনেই রয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই এবং যারাই মানুষকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার প্রতি আহবান জানায়, তারা মূলত ইসলামের শত্রু এবং মূলোৎপাটনকারী। মনে রাখবেন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পরবর্তী স্টেজ হলো গোত্রীয় জাতীয়তা। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার বিজয়ের পর গোত্রীয় জাতীয়তার শ্লোগান উত্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ফলে পৃথিবীর মুসলমানদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর পঁয়ত্রিশ ঃ পাঞ্জাব জমিয়তের শিক্ষা শিবিরে

আগষ্ট ১৯৭৫ ইং

১৯৭৫ সালের ৮-১২ আগষ্ট পাঞ্জাব প্রাদেশিক জমিয়তে তালাবার বাছাই করা কর্মীদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ দিনে প্রশ্নোত্তরের আসর। ❑ সাফল্য আর কত দূরে, ❑ জামায়াতে ইসলামী হিন্দ নেতা কর্মীদের মতপার্থক্য, ❑ শয়তান থেকে বাঁচার উপায়, ❑ আপনি যদি ছাত্র হতেন ❑ টেলিভিশনের বিষক্রিয়া, ❑ ইসলামী আন্দোলনে স্বার্থপর মহল ইত্যাদি বহু জটিল প্রশ্নের জবাব দেন মাওলানা মওদূদী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংঘাতের যুগ

প্রশ্ন ঃ আমরা দীর্ঘ দিন থেকে দেখে আসছি আন্দোলন একের পর এক সংঘাতের যুগ অতিক্রম করছে। ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য বর্তমানে আর কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করতে হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী আন্দোলন পর্যায়ক্রমে প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করেই কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে আমরা সে স্তর অতিক্রম করছি, এই গোটা সময়টিই একটি স্তর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাহদেরকে অধিক হারে ইসলামের নিকটে নিয়ে আসা, ইসলাম বাস্তব জীবনে অনুসরণযোগ্য একথাটা প্রতিটি গোত্রের নিকট তুলে ধরা এবং একথা বুঝানো যে ইসলামের নিকট সব সমস্যার সমাধান বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া জনগণের মধ্যে দ্বীনে হক-এর জন্য জান-মাল ব্যয় করে দেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। ১৯৪১ সাল থেকে এই স্তরই চলছে। দ্বিতীয় স্তর হবে যখন আমরা সাফল্যের নিকটবর্তী হবো। কিন্তু তার প্রভাব এখনো স্পষ্ট নয়। আমি পুরো জীবনটা সংগ্রামের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। আপনারাও এর জন্য প্রস্তুত হোন। আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি আমাদেরকে অধিক হারে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামী হিন্দ-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলাফল কি হয়েছে ?

উত্তর ঃ ভারতের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বিস্তারিত ধারণা নেই। এছাড়া আমি এটাও অনুমান করতে পারছি না যে, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ এর ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবত হওয়াতে কি প্রভাব পড়বে। তবে আমি এটা বলতে পারি নিষেধাজ্ঞার কারণে জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা এবং এর প্রভাব নষ্ট করা যাবে না। কাশ্মীরেও জামায়াতকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতে প্রথমে জামায়াতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং পরে তার পরিচালকদেরকেও আটক করা হয়েছিল। এখন জানা গেল যে, প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয়া হয়েছে, কিন্তু পরিচালকদেরকে মুক্তি দেয়া হয়নি। (১৯৭৫ সালের জুন মাসে ভারতের জামায়াতে ইসলামীকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তার সকল নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এবং কেন্দ্রীয় প্রকাশনালয় ও সংগঠনের সকল রেকর্ডপত্র সিল করে। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে জনতা সরকার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।) কাশ্মীরে নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সংগঠনকেও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলোতে আমরা জানতে পারছি কাকে কাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং কোন্ কোন্ কার্যালয় বন্ধ করা হচ্ছে। ভারতে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ হয়েছে। জামায়াতের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহ্‌র বাণী জনগণের নিকট পৌঁছাতে থাকবে। আইন দিয়ে সামষ্টিক তৎপরতা তো বন্ধ করা যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত কাজ দুনিয়ার কোনো শক্তি বন্ধ করতে পারে না। দ্বীন

www.pathagar.com

প্রচারই যার জীবনোদ্দেশ্য (Misson) তাকে জেলে পাঠিয়ে দিলে সে জেলে গিয়েও দ্বীন প্রচারের কাজ করবে। বাইরে থাকলে সেখানেও নিজের দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করবে।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সাথে সাথেই সংগঠন পূর্বাবস্থায় কাজ শুরু করে দিয়েছিল। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সাথে সাথে ভারতেও জামায়াত পূর্বের মতো কাজ শুরু করে দেবেন বলে আশা করি।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আমলে একজন অফিসার আমাকে প্রশ্ন করলো, যেসব দল এতো দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ হয়ে থাকলো, সেগুলো কেমন করে জীবিত হবে ? আমি বললাম, সামরিক শাসন প্রত্যাহারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এখানে জামায়াতে ইসলামী পূর্বাবস্থায় কাজ শুরু করে দেবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। যেই মাত্র সামরিক শাসনের অবসানের ঘোষণা হলো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জামায়াত পুনর্বহাল হয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ জামায়াতে ইসলামীর কাজ বন্ধ করা যাবে না।

কর্মী ও পরিচালকের মতপার্থক্য

প্রশ্ন : কখনো কখনো এমনটি হয়ে থাকে, কোন একজন দায়িত্বশীল অথবা কোন শাখার পরিচালক একটি নির্দেশ দিলে কর্মীরা মনে করে পরিচালকের নির্দেশটি সঠিক নয়, এবং পরে প্রমাণিত হয় যে, পরিচালকের নির্দেশ সঠিক ছিল না। পক্ষান্তরে কর্মীদের মতামত সঠিক ছিল। এমতাবস্থায় কি করা উচিত ?

উত্তর : এ ধরনের মতভেদ অসম্ভব কিছু না। কিন্তু সংগঠনের দাবী হচ্ছে, পরিচালক যে নির্দশ দেবে, কর্মীরা সে অনুযায়ী কাজ করবে। যদি কর্মী পরিচালকের নির্দেশকে সঠিক মনে না করে, অথবা উক্ত নির্দেশ পরবর্তী সময়ে ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে কর্মী এ ব্যাপারে উর্ধতন দায়িত্বশীলদের স্বরণাপন্ন হবে। কিন্তু শৃংখলা ভঙ্গ করা ঠিক নয়। দায়িত্বশীল এবং কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক ইমাম এবং মুসল্লীদের সম্পর্কের মত। মুসল্লী মনে করে ইমামের ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু ইমাম বুঝতে পারছে না যে, তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় মুসল্লীদের জামায়াত ছেড়ে পৃথক হয়ে যাওয়া চাই না। আর শরীয়াতও এরূপ আদেশ দেয় না যে, ইমামের ভুলের কারণে পৃথক হয়ে যাও। সর্বাবস্থায় জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং শৃংখলা মেনে চলার নির্দেশ রয়েছে।"

শয়তানের টান

প্রশ্ন : কখনো কখনো মনে হয়, শয়তান জোর দিয়ে জাহেলিয়াতের দিকে টানছে, এ থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি ?

উত্তর : শয়তান নিজের কাজ পরিত্যাগ করছে না, আপনারা নিজের কাজ কেন পরিত্যাগ করবেন ? আপনারা শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকুন এবং তাকে দুর্বল করতে থাকুন। এটাই আপনাদের কাজ। যখনই শয়তানের প্রভাব অনুভব করবেন, সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকট শয়তান থেকে পানাহ্ চাইবেন। দোয়ার পাশাপাশি প্রচেষ্টাও হতে হবে। যে দোয়াকারী চেষ্টা করতে চায় না, তার দোয়া

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অর্থহীন। যে দোয়ার সাথে থাকে প্রচেষ্টা, সে দোয়াই হয় কার্যকর। নিজেও চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনাও করুন।

আপনি যদি ছাত্র হতেন

প্রশ্ন ঃ আপনি যদি ছাত্র হতেন, তাহলে কোন্ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতেন ?

উত্তর ঃ (মাওলানা মুচ্‌কী হেঁসে বললেন) একবার মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদের নিকটও এমন একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোনো একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি যদি ইসলামের প্রথম যুগে থাকতেন, তাহলে খেলাফত সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হলে আপনি কার পক্ষে রায় দিতেন ? উত্তরে মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন, আমি কারো পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে নিজের পক্ষেই রায় দিতাম। সেভাবে আমিও বলছি, আমি যদি ছাত্র হতাম, তাহলে কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হবার পরিবর্তে নিজেই পৃথক একটি সংগঠন তৈরী করে নিতাম।

টেলিভিশন ও জামায়াতের রুকন

প্রশ্ন ঃ টেলিভিশনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সকলেই সজাগ। অথচ পরিতাপের বিষয়, জামায়াতের কিছু দায়িত্বশীলের বাসায়ও টেলিভিশন দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর ঃ আমি নিজেও এ ব্যাপারে বড় অস্থির রয়েছি। মানুষ যখন কোন বিকৃত সমাজে অবস্থান করে, নিজের আঁচলকে পরিবেশের নোংরামী থেকে নিরাপদ রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি নিজে বেঁচে গেলেও পরিবার-পরিজনকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। পরিবারের মধ্যে বলপ্রয়োগ করলে বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য একটাই পথ খোলা থাকে, তা হচ্ছে এই যে, সে সংশোধনের প্রচেষ্টায় লেগে থাকবে, কঠোরতার সাথে নয়, বুদ্ধিমত্তার সাথে। কারো ঘরে টেলিভিশন দেখে এটা ভাববেন না যে, গৃহকর্তার সম্মতিও এতে রয়েছে। এই ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে। এখন তো অবস্থা এমন যে, আপনি টেলিভিশন থেকে বাঁচলেন, কিন্তু রেডিওর গান আপনার কানে জবরদস্তী প্রবেশ করতে থাকবে।

সুবিধাবাদীদের খপ্পর

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনে কিছু কিছু লোক বিশেষ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে বলে দেখা যাচ্ছে। এদের থেকে নিজেদেরকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে ?

উত্তর ঃ স্বার্থান্বেষীদের হাত থেকে জান বাঁচানোর জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে, যারা ইতিমধ্যেই আন্দোলনে প্রবেশ করে গেছে, সমালোচনার মাধ্যমে আন্দোলনকে এদের হাত থেকে পবিত্র করতে হবে। এভাবে নিজের নিকটবর্তীদের প্রতিও নজর দিতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ হওয়া দরকার এবং তাদেরকেও এসব খারাপ প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখার জন্য কাজ করতে হবে।

www.pathagar.com

আউটার সার্কেল

প্রশ্ন ঃ আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু সংগঠন এতোটা বিস্তৃত হয়নি, যতটুকু বাইরের সমর্থক মহল সম্প্রসারিত হয়েছে। এখন এই বাইরের সমর্থক মহলটি (Outer Circle) সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াই প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। এর জন্য কি করা যাবে?

উত্তর ঃ Outer Circle-এর লোকেরা অনেক সময় দাওয়াত ভাসাভাসাভাবে বুঝে কাছে এসে যায়। কিন্তু সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয় না। এখন যদি এদেরকে এই অপরিপক্ক অবস্থায় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাহলে এই অপরিপক্কতা সংগঠনের অভ্যন্তরে বিস্তার লাভ করবে। এ কারণে সংগঠনে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করা হয়। বাইরের সমর্থক মহলে সংগঠনের সম্প্রসারণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই মহলে দু'ধরনের লোক আসে। এক ধরনের লোকদের সম্পর্কে আমরা জানি। দ্বিতীয় ধরনের লোকদের সম্পর্কে আমরা জানি না। কিন্তু তারা আমাদের চিন্তা-চেতনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আমাদের কাছাকাছি এসে গেছে। যারা আমাদের চিন্তাধারার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। এরা একদিক থেকে খুবই কাজে লাগে, যখন আল্লাহ বিজয় দান করবেন। এই লোকেরাই তখন সহযোগী বাহিনী হিসেবে কাজে লাগবে। কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এদের অপরিপক্কতা এবং কাজে অনভিজ্ঞতার ফলে কিছু ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। লাভ-লোকসান উভয় দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। লোকসান থেকে বাঁচতে হবে এবং লাভ অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

আসর ছত্রিশ ঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে

আগষ্ট ১৯৭৫ ইং

১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে পাঞ্জাব বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে প্রশ্নোত্তর পর্ব। ❑ আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি কেন, ❑ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ভূমিকা, ❑ সরকারী পৃষ্ঠপোশকতা ছাড়া সর্বাত্মক শিক্ষা আন্দোলন, ❑ আত্মশুদ্ধি, না রাষ্ট্রশুদ্ধি ইত্যাদি বহু বিষয়ে মাওলানা ছাত্রদের জিজ্ঞাসার জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ আমাদের মন কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ইসলামের পথে প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্মিলিতভাবে আমাদেরকে কি করতে হবে ?

উত্তর ঃ আমাদের মন কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এ প্রশ্নটির দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে একজন লোকের মন কেন দূরে সরে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতি হিসেবে এবং দলীয়ভাবে পরিস্থিতি কেন এমন হচ্ছে।

ব্যক্তি হিসেবে একজন লোককে নিজের মনকে যাচাই করে দেখতে হবে, কি জিনিস তাকে তার রব এবং তার দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। অথচ সে এ ব্যাপারে নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করে। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি পর্যালোচনা করবে, সে অনুভব করতে পারবে, জন্মগত মুসলমানদের মধ্যে জন্মগত একটা দুর্বলতা থেকে যায়। অর্থাৎ সত্যিকার ঈমানের অনুভূতি তাদের মধ্যে অত্যন্ত বিলম্বে, অতি কষ্টে সৃষ্টি হয়। যেহেতু মুসলমানের ঘরে জন্মেছি, মুসলমানদের মতো নাম রাখা হয়েছে, ছোট কালে মুসলমানীও করানো হয়েছিল। অতএব দ্বীনের যাবতীয় প্রয়োজন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং মুসলমান হতে আমাদের কিসের অভাব যা পূরণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এরূপ চিন্তাধারা অনেকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এভাবেই আমাদের ব্যক্তিদের একটা বিরাট সংখ্যা এমন আছে, যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে, যাকাতও দেয়, তাদেরও এই অবস্থা যে, ইসলামের প্রাণশক্তি বা এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। বুঝে শুনে ঈমান এনেছে, এমন লোক শতকরা একজনও পাওয়া যায় না।

১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, সে উপলক্ষে আমি নিজে একটি কথা প্রকাশ করেছিলাম যে, আমিও প্রথমে জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলাম, এখন নূতন মুসলমান হলাম। কারণ এখন চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ওপর ঈমান এনেছি। কোন ব্যক্তি যদি নিজের এই দুর্বলতা অনুভব করে, তার উচিত জেনে-শুনে ঈমান আনয়ন করা। যদি বুঝে শুনে ঈমান আনা হয় এবং সে অনুযায়ী মুসলমান হবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ের এই দুর্বলতা নিজ থেকেই দূর হয়ে যাবে। জাতি হিসেবে এবং দল হিসেবে কেন মুসলমান ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বাকী রইল সে প্রশ্ন। এই অবনতির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যা বিস্তারিত বলার সময়ও এখন নেই এবং আমার শক্তিতেও কুলাবে না। আমাদের জনসাধারণ, বিশেষ শ্রেণী এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বীন থেকে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে এই দূরত্ব সৃষ্টির জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। এর দ্বারা দ্বীনের নিকটবর্তী হবার প্রশ্নই আসে না। আমাদের দ্বীনী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যার ফলে এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মানুষ দ্বীনের সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে না। এখানে শিক্ষা শুরু হয় কিতাবুত্ তাহারাত বা পবিত্রতার অধ্যায় থেকে। এতে করে মানুষ মনে করে দ্বীনের প্রথম বিষয় হচ্ছে পানি কিভাবে পবিত্র বা অপবিত্র হয়। অথচ দ্বীনের প্রথম এবং মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে ঈমানিয়াত বা বিশ্বাসগত শিক্ষা। এ বিষয়ে কখনো আলোচনা এসে গেলেও

www.pathagar.com

বিস্তারিত আলোচনা হয় না এবং বিষয়ের গভীরে যাওয়া হয় না। এই দ্বীনী শিক্ষার ফলশ্রুতিতে আমাদের আলেমদের অধিকাংশই মৌলিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শাখা-প্রশাখা ও খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

প্রচলিত পার্থিব শিক্ষা দ্বীন থেকে দূরে নিয়ে যায়। এটা আপনারা সকলেই ভালোভাবে জানেন। এ শিক্ষা আল্লাহ সম্পর্কে শুধু অজ্ঞতাই সৃষ্টি করে না বরং মানুষকে আল্লাহদ্রোহী বানিয়ে দেয়। এই শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে থেকেও যারা মুসলমান রয়ে গেছেন, তারা সত্যিই বড় সৌভাগ্যবান। প্রকৃত প্রস্তাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলমানদের জন্য বধ্যভূমি। এ ত্রুটি দূর করার জন্য আমরা যা কিছু চেষ্টা-সাধনা করছি, তা আপনাদের জানা আছে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আপনাদের সংগঠন ইসলামী জমিয়তে তালাবা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদি আন্তরিকতার সাথে বাস্তব পরিকল্পনার ভিত্তিতে চেষ্টা অব্যাহত থাকে, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ রোগ দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রান্ত চিন্তাধারার বাহক শিক্ষকগণ প্রকাশ্যে নিজেদের চিন্তাধারার প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকরা প্রকাশ্যে সত্যের সহযোগিতা কেন করছেন না?

উত্তর ঃ এটা তো তাদের নিজেদেরই দুর্বলতা, এ ব্যাপারে তাদের নিজেদেরকেই নিজেদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা উচিত। ইসলাম বিরোধীরা নির্ভয়ে সাহসের সাথে প্রকাশ্যে নিজেদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করে আর মু'মিনদের মধ্যে এই দুর্বলতা রয়েছে যে, সীমিত পরিবেশেও তারা নিজেদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করতে ভয় পায়। প্রকৃতপক্ষে এটা ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি তারা এটা মনে করেন যে, আমরা প্রকাশ্যে নিজেদের চিন্তাধারা পেশ করলে, ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করলে এবং ইসলাম বিরোধী অধ্যাপকদের দ্বারা ছড়ানো বিষ দূরিভূত করার চেষ্টা করলে, আমাদের চাকুরী চলে যাবে, তাহলে স্পষ্টত এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এসব শিক্ষকদের মধ্য আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান নেই। তাঁরা এটাও মনে করেন না যে, রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ্‌, কোন সরকার নয়। আমার জানা মতে এমন বহু লোক রয়েছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ঝাঁপ দিয়েছেন যে, পা কোথায় গিয়ে পড়বে সে হিসেবও করেননি। অথচ ইতিপূর্বেকার চাকুরীতে তাঁরা যা কিছু উপার্জন করতেন আজ তাঁরা তার চেয়ে অনেক বেশী উপার্জন করছেন।

আপনারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান মজবুত রাখুন। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করুন, আর সাহসিকতার সাথে ঐ আল্লাহদ্রোহীদের মোকাবিলা করুন। তাদের ছড়ানো বিষগুলো বিদূরিত করুন এবং তাদের প্রতিটি বক্তব্য খন্ডন করুন। ইন্‌শাআল্লাহ্‌, আপনারা দেখবেন, যখন একজন মুসলিম ছাত্র বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান ও বুদ্ধি অর্জন করেও আমি মুসলমান থাকতে পারি, তাহলে অমুসলিম হবার ইচ্ছা তার মধ্যে কখনো জাগবে না। অমুসলিম সে তখনই হয় যখন তার সামনে ইসলামকে অযৌক্তিকভাবে

www.pathagar.com

উপস্থাপন করা হয় এবং তার মন-মানসিকতায় তা স্থান করে নিতে পারে না। এছাড়া উপস্থাপনকারীদের দলীল-প্রমাণ এতো বেশী দুর্বল থাকে, যা তার নিকট সন্তোষজনক মনে হয় না। এর ফলে বাধ্য হয়েই সে আল্লাহদ্রোহী হয়ে যায়। কিন্তু যদি যৌক্তিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সে জানতে পারে, যুক্তি এবং জ্ঞান অর্জন করেও মুসলমান থাকতে পারবো, তা হলে সে কখনো আল্লাহদ্রোহী থাকতে পারে না। আমি এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন তাদেরকে উপযুক্ত দলীল-প্রমাণসহ যৌক্তিক পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে যে, কোন্‌টা হক, অমনি তারা সেটা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য পূর্ণ আবেগ-অনুভূতি সহকারে উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন ঃ যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার সুর উল্টো সেখানে বর্তমান যুগে ছাত্রদের মন-মগজে ইসলামের সুস্পষ্ট ধারণা কিভাবে বদ্ধমূল করা যায়?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে, যদি শিক্ষকবৃন্দ সত্যিকার অর্থে মুসলমান হন, যদি তাঁদের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকে, যদি তাঁদের মধ্যে ঈমান থাকে, পাশাপাশি যদি তাঁদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা বিদ্যমান থাকে, তবে পড়ানোর জন্য তাঁদেরকে সম্পূর্ণ আল্লাহদ্রোহী সাহিত্য রাশিয়া থেকে আমদানী করে দেয়া হলেও ইনশাআল্লাহ্ তাঁরা নিজেদের ছাত্রদেরকে মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলবেন। কিন্তু যদি শিক্ষকবৃন্দ ইসলামী জ্ঞানশূন্য হন, ইসলামের প্রতি ঈমান তাঁদের না থাকে, বাস্তব জীবনে তাঁরা যদি ইসলামের অনুসারী না হন, আর যদি তাঁদের চরিত্র ছাত্রদের উপর কু-প্রভাব বিস্তারকারী হয়, তাহলে পাঠ্যসূচীতে নিরেট কুরআন ও হাদীস অন্তর্ভুক্ত করানো হলেও এমন শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে বিভ্রান্ত করেই ছাড়বেন। কেননা তাঁরা যা কিছু উপস্থাপন করবেন, তাঁদের চরিত্র তার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত।

আপনারা যদি সুদৃঢ় ঈমানদার এবং কর্মিতকর্মা শিক্ষক তৈরী করতে পারেন, যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন যে, আমাদের ছাত্রদেরকে মুসলমান বানাতে হবে। যাঁদের মধ্যে ইসলামের সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে, যাঁদের মধ্যে একজন মুসলমানের মতো বুদ্ধিমত্তা থাকবে, যাঁদের মধ্যে সত্যিকার মুসলমানের মতো ঈমান থাকবে, তাঁদের নৈতিক মান এতো উন্নত হবে যে, ছাত্ররা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করতে থাকবে এবং তাদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে, তাহলে আর আপনারা পাঠ্যসূচী সম্পর্কে চিন্তিত হবেন না। আপনারা জানেন যে সমাজতন্ত্রী এবং আল্লাহদ্রোহী অধ্যাপকরা বইতে হাতও দেয় না, বইয়ের বাইরের বিষয় নিয়েই লেকচার দেয়। শিক্ষাদানের পুরো সময়টাই ছাত্রদেরকে আল্লাহদ্রোহী এবং চরিত্রহীন বানানোর কাজে ব্যয় করে। এছাড়া নিজেদের খারাপ চরিত্রের মাধ্যমেও তাদের মধ্যে অনৈতিকতার বীজ বপন করার চেষ্টা করে থাকে। তাহলে আপনারা কেন ইসলামী চরিত্রের মাধ্যমে তাদের মোকাবিলায় ছাত্রদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছাবেন না? শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের অনুকূল না হওয়ায় আপনারা বিচলিত হবেন না। আপনাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যারা বেরিয়ে আসবেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা মুসলমান হয়েই বেরিয়ে আসবেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আলীগড় আন্দোলন সফল হয়েছে, সরকারী বিরোধিতা এবং কিছুসংখ্যক আধুনিক ও পুরাতন শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের কারণে ধর্মীয় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু দেওবন্দী আন্দোলন উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রায় একই হওয়া সত্ত্বেও, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর বিরোধিতার পরও সফলতা লাভ করেছে। অতএব সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন সার্বিক শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন কি সম্ভব ?

উত্তর : মূলকথা হচ্ছে, বাজারে যে জিনিসের চাহিদা থাকে এবং কাটতি থাকে। সে জিনিসের উৎপাদন (Production) করা হয়। যদি আপনারা এমন সামগ্রী তৈরী (Produce) করতে থাকেন, বাজারে যার কোন কাটতি নেই, কোন দাম ওঠে না, তাহলে এমন সামগ্রী তৈরী হয়ে বেকার পড়ে থাকবে। আলীগড়ের আন্দোলন যে ধরনের লোক তৈরী করেছে এ ধরনের বাজারে তাদের চাহিদা ছিল, তারা ভালো দাম পেয়েছে। বড় পদে তারা সমাসীন হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে। আবার দেওবন্দ বা অপরাপর দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের লোক তৈরী হয়েছে তাদের জন্য অপর এক ধরনের বাজার প্রস্তুত ছিল। মোটকথা মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ দ্বীনী তৎপরতায় ব্যস্ত ছিল। এমনকি মসজিদগুলোর জন্যও তো লোক দরকার ছিল। দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শিক্ষকেরও প্রয়োজন ছিল, ফতোয়া দেয়ার জন্য এবং অন্যান্য কাজ-কর্মেও তাদের প্রয়োজন ছিল। অতএব এক ধরনের কর্মক্ষেত্র তাদের জন্যও ছিল। এ কারণে যে মাল এই মাদ্রাসাগুলো তৈরী করছিল, হয়তো অন্য মালের মতো মূল্য ছিল না কিন্তু তাদের একটা মূল্য ছিলই।

কিন্তু 'নদওয়া' (লক্ষ্ণৌ দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা) যা কিনা উল্লেখিত দু'টো ব্যবস্থার মধ্যবর্তী একটা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল। তারা উভয় ব্যবস্থার সুন্দর দিকগুলোর সমন্বয় করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েও বাস্তবে সমাজে তার চাহিদা সৃষ্টি করতে পারেনি। এ কারণে সে ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত নিভেই গেল। আপনারাও যদি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করে দাঁড়িয়ে পড়েন, দুনিয়ার কোথাও যার কোন চাহিদা নেই, খুব কম লোকই সেদিকে দৃষ্টি দেবে, নগণ্য সংখ্যক পিতা-মাতা নিজেদের সন্তানদেরকে তাতে পড়তে পাঠাবেন এবং যাদেরকে আপনারা তৈরী করে বিদায় দেবেন, কাজ করার মতো তাদের জন্য কোন স্থান পাওয়া যাবে না। শুধু মাত্র আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, এমন লোক আপনারা তৈরী করতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি আপনারা গড়তে পারেন, সেটা ফলোদায়ক হবে। কিন্তু আল্লাহর পথে সংগ্রামের জন্য তারাই প্রস্তুত হতে পারে যারা সিদ্ধান্ত নেবে যে, খাবার পাওয়া গেলে ভালো, না পাওয়া গেলে উপোষ থাকবো কিন্তু আল্লাহর পথে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবো। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে যারা আল্লাহর পথে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আল্লাহ তাদেরকে ব্যর্থও করে দেবেন না, না খাইয়েও মারবেন না, তবে আল্লাহর পথে নামার সময় তাদেরকে মোটামুটি আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে কোন বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে না। এমনকি

www.pathagar.com

এ ধরনের অসংখ্য লোক তৈরীরও প্রয়োজন নেই। আপনারা যদি এমন কয়েকশত লোক তৈরী করতে পারেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে সর্বস্বত্যাগী, গভীর ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী এবং ইসলামী নৈতিকতার অধিকারী হবে, তাহলে এটা বিরাট একটি খেদমত হবে। এটা বিরাট একটা আন্দোলন হবে, যার প্রভাব এক যুগ ধরে অনুভূত হবে।

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে, একটি হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির কাজ শেষ না হবে, সমাজ সংস্কারের কাজ হতে পারে না। আরেকটি মত হচ্ছে, সমাজ সংস্কারের জন্য সরকারী ব্যবস্থার পবিত্রতা প্রয়োজন। অপর একটি মত হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন ছাড়া আত্মশুদ্ধি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংশোধন এবং সমাজ সংস্কারের কোন সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ এসব রকমারি দৃষ্টিভঙ্গী পোষণকারী লোক এবং তাদের কাজ সম্পর্কে আপনারা জানুন। এদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা আপনারা নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন। এ ব্যাপারে আমি এতটুকু কথা বলতে চাই, আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে মানুষের মন নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ, যেমন সাতার না জানা কোন লোককে যদি সাঁতারু বানাতে হয়, তাহলে তাকে যদি ডাঙ্গায় শুইয়ে রেখে সাঁতারের মতো করে হাত-পা নাড়াতে বলা হয় এবং এভাবে বছরাধিক কাল ধরে প্রশিক্ষণ দেয়ার পর প্রথমবার তাকে পানিতে ছেড়ে দিলে সে নির্ঘাত ডুবে যাবে। কেন না সাঁতারের প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র পানিতেই হতে পারে পানির বাইরে নয়। ঠিক এমনিভাবে যেসব আত্মশুদ্ধি খানকাসমূহে এবং নির্জন কক্ষে অর্জিত হয়, তা কোন কাজে আসে না। প্রকৃত আত্মশুদ্ধি হচ্ছে সেটা, বাতিল শক্তির সাথে বুঝাপড়া এবং সংঘর্ষ সংঘাতের মধ্য দিয়ে যা অর্জিত হয়। এই আত্মশুদ্ধিই পবিত্র মক্কা নগরীতে অর্জিত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে এমন একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী দল তৈরী হয়েছিল, যার প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা তাদের যে শুদ্ধি অর্জিত হয়েছিল, তা সংঘর্ষ সংঘাতের মধ্য দিয়ে হয়েছিল, সে দলের প্রতিটি ব্যক্তিকে টোকা দিয়ে দিয়ে পরখ করে নেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিটি কষ্ট, বিপদ, প্রতিটি দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে পারে। এরা ঘর-বাড়ীও ত্যাগ করতে পারে। জীবন যাত্রার মান পাল্টে ফেলতে পারে, উত্তপ্ত বালুকা রাশির মধ্যে শুইয়ে রেখে এদেরকে টানা-হেঁচড়াও যায়, কিন্তু দ্বীন থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এটা সেই আত্মশুদ্ধি—দুনিয়াতে বিজয় অর্জনের জন্য যার প্রয়োজন, ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য যা অতি জরুরী। খানকাসমূহে যে আত্মশুদ্ধি করা হয় তা মানুষকে অন্ধ অনুসারী বানায়, তা দিয়ে ভালো পীর তৈরী করা যায়, অথবা তাবিজ-তুমারের কাজ ভালো করা যায়। কিন্তু এ ধরনের আত্মশুদ্ধির দ্বারা দ্বীনের বিজয় যদি আপনারা আশা করেন, সেটা সম্ভব নয়, একেবারেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর সাইত্রিশ ঃ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদলের সাথে

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ ইং

১৯৭৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'য়া অনুষদের ৫৫ সদস্যের যে ছাত্র প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফর করেন। মাওলানার সাথে তাদের সাক্ষাতকালে প্রশ্নোত্তরের আসর। মাওলানা সউদী ছাত্রদের অধিকাংশ প্রশ্নের আরবীতে জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গী

প্রশ্ন : শিক্ষার ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি ?

উত্তর : আমরা সে রকম মজবুত একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার মতো কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

আধুনিক জাহিলিয়াত

প্রশ্ন : বর্তমান যুগের জাহিলিয়াতকে কি ধরনের জাহিলিয়াত বলা যেতে পারে ?

উত্তর : বর্তমানকালের জাহিলিয়াতকে স্বেচ্ছাবরিত জাহিলিয়াত বলা যেতে পারে। সাধারণ জনগণ নয়, বরঞ্চ পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত লোকেরাই সাধারণত জেনেশুনে জাহিলিয়াতের শিকার হচ্ছে, কিংবা ঐসব লোক, যাদের কাছে দুনিয়াই সবকিছু।

এ কোন্ জাহিলিয়াত

প্রশ্ন : কোনো কোনো দেশে জেনে বুঝে হারামকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। এটাকে জাহিলিয়াত কিভাবে বলা যেতে পারে ?

উত্তর : পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে, যারা খারাপকে ভালো মনে করে গ্রহণ করে। যেমন, আমাদের দেশে মদ্যপান করা হয়। কিন্তু এটাকে হালাল মনে করে পান করা হয় না। কেউ যদি মনেও করে, তবে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সাহস রাখে না। অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর অবস্থাও এরূপই। তাই আমার মতে, এই গোটা যুগকে সাধারণ জাহিলিয়াতের যুগ বলার পরিবর্তে বিশেষ জাহিলিয়াতের যুগ বলাই উচিত। কারণ সাধারণত মুসলিম সমাজের লোকদের মধ্যে ফাসিক ফাজির তো ব্যাপকভাবেই আছে, কিন্তু কাফির নেই।

প্রশ্ন : আপনার এমন কিছু আরবী গ্রন্থের কথা বলুন, যেগুলো অধ্যয়ন করলে আমাদের অধিক ফায়দা হবে।

উত্তর : আমার অনেক গ্রন্থ এখনো আরবী ভাষায় অনূদিত হয়নি। যেগুলোর আরবী অনুবাদ হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এই কয়টির অধ্যয়ন আপনাদের জন্যে উত্তম হবে : ১. ইসলাম পরিচিতি, ২. খুতবাত (হাকীকত সিরিজ), ৩. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা। [এ সময় একজন জর্দানী ছাত্র বলে উঠলেন, 'ইসলাম পরিচিতি' (আরবীতে অনূদিত) বইটি জর্দানের স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়।]

আবদুল মজীদের পক্ষ

প্রশ্ন : আপনি আপনার লেখনীতে তুরস্কের শেষ খলীফা আবদুল মজীদের পক্ষে লিখেছেন।

উত্তর : কারণ, তখন তাঁর অস্তিত্ব মুসলমানদের জন্যে গনীমত ছিলো।

www.pathagar.com

জামালুদ্দীনের প্রশংসা

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখা থেকে বুঝা যায়, আপনি সাইয়েদ জামালুদ্দীনের কাজের প্রশংসা করেছেন। অথচ কেউ কেউ বলেন, ফ্রি ম্যাসনের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো ?

উত্তর ঃ জামালুদ্দীন আফগানী সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি, তা ছিলো আমার এখন থেকে তেইশ বছর পূর্বেকার মত। অবশ্য তার ফ্রি ম্যাসনের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।

বিরোধিতা কেন ?

প্রশ্ন ঃ মাওলানা, লোকেরা আপনার বিরোধিতা করে কেন ?

উত্তর ঃ তারা কেন বিরোধিতা করেন, তাদের পক্ষ থেকে আমি কী বলতে পারি ?

কেন এই ব্যর্থতা

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীরা তো দেশের কর্তৃত্ব লাভ করছে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন যথার্থ সাফল্য লাভ করছে না কেন ?

উত্তর ঃ কারণ, অন্যদের পক্ষে কার্যকারণ ও উপায়-উকরণের সমর্থন সহযোগিতা রয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে কোনো রাষ্ট্র ও সরকারই প্রস্তুত নয়।

কেন সহযোগিতা

প্রশ্ন ঃ কিন্তু মাওলানা, ইসলামী আন্দোলন কোনো রাষ্ট্রের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হবে কেন ?

উত্তর ঃ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ-ই (সা) এ ধরনের সাহায্য চেয়েছেন ঃ

"রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকীন ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকিন ওয়াজয়াল লী মিল্লাদুনকা সুলতানান নাসীরা।

"হে আমার রব ! তুমি আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যতার সাথে নিয়ে যেয়ো, যেখান থেকেই বের করবে, সত্যতার সাথে বের করো, আর তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।"

কি ধরনের সাহায্য চাই

প্রশ্ন ঃ আমাদের কি ধরনের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত ?

উত্তর ঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এমন ধরনের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত, যাতে আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারি।

ইয়াহুদীরা তাদের জাতীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে ফল লাভ করেছে, আমাদের পারস্পরিক ঐক্য ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে আমরাও অনুরূপ ফল লাভ করতে পারি। বরঞ্চ আমি বলবো, মুসলমানদের ঐক্যের কাছে তাদের শত্রুরা অসহায় হয়ে পড়বে। কারণ মুসলমানদের ঐক্যে আল্লাহর রহমত থাকে।

www.pathagar.com

কোন্ যুগে ইসলাম কায়েম হবে

প্রশ্ন : আমরা কোন্ যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা করবো ?

উত্তর : যে যুগে আপনাদের চেষ্টা-সংগ্রাম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার উপযোগী হবে।

হাসানুল বান্নার আন্দোলন

প্রশ্ন : ১৯৪১ সালে যখন জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন, সে সময় হাসানুল বান্না শহীদ কিংবা তাঁর আন্দোলনের সাথে আপনার পরিচয় ছিলো কি ?

উত্তর : তখন পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। অবশ্য তাঁর আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইখওয়ানের সাথে পার্থক্য

প্রশ্ন : আপনার এবং তাঁর উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপন্থার মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর : আমাদের উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক। অবশ্য কর্মপন্থা ও পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য উভয় আন্দোলনের মধ্যে থাকতে পারে।

ইখওয়ানের অনৈক্য

প্রশ্ন : বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া ইখওয়ানের মধ্যে এখন আর ঐক্য নেই। এ ব্যাপারে তাদের কোনো সাহায্য করতে পারেন ?

উত্তর : বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ইখওয়ানের মধ্যে ঐক্য নেই—একথা ঠিক। তাদের ঐক্য ও সংহতি খুবই প্রয়োজন। আমার যখন স্বাস্থ্য ভালো ছিলো, তখন সাধ্যানুযায়ী তাদের ঐক্যের ব্যাপারে চেষ্টা করেছি। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে এখন আর এ ব্যাপারে বেশী সাহায্য করতে পারছি না।

ব্যর্থতার কারণ

প্রশ্ন : বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কি ?

উত্তর : বিভিন্ন স্থানের পরিবেশ পরিস্থিতি বিভিন্ন রকম। কিন্তু একটি ব্যাপারে সব জায়গার অবস্থাই এক। তা হলো, মানুষ ও জ্বিন শয়তান সর্বত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আরো কয়েক বছর আগেও আমাকে এই একই প্রশ্ন করা হয়েছিল, জবাবে আমি বলেছিলাম, আমাদের এখানকার শয়তান আপনাদের ওখানকার শয়তানগুলো থেকে ছোট (একথায় গোটা মজলিস হেসে ওঠে)।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

প্রশ্ন : খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর : ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা চলে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশগুলোতে তারা তাদের মানসপুত্রদের রেখে গেছে। ইসলাম সম্পর্কে এদের অনুভূতি তো নেই-ই,

www.pathagar.com

তদুপরি এরা ইসলাম ভীতির শিকার। খৃস্টানরা তো তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে সম্মানের সাথে Father বলে সম্বোধন করে, পক্ষান্তরে আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে মোল্লা-মৌলভী বলে তিরস্কার করি।

ইখওয়ানের ব্যর্থতার কারণ

প্রশ্ন : যেসব কারণে ইখওয়ান সফল হয়নি, সেগুলোর প্রতি ইংগিত করবেন কি?

উত্তর : ইসলামী আন্দোলনসমূহের সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে মুক্ত থাকতে চাই।

রাশিয়া-আমেরিকা প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : রাশিয়া এবং আমেরিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ভিয়েতনামে ব্যর্থ হবার পর রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে তাদের স্বার্থগত ব্যাপারে এক নীরব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এখন তারা নিজেদের তাবেদার দেশগুলোকে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে।

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর সদস্য সংখ্যা কত?

উত্তর : (মাওলানা মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেবের প্রতি ইংগিত করে বলেন, এ প্রশ্ন আমীরে জামায়াতকে জিজ্ঞেস করলেই ভাল হয়)।[১] অতপর মিয়া সাহেব বলেন : জামায়াতের জনশক্তি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ; রুকন, মুত্তাফিক, সহযোগী ও সমর্থক। বর্তমান রুকন সংখ্যা প্রায় ৩৩০০ এবং মুত্তাফিক ১৩০০০০ । অন্যেরা এর বাইরে। সহযোগী ও সমর্থকদের সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন।

কারণ কি

প্রশ্ন : সংখ্যা এতো কম হবার কারণ কি?

উত্তর : একটি ছোট দলও যদি সুসংগঠিত হয়, তবে তারা দেশের লক্ষকোটি জনগণকে নিজেদের সপক্ষে আনতে পারে। কিন্তু অনেক বড় দলও অসংগঠিত থাকার কারণে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়মতান্ত্রিক সদস্য সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রতি লাখে একজনের চাইতেও কম।

মাক্কী না মাদানী

প্রশ্ন : নবী করীম (সা) পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতিতে কাজ করেছেন। মক্কী জীবনের বিরোধিতার মুকাবিলায় সবর করেছেন। কিন্তু মাদানী জীবনে কাফিরদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষ ও সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার আন্দোলন বর্তমানে কোন্ অধ্যায়ে আছে, মাক্কী না মাদানী?

উত্তর : আমরা মক্কাতেও নয়, মদীনাতেও নয়। দোয়া করুন, আমরাও যেনো তাঁর কর্মনীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পারি।

---

১. উল্লেখ্য স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৭২ সালে মাওলানা ইমারাতের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেন। এ সময় মিয়া সাহেব জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমির ছিলেন।—সম্পাদক

www.pathagar.com

লেখালেখির অবস্থা

প্রশ্ন ঃ বর্তমান আপনার লেখালেখির অবস্থা কি?

উত্তর ঃ সাধ্যানুযায়ী চলছে। বর্তমানে সীরাতুন্নবীর (সা) সংকলন ও সম্পাদনার কাজ করছি।

ব্যক্তির না সমষ্টির

প্রশ্ন ঃ প্রশিক্ষণ কি ব্যক্তির হওয়ার উচিত, না সমষ্টির?

উত্তর ঃ উভয়েরই। কারণ, ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ছাড়া সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, আর সংগঠনের প্রশিক্ষণ ছাড়া সামাজিক আন্দোলন সফল হতে পারে না।

সংগঠন কেন?

প্রশ্ন ঃ আপনি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন মনে করেন কেন?

উত্তর ঃ কারণ, সংগঠন প্রতিষ্ঠা ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

উপদেশ

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রতি আপনার উপদেশ কামনা করছি?

উত্তর ঃ আপনারা পাকিস্তান সফর করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এভাবে প্রতিনিধিদলের গমনাগমনে পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত হয়। আপনারা আমার আরবী গ্রন্থাবলী পড়েছেন জেনেও আমি আনন্দিত।

আমার ঐকান্তিক বাসনা, সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষভাবে সৌদি আরব কেবল ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণা চালু হওয়া থেকেই নিরাপদ থাকুক, তা নয়, বরঞ্চ আধুনিক জাহিলী সংস্কৃতির প্রবণতা থেকেও সুরক্ষিত থাকুক। কারণ, আপনাদের দেশ ইসলামের কেন্দ্র। সেখানে যদি চিন্তা ও সাংস্কৃতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তবে তার প্রভাব গোটা ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। হজ্জ উপলক্ষে সারা বিশ্ব থেকে মুসলমানরা সেখানে আগমন করে। এরূপ সম্মেলন পৃথিবীর আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না। আল্লাহ্ না করুন, সেখানে যদি ইসলাম বিরোধী চিন্তা, দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি চালু হয়, তবে সারা বিশ্বের মুসলমানরা তা দেখবে এবং তা থেকে প্রভাব গ্রহণ করবে কিংবা খারাপ ধারণায় নিমজ্জিত হবে। আর এই উভয় জিনিসিই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কখনো কল্যাণকর নয়। তাই, আপনারা যে দ্বীনী ইলম হাসিল করছেন, চেষ্টা করুন যাতে আপনাদের দেশটি একটি আদর্শ দ্বীনী রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকে। অবশেষে দোয়া করছি, আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদেরকে সঠিক ইলম হাসিল করার, তা যথার্থভাবে অনুধাবন করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবার তাওফীক দান করুন।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর আটত্রিশ ঃ রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদলের সাথে

ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ ইং

১৯৭৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ সদস্যের একদল ছাত্র পাকিস্তান সফর উপলক্ষে মাওলানার সাথে সাক্ষাত করলে মাওলানা তাদের অনেক প্রশ্নের জবাব দেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জামায়াতের কার্যক্রম

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম কি কেবল পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ? নাকি এর বাইরেও বিস্তৃত ?

উত্তর : পাকিস্তান-বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, কাশ্মীর এবং শ্রীলংকায় জামায়াতে ইসলামী নামেই এ সংগঠন কাজ করছে। এসব দেশের জামায়াত সাংগঠনিক দিক থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করছে। এক দেশের জামায়াতের সাথে আরেক দেশের জামায়াতের সাংগঠনিক কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সকলেই একই আদর্শ ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী। এর বাইরে অন্যান্য দেশেও আমাদের বই পুস্তক ও গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে আমাদের দাওয়াত পৌঁছুচ্ছে। সেসব দেশে আমাদের কর্মীও আছে। তবে জামায়াতে ইসলামীর নামে সংগঠন নেই।

ভবিষ্যত কর্মসূচী

প্রশ্ন : বর্তমানে চিন্তা-দর্শন ও সামরিক দিক থেকে ইসলাম যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন, তা মুকাবিলা করার জন্য আপনার মতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের কি কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত ?

উত্তর : মুসলমানরা যদি সত্যিকার মুসলিম হয়, তবে তারা বহিঃশক্তির চিন্তা ও দর্শনের প্রভাব থেকে নিজেদের কেবল রক্ষাই করতে সক্ষম হবে না, বরঞ্চ সেইসাথে নিজেদের চিন্তা-দর্শন দ্বারা বিশ্বকে প্রভাবিত করতেও সক্ষম হবে। একই ভাবে মুসলমান যদি নিজেকে বাস্তবিকই সত্যিকারের মুসলিমে পরিণত করতে পারে, তবে নিজেদের চাইতে দশগুণ বড় শক্তির সাথে লড়াই করেও তাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে।

যৌথ পররাষ্ট্র নীতি

প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্ব বিভিন্ন শক্তির শিবিরে বিভক্ত। ধর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্লাবণ সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলমানরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত। দল-উপদলে বিভক্ত-বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। চিন্তা-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির ফ্যাসাদে বিপর্যস্ত হয়ে আছে। এই পরিবেশে মুসলিম দেশগুলো কেমন করে এমন যৌথ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে পারে যার ফলে ইসলাম বিজয়ী হবে ?

উত্তর : আমার মতে, সর্বাগ্রে মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী হতে হবে। বিশ্বের চল্লিশটি মুসলিম দেশ যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তবে তারা নিজেরাই বড় ব্লক ও বিরাট শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

আপনাদের সম্পদের অভাব নেই, উপায় উপকরণের অভাব নেই, মস্তিষ্কেরও অভাব নেই। ইসলামের সত্যিকার অনুসারী হলে আপনারা এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হতে পারেন।

কুরআন ও বিজ্ঞান

প্রশ্ন : কারো কারো মতে, কুরআন এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত জানতে চাই।

www.pathagar.com

উত্তর : আমি যতোটা অধ্যয়ন করেছি, তাতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো উদাহরণ আমার গোচরে আসেনি, যাতে কুরআন করীম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে বলে মনে হয়েছে। বিরোধ থাকলে বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাথে থাকতে পারে, কিন্তু Facts-এর সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। আর বিজ্ঞানের নামে কোনো মতবাদ গড়ে উঠলেই যে তা প্রকৃত সত্য এমনটি চিন্তা করা ঠিক নয়। আমি এমন অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্পর্কে জানি, যেগুলোকে প্রথমে প্রকৃত সত্য মনে করা হয়েছিল, অথচ পরে জানা গেছে, তা ভ্রান্ত। আজ যেসব বৈজ্ঞানিক মতবাদকে চূড়ান্ত মনে করা হচ্ছে ক'দিন পর সেগুলো ভ্রান্ত প্রমাণ হওয়া অসম্ভব নয়।

আধুনিককালের কোনো কোনো মুফাস্‌সির মনে করেন, বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তিতে কুরআন পাকের তাবীর ও তাফসীর করা উচিত। অথচ বৈজ্ঞানিক মতবাদের অবস্থা হলো এই যে, তা ওলট-পালট হতে থাকে। আজ এক মতবাদ কাল আরেক মতবাদ হয়ে যায়। তাই এভাবে কুরআনের তাবীর ও তাফসীর ভুলতথ্য সংমিশিত হয়ে পড়ে, এ কারণে আমি মনে করি এমন সকল ব্যক্তিই ভুলের ওপর রয়েছেন, যারা কুরআনকে সমকালীন কিংবা যে কোন কালের মতবাদের ছাঁচে ঢেলে সাজায়।

প্রকৃতপক্ষে, কুরআন যে জিনিসকে যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করে, সে জিনিসকে সে পদ্ধতিতে বর্ণনা করাই কুরআন ব্যাখ্যাতার কর্তব্য। আমাদের ঈমান হলো, কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের পেশকৃত কোনো তত্ত্ব ও তথ্যকে বৈজ্ঞানিক মতবাদ দ্বারা রহিত করা যাবে না।

গ্রন্থের সংখ্যা

প্রশ্ন : আপনি এ যাবত কি পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করেছেন ?

উত্তর : আমি কি লিখেছি, কতো পরিমাণ লিখেছি, তা আপনাদের বলতে পারব না। কারণ আমি কখনো তা হিসেব করে রাখিনি।

প্রশ্ন : জানতে পারলাম, আপনি সীরাতুন্নবীর ওপর গ্রন্থ লিখছেন এবং তার দু'খন্ড প্রকাশও হয়েছে। সীরাত লেখার ক্ষেত্রে আপনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছেন, বলবেন কি ?

উত্তর : আসল ব্যাপার হলো, আজ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে যতো প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছি, আমার দু'জন সাথী সেগুলো খুঁজে খুঁজে একত্র সংকলন করেছেন। আমি যখন তা দেখলাম, তার মধ্যে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে দেখে আফসোস হলো। কারণ এসব প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে। সুতরাং আমি সেগুলোর ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যকার শূন্যতা পূর্ণ করে সেটাকে একটি ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বানাবার চেষ্টা করছি।

এ গ্রন্থটি সংকলনের উদ্দেশ্য হলো, যেভাবে কুরআনের তাফসীরে আমি দেখিয়েছি যে, কুরআন একটি আন্দোলনী কিতাব, তেমনি সীরাতেও একথা দেখাতে চাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন একটি আন্দোনের নেতা এবং তাঁর সীরাত (জীবনী) একটি আন্দোলনের নেতার সীরাত (জীবনী)।

www.pathagar.com

আসর উনচল্লিশ : পাঞ্জাব জমিয়তে তালাবার শিক্ষা শিবিরে

জুলাই ১৯৭৬ ইং

১৯৭৬ সালের ৯-১৪ জুলাই পাঞ্জাব প্রাদেশিক জমীয়তের ৬ দিনের শিক্ষা শিবির উপলক্ষে প্রশ্নোত্তরের আসর।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রাক্কালে দেয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ

الحمد لله العلى العظيم والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين

স্নেহ্ ভাজনেরা। আপনারা নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের প্রশিক্ষণের জন্য সময়ে সময়ে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে থাকেন এবং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইসলামী স্পন্দন সৃষ্টির পূর্ণ চেষ্টা করেন, এর মাধ্যমে যে ইসলামের সাথে তাদের অধিক থেকে অধিকতর পরিচিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আপনাদের এই শিক্ষা শিবিরের কর্মসূচী দেখেছি, এতে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি যে, খুব চিন্তা-ভাবনা করেই সঠিক কর্মসূচী তৈরী করা হয়েছে। আমার নিকট আশা করা হয়েছিল, যেন শেষ দিন আমি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখি। কিন্তু আমি আপনাদের মনে জাগ্রত গুরুত্বপর্ণ প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে আলোকপাত করাকে অধিক পছন্দ করেছি। কখনো কখনো বক্তৃতাদানকারী শ্রোতাদের মূল সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে না। তাই যখন আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করবেন, তখনই প্রকৃত প্রয়োজনের কথা জানা যাবে। যাই হোক, আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ইন্‌শাআল্লাহ্ বিস্তারিতভাবে দেবো।

দুর্বলতা আর অপরিপক্কতা

প্রশ্ন ঃ আমাদের ধারণা যতক্ষণ পর্যন্ত সংগঠন একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে কাজ করে ততক্ষণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করার আগ্রহ-উদ্দীপনা বেশী থাকে। কিন্তু যখনই দাওয়াতের কাজ সম্প্রসারিত হতে থাকে। দুর্বলতা আর অপরিপক্কতা অধিক হারে সৃষ্টি হতে থাকে, ফলশ্রুতিতে কাজের গতি মন্থর হয়ে আসে। এই অবস্থার সমাধান কি ?

উত্তর ঃ প্রকৃত কথা হচ্ছে, যে কোন আন্দোলনই যখন শুরু হয়, তখন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কিছু লোকের মাধ্যমে শুরু হয়। সেটা এমন লোকদের হাতে শুরু হয় যারা সমাজকে সংশোধন করার জন্য প্রবল আগ্রহ পোষণ করেন। প্রচলিত অনাচারসমূহের মোকাবিলা করার মতো যারা সাহস রাখেন, এমন লোকরাই কাজ শুরু করে, এমন লোকেরা কোন আন্দোলন নিয়ে অগ্রসর হলে তা দেখে মনে হয় এটি জীবন্ত, সুসংগঠিত, দৃঢ় এবং শক্তিশালী হয়ে গেছে। কিন্তু যখন এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে সাফল্য লাভ করে, অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টি এদিকে অধিকহারে আকৃষ্ট হয়, এদিকে মানুষের ঝোঁক বেড়ে যায় এবং সহযোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন দু'টো অবস্থা সৃষ্টি হয়। একটা হচ্ছে সম্প্রসারণ (Extention) অপরটি হচ্ছে সাংগঠনিক মজবুতি। যদি এই উভয়টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত না হয়, তাহলে সম্প্রসারণ ব্যাপক হারে হতে থাকে, পক্ষান্তরে সাংগঠনিক মজবুতির কাজ হ্রাস পেতে থাকে। এ ধরনের অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা মনে করে নিবেন। আপনাদের কাজ যত বৃদ্ধি পাবে, আপনাদের সাংগঠনিক শক্তিও সম্প্রসারণের পাশাপাশি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।।

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে প্রাথমিক তের বছরে মাত্র কয়েক'শ মানুষ তাঁর সাথে এসেছিলেন। এর পরবর্তী চার-পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে বেশী থেকে বেশী মাত্র কয়েক হাজার মানুষ ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যখন মক্কা বিজয় হলো এবং হুনাইনের যুদ্ধে কাফের এবং মুশরিকদের বিরাট শক্তিকে পরাজিত করা হলো, তখন পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا। অর্থাৎ লোকেরা দলে দলে এসে আল্লাহর দ্বীনে ভর্তি হতে লাগলো। এখন এই যে দলে দলে এসেছিলো, এরা প্রায় সকলেই দ্বীনকে ভালোভাবে বুঝে শুনে এবং দ্বীনী নৈতিকতাকে ভালোভাবে আত্মস্থ করে আসেনি, যেমনিভাবে এদের পূর্বেকার লোকেরা এসেছিল। বরং দেখতে দেখতে একটি বিশাল শক্তির সাফল্যজনক উত্থান দেখে সারা আরব বিশ্ব এমন ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল যে, এখন এই শক্তির মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই শক্তির নিকট নিজেদেরকে সঁপে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। এদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ দ্বীনকে ভালোভাবে বুঝে-শুনে এখানে আসেনি এবং দ্বীনী চরিত্রকে আত্মস্থ করতে পারেনি। দ্বীনের জীবনী শক্তি ভালোভাবে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারেনি। এরই ফলশ্রুতিতে রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর মুরতাদদের একটি দল বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। এবার দেখুন, কি এমন জিনিস ছিল, যাকিনা ঝড়ের গতি সম্পন্ন ঐ বিদ্রোহের গতি রোধ করে দিয়েছে এবং আরব অঞ্চলকে পুনরায় ইসলামের উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর সেই জিনিস হচ্ছে রাসূল (সা)-এর রেখে যাওয়া মৌলিকত্ব এতো বেশী শক্তিশালী ছিল যে, সেই বিরাট বিদ্রোহকে পদদলিত করে দিয়েছে। এতে করে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, সম্প্রসারণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। সাংগঠনিক দৃঢ়তা যদি পূর্ণভাবে করা নাও যায় তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে আন্দোলনের নিউক্লিয়াস বা শাস-নির্যাস এতো মজবুত যে, যে নিজের চুতর্দিকে একটি বড় এবং স্থায়ী বেষ্টনী-সৃষ্টি করে নেয়। এই নিউক্লিয়াস অপরাপর শক্তিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। আপনারা এই নিউক্লিয়াসকে মজবুত করার চিন্তা করুন। এই যে আপনাদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, এই যে শিক্ষা শিবিরগুলোর আপনারা আয়োজন করছেন, এসব কিছুই নিউক্লিয়াসকে মজবুত করার জিনিস। এই শিক্ষা শিবির অধিক হারে হওয়া উচিত। যেসব স্থানে জমিয়তে তালাবা রয়েছে, সেসব স্থানে শিক্ষা শিবির হওয়া দরকার এতে অংশগ্রহণকারীরা যেন ভালোভাবে দ্বীনকে বুঝতে পারে এবং যে কাজকে তারা সঠিক মনে করেছে, তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হওয়ার সুদৃঢ় বাসনা সৃষ্টি করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নিউক্লিয়াসকে আপনারা যতবেশী মজবুত করবেন। কাজের সম্প্রসারণে সৃষ্ট দুষণ ততই কম হবে। সম্প্রসারণ যতই হউক ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করার ও কোন প্রয়োজন নেই। সম্প্রসারণও হতে দিন, পাশাপাশি নিউক্লিয়াসকে মজবুত করতে থাকুন। এই উভয় বিধ কাজ পাশাপাশি চলতে থাকলে—সংগঠন পর্যায়ক্রমে সুস্থ্য আছে না কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে—এই দুশ্চিন্তা থেকে ইনশাআল্লাহ্ আপনারা মুক্ত থাকবেন। আপনাদের শিক্ষাশিবিরগুলোর মান যত উন্নত হবে, যত ভালো মানুষ প্রশিক্ষণ দেবেন, আপনাদের জন্য ততই সাফল্য আসবে। আল্লাহ্ চাইলে আপনারা

www.pathagar.com

অনুভবও করবেন না যে, সম্প্রসারণের ফলে দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে, বরং আপনারা বুঝতে পারবেন যে, সম্প্রসারণের কারণে আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিপ্লব সৃষ্টির উপায়

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যুব সমাজের মধ্যে মানসিক ও চিন্তার বিপ্লব সাধনের সাথে সাথে তাদের জীবন থেকে দ্বিমুখী নীতি বা মুনাফেকী দূর করে বাস্তব জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করার উপায় কি ?

উত্তর ঃ এটা একটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের একটা গভীর ইতিহাস আছে। যুগ যুগান্তর পর্যন্ত এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা চলে গেছে। এক সুদীর্ঘ সময় থেকে মুসলমানেরা ঈমান এবং আমলের মধ্যকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে চলেছে। সাধারণভাবে তাদের ধারণা ছিল। একজন মানুষ যদি ঈমান আনে বা বিশ্বাস করে, কিন্তু নামায পড়ে না, তাতে কিছু আসে যায় না। ঈমান থাকার পর রোযা না রাখলেও কিছু হয় না। এরপর অগ্রসর হয়ে এমন পরিস্থিতিও হলো যে, ঈমান তো অন্তরে আছেই, মদ্যপানে অসুবিধা কি আছে ? এভাবে শুধুমাত্র মান্য করার সীমার মধ্যে তো ইসলামকে মানতে থাকলো। কিন্তু এই মান্য করার পর সব ধরনের কাজ করার জন্য নিজেকে স্বাধীন মনে করলো এমন কি ঘুষকে আল্লাহর দান বলতে শুরু করলো। বিবাহ-সাদির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হতো ছেলের বেতন কতো ? উত্তর আসতো আড়াই'শ টাকা, প্রশ্ন হতো "আল্লাহ্‌র দান (উপরি আয় তথা ঘুষ) কত ? এভাবেই আমাদের এখানে দীর্ঘ কাল ধরে স্বেচ্ছাচারিতা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ শুধু মেনে নেয়াই যথেষ্ট, আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, রাসূল (সা)-কে মেনে নিয়েছি। কুরআনকে শুধু মেনেই নেইনি বরং সম্মানের সাথে মাথার উপর তুলে রেখেছি এবং ঘরের সবচেয়ে উঁচুস্থানে রেখে দিয়েছি। এরপর প্রয়োজন দেখা দিলে মরার সময় 'সূরা ইয়াসীন' পড়ে শুনিয়ে দিয়েছি। মরে গেলে 'খতম' করিয়েছি। এ ধরনের কয়েকটি কাজ করে বাকী সকল বিষয়ে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করা হয়েছে। এই (Tradition) সৃষ্টি করেছেন তাঁরা যাঁরা আমাদের এখানে কথা এবং কাজের বৈপরিত্যের জন্ম দিয়েছেন। আপনাদের অতীত এই বাস্তবতার ধারাবাহিকতায় মিশে আছে। এই কারণে এর মোকাবিলা আপনাদেরকে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে করতে হবে। যারা লেখাপড়া এবং চিন্তা-ভাবনা করে আপনাদের আহবানে সাড়া দেবে তাদেরকে আমি নিউক্লিয়াস বলবো। প্রথমে তারা নিজেদের জীবন থেকে মোনাফিকী দূর করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাবে। ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, আমাদের জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে মোনাফেকী পাওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমাদের কথা ও কাজের বৈপরিত্য রয়েছে। সর্বপ্রথম এই বৈপরিত্যকে দূর করতে হবে। এর জন্য যদি স্বয়ং আপনাদের জীবনেই বৈপরিত্য থাকে, আপনার কথা ও কাজের মধ্যে মিল না থাকে, তাহলে অন্য মানুষ আপনার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। রাসূল (সা)-এর দ্বারা মানুষ বেশী প্রভাবিত হতো এই দেখে যে, তিনি কথা ও কাজে এক ছিলেন। এই জিনিসটি অন্তর জয় করে নেয়। আমাদেরকে আমাদের সামনে নবী (সা)-এর উস্ওয়ায়ে হাসনাকেই রাখতে হবে। নিজেদের মধ্যে সেই চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করতে হবে, যে চরিত্র এই কাজের জন্য প্রয়োজন। আপনারা প্রতিটি বৈপরিত্যকে নিজের মধ্য থেকে বের করে দিন। এরপর যখন আপনারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ

www.pathagar.com

করবেন যে, তাই মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্য এই, আসুন এই উদ্দেশ্যের বিপরীত যা কিছু আছে তা আমরা দূরীভূত করি। আপনারা তাদেরকে বলুন দুনিয়ার সর্বত্র মোনাফিকীকে (Hypocricy) সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ মনে করা হয়, দুনিয়ার সকল নৈতিক বিধান এটাকে অপরাধ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। মোনাফেকীর চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কাজ আর কিছু হতে পারে না। এরপরও আপনারা আপনাদের মধ্যে মোনাফেকীকে কেন লালন করছেন? আপনারা প্রকাশ্যে একথা লোকদেরকে বুঝাবেন, তবে এমনভাবে নয়, যাতে কেউ মনে দুঃখ পায় অথবা কেউ যেন এটা অনুভব না করে যে, তাকে অপমান করা হচ্ছে। বরং সে অনুভব করে যে, আপনারা তার শুভাকাংখী। জীবনে বৈপরিত্য দেখে আপনাদের মন ব্যথিত হয়। এ কারণে আপনারা শুধুমাত্র তার কল্যাণের স্বার্থে এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে বুঝাচ্ছেন। আপনারা একাজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে করুন। এক একজন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে তাকে এমনভাবে বুঝাবেন, যেমন ভাবে ব্যক্তিগত কথাবার্তা হয়ে থাকে। সামষ্টিকভাবে যদি আপনারা কোথাও দাঁড়িয়ে মোনাফেকীর অপকারিতা বর্ণনা করতে শুরু করেন, তাহলে লোকেরা মনে করতে থাকবে যে, লোকটা বক্তব্য তো সাধারণভাবে রাখছে, কিন্তু খোঁচাটা আমাদেরকে দিচ্ছে, এতে লাভের পরিবর্তে সমস্যা সৃষ্টি হবে। এ কারণে এক একজন ব্যক্তির উচিত এক একজন বন্ধুকে, এক একজন সহপাঠী বন্ধুকে এবং এক এক সাথীকে একথা বুঝাবে, তার মন মানসিকতায় এটা উদ্ভাসিত করে দিবে যে, মোনাফেকী কত বড় খারাপ জিনিস। একথা যখন মনে অংকিত হবে, তখন ইনশাআল্লাহ্ কিছু না কিছু লোক অবশ্যই সংশোধিত হবে। আপনারা যত লোককে বুঝাবেন, তাদের মধ্যে সবাই যে আপনার বুঝ মেনে নেবে এটা জরুরী নয়। তবে, এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদি এ কাজটা চালু রাখা যায় এবং যদি এটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে উপদেশ ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমে অব্যাহত রাখা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করতে থাকবে। কেননা মোনাফেকীতে লিপ্ত থাকা কারো জন্যই কোন পছন্দনীয় বিষয় হতে পারে না। যখনই আপনারা কারো মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করবেন যে, সে নৈতিক দিক থেকে কোন্ স্তরে অবস্থান করছে এবং মোনাফেকী তৎপরতা অবলম্বন করে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা তো করছে না, তাহলে নিজে থেকেই সংশোধনের জন্য তার মধ্যে একটি দাবী সৃষ্টি হতে শুরু করবে।

প্রাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

প্রশ্ন ঃ তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্ধিষ্ণু প্রভাব যার বাস্তব প্রকাশ বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা এবং উলঙ্গপনা রূপে আমাদের সমাজকে ঘিরে রেখেছে। এ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ করে আমাদের তরুণ সমাজকে রক্ষা করার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে দূষিত পানির ময়লা যদি একটি জাতির ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তবে তার ভেতরও অনুসন্ধান করলে এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা পবিত্র থাকতে চায়, তারা এই দুর্গন্ধময়, পঁচা ও দূষণ থেকে যার মধ্যে তাঁরা পড়ে আছেন, ভেসে চলেছেন, ঘৃণিত অবস্থায় পড়ে আছেন। তথাপি এখান থেকে বের হওয়াও অসম্ভব, প্রবাহিত জোয়ারের পানি তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। তবে এই

www.pathagar.com

পরিস্থিতির আরেকটি দিকও আছে। তাহচ্ছে এই দুরবস্থার মধ্যেও এক ধরনের স্বাদ আছে। এই দূষণের মধ্যেও একটা জিনিস আছে ; নফস চায় তার সাথে মিলিত হতে। যদিও সে নিজেই এটাকে দূষিত জিনিস মনে করে কিন্তু মজাদার। তাহলে এমন দূষণ যখন বিস্তৃত হতে থাকে, যা কিনা লোকদের নিকট মজাদার মনে হয়, (বিষয়টা দূষিত জানার পরও) তবে এমন পরিস্থিতিতে এক আধবার বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে সপ্তাহান্তের কর্মসূচী পালন করলে কোন কাজ হবে না। এ অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য লাগাতর কাজ করা দরকার, মাত্র কিছুদিন করার কাজ এটা নয়। বছরের পর বছর ধরে একটি দূষণ আমাদের এখানে বিস্তার লাভ করেছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অবস্থা এই ছিল, বড় বড় ধনী ব্যক্তিবর্গ 'সাহিত্য সংস্কৃতি' শিক্ষার জন্য নিজেদের সন্তানদেরকে পতিতাদের ঘরে পাঠাতো। একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন আপনারা ভদ্র, সম্মানিত এবং সম্পদশালীরা নিজেদের সন্তানদেরকে পতিতাদের নিকট থেকে সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। সে সময় থেকে এই অশ্লীলতা চলে আসছে। ইংরেজদের যুগে এটা আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। এরপর আমাদের শাসকদের বিভিন্ন যুগ এলো। এ সময়ের মধ্যেও এগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকলো ; প্রথমে রেডিও এলো, সেও এই দুর্গন্ধ ছড়ালো। এরপর ট্রানজিস্টার এলো, এগুলোকে লোকেরা প্রত্যেকটি গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে গেলো। একই পথ ধরে টেলিভিশন এলো। যেটা লোকদেরকে আরো নীচে নামিয়ে দিয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে নীচের দিকে নামিয়েই চলেছে। এটা এমনই একটি মহামারী, যাতে সকলেই আক্রান্ত হয়ে আছে। আপনাদের কাজ হচ্ছে এই মহামারীকে প্রতিহত করা।

প্রকৃতপক্ষে সঠিক এবং ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের হাতে ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত এই মহামারী প্রতিরোধ করা যাবে না। যতদিন রাষ্ট্রক্ষমতা ভ্রান্ত হাতে থাকবে, ততদিন এই জোয়ার বন্ধ হবে না। 'শেষ পর্যন্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতেই হবে' যা কিছু করবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েই আপনাদেরকে কাজ করতে হবে। একটি ভ্রান্ত ব্যবস্থার স্থলে সুষ্ঠু-সঠিক ব্যবস্থা এলে এসব বিকৃতি আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় সত্যিকার পরিবর্তন না হলে এ জোয়ার প্রতিহত করা যাবে না।

আপনারা সধ্যানুযায়ী নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যান অব্যাবহত চেষ্টা-সাধনা চালাতে থাকুন এবং এক একটি তরুণের মনে একথা বদ্ধমূল করে দিন যে, যা কিছু তোমরা দেখছ, আসলে তোমরা নিজেরাও কি তা পছন্দ কর ? এই দৃশ্য কি তোমাদের মা-বোনদের মধ্যেও আসুক, এটাকে তোমরা সমর্থন করবে ? তোমরা কি এটা সমর্থন করবে যে, বাইরে যা কিছু দেখছ এ অনৈতিকতা তোমাদের ঘরেও প্রবেশ করুক ? বাইরের এই পরিবেশ দেখে যদিও তোমাদের নিকট চমকপ্রদ মনে হয়, নিজের ঘরে সেই পরিবেশ দেখলে আঁতকে উঠবে দেহ-মনে আগুন লেগে যাবে। অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। তবে মনে রাখবেন, যদি এই জিনিসগুলো এভাবে নির্বিঘ্নে চলতে থাকে তাহলে আপনাদের ঘর এই জোয়ার থেকে রক্ষা পাবে না। এরপর আপনারা তওবা করুন। আর মাতম করুন, কিন্তু যেই মহামারি আসছে, তা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এজন্য সাহস করে নিজেকে এ থেকে রক্ষা করুন এবং নিজের জাতিকেও রক্ষা করার চিন্তা করুন। এক একজন তরুণকে একথা আপনাদের বুঝাতে হবে।

www.pathagar.com

উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে (২১-২৮শে মে-৭৬ ইসলামী জমীয়তে তালাবা সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ জানিয়েছিল) যতবড় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন, আগামীতে এর দশগুণ বেশী বিক্ষোভ হওয়ার দরকার এবং এর চেয়ে পঞ্চাশগুণ বড় সমাবেশ হওয়ার প্রয়োজন। উলঙ্গপনা আর বেহায়াপনার এই জোয়ার আজকের এবং আগামী প্রজন্মের ধ্বংসের সরঞ্জাম বয়ে আনছে, একথা প্রতিটি তরুণকে বুঝতে হবে। এ সরঞ্জাম কোন রুচিকর জিনিস নয়, বরং প্রলয়ের উপকরণ, যা কিনা আমাদের জন্য সংগৃহীত হচ্ছে। এরপর রঙ্গীন টেলিভিশন আসছে, যেদিকে মানুষ আরো বেশী ঝুঁকে পড়বে কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, যে পরিমাণ বিভ্রান্তি এদেশে ছড়িয়ে পড়বে, ততই এদেশের নৈতিকতার শিকড় উৎপাটিত হতে থাকবে। আর যখন কোন জাতির নৈতিকতার শিকড় উৎপাটিত হয়ে যায়। সে জাতি কখনোই স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকতে পারে না। এমনি পরিস্থিতিতে আমাদের ও আপনাদের কাজ হচ্ছে ঝড়ের বেগে ছুটে আসা অশ্লীলতার এ সয়লাবকে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করা। যদি তা প্রতিহত না হয়, তাতে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকে না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিহত করার চেষ্টা করা মাত্র। প্রতিহত করার চেষ্টা করতে গিয়ে লাঠিপেটা হবেন, চোখ বুজে আক্রমণ সইবেন, সবধরনের কষ্ট স্বীকার করবেন, কোন পরওয়া করবেন না। যা কিছু সামনে আসবে, তা সহ্য করুন। আপনারা সাহসের সাথে একবার যদি উঠে দাঁড়ান দেখবেন, আপনাদের সাথে দশ হাজার মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তী সময়েই দেখবেন এক লাখ লোক উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য ন্যায়ের কণ্ঠ উচ্চকিত করলে আল্লাহ্‌র অগণিত বান্দাহ্ আপনাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। স্নেহভাজনেরা! আপনাদের তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি এবং আমার ধারণা, আমি আধা ঘন্টা কথা বলে ফেলেছি। এখন আমি ক্লান্ত। এ কারণে দোয়া করেই আমি আমার কথা শেষ করছি।

হে আল্লাহ! আমাদের এই জাতির মধ্যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দাও এবং আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দাও। তাদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি করে দাও। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র বান্দাহদের অন্তর খুলে দাও। লোকদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করার যোগ্যতা সৃষ্টি করে দাও। এবং তাদেরকে এমনভাবে সাফল্য দান করো যাতে করে এই দেশের ভবিষ্যত খারাপ না হয়। যদি এই দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম খারাপ হয়ে যায়, তাহলে নিসন্দেহে দেশের অবস্থাও খারাপ হয়ে যাবে। হে আল্লাহ্! এই দেশটিকে খারাবী থেকে রক্ষা করার জন্য সৎ লোকদেরকে এ পরিমাণ শক্তিশালী করে দাও। যাতে করে তারা সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে দেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

---

www.pathagar.com

আসর চল্লিশ ঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের পত্রিকাকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার

জানুয়ারী ১৯৭৭ ইং

১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র আল-জামেয়ার জন্য গৃহীত মাওলানার সাক্ষাতকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বীনি চিন্তা

আল্ জামেয়া : মাওলানা, যেহেতু আপনি মৌলিকভাবে একজন দ্বীনী নেতা, এ কারণে প্রথমে এই প্রশ্নটাই করতে ইচ্ছা করছে যে, আপনার চিন্তা-চেতনা কিভাবে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হলো ?

মাওলানা : যখন থেকে আমার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়েছে, আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণেই আমি মুসলমান হয়েছি। কোন দ্বীনের যথার্থতার জন্য এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। কেননা আমি যদি খৃস্টানের ঘরে জন্মগ্রহণ করতাম, তাহলে আমিও খৃস্টান হতাম। এ কারণে আমি ইসলামকে অনুধাবন করার সাথে সাথে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও অধ্যয়ন করি। এতে করে যখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, ইসলামই সত্য-সঠিক ধর্ম তখন আমি সম্পূর্ণভাবে জেনেশুনে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে আমি শুধু পৈত্রিক সূত্রেই নয় বরং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতেও মুসলমান। এ কারণে আমি নিজেকে নওমুসলিমও লিখেছি।

শুভ লক্ষণ

আল জামেয়া : সারা বিশ্বের যুব সমাজ বড়দের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এবং তাঁদের নেতৃত্বকে বুড়ো এবং প্রাচীন নেতৃত্ব বলছে। কিন্তু আমাদের এখানে পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানকার যুব সমাজ নিজেদের মুরব্বীদের আনুগত্য পছন্দ করে। এটা কি একটি ভালো লক্ষণ ?

মাওলানা : আপনারা দেখুন, পৃথিবীর যেসব স্থানে এ ধরনের বিদ্রোহ হয়েছে, তাতে বিকৃতিই সৃষ্টি হয়েছে। যুব সমাজের কর্মতৎপরতা, কথাবার্তা সবকিছু এই বিকৃতিরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজকের যুব সমাজ এটাই চায়। আর একথার অর্থ এই নয় যে, তারা যা চায় সেটাই ঠিক। সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন যুব সমাজ সবসময় বড়দের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করবে। সামষ্টিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র সৎ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি অতীতের বহু বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দিক দর্শনও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন। যেসব জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের কর্মতৎপরতার বাগডোর বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে রয়েছে। যেসব স্থানে তরুণ বয়সের লোকেরা কোন ষড়যন্ত্র অথবা বিদ্রোহের মাধ্যমে নিজ দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব স্থানে তাদের অনভিজ্ঞতা এবং অপরিপক্কতার ফলাফল পূর্ণভাবেই প্রদর্শন করছে।

যুব সমাজের করণীয়

আল্ জামেয়া : মাওলানা! এক শ্রেণীর মতামত হচ্ছে, যেহেতু আমাদের দেশ পশ্চাদপদ, সেহেতু যুব সম্প্রদায়কে নিজেদের শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। অথচ রাজনীতিবিদরা যুব সম্প্রদায়কে নিজেদের শক্তি হিসেবে তৈরী করতে চায়। এই দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন্‌টা আপনার নিকট সঠিক মনে হয় ?

www.pathagar.com

মাওলানা ঃ ছাত্রদের জ্ঞানার্জন এবং নিজেদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে একথাটা ঠিক। এটাই তাদের মনযোগের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হওয়া দরকার। কিন্তু পাশাপাশি তাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের দেশে কি হচ্ছে। যেসব যুবক অদূর ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করছে, তাদের ভবিষ্যত চলার পথে কন্টক বিছানো হচ্ছে, আগামী কাল যা তাদেরকে সরাতে হবে। এ ক্ষেত্রে চক্ষু বন্ধ করে রাখা মোটেই ঠিক নয়। তাদেরই সামনে তাদেরই ভবিষ্যত চলার পথে কন্টক বিছানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, আর তারা এমন সব লোকদের কালো হাত চেপে ধরার চেষ্টা করবে না, এটা সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতার নামান্তর হবে। সে যাইহোক, এ ক্ষেত্রে দু'টো বিষয় একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। (১) কোন রাজনৈতিক দলে ছাত্রদেরকে নিজেদের দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এবং ছাত্ররা তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। (২) যেসব ছাত্র নিজেদের জ্ঞানার্জনের একটা পর্যায় অতিক্রম করে ফেলেছে এবং যাদের মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, দেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কি কি কাজ হচ্ছে, এবং দেশের অকল্যাণের কি কি কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, এসব বিষয়ে তাদের অবশ্যই অবগত থাকতে হবে।

ইতিবাচক পরিবর্তন

আল জামেয়া ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্ব ইসলামপন্থীদের হাতে থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেখানে ইতিবাচক কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না কেন ?

মাওলানা ঃ আসল কথা হচ্ছে যত বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে মানুষের চরিত্র নষ্ট করার কাজ হচ্ছে, তার কিছুনা কিছু প্রভাব যে ভাবেই হোক জনগণের ওপর না পড়ে পারে না। এই প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘ সময় থেকে চলে আসছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনে ইসলামপন্থী ছাত্ররা সাফল্য অর্জন করছে। শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের বৃহত্তর চত্বরের নেতৃত্ব সংস্কারের কাজেও ছাত্রদের চেষ্টা করা উচিত।

কারণ কি ?

আল জামেয়া ঃ জমিয়তের কাজ করতে গিয়ে এমন কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত হয়েছে ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র চেতনা ও বিশ্বাসের পর্যায়ে, বাস্তবে তারা ইসলামের অনুশাসন তেমন মেনে চলে না। অথচ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এরা বেশ অগ্রসর এর কারণ কি ?

মাওলানা ঃ এর দু'টি কারণ রয়েছে, হয়তো তারা না জেনে ইসলামের সঙ্গ দিচ্ছে। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন লোকদের মধ্যে এই ধরনের আবেগ প্রসুত চেতনা পাওয়া যায়। এমন আবেগ ইসলামের জন্য এতো আর্কষণ সৃষ্টি করতে পারে, যার কারণে মানুষ জীবন দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুসরণ করে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় কারণ এমন হতে পারে, একজন

www.pathagar.com

সচেতন মানুষ ইসলামকে বুঝেছে, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু দুর্বলতা রয়েছে যে, একটি কাজকে ফরয জেনেও তা আদায় করতে পারে না। একটি জিনিসকে হারাম জেনে এবং হারাম মেনেও তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। এই লোকেরা মানবাধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে, এটা অসম্ভব। এজন্য দৃঢ় চরিত্র ও উন্নত কর্মতৎপরতা শুধুমাত্র আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতেই সম্ভব। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না, সে কোন কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার বাস্তবায়িত করবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা পদদলিত করবে। যেসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার বাস্তবায়িত করতে গেলে সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেসব ক্ষেত্রে সে অগ্রসর হবে না। এসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার তারাই বাস্তবায়িত করতে পারে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে কারো অধিকার হরণ করে দুনিয়াতে বেঁচে গেলেও আল্লাহর কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক পাশ্চাত্য জাতিসমূহের উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের লোকেরা নাকি মানবিক সম্পর্ক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করে থাকে। কিন্তু একথাটি উপস্থাপনকারীরা এটা চিন্তা করে না যে, সত্যিকারভাবেই যদি তারা এমনই ভালো মানুষ হতো, তাহলে জাতিগতভাবে কেমন করে বিশ্বের অপরাপর জাতির অধিকার হরণ করে থাকে এবং কিভাবে অন্য জাতির উপর অত্যাচার করে থাকে? ব্যক্তিগতভাবে যে জাতির মানুষ ঈমানদার, সমষ্টিগতভাবে সে জাতিটিই আবার কেন বেঈমান হয়ে যায়? এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তারা নৈতিকতার ভিত্তি ও উৎস থেকে বঞ্চিত।

কর্মজীবনে পরিবর্তন

আল জামেয়া : জমিয়তে অসংখ্য ছাত্র যোগদান করছে। কিন্তু কর্ম জীবনে প্রবেশের পর তারা সেই উদ্দেশ্যের জন্য আর কাজ করে না, যেসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা জমীয়তে যোগদান করেছিল?

মাওলানা : কথাটি ঠিক তা নয়। বরং কথা হচ্ছে যে, ছাত্রদের বিরাট একটা অংশ শিক্ষা জীবনে বড় বড় এবং উঁচু আকাংখা পোষণ করে। কিন্তু শিক্ষা শেষে কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা এবং নিজের ভবিষ্যত নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে, এই চেতনা জাগ্রত হলে তখন ছাত্র জীবনে যে দুনিয়ায় বিচরণ করেছিল, তার গন্ডী থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই কারণে যত ছাত্র আপনাদের আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়, অগ্রসর হয়ে তারা সকলেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হয়ে যেতে পারে না। খুব অল্প সংখ্যক লোকই তেমনটি করে থাকে। কিন্তু এজন্য একথা মনে করে নেয়া ঠিক নয় যে, ছাত্র জীবনে সৃষ্ট চিন্তা-চেতনাটাও কর্মজীবনে চাকুরী, ব্যবসা বা অন্য কোন কাজে যোগ দেয়ার পর মন-মগজ থেকে বের হয়ে যায়। আমি বহু লোককে এমন দেখেছি, প্রথমে ইসলামী জমিয়তে তালাবার সাথে কাজ করতো। পরে জীবনের কোন একটি শাখার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই পাওয়া যায়, যারা সম্পূর্ণ পরিবর্তীত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পরবর্তী সময় যেহেতু তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় না তাই ধরে নেয়া হয়, এরা সব দুনিয়ার মধ্যে হারিয়ে গেছে এবং বর্তমানে তাদের চিন্তাধারায় সাবেক দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার তেজ অবশিষ্ট নেই। অথচ যদি আপনারা সাবেক সাথীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করেন তাহলে দেখতে পাবেন, তাদের বিশাল সংখ্যাধিক্য আপনাদেরই চিন্তা-চেতনার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিজেদের কর্মপরিধির মধ্যে সেই চিন্তা-চেতনার অনুকূল কাজ করে যাচ্ছে অথবা সে অনুযায়ী নিজের জীবনযাপন করছে।

যুব সমাজের ভবিষ্যত চিন্তা

আল জামেয়া : মাওলানা। যুব সমাজের আদর্শগত ভবিষ্যত শেষ পর্যন্ত কি হবে? আমাদের সংগঠনে যোগদানকারী যুবকদেরকে আমরা কি রকম অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দেব? আপনার মনে কি এ ধরনের কোন চিত্র অঙ্কিত রয়েছে?

মাওলানা : অর্থব্যবস্থার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন না করে কেউ এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বরং যারা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তারাও সকল যুবককে কোন অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। আদর্শগত ভবিষ্যত সম্পর্কে বলতে গেলে সত্যিকার আদর্শ ও বিশ্বাস সেটাই, যেটা কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী নয় এবং তা এমন দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা যেটাকে সত্য মনে করি, সেটাই সত্য আর সেটারই অনুসরণ আমাদেরকে করতে হবে। যার বিশ্বাস দোদুল্যমান, সে ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করতে পারে না। এজন্য বিশ্বাস হচ্ছে প্রথম শর্ত।

গণতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লব

আল জামেয়া : যেখানে অপরাপর আদর্শিক আন্দোলনগুলো শক্তি প্রয়োগ এবং অস্ত্রকে বিপ্লবের মাধ্যমে পরিণত করেছে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থাতেই কি ইসলামী বিপ্লব সাধন করা উচিত?

মাওলানা : আমি যে কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সেটা হচ্ছে, অস্ত্রের মাধ্যমে যদি এমন কোন বিপ্লব সাধন করা হয়, যার জন্য সমাজ মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে প্রস্তুত নয় সে বিপ্লব কখনো মজবুত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সমাজকে বিপ্লবের অনুকূলে তৈরী করা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। জনগণকে এর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়। আমরা যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করছি, সমাজকে সে অনুযায়ী গড়ে তোলার পর বিপ্লব সাধনের জন্য সকল বৈধ এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রের উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের সময় এবং দেশের অবস্থাকে উপেক্ষা করে কোন পরিকল্পনা করা যায় না, আর যদি করাও হয়, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

স্বল্প সময়ের জন্য দীর্ঘ আয়োজন

আল জামেয়া : ইসলাম বাস্তবে পূর্ণাঙ্গভাবে শুধুমাত্র খেলাফতে রাশেদার সময় প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনেকের মনে এই প্রশ্ন অনুরণিত হয় যে, এক লাখ চব্বিশ হাজার

www.pathagar.com

পয়গম্বরের আগমন এবং সৃষ্টিজগতের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত কর্মকান্ডের কি শুধু মাত্র এই সংক্ষিপ্ত সময়ের খেলাফতে রাশেদার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল ?

মাওলানা ঃ দেখার বিষয় হচ্ছে, দুনিয়াতে চারিত্রিক ভালো মন্দের যে চিত্র পাওয়া যায় এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য সভতার যে বিধান মানবতা অর্জন করেছে, প্রকৃতপক্ষে তা কোথা থেকে এসেছে ? এসব কিছু আগমনের মাধ্যম হচ্ছে শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণ। কোন নবীর শিক্ষার ভিত্তিতে কোন সমাজে যথার্থ ভাবে কাজ শুরু হয়ে একটা আদর্শ সমাজ গঠিত হয়ে যাওয়া তো একটা বিরাট ব্যাপার। কিন্তু যেখানে এমনটি হয় না, সেখানে নবীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একথা মনে করা ভুল। আপনারা দেখবেন, দুনিয়াতে যত সব দুষ্কৃতি পাওয়া যায়, সবগুলো নবীদের শিক্ষাকে অস্বীকার করারই ফল। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত সব শিক্ষা, সভ্যতা পাওয়া এবং আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা নবীদের মাধ্যমেই পৌঁছেছে।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর একচল্লিশ : একটি পত্রিকাকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার

জুলাই ১৯৭৭ ইং

১৯৭৭ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ম্যাগাজিন 'মাহওয়ার'-এর বার্ষিক সংখ্যার জন্য গৃহীত মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাতকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা

মাহ্ওয়ার ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় ?

মাওলানা ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বলতে এমন শিক্ষাব্যবস্থা বুঝায়, যার মধ্যে সিলেবাসের সকল দিক ও বিভাগ ইসলামী বিধান ও দৃষ্টিভংগীর আলোকে বিন্যস্ত করা হবে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের ধর্মীয় ও নৈতিক চরিত্র উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে। আরবী ভাষা, কুরআন ও হাদীসের জরুরী এবং মৌলিক শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঘোষণা করা হবে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব

মাহ্ওয়ার ঃ আপনার দৃষ্টিতে পাকিস্তানের স্থীতির জন্য ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব কতটুকু ?

মাওলানা ঃ পাকিস্তানের অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বের জন্য ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনায় আনার সময় মনে রাখতে হবে যে, দেশ ও জাতির নেতৃত্ব সর্বদা শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে থাকে। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শ্রেণী নিজেদের নেতাদের পিছনেই চলতে থাকে। শিক্ষিত সমাজের ভাঙ্গা-গড়ায় শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পথের অন্তরায়

মাহ্ওয়ার ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবার পথে কোন্ শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ?

মাওলানা ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সরকার। যারা এমন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানে না, আবার এ ব্যাপারে ভীত এবং পলায়নপর।

কাছে না দূরে

মাহ্ওয়ার ঃ আপনার দৃষ্টিতে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে পাকিস্তান ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার নিকটে এসেছে নাকি দূরে সরে গেছে ?

মাওলানা ঃ গত ত্রিশ বছরের মধ্যে পাকিস্তান ইসলামী শিক্ষার দিকে এক কদম অগ্রসর হয়ে থাকলে দু'কদম পিছিয়েছে।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

মাহ্ওয়ার ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার বলে আপনি মনে করেন ? শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনে এই চিন্তাধারার কি ধরনের প্রভাব পড়া উচিত ?

মাওলানা ঃ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্য দু'ধরনের পদক্ষেপ জরুরী। প্রথম পদক্ষেপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকেই শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ শুরু হবে বাইরের জনমতের চাপের মুখে। উভয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আন্তরিকতা, সাংগঠনিক এবং বিরামহীন সংগ্রাম-সাধনা প্রয়োজন। পাশাপাশি এই দৃষ্টিভঙ্গীও রাখতে হবে যে, জীবন একটি অবিভাজ্য একক। এ কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত না হবে, শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন সহজ এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর বিয়াল্লিশ ঃ লাহোর জমিয়তে তালাবার ইফতার মাহফিলে

সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ ইং

১৯৭৭ সালে লাহোরে ইসলামী জমীয়তে তালাবার ইফতার মাহফিলে ছাত্রদের প্রশ্নোত্তরের আসর।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভোটের মানদন্ড

প্রশ্ন ঃ ইসলামে ভোটের মানদন্ড কি ?

উত্তর ঃ ভোটের মানদন্ড বলতে কি বুঝানো হয়েছে প্রশ্নটা আমার নিকট স্পষ্ট নয়।

এর একটা অর্থ এই হতে পারে যে, ভোট প্রদানকারীর মানদন্ড কি হবে ?

আর একটা অর্থ হতে পারে, যাকে ভোট দেয়া হবে, তার যোগ্যতার মানদন্ড কি হবে ? যদি প্রশ্নের অর্থ ভোটারের মানদন্ড সংক্রান্ত হয়, তাহলে বলা যায়, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং কি উদ্দেশ্যে ভোট দিচ্ছে এটা বুঝার মতো যোগ্যতাই হচ্ছে ভোটারের মানদন্ড। জনগণের মধ্যে অনেকেই জানে যে, ভোটের অর্থ কি এবং ভোট দেয়ার জন্য কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করেন, তাঁদের উচিত, এসব বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদেরকে বুঝানো যে, ভোট কি জিনিস এবং ভোটারের দায়-দায়িত্ব কি ? ভোট দেয়ার উদ্দেশ্য এবং এর ফলাফল সম্পর্কে ভোটার যদি না জানে, এবং ভোট দেয়ার সময় কোন্ সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, ভোটার যদি তা না জানে, তাহলে এর দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের যে পদ্ধতি পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বারে বারে নির্বাচন করার যে নিয়ম নির্ধারিত রয়েছে, সে অনুযায়ী এক একটি দল জনগণের সামনে নিজ নিজ কর্মসূচী উপস্থাপন করার মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। জনগণ বুঝতে পারবে দেশের কল্যাণ ও অকল্যাণের জন্য সকলের দায়-দায়িত্ব রয়েছে তারা এও বুঝবে যে, আমরা যদি ভোটাধিকারের অপপ্রয়োগ করি, তাহলে এর ক্ষতি আমাদেরই হবে, আর যদি সঠিক পাত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করি, তাহলে তার কল্যাণ আমরাই পাবো। অতএব জনগণকে সচেতন করার জন্য এটা একটা উত্তম পন্থা। ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে অচেতন ব্যক্তির নিকট ভোটাধিকার একেবারেই মূল্যহীন, সে এটার অপচয় করে দেবে।

যদি প্রশ্নের অর্থ যাকে ভোট দেয়া হবে, তার যোগ্যতার মানদন্ড হয়, তাহলে তার উত্তর হচ্ছে ভোটারকে মনে করতে হবে, আমি যাকে ভোট দিতে যাচ্ছি, প্রকৃতপক্ষে তাকে আমার সর্বময় শাসক বানাচ্ছি। এই শাসক যদি ন্যায়বান হয়, ঈমানদার হয়, আল্লাহভীরু হয়, স্বার্থপর না হয়, রিপুর দাস না হয়, তা হলে সে সুযোগ্য লোক, আমার ভোট তাকেই দিতে হবে। আর যদি ভোট প্রার্থী বেঈমান হয়, তার পুরো জীবনটাই বেঈমানীতে পূর্ণ হয়ে থাকে, সে যদি ঘুষখোর হয়, হারামখোর হয়, তাহলে তাকে ভোট দেয়া উচিত নয়, তাকে ভোট দেয়াটা অন্যায় হবে।

ভোটের শরীয়াতসম্মত মানদন্ড

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ভোটের শরীয়াতসম্মত মানদন্ড কি হতে পারে ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ ভোটের শরীয়াতসম্মত মানদন্ড এটা হতে পারে যে, আপনারা সর্ব প্রথম এটা দেখবেন, যাকে ভোট দেয়া হচ্ছে, সে ইসলাম সম্পর্কে জানে কিনা। দ্বিতীয়তঃ তার নিজের জীবন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, তৃতীয়তঃ সে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারবে বলে তার ওপর ভরসা করা যায় কিনা ? ভোট প্রার্থীর ব্যাপারে এ তিনটি বিষয় দেখা দরকার। এটাই ইসলামের মানদন্ড।

ভোট কি ইসলামসম্মত

প্রশ্ন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ধারণা কি ইসলামসম্মত ?

উত্তর ঃ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ধারণা ইসলামসম্মত, কারণ ইসলামে সকল মুসলমানের সমান অধিকার স্বীকৃত। আর রাষ্ট্রব্যবস্থা শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অতএব কোন্ ব্যক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া যায়, সে ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করার অধিকারও প্রতিটি মানুষের থাকা দরকার। এ কারণে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয়। অতীত যুগে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ সে যুগে এ ব্যবস্থার প্রচলন বাস্তবে দুষ্কর ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমি আপনাদেরকে বলি রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর পরই কে খলীফা হবেন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হলে আরবের সকল অঞ্চলে শুধুমাত্র রাসূল (সা)-এর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাতে তিনমাস সময় লেগে যেতো। এরপর নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের ফলাফল রাজধানীতে পৌঁছাতে আরো তিন/চার মাস লেগে যেতো। এই ছয়/সাত মাস সময়ে যখন আরব মূর্খরা ধর্মত্যাগী হওয়ার প্রায় দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল, সে সময় কে দেশ পরিচালনা করতো ?

জনগণকে এই যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দেয়া হয়েছে। এই সুযোগে তাদের মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাদেরকে ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা উচিত ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে কতগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা জনগণের দুর্বলতা খোঁজ করে, কোন্ সামগ্রীর বিনিময়ে জনগণকে খরিদ করা যায়, কোন্ কোন্ জিনিসের মাধ্যমে তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করা যায়, ইত্যাদি বিষয়সহ তাদের সকল দুর্বলতাকে খুঁজে বের করে এবং তা ব্যবহার করা হয়, যাতে করে জাতিকে আরো অধিক দুর্দশায় নিপতিত করা যায়। এটা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার পদ্ধতির একটা ক্ষতিকর দিক। আর কল্যাণকর দিক হচ্ছে, যদি দেশে ঈমানদার লোকদের নেতৃত্বাধীন কোন দল থাকে তা হলে প্রতিটি নির্বাচন উপলক্ষ্যে তারা নাগরিকদের মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে, তাদেরকে রাজনৈতিক জ্ঞান দান করবে তাদের মধ্যে দ্বীন বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করবে এবং তাদেরকে একথাও বুঝাবে যে, কোন্ ধরনের লোকদের মাধ্যমে দ্বীনী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে। এভাবে শয়তান এবং আল্লাহ্র বান্দাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত জনগণ ঈমানদার লোকদেরকে পছন্দ করতে শুরু করবে এবং ধোঁকাবাজ লোকদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকবে। আমি বলি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে যদি চার/পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসতো

www.pathagar.com

তাহলে এত দিনে জনগণের সচেতনতা অনেক উন্নত হতো। নির্বাচন হলে পুরো বেঈমানী এবং ধোঁকাবাজীর নির্বাচন হয়, অথবা দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনই হয় না, এভাবে এ জাতির ওপর সীমাহীন জুলুম করা হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতির সীমা

প্রশ্ন : ছাত্ররা কোন্ অবস্থায়, কিভাবে এবং কোন্ সীমা পর্যন্ত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে?

উত্তর : সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ করা ঠিক নয়। দেশের ভবিষ্যতের জন্য যে কন্টক বিছানো হবে তা ছাত্রদেরকেই আগামীতে পরিষ্কার করতে হবে এবং যদি কোন ভালো কাজের ভিত্তি স্থাপিত হয় তার কল্যাণকর ফলাফলও ছাত্ররাই আগামীতে ভোগ করবে। এ কারণে দেশের ভবিষ্যত দুষ্কৃতিকারীদের হাতে না গিয়ে বরং ভালো লোকদের হাতে যেন যায়, তা নিশ্চিত করার সুযোগ যদি আসে তবে ছাত্রদেরকে নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কাজ করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে জনগণকে সচেতন করার জন্য এবং ধোঁকাবাজদের হাত থেকে তাদেরকে নিরাপদ করার জন্য, জনমতকে ন্যায়ের পক্ষে প্রস্তুত করার জন্য এবং ন্যায়ের পক্ষে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে ছাত্র সমাজের ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তায়।

প্রশ্ন : এই দেশে নির্বাচন না হলে পাকিস্তানের রাজনীতির গতি কি হবে?

উত্তর : এটা এমন একটা প্রশ্ন, যার উত্তর সবজান্তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যই সামরিক বিপ্লব হচ্ছে। সামরিক বাহিনী নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে এরই ভিত্তিতে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয়। দেশের কল্যাণকামী দলগুলো এই উদ্দেশ্যেই তাদের সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এবার নির্বাচন না হবার একটা পরিস্থিতি তো এটা হতে পারে যে, কোন পার্থিব অথবা দৈব বিপদ শুরু হলে নির্বাচন হতে পারে না। আল্লাহ না করুন এটাও হতে পারে যে, বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরকে উৎখাত করে অন্য কোন গোষ্ঠী ক্ষমতায় এসে নির্বাচনের সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করে দিল। আবার এটাও হতে পারে যে, বর্তমানের ক্ষমতাসীনরাই নির্বাচন দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। মোটকথা এই সমস্ত পরিস্থিতি এবং এর ফলাফল সম্পর্কে মানুষ আগেভাগে কিছু বলতে পারে না। তবে এটা ধরে নিতে পারেন, যত দেরীতেই হোক না কেন, খারাপ কাজের ফলাফল খারাপই হয়ে থাকে। লোকেরা পিপল্স্ পার্টিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়ে জয় ভুট্টো, জয় ভুট্টো করতে থাকলো। কিন্তু পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে জানা গেলো জয় ভুট্টোর অর্থ কি? এমনকি শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ভুট্টো সাহেবের জন্যও জয় ভুট্টো শ্লোগান গলায় ফাঁস হয়ে দেখা দেয়। আজ পর্যন্ত পিপল্স্ পার্টি তার মাশুল দিয়ে যাচ্ছে, অতএব, খারাপ কাজের ফলাফল কখনো ভালো হয় না। এটা অত্যাবশ্যক নয় যে, ভুল করার সাথে সাথে খারাপ ফলাফল হাতে এসে যাবে। এমনও হতে পারে আজকের কৃত দুষ্কর্মের ফলাফল দশ বছর পর প্রকাশিত হবে বা বিশ বছর পর। কিন্তু প্রকাশ না হয়েই পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামের দন্ডবিধি

প্রশ্ন ঃ শুধুমাত্র ইসলামী শাস্তির বিধান কার্যকর করলেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সফল করা যাবে, নাকি এ জন্য জনগণকে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত করাটা প্রথম জরুরী কাজ ?

উত্তর ঃ প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইসলাম জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করে। কেবল মাত্র একটি শাস্তিমূলক আইনই সে আপনাদের হাতে তুলে দেয় না, বরং সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করে। কেননা ঈমান ঠিক না হলে কোন কাজই ঠিক হতে পারে না। ঈমান ঠিক করার পর কিছু কিছু নৈতিক বিধান দেয়া হয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া কিছু নির্দেশাবলী দেয়া হয় যে, কোন্টা বৈধ আর কোন্টা অবৈধ। কোন্টা হালাল আর কোন্টা হারাম, কোন্ কাজের পরিণতি জাহান্নাম আর কোন কাজের পরিণতি জান্নাত। এই বিষয়গুলো মানুষের মনে গেঁথে দেয়ার পর এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যার মাধ্যমে জনগণ বিস্তারিতভাবে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে জানতে পারবে। এরপর সমাজে প্রতিষ্ঠিত দুষ্কৃতি এবং ভ্রান্ত পদ্ধতির সংশোধন করা প্রয়োজন এবং সামাজিক বিধানের সংস্কার করার দরকার। জনগণের দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতি সংশোধন করতে হবে। জনগণের মধ্যে মানবতাবোধ এবং সহমর্মিতার চেতনা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদেরকে আত্মকেন্দ্রীকতার ফাঁদ থেকে বের করার চেষ্টা করতে হবে। এই সমস্ত কিছুর সাথে সাথে ইসলামের শাস্তির বিধানও আসে। আপনাদেরকে আল্লাহ্র ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আপনাদের নিকট আল্লাহর বিধান পৌঁছানো হয়েছে, আপনারা ঈমানও এনেছেন, আপনাদেরকে দ্বীনী শিক্ষাও দেয়া হয়েছে, আপনাদের খাদ্যের ব্যবস্থাও হয়েছে, না খেয়ে মৃত্যুর মুখেও আপনাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়নি। যদি এতো সব ব্যবস্থার পরও কেউ চুরি করে, তাহলে এই মার্জিত সুন্দর সমাজে থাকার যোগ্যতা তার নেই। বাস্তবেই তার হাত কাটা দরকার। এমনভাবেই অন্যান্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

এই শাস্তির বিধানসমূহ একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থার অংশবিশেষ, এগুলোর পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। বিষয়টি এমন নয় যে, আমেরিকায় হাত কাটার বিধান চালু করে দিয়ে বলা হবে সেখানে এই পরিমাণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অথচ ইসলামের কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা শিকড় তো সেখানে প্রোথিত হতেই পারেনি।

রাজনৈতিক দলের অনুমতি

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অনুমতি কতটুকু রয়েছে ?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হতে পারে। কেননা মানুষের অনুধাবন এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সকল মানুষ একভাবে চিন্তা করে না। এ কারণে কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ অধ্যয়নের পর আপনারা দেখবেন ফকীহ্দের মধ্যে

www.pathagar.com

মতপার্থক্য হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব তৈরী হয়েছে। হানাফী মাযহাব হয়েছে, শাফেয়ী মাযহাব হয়েছে, মালেকি মাযহাব হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রেও সকলের মতামত এক রকম হতে পারে না। পৃথক দল হতে পারে। হযরত আলী (রা)-এর সময় রাষ্ট্রে নিয়মিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল, হযরত আলী (রা) তাদেরকে বলেছেন, তোমাদেরকে বায়তুলমাল থেকে অর্থ দেয়া হবে। সকলে এক সাথে মসজিদে আসবে, এক সাথে নামায আদায় করবে। সকল কাজে তোমাদের জন্য অনুমতি রয়েছে। তবে সশস্ত্র বিপ্লব করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

অর্থাৎ কোন শান্তি প্রিয় দল কোন রাজনৈতিক ভিন্নমত পোষণ করলে সে সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করা কোন অবৈধ কাজ নয়, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অধিকার কারো নেই।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিরোধী ও ক্ষমতাসীন দলের কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর ঃ জী না, এমন কোন ব্যবস্থা বর্তমান নেই। তবে এটা আছে যে, জনগণের প্রতিনিধি 'মজলিশে শুরায়' আসবে। কোন প্রস্তাবের কেউ বিরোধিতা করতে পারে বা সমর্থন করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, যে সমর্থন করলো সে স্থায়ীভাবে প্রস্তাবের সমর্থক হয়ে গেলো, আর যে বিরোধিতা করলো, সে স্থায়ীভাবে প্রস্তাবের বিরোধী হয়ে গেলো। অন্য প্রস্তাবে গতকালের সমর্থক আজ বিরোধী হয়ে যেতে পারে। বিরোধিতা অর্থ শত্রুতা নয়, দুশমনী নয়। বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে মতপার্থক্য। দ্বিমত পোষণ করার অধিকার সকলের রয়েছে। আজকের যুগের দলীয় ব্যবস্থায় একটা বিস্ময়কর ব্যাপারে রয়েছে, দলের পক্ষ থেকে ঘোষিত কোন কর্মসূচী অথবা কোন নীতির ব্যাপার সংশ্লিষ্ট দলের কোন কোন সদস্য এর বিরোধিতা করে এবং এর বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করে। কিন্তু ভোট দেয়ার সময় দলের পক্ষেই ভোট দেয়। কেননা সে সেই দলের সদস্য। এটা বেঈমানী। এই বেঈমানী ইসলাম শিক্ষা দেয় না। যদি কোন বিষয় সঠিক মনে না হয়, তাহলে কিভাবে তার পক্ষে মত দেয়া যায় ? এই দলীয় সংকীর্ণতা ইসলামে অবৈধ !

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর তেতাল্লিশ ঃ রেডিও পাকিস্তানকে প্রদত্ত সাক্ষাতকার

মার্চ ১৯৭৮ ইং

১৯৭৮ সালের ৯ এবং ১০ মার্চ পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র থেকে মাওলানার এ সাক্ষাতকার প্রচারিত হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রেডিও প্রতিনিধি : ইসলামী আন্দোলনের শ্রদ্ধেয় নেতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী! আপনার সম্মুখে রেডিওর এই প্রতিনিধি উপস্থিত হতে পারায় এই মুহূর্তটি রেডিও পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত শুভ। আল্লাহ্‌র বিশেষ দান এই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলমানেরা ত্রিশ বছরের পথভ্রষ্টতার পর আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধরতে চাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী যে, আজ আর এ ব্যাপারে কোন মতভেদ অবশিষ্ট নেই। শ্রদ্ধেয় মাওলানা! নেতা তো আরো আছে। কিন্তু আমাদের অস্থির মতিত্বের কারণে আমরা এখনো আমাদের প্রকৃত নেতাকে চিনতে পারিনি।

আজকে সীরাতে মুস্তাকীম বা সরল-সঠিক পথে চলার জন্য আমরা মহান পথ প্রদর্শক রাসূল (সা)-এর নেতৃত্বের সন্ধানী, যাতে করে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হতে পারে। শ্রদ্ধেয় মাওলানা! আপনার নিকট আমাদের প্রথম অনুরোধ হচ্ছে, আপনি রাসূল (সা)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিছু অবহিত করুন। দ্বিতীয়ত, আজকের যুগে আমরা সেই ব্যবস্থাকে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে পারি?

আজকের যুগের একটি দেশ উন্নত হবার জন্য চারটি বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়। এক : মূল ক্ষমতা কার হাতে? দুই : সংবিধান রচনকারীদের বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা কি হবে? তিন : বিচার ব্যবস্থা কতটুকু স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত? চার : প্রশাসনের সীমা, ক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য কি?

এই বিষয়গুলোর দৃষ্টিতে আপনার নিকট অনুরোধ, আপনি রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র নির্দেশনার ওপর আলোকপাত করুন। আজকের জন্য, আগামী দিনের জন্য, এমনকি সবসময়ের জন্য আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর হুকুম ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী জীবনযাপন করার জন্য এক অফুরন্ত ভান্ডারের অন্বেষায় রয়েছি আমরা। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ! আমার প্রথম উপস্থাপনা এখানে শেষ করছি।

উত্তর : রাসূল (সা) যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মৌলিক দিক ও প্রতিচ্ছবি সাধারণভাবে দেশের মুসলমানদের সম্মুখে এবং বিশেষভাবে দেশের পরিচালকদের সম্মুখে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মৌলিকভাবে রাসূল (সা) যে ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন তা হচ্ছে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো নয়। বিশ্বজগত আল্লাহ্‌র, বাতাস, পানি, আলো সহ আমাদের জীবন ধারণের প্রতিটি উপকরণ, সবকিছুই আল্লাহর, এই যে শরীর যা আমাদের অধিকারে রয়েছে এবং এর মধ্যে যেসব শক্তি রয়েছে, এর যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র দান। তাই সার্বভৌমত্বের দাবী করার আমাদের কোনই অধিকার নেই। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌত্বের দাবীও কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'দেশটা আল্লাহ্‌র, হুকুমও চলবে আল্লাহ্‌র, এছাড়া আইন রচনার অধিকার কোন মানুষেরই নেই' রাসূল (সা) এ বক্তব্যই মানুষের মন-মগজে

www.pathagar.com

বদ্ধমূল করার চেষ্টা-সাধনা করেছিলেন এবং এর ওপরই ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলেন জনগণের প্রতি।

সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়ে রাসূল (সা) মানুষকে বলেছেন যে, 'আল্লাহ্ তায়ালা' মানুষের জন্য নির্ধারিত বিধি-বিধান মানুষের নিকট সরাসরি পাঠাননি, বরং রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। এছাড়া রাসূল (সা) কোন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না, আবার স্বঘোষিত রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন না, বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে (সা) এই পদমর্যাদার জন্য নির্ধারণ করেছেন, যাতে করে তিনি (সা) জনগণকে শিক্ষাও দেবেন, তাদেরকে প্রশিক্ষণও দেবেন, তাদের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা এবং চারিত্রিক সংশোধনও করবেন এবং তাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশাবলী পৌঁছাবেন আর যারা তা গ্রহণ করবে এবং তা সত্য বলে ঈমান আনবে তাদের মাধ্যমে আল্লাহর বিধি-বিধান জারী করবেন।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি রাসূল (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়েছেন এবং তার ওপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান করেছেন, তাহলো পরকালের ধারণা। যদি মানুষ নিজেকে আল্লাহ্র সম্মুখে জবাবদিহি করার জন্য বাধ্য মনে না করে, এবং মৃত্যুর পর একদিন আল্লাহ্র দরবারে হাজিরা দিয়ে নিজের সকল কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে ; যদি বিশ্বাস না করে, তাহলে সে ইসলামের পথেও চলতে পারবে না আর সে প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু মানুষও হতে পারবে না।

রাসূল (সা) পুরো তেরটি বছর ধরে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রচার—তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের সামনে এ বিশ্বাস ও জীবনবোধগুলো উপস্থাপন করেছেন। যেসব লোক তা গ্রহণ করেছে, তিনি (সা) তাদেরকে একটি জামায়াত, দল বা একটি উম্মাত হিসেবে সংগঠিত করেছেন।

হযরত (সা)-এর যুগে মক্কা অবস্থানের শেষ তিনটি বছর এমন ছিল যখন মদীনার অধিবাসীদের একটি ক্ষুদ্র দল ঈমান এনেছিল এবং তারা রাসূল (সা)-কে তাঁর সকল সাথীসহ মদীনায় চলে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) অত্যন্ত সঠিকভাবে বলেছেন যে, "কুরআন মদীনা জয় করেছে" অর্থাৎ কোন তলোয়ার ছিল না, শক্তি প্রয়োগকারী বাহিনীও ছিল না, যার ভয়ে মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে। বরং কুরআন মজীদ যখন তাদের নিকট পৌঁছলো এবং মক্কা শরীফে কুরআন মজীদের যে সূরাগুলো নাযিল হয়েছিল, তা যখন তারা অবগত হলো সাথে সাথে তারা কেবল আন্তরিকতার সাথে গ্রহণই করেনি, বরং নিজেদের ক্ষুদ্র জনপদে রাসূল (সা) এবং তাঁর ঈমানদার সাথীদেরকে তাশরীফ আনার জন্য দাওয়াতও দিয়ে দিয়েছে। এই দাওয়াত রাসূল (সা) ও মক্কার মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য দেয়া হয়নি বরং এই দাওয়াত ছিল এই জন্য যে, রাসূল (সা) যেন তাদের শিক্ষক, অভিভাবক এবং শাসক হন, আর মুহাজির ও আনসার মিলেমিশে একটি উম্মাতে মুসলিমাহ্ গড়ে ওঠে। আর যেন মদীনায় সেই জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ওপর এই উম্মাত ঈমান এনেছে। এমনিভাবে যেদিন রাসূল (সা) মদীনা পৌঁছলেন, সেদিন

www.pathagar.com

থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের প্রথম কাজ ছিল, জনগণের মাঝে ইসলামের শিক্ষা প্রচার করা। কেননা জাহালাত বা অজ্ঞতার নাম নয়, বরং জ্ঞানের নামই হচ্ছে ইসলাম। জনগণকে দ্বীন বুঝানোর জন্য এবং বুঝে শুনে তা গ্রহণের কাজে রাসূল (সা) ও তাঁর সাথীরা নিজেদের সর্ব শক্তি নিয়োজিত করেছেন। ক্রমে ক্রমে এই জ্ঞান সম্প্রসারিত হতে লাগলো এবং মানুষ তা জেনে শুনে গ্রহণ করতে লাগলো। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং এর ভিত্তি সুদৃঢ় হতে থাকলো।

দ্বিতীয় যে বিরাট কাজটি তিনি (সা) করেছেন, তা ছিল মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করে এমন একটি ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যার সবকিছু সচ্চরিত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত। কোন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা, সে ব্যবস্থা যতই উন্নত হোক, সেখানকার বিধান যতই শ্রেষ্ঠ হোক, যদি সে রাষ্ট্রের কাঠামো উন্নত চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, যদি এর পরিচালকবৃন্দ উন্নত নৈতিকতা ও কর্মতৎপরতার অধিকারী না হয়, যে সমাজে সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানকার লোকেরা যদি ঈমানদার ও আল্লাহভীরু না হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা কখনো সাফল্যের সাথে চলতে পারে না। এ কারণেই রাসূল (সা) ঈমানের দাওয়াত ও দ্বীনের শিক্ষা প্রচারের পর যে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে চরিত্রের সংশোধন। তাঁর (সা) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতিরই এই দাবী ছিল যেন লোকদের চরিত্র ঠিক এই ব্যবস্থার গতিধারার অনুকূলে প্রবাহিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় না। ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে জবরদস্তি আনুগত্য করানোর এবং জনগণকে চাপের মুখে অনুগত বানানোর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র এটা বলে দিলেই হয়ে যায় যে, অমুক কাজটি করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন এবং অমুক কাজটি করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। এরপর লোকেরা নিজেরাই নির্দেশাবলী মেনে চলে। রাসূল (সা)-এর রাষ্ট্রে কোন পুলিশ ছিল না। কোন জেলখানা ছিল না, কোন গোয়েন্দা ব্যবস্থা ছিল না এরপরও একথা কল্পনা করা যায় না যে, তাঁর (সা) পবিত্র মুখ থেকে কোন নির্দেশ জনগণের নিকট পৌঁছেছে আর তারা তা অমান্য করেছে।

এ ব্যাপারে মদ্যপানের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকেই উদাহরণ হিসেবে দেখুন। যখনই মদীনার জনপদে মদ্যপান হারাম হবার ঘোষণা প্রচারিত হলো, তৎক্ষণাৎ মদের মটকাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হলো। আর মদ্যপায়ীদের হাত যেখানে ছিল সেখানেই থেমে গেল। আইনের প্রতি এ ধরনের আনুগত্যের দৃষ্টান্ত গোটা মানবজাতির ইতিহাসে বিরল। পক্ষান্তরে আমেরিকা তাদের জনগণকে মদ্যপানের অপকারিতা এবং ক্ষতিকর দিকসমূহ বুঝানোর জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ব্যাপক আকারে উদ্যোগ গ্রহণ করে মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়েছে। জনগণের রায়ের ভিত্তিতে মার্কিন সংবিধান সংশোধন করে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার বিধান পাশ করা হয়েছে। কিন্তু যেদিন এই আইন পাশ হয়েছে তার পর দিন পুরো মার্কিন মুল্লুকে এর বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত মদ পান করা শুরু হয় এবং এই

www.pathagar.com

ধারা এমন এক বিপজ্জনক আকার ধারণ করলো, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সেই বিধানটি রহিত করতে হয়েছে। এবার একটু পরখ করে দেখুন, এক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্দেশ শুনিয়ে দেয়া হয়, আর অমনি তার আনুগত্য শুরু হয়ে যায়। অপর ক্ষেত্রে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে আইন তৈরী করা হয়। আবার জনগণই তা ভেঙ্গে ফেলে। এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, একটি সৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদ ঈমান ও নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে এই উভয় জিনিস অনুপস্থিত, সেখানে আপনারা কাগজের ওপর যত ভালো আইন বা সংবিধান রচনা করুন, সমাজে তা কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাসূল (সা)-এর যুগে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কোন্ রূপে ছিল?

উত্তর ঃ সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটি ইতিপূর্বেই আমি বলেছি, রাসূল (সা)-এর শিক্ষা অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত। বাকী রইল রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ। প্রশাসন, আইন এবং বিচার বিভাগ। আর এসব রাসূল (সা)-এর রাষ্ট্রে ছিল না। তিনি (সা) নিজেই আইন ঘোষণা করতেন, বিচারকও ছিলেন, শাসকও ছিলেন, আল্লাহ্ তায়ালার মনোনিত নবীর আওতায় এই সকল ক্ষমতা তাঁর (সা) একই সত্তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল।

কিন্তু রাসূল (সা)-এর নিয়ম ছিল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলীর হুবহু আনুগত্য তিনি জনগণের নিকট দাবী করতেন। এর মধ্যে কথা বলার কোন সুযোগ কারো ছিল না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ওপরের কোন নির্দেশ না থাকতো, সে ক্ষেত্রে তিনি (সা) নিজেই সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁর (সা) নিজস্ব মতামতের সাথে মতপার্থক্য করার অধিকার সাহাবায়ে কেরাম (রা)-দেরকে তিনি (সা) দিয়েছিলেন। কখনো এমনটিও হয়েছে যে, তিনি (সা) নিজের মত ত্যাগ করে তাঁদের (রা) মত গ্রহণ করেছেন। বদর যুদ্ধের একটা বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। প্রথম দিকে রাসূল (সা) একটি স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, বদর যুদ্ধ উপলক্ষে আপনি কি এই স্থানটিতে আল্লাহ্‌র হুকুমে অবস্থান নিয়েছেন। না আপনার নিজের পছন্দ মতো অবস্থান নিয়েছেন? তিনি (সা) বললেন, "না, আমি নিজেই এ স্থানটি পছন্দ করেছি।" তখন উক্ত সাহাবী বললেন, এ স্থানটির পরিবর্তে অমুক স্থানটি যুদ্ধের দিক থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।" একথা শুনে তিনি (সা) তাঁর (রা) মতামত গ্রহণ করে নিলেন।

এসব থেকে আপনারা বুঝতে পারেন, রাসূল (সা) জনগণকে দু'ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। একটি প্রশিক্ষণ হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া নির্দেশাবলীর বিনা বাক্যব্যয়ে আনুগত্য করতে হবে। দ্বিতীয় প্রশিক্ষণটি হচ্ছে, যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্দেশ নেই, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতে হবে, লোকদেরকে মতামত প্রদানের মুক্ত অধিকারও দিতে হবে। রাসূল (সা)-এর নিজস্ব মতামতের

www.pathagar.com

সাথেও দ্বিমত পোষণ করে অন্য মতামতও পেশ করা যাবে এবং পরামর্শের পর যা সিদ্ধান্ত হবে, তা বাস্তবায়িত করতে হবে।

অপর একটা উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করুন। আহযাবের যুদ্ধের সময় যখন পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেলো, তখন রাসূল (সা) মনে করলেন, শত্রু বাহিনীর শক্তিশালী কয়েকটি গোত্রকে মদীনায় উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ দিয়ে বিরোধী শক্তির জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে ভালো হয়। আনসার সর্দাগণ রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন "এটা আল্লাহ্‌র হুকুম, না আপনার ব্যক্তিগত মত?" রাসূল (সা) বললেন "এটা আমার ব্যক্তিগত মত, আমি তোমাদেরকে বর্তমান বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চাই, যাতে তোমরা প্রায় নিমজ্জিত।" তাঁরা বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমরা যখন কাফের ছিলাম, সে যুগেও এই গোত্রগুলো আমাদের নিকট থেকে একটি দানাও নিতে পারেনি, এখন তো আমরা মুসলমান, এখন কিভাবে আমাদের নিকট থেকে কোন কিছু তারা নিয়ে যাবে! এ বক্তব্য শোনা মাত্র রাসূল (সা) তাঁদের (রা) কথামতো বিষয়টি সেখানেই সমাধা করে দিলেন। যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হুকুম রয়েছে, যেখানে কোন গণতন্ত্র নেই, আর যেখানে ওপরের নির্দেশ নেই, সেখানে পূর্ণ গণতন্ত্র রয়েছে।

এবার বিচার ব্যবস্থায় আসুন! রাসূল (সা) আল্লাহ্‌র মনোনীত কাজী বা বিচারক ছিলেন। এ কারণে বিচার বিভাগও পরিপূর্ণভাবে তাঁরই (সা) হাতে ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর (সা) একটা বিশেষ নিয়ম ছিল। অর্থাৎ শুধুমাত্র ইনসাফ করাই হবে না বরং ইনসাফ যে করা হচ্ছে তা জনগণ প্রত্যক্ষও করবে। সকল মামলার শুনানী প্রকাশ্য আদালতে হতো। রুদ্ধদ্বার শুনানীর কোন দৃষ্টান্ত তাঁর (সা) বিচার ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটা ঘটনা, মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে একজন সাহাবী মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছিলেন, যাতে তাদের অবগত করানো হয়েছে যে, খুব শীঘ্রই তোমরা আক্রান্ত হতে যাচ্ছ। সে চিঠিটি ধরা পড়লো। তা ছিল একটা সরাসরি গোয়েন্দাগিরির ব্যাপার। এ যুগের লোকেরা বলবে, এমন বিপজ্জনক মামলার শুনানী তো রুদ্ধদার কক্ষে হওয়া উচিত। কিন্তু রাসূল (সা) মসজিদে নববীতে এ মামলার প্রকাশ্য শুনানী গ্রহণ করলেন। তাঁর (সা) বিচার ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোন মামলার রায় তিনি (সা) দিতেন না। এছাড়া কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ না দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য তার কোন মৌলিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হতো না। রাসূল (সা) মদীনার বাইরে যেসব কাজী বা বিচারক নিয়োগ করতেন, তাঁদেরকেও তিনি (সা) নির্দেশ দিতেন, যেন উভয় পক্ষের বক্তব্য না শুনে মামলার রায় দেয়া না হয়। বিচার বিভাগের কাজে তদবীর বা সুপারিশের দরজা তিনি (সা) অত্যন্ত কঠোরভাবে বন্ধ করে দিয়ে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশের একটি সম্ভ্রান্ত বংশের এক মহিলা চুরির অপরাধ করেছে। তার বংশের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে তার হাত কাটা না হয়। রাসূল (সা)-এর একান্ত প্রিয় সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ-এর

www.pathagar.com

মাধ্যমে সুপারিশ করানো হলো। রাসূল (সা) বললেন, "তুমি কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে সুপারিশ করছ ? তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত জাতিগুলো এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা সাধারণ মানুষের অপরাধের জন্য প্রচলিত বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিতো এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা যখন একই অপরাধে অপরাধী হতো, তাদের জন্য নমনীয়তা প্রদর্শন করতো। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের (সা) কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম।" এভাবে তিনি (সা) শুধু সুপারিশের দরজাই বন্ধ করে দেননি বরং আইনের দৃষ্টিতে সকলেই যে সমান—এই বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি এই বিধানও চালু করেছেন যে, আদালতকে ধোঁকা দিয়ে কেউ যদি ভ্রান্ত রায় নিজের পক্ষে নিয়ে যায় তাহলে এর সুবিধা শুধুমাত্র সে দুনিয়াতেই ভোগ করতে পারবে। পরকালে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কোন কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

এরপর আইন বিভাগের বিষয় আমাদের সামনে আসে। রাসূল (সা) আনীত দ্বীনের মধ্যেকার আইন-কানুনগুলো যেহেতু মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া ছিল এবং আইন তৈরীর অধিকার একমাত্র তাঁরই ছিল। সেহেতু আইন রচয়িতা হিসেবে নয় বরং রাসূল (সা)-এর অবস্থান আইন বাস্তবায়নকারী, আইনের ব্যাখ্যাকারী এবং জনগণকে সেই বিধান অনুযায়ী ন্যায় বিচার ও ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দানকারী হিসেবে ছিল। তিনি (সা) মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত করিয়েছেন এবং এর ব্যাখ্যাদান করেছেন, যা আমরা সুন্নাহ্ হিসেবে পেয়েছি। যেমন ধরুন, কুরআন মজীদে চুরি করার শাস্তির বিধান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথায় দেয়া হয়েছে যে, চোরের হাত কেটে দাও। এর বেশী বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে নেই। কোন্ পরিস্থিতিতে এই বিধান বাস্তবায়িত হবে আর কোন্ পরিস্থিতিতে হবে না, তা রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্ আমাদেরকে বলে দেয়। এছাড়া কোন্‌টাই চুরি আর কোন্‌টা চুরি নয়, কোন্ ধরনের এবং কি পরিমাণ সামগ্রী চুরির জন্য এই শাস্তি, এই বিধান কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, যদি সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে কুরআনের নির্দেশাবলীর এই ব্যাখ্যা আমরা না পেতাম, তাহলে আমরা কখনো সঠিকভাবে এই নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করতে পারতাম না। এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) নিজে বিধানদাতা ছিলেন না, বরং মূল বিধানদাতা আল্লাহ্, আর তিনি (সা) তাঁর মনোনীত সরকারী বিশ্লেষক ছিলেন। এভাবে যে বিষয়কে আমরা ইসলামী বিধান বলে থাকি, তা কুরআন ও হাদীসের সমষ্টির নাম।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা রাসূল (সা) প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব লোকদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা কর। কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ভুলবশত শাস্তি দেয়ার চেয়ে অপরাধীকে ভুলবশত মুক্তি দেয়া বিচারকের জন্য শ্রেয়। পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের ফায়সালা উভয় পক্ষ মিলে নিজেরাই ফায়সালা করুক, অথবা একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দিক অথবা কোন অন্যায়-অপরাধ গোপন করা গেলে তা গোপন করা হোক। এসব কিছু আদালতে

www.pathagar.com

মামলা পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু একবার মামলা আদালাতে পৌঁছে যাবার পর কোন ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন, অথবা গোপন করার প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এরপর আদালত নিজেই আইন অনুযায়ী বিচার করবে। আদালতের বিচারকে প্রভাবান্বিত করার সকল প্রচেষ্টা তিনি (সা) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি বিচারককে কুরআন-সুন্নাহ এবং বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী নিঃসংকোচে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন ঘোষণা করেছেন। তিনি (সা) জনগণকে এসবও বলেছেন, না জেনে-শুনে বিচার করা, অথবা জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে বিচার করা কঠিন গুনাহের কাজ। সত্যিকার বিচারক সে, যে আইন সম্পর্কে জানে এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী নিরপেক্ষ বিচার করে।

এ প্রেক্ষিতে আরো কিছু কথা বুঝে নেয়া দরকার। বর্তমান যুগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে রাসূল (সা) প্রবর্তীত ব্যবস্থা ভালোভাবে বুঝানো সম্ভব নয়। যেমন ধরুন বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের তিনটি শাখা রয়েছে ঃ প্রশাসন, বিচার ও আইন। এরপর বিধান দিয়ে আবার এসব শাখার কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। কিন্তু সে সময় অবস্থা ছিল ভিন্নতর। রাসূল (সা) মদীনা আগনের পূর্বে সেখানকার বড় বড় গোত্রের পৃথক পৃথক পরিধি ছিল। এর ভেতরেই তাদের ভূমি, বাগান, বাসগৃহ, সামাজিক মিলন কেন্দ্র ও পঞ্চায়েত ভবন ছিল। সেখানে গোত্রীয় ব্যবস্থা চালু ছিল। এছাড়া প্রতিটি গোত্র নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতো। রাসূল (সা) মক্কায় অবস্থানকালেই মদীনার বড় একটি গোত্র তাঁর (সা) পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। তাদেরই অনুরোধে তিনি (সা) বারজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, যারা নিজ নিজ উপ-গোত্রে যোগ্যতর, প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। গোত্রীয় সর্দারদের মধ্যে সৎ ও বিশ্বস্তদের সহযোগিতায় নৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ সংশোধন করাই ছিল তাদের দায়িত্ব। গোত্রীয়ভাবে যারা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সর্দার নিযুক্ত হতো, তাদের মধ্যে ঈমানদারদেরকে তিনি (সা) নেতা নিয়োগ করেছেন। এরপর তিনি (সা) মদীনা আগমন করেও এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। পার্থক্য শুধু এটুকু হয়েছিল, নগরীর মুশরিক সর্দারদের স্থলাভিষিক্ত হলেন ঈমানদার সর্দারগণ। এই পরিবর্তন ভোটের মাধ্যমে হয়নি, বরং ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক দাবীই ছিল মুসলমানগণ এগিয়ে আসবে আর মুশরিকগণ পশ্চাদপসরণ করবে। নগরীর ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য রাসূল (সা) মুহাজিরদের মধ্য থেকে বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং আনসার সর্দারদের সাথে পরামর্শ করতেন। আধুনিক যুগের আইন পরিষদ বা পার্লামেন্টের সাথে এর কোন তুলনা হয় না। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরাই প্রভাবশালী এবং যোগ্য তাঁরা মুহাজির হোন বা আনসার, প্রত্যেক জরুরী বিষয়ে প্রত্যেক জরুরী পরিস্থিতিতে, যখনই প্রয়োজন হতো পরামর্শের জন্য তাঁদেরকে ডাকা হতো। তাঁরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। বিধিমোতাবেক কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু তাঁরা এমন প্রভাবশালী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, বর্তমান যুগের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন হলে তাঁরাই নির্বাচিত হতেন। প্রতিটি বিষয়ে এঁদের প্রত্যেককেই ডাকা জরুজী ছিল না। যখন কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিতো, উপস্থিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করা হতো। এছাড়া বড় কোন সমস্যা দেখা দিলে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হবার জন্য ঘোষণা দেয়া হতো।

মদীনার বাইরে ইসলামী রাষ্ট্র বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করলে বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এই গভর্নররাই ছিলেন নিজ নিজ এলাকার প্রশাসক এবং সেনাপতি। সে যুগে কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। যখনই প্রয়োজন হতো, মানুষ স্বেচ্ছায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতো। রাসূল (সা) বিভিন্ন এলাকায় কাজী নিযুক্ত করেছেন, তাঁদের বিচারকার্যে কারো হস্তক্ষেপ চলতো না। প্রতি অঞ্চলে জনগণকে ইসলামী প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যও তিনি (সা) লোক নিয়োগ করেছিলেন। প্রশিক্ষণ অর্থ লেখাপড়া শিখানো নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে তাঁরা জনগণকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতেন, এর অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝাতেন, এবং জনগণকে রাসূল (সা)-এর সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত করতেন। এ কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক প্রশিক্ষণই দেয়া হতো। প্রশিক্ষকগণ জনগণের নৈতিক এবং মানসিক প্রশিক্ষণ সেই পদ্ধতিতেই দান করতেন যে পদ্ধতিতে রাসূল (সা) নিজে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদকে (রা) গভর্নর এবং হযরত মু'য়াজ ইবনে জাবাল (রা)-কে মুয়াল্লেম (প্রশিক্ষক) নিয়োগ করলেন।

যাকাতের ব্যবস্থা এমন ছিল যে, কোথাও তিনি (সা) নিয়মিত তহসিলদার নিয়োগ করেছেন, আবার কোথাও গোত্রীয় সর্দারদের ওপর যাকাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যে সমস্ত অমুসলিম বসতি আনুগত্য স্বীকার করে খাজনা দেয়ার অঙ্গীকার করেছে, যেখানেও কোন নিয়মিত তহসিলদার নিয়োগ করা হয়নি। খাইবার বিজয়ের পর সেখানকার অধিবাসীরা ফসলের অর্ধেক দেয়ার কথা স্বীকার করে চুক্তি করেছে, ফসল কাটার সময় রাসূল (সা)-এর কোন একজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দেয়া হতো তিনি ফসলের অর্ধেক-অর্ধেক ভাগ করে ইয়াহুদীদেরকে যে কোন এক ভাগ তুলে নেয়ার এখতিয়ার দিতেন। এমন ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে সে এই পদ্ধতিতে খাজনা আদায়ের পর ইয়াহুদীরা চিৎকার করে উঠেছে এই ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থার ওপরই আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। এটাই হচ্ছে রাসূল (সা)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র।

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! আপনার এই বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার ভিত্তিতে জন মনে প্রশ্ন জাগে যে, আজকে তো রাসূল (সা)-এর ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যেমন নেই, তেমনি সরাসরি রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মতো একটি গোষ্ঠীও নেই, এছাড়া রাসূল (সা)-এর নিজ হাতে গড়া সমাজ এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ এখন উপস্থিত নেই। এ পরিস্থিতিতে যদি এই বিকৃত সমাজে আমরা ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তাহলে প্রথমত, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে ইসলামী ব্যবস্থার ছাঁচে ঢেলে

www.pathagar.com

সাজানো হবে ? দ্বিতীয়ত; এই বিকৃত সমাজকে পর্যায়ক্রমে ও সুশৃংখলভাবে সেই আদর্শ সমাজ কাঠামোতে রূপান্তরিত করা কিভাবে সম্ভব হবে ? এ ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন কি ?

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম জেনে রাখা ভালো যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে যা বুঝায়, তা কোন বেঈমান ও অসৎ রাষ্ট্র পরিচালকের হাত দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না। আল্লাহভীতিহীন কোন আমলাতন্ত্র এটা চালাতে পারবে না, যে জনবসতির নৈতিক অবস্থা সার্বিকভাবে খারাপ এবং ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে, আমরা দীর্ঘদিন যাবত বাদশাহী ব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করেছি, যা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তারপরও তাতে ইসলামী বিধান চালু ছিল এবং সাধারণ মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব আলেম এবং আল্লাহভীরু লোকদের হাতে ন্যস্ত ছিল। যার ফলে রাসূল (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সমমানের সমাজ না থাকলেও জনসাধারণের সার্বিক নৈতিকতা এতোটা বিকৃত হয়নি, যা পরবর্তী সময়ে হয়েছে। এছাড়া জনগণও ইসলাম সম্পর্কে এতোটা অজ্ঞ ছিল না, যা পরবর্তী সময়ে হয়েছে। মদ্যপান মুসলমানদের মধ্যে প্রায় ছিল না বললেই চলে। মানুষ গুনাহের কাজ করতো, তবে প্রকাশ্যে বেপরওয়াভাবে করতো না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, যখন ইংরেজদের রাজত্ব প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে যুগের কোন কোন ইংরেজ লেখক লিখেছেন যে, চুরি সেখানে অসম্ভব ছিল। চোরের হাত কেটে দেয়া হতো। কোন মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে এটা কেউ ভাবতেও পারতো না। কোন ব্যক্তি চিন্তাও করতে পারতো না যে, একজন মুসলমান আদালতে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। সাধারণভাবে মুসলিম জনসাধারণ শিক্ষিত ছিল, শুধু তাই নয়, শতকরা একশত ভাগ লোক লেখাপড়া জানতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এটা আমাদের অবস্থা ছিল। এরপর ইংরেজ শাসন এসে আমাদের সকল নিয়ম ভেঙ্গে দিয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছে। সচ্ছল ব্যক্তিদের সাহায্য পেলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু থাকে নয়তো অচল হয়ে যায়—এরূপ অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা।

এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপার্জনের সকল দরোজা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। এছাড়া ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানদের মন-মগজ থেকে আল্লাহ, রাসূল এবং পরকালের সকল চিত্র একেবারেই মুছে দিচ্ছিলো এবং সেখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্যই উপার্জনের সকল দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এসব কিছু আমরা ইংরেজ শাসনের উত্তরাধীকার হিসেবে পেয়েছি। আফসোসের বিষয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই অবস্থা পরিবর্তনে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি, বরং ইংরেজ আমলে আমরা যতটুকু বিকৃতির শিকার হয়েছিলাম, বিগত ত্রিশ বছরে তার চেয়ে বেশী বিকৃতি আমাদের হয়েছে। এখন যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন রাতারাতি দৃষ্টিগোচর হবার কোন সম্ভাবনা নেই। দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এবং সরকারের সকল প্রশাসনিক

www.pathagar.com

নীতি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার এবং জনগণের নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের কাজে লাগানোর মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের হাতে যদি দেশের সকল উপায়-উপকরণ ও প্রচার মাধ্যম থাকে তাহলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কিছুটা থাকে। এছাড়া কোন অবস্থাতেই তা সম্ভব নয়। যে গতিতে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে এবং সার্বিক নৈতিক সংশোধিত হবে, সে গতিতেই দেশ ইসলামী ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে।

এ বিষয়গুলোর প্রত্যাশা নিয়েই আমরা অগ্রসর হয়েছি যে, ইংরেজ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলমানদের হাতে আসবে এবং তারা উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন করবে। প্রচার মাধ্যম পূর্ণাঙ্গভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঈমান ও সঠিক ইসলামী চরিত্র গঠনের কাজে ব্যবহৃত হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী সমাজের একজন সদস্য এবং একজন নাগরিক তৈরীর উপযোগী করে গঠন করা হবে। ইসলাম বিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করা হবে। পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের শিক্ষা চালু করা হবে। জনসাধারণের মধ্যে হালাল-হারামের পার্থক্য করার মত সচেতনতা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা হবে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, উল্লেখিত আশাবাদগুলোর কোনটাই পূর্ণ হয়নি। যদি সে সময় থেকে রাষ্ট্র নিজের সকল উপকরণ-সরঞ্জাম উল্লেখিত কাজে ব্যবহার করতো, তাহলে আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর হতো।

এখন বরং আমাদের সম্পূর্ণ নূতন করে কাজ করতে হবে। ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত করার জন্য অবশ্যই কাজ করুন। ইসলামী আইনের সংকলন ও বিন্যাস সাধন করুন। যাতে করে আদালতগুলো সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতে পারে। তবে এটাই একমাত্র কাজ নয়, যার মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য সর্বাধিক জোর দিতে হবে। প্রচার মাধ্যমগুলোকে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অনৈতিকতা এবং অন্যায় ছড়ানোর পরিবর্তে মুসলমানদের ঈমান ও ইসলামী আকীদা বুঝানো এবং তাদের মানসিক সংশোধনের কাজে লাগাতে হবে। ইসলামী চরিত্র কাকে বলে, কুফরী চরিত্র কোন্‌টা, এই উভয়বিধ চরিত্রের মধ্য পার্থক্য কি, জনগণকে এটা বুঝাতে হবে। প্রথমেই আমি বলেছি, যে সমাজে সর্বাগ্রে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শুধুমাত্র সে সমাজেই ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর সেই ঈমানের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ব্যবস্থা, পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা, পূর্ণাঙ্গ অর্থব্যবস্থা, পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পূর্ণাঙ্গ আইনের শাসনের ইমারত দাঁড় করানো হয়েছিল। এখন যদি আমরা সেই আদর্শ যুগের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এই পদ্ধতিতেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। জনসাধারণের অন্তরে যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান, কুরআনের প্রতি ঈমান এবং পরকালের প্রতি ঈমান দৃঢ়তার সাথে বসানো না যায়, তাহলে শুধু মাত্র আইন পরিবর্তন করলে কোন কাজ হবে না। আপনারা জানেন,

www.pathagar.com

আমাদের এখানকার পুলিশ মিথ্যা মামলা তৈরীর ব্যাপারে বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো খ্যাতি অর্জন করেছে। সাক্ষীদের অবস্থা হচ্ছে এমন যে, আদালতে গিয়ে সত্য স্বাক্ষ্য দেয়ায়ই বরং তাদের নিকট গুনাহের কাজ প্রতীয়মান হয়। আদালতটা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ারই স্থান হিসেবে জনগণের নিকট পরিচিত। স্বয়ং পুলিশ নিজেই মিথ্যা স্বাক্ষীদের একটা গোষ্ঠী তৈরী করে রাখে। শুধুমাত্র এই দু'টি দিক সামনে রেখে অনুমান করুন। আমাদের এখানে ইসলামী বিধান সঠিকভাবে কিভাবে বাস্তবায়িত হবে। যেখানে এসব বিধান বাস্তবায়নের সকল সাংগঠনিক কাঠামোই বিকৃত হয়ে আছে। ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে বর্তমান রাষ্ট্রের জন্যও এবং ভবিষ্যত রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য দেশের প্রশাসনকে সংশোধন করে নেয়া প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়া দেশের সকল উপায়-উপকরণ মুসলমানদের মনে ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করার কাজে নিয়োজিত করা দরকার। তাদের চরিত্র সংস্কার করতে হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ জনাব, বলা হয়ে থাকে এ জাতি 'ডান্ডার গোলাম' এটা জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাহলে কি ইসলামী ব্যবস্থাও এখানে ডান্ডার জোরে প্রতিষ্ঠা করা হবে ?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যবস্থায়ও ডান্ডার বা লাঠির একটা স্থান রয়েছে, তবে সেটা সবকিছুর শেষে। ইসলামের নিয়মটা এমন যে, প্রথমে মানসিক সংশোধনের কাজ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করা হয়, যাতে করে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন সাধিত হয়। এরপর জনগণের চরিত্র গঠনের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করা হয়। ফলশ্রুতিতে গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লায়-মহল্লায় এবং দেশের আনাচে-কানাচে জনগণের সহায়তায় অসৎ লোকদের দমন করে নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের মধ্যে দ্বীনদারী এবং নৈতিকতা সৃষ্টির চেষ্টা করার মতো লোক তৈরী হয়ে যাবে। এভাবে দেশব্যাপী এমন একটি জনমত সৃষ্টি হবে, যার ফলে অন্যায়-অসত্য মাথা তুলতে পারবে না। কোন ব্যক্তি এই বিশাল জনমতের মধ্যে বিকৃতি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করলে তার পথে অসংখ্য প্রতিরোধ গড়ে ওঠবে। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথে জীবন পরিচালিত করতে আগ্রহী হবে, পুরো সমাজটাই তাকে সহায়তা করবে। এছাড়া সমাজের লোকেরা একে অন্যের সহমর্মী এবং সহযোগী হবে, একজনের বিপদে-আপদে অন্যজন এগিয়ে আসবে প্রতিটি লোক ইনসাফপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ হবে এবং বেইনসাফীর বিরোধিতা করবে, নিজের প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে জেনে শুনে নিজের পেট ভরাকে সকলে হারাম মনে করবে, এমনটিই ইসলামের দাবী। ইসলাম একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করে। যেখানে সুদ হারাম, যাকাত ফরয, হারাম খাওয়ার দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। হালাল উপার্জনের সকল সুযোগ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, কোন ব্যক্তি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয় না। এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর আসে ডান্ডার ভূমিকা। ঈমান, চরিত্র, শিক্ষা, ইনসাফ, অর্থনৈতিক সংস্কার এবং একটি পবিত্র জনমতের চাপেও যে ব্যক্তি সংশোধন হবে না, সে ব্যক্তি পিটুনি

www.pathagar.com

খাওয়ারই উপযুক্ত। আর ডান্ডা তার ওপর এমন নির্দয়ভাবে প্রকাশ্যে ব্যবহৃত হবে, যা দেখে সেই সব লোকেরও মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসা হয়ে যাবে, যাদের মনে অন্যায় কাজের ইচ্ছা রয়েছে।

লোকেরা ইসলামের উল্লেখিত বিস্তারিত কর্মসূচীর কথা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র কঠোর শাস্তির বিষয়ে একদেশদর্শী আলোচনা করে ইসলামের সাথে বিরাট অন্যায় অবিচার করে থাকে। ইসলাম প্রথমে জনগণের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি করে, অতপর তাদের চরিত্রে পবিত্রতা আনয়ন করে। পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এমন একটি সুদৃঢ় জনমত সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে সৎ প্রবণতা ও কল্যাণকামিতা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে এবং অনাচার ও অপরাধ বিস্তার লাভ করতে পারবে না। এরপর এমন সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যায় করা কঠিন এবং ন্যায় কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। অনৈতিকতা, অন্যায়, বিস্তার লাভ করার সকল দ্বার বন্ধ করে দেয়া হবে। এসব কিছুর পর ডান্ডা হচ্ছে সর্বশেষ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একটি পবিত্র সমাজ থেকে অপবিত্রতার এমনভাবে মূলোৎপাটন করতে হবে যে, তা আর মাথা তুলতে না পারে। এবার বলুন, এমন একটি সুন্দর সঠিক ব্যবস্থার দুর্নাম করার জন্য সর্বশেষ কর্মসূচীকে সর্বপ্রথম কর্মসূচী হিসেবে বর্ণনা করে এবং মাঝখানের সবকিছুকে এড়িয়ে চলার চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে।

প্রশ্ন : রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি যাকিছু বলেছেন, অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এমন ব্যবস্থা বাস্তবে রূপলাভ না করবে এবং ঈমানদার, উন্নত চরিত্র সম্পন্ন, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী এমনকি নৈতিক ও বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসারী এবং এ ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত আপনার বর্ণিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকের যুগে সরকার পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনকে মাধ্যম মনে করা হয়। রাসূল (সা)-এর পবিত্র যুগের দৃষ্টান্তের আলোকে দয়া করে বলবেন কি যে, এই পাশ্চাত্য ধাচের নির্বাচনকে ইসলামের শুরার ব্যবস্থার (পরামর্শ ব্যবস্থা) মধ্যে কতটুকু আত্মস্থ করা যাবে এবং কিভাবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে?

উত্তর : মনে রাখবেন যে, এ মুহূর্তে আমরা যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। আর যে গন্তব্যস্থলে আমাদেরকে পৌঁছতে হবে সুনির্দিষ্টভাবে তা চোখের সামনে রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পছন্দের হোক বা অপছন্দের, উল্লেখিত গন্তব্যস্থলের দিকেই অগ্রসর হবে। যাত্রা শুরুর স্থান নিসন্দেহে এই নির্বাচনই হবে। কেননা আমাদের এখানে এই পদ্ধতিতেই সরকার পরিবর্তীত হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্র প্রধানদেরকেও এভাবেই পরিবর্তন করা যায়। এ মুহূর্তে এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা উপস্থিত নেই, যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তন করা যায় এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের নির্বাচিত করা যায়। এখানে আমাদের প্রচেষ্টা হবে যেন কেউ ধোঁকাবাজী, বেঈমানী, আঞ্চলিক,

www.pathagar.com

ধর্মীয় অথবা আত্মীয়তার প্রভাব, মিথ্যার প্রচারণা, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, ভোট কেনা, জাল ভোট দেয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তেনের অন্যায় পথ অবলম্বন করতে না পারে। নির্বাচন যদি বিশ্বস্ততার সাথে হয়, জনগণ স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায়, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দল ও ব্যক্তিরা নিয়মমাফিক জনগণের সামনে নিজেদের উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি পেশ করে এবং যে কোন দল বা ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী পছন্দ করার অধিকার জনগণের ওপর ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রথম নির্বাচনেই আমরা জনগণের চিন্তাধারা এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের মাপকাঠি পরিবর্তনে সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ নাও করতে পারি। কিন্তু যদি নির্বাচনী ব্যবস্থা শুদ্ধ ও অবিকৃত রাখা যায়, তাহলে একটি সময় এমন আসবে, যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে ঈমানদার লোকদের হাতে চলে আসবে। এরপর আমরা বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে সঠিক ইসলামী বিধানের অনুসারী আদর্শ ইসলামী নির্বাচন পদ্ধতি পুনপ্রবর্তনে সফল হতে পারি। আপনারা এক লাফে রাতারাতি শেষ গন্তব্যে পৌছতে পারবেন না।

প্রশ্ন : মাওলানা! এখানে যদিও আরো কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সুস্থ রাখলে অন্য কোন অনুষ্ঠানে সুযোগ মতো তা জেনে নেয়া যাবে। তবে সর্বশেষে একটি কথা আমি আপনার নিকট থেকে জেনে নিতে চাই। আপনি যে মিশনকে নিজের জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত করেছেন এবং যেভাবে আপনি সারাটি জীবন ধরে এর জন্য সংগ্রাম করেছেন, এভাবে আলহামদুলিল্লাহ্, আজকে যেখানে উপনীত হয়েছেন, যেখান থেকে গন্তব্যস্থলকে খুব নিকটবর্তী মনে হয়। এখন আমি জানতে চাই, আপনি উল্লেখিত গোটা পরিস্থিতিকে আপনার সংগ্রামের আলোকে কিভাবে মূল্যায়ণ করেন। এই সংগ্রাম আপনার দৃষ্টিতে সত্যিকার অর্থে যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা, আর আপনার মিশন কি প্রকৃতপক্ষে সফল হয়েছে?

উত্তর : এটা আমার জন্য একটা কঠিন প্রশ্ন। আমি কোন কৃতিত্বের দাবীদার নই। নিজের প্রশংসাও নিজে করতে চাই না। অবশ্য আমি এটা অনুভব করছি যে, বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে ব্যাপক পরিমন্ডলে ইসলামী চিন্তাধারা বিস্তারের কাজ হয়েছে, আর সেটা শুধু আমি একাই করিনি, অন্যান্য ব্যক্তিরাও এ কাজ করেছেন। এর ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট অংশ এখন ইসলামের সমর্থক হয়ে গেছে, যদিও তাদের চরিত্র পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী গঠিত হয়নি। তথাপি তাদের মধ্যে ইসলামের বাস্তব ধারণা এবং ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ম্যাকলে প্রবর্তীত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেসব প্রতিষ্ঠানে আল্লাহ্র রহমতে যুবকদের এক বিরাট অংশ এমনভাবে তৈরী হয়েছে, যারা ইসলামের সাথে গভীর এবং আন্তরিক সম্পর্ক রাখে, এছাড়া তাদের মধ্যে ব্যাপকহারে ইসলামের ধারণা-চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। এরপর আমাদের সমস্যা হলো, জনগণ অশিক্ষিত। এদের মধ্যে কিভাবে ইসলামের জ্ঞান ও চেতনা বিস্তার করা যায়, কেননা ভোটারদের

www.pathagar.com

অধিকাংশই অশিক্ষিত। এ কারণে শিক্ষিত জনগণের শতকরা একশত ভাগও যদি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চায়, তারপরও তারা সফল হবে না।

এ পর্যায়ে শহরের শ্রমিক এবং গ্রামের অশিক্ষিত জনপদে ইসলামের জ্ঞান বিস্তারের কাজে শিক্ষিত যুব সমাজ এবং আলেম সমাজ নিয়োজিত হোক এটা আমার নিকট অত্যন্ত জরুরী। এ জন্য সাধারণ জনতার শিক্ষিত হবার প্রয়োজন নেই। রাসূল (সা)-এর যুগে বই-পুস্তকের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার হয়নি, মুখে মুখেই হয়েছে। তাই আজও দ্বীন বুঝানোর জন্য সর্বপ্রথমে এই পুরো জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত বানানো বাধ্যতামূলক নয়। রাসূল (সা)-এর সময়ের মত আজকে জনসাধারণকে মুখে মুখে শিক্ষাদানের মাধ্যমে দ্বীন বুঝানো সম্ভব। বড় বড় গুনাহের ভীতি তাদের মনে বসিয়ে দেয়া সম্ভব। ফরয ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীগুলো মনে বদ্ধমূল করে দেয়া যেতে পারে। হালাল-হারামের পার্থক্য তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া যায়, নেক কাজে উত্তম পুরস্কারের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। যে কুরআনের আয়াত আর হাদীসে রাসূল (সা) আরব বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। তা আজও নিজের যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে তা দিয়ে সমাজ সংশোধনের কাজ নিতে হবে।

'তোমরা সকলের চোখ এড়াতে পার, কিন্তু আল্লাহ্র চোখ থেকে কোন অবস্থাতেই বাঁচা সম্ভব নয়।' একথাটা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপস্থাপনের মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমরা জনগণের মনে বদ্ধমূল করতে পারি। সকল শাস্তি থেকে তোমরা বেঁচে যেতে পার, কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। তোমাদের পূর্ণ আমলনামা তৈরী হচ্ছে। একদিন অবশ্যই তোমাদেরকে মরতে হবে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র আদালতে হাজির হতে হবে। তোমরা নামায ত্যাগ করবে, রমযানে প্রকাশ্যে খাওয়া-দাওয়া করবে দ্বীনের অবমাননা করবে, নির্লজ্জের মতো গুনাহের আবর্জনায় লটোপুটি খাবে, মানুষের হক নষ্ট করে, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করে, মানুষ হত্যা করে আল্লাহ্র সম্মুখে যাবে, আর সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে এটা কখনোই হতে পারে না। এই দুনিয়ায় তোমরা চালাকী করে বেঁচে যেতে পার, কিন্তু আল্লাহর আদালত থেকে কিভাবে বেঁচে যাবে? এ বিষয়টি আপনারা যদি সাধারণ মানুষের মনে বসিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন ক্রমে ক্রমে আমাদের জনবসতিগুলোতে সঠিক ধ্যান-ধারণা এবং নৈতিক চেতনা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

এসব কিছুর পর যখন জনগণ মনে করবে যে, এবার আমাদের দেশে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচনের সময় তারা নিজেরাই চিন্তা করবে এ কাজ সমাধা করার জন্য কিভাবে লোকদেরকে অগ্রসর করা যায়। অসুস্থ হলে কোন্ ডাক্তারের নিকট যেতে হবে, সাধারণ মানুষ তা জানে। কোন মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হলে কোন্ উকিলের কাছে যেতে হবে তাও তারা জানে। এভাবে আপনারা জনগণের মধ্যে ইসলামী ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি করে দিলে তারা নিজেরাই ইসলামী ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লোকদেরকেই নির্বাচিত করবে।

www.pathagar.com

প্রথম বার যদি তারা কিছু ভুল-ত্রুটি করেও ফেলে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তা আর করবে না ইনশাআল্লাহ। তবে শর্ত হচ্ছে, জনগণের শিক্ষা দান কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে এবং সরকার ইসলাম থেকে সরে গিয়ে কোন কাজ করলে তার যুক্তিসঙ্গত এবং গঠনমূলক সমালোচনা চালু রাখতে হবে। তারপর ঘটনাক্রমে কখনো যদি ভ্রান্ত লোকদের সংখ্যাগুরু সদস্য নির্বাচিত হয়ে যায় এবং তারা দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে অবৈধ পন্থায় নির্বাচিত হতে চায়, তাহলে তাদেরকে ঠিক তেমনি গণআন্দোলনের মুখোমুখী হতে হবে, যেমন আন্দোলনের মাধ্যমে ভুট্টোর মতো স্বৈরাচারীকেও উৎখাত করা হয়েছিল।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের কিছু কিছু অংশ বিশেষ দৃষ্টিতে রাখতে হবে। যেমন শ্রমিকদের ইউনিয়ন রয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক হারে এই চিন্তাধারা প্রচার করতে হবে যে, তোমাদের জন্য ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতি সমাজতন্ত্র নয় ইসলাম। এর আনুগত্যের মাধ্যমেই তোমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্র শ্রমিকদের সাথে কখনও কোন ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেনি, আজও করছে না। ভবিষ্যতেও করবে না। যে সমস্ত তরুণেরা সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা পর্যলোচনা করেছে, তারা অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণাদীর মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে উল্লেখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝাতে পারবে। এ পদ্ধতিতে শ্রমিক আন্দোলনগুলোকে পর্যায়ক্রমে ইসলামী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনাও জাগ্রত করতে হবে, যাতে করে তারা নিজেরাই যাচাই করে দেখবে মার্কস-লেনিনের অনুসারীরা তাদের নেতা, না রাসূল (সা)-এর অনুসারীরা তাদের নেতা। অতপর হাশরের ময়দানে তারা মার্কস-লেনিনের সাথে উঠতে চায়, না রাসূল (সা)-এর সাথে উঠতে চায় এ সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তাদের হাতেই ছেড়ে দিন।

এভাবেই কৃষকদেরও নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। সেসব সমস্যার ইসলামী সমাধানের ব্যাপারে তাদেরকে বুঝিয়ে দিন। রাসূল (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেছেন, সেখানকার অধিবাসী আনসারগণ অধিকাংশই কৃষি পেশার লোক ছিলেন। ইসলামের পূর্বে সেখানে জমিদার, কৃষক এবং ক্ষেত মজুরদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। এছাড়া গ্রাম থেকে শস্য নিয়ে আসা কৃষকদেরকে শহুরে ব্যবসায়ী ও দালালরা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে শোষণ করতো। রাসূল (সা) সেখানে পৌঁছে ইনসাফের ভিত্তিতে এসব অন্যায়ের প্রতিকার ও সংশোধন করেছেন এবং এসবের বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিবৃত রয়েছে। সেসব হাদীসের বিবরণ দিয়ে আজো আপনারা কৃষকদেরকে বুঝাতে পারেন যে, এসব সমস্যার ন্যায়ভিত্তিক সমাধান ইসলামই উপস্থাপন করেছে এবং ইসলামই তা করতে পারে।

এ কাজ যত বেশী বেশী হতে থাকবে আপনারা দেখবেন ক্রমশ নির্বাচনসমূহের ফলাফল ভালো হতে থাকবে। এবং দ্বীন সম্পর্কে জানা এবং বুঝার মতো ঈমানদার লোকেরা ততবেশী হারে নির্বাচিত হতে থাকবে। আমরা তত দ্রুত খেলাফতে রাশেদার নমুনার আলোকে সমাজ গঠনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : জনাব, এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। আপনি বলেছেন, ইসলামী ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত এবং পর্যায়ক্রমেই তা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এই পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের সময় কি আমাদের বর্তমান বিধানসমূহ এবং পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্রের অধীনে তৈরী করা বিধি-বিধানগুলো চালু থাকবে? এই দু'টি বিপরীতমুখী ধারা পাশাপাশি চলতে পারে?

উত্তর : যুগ যুগ ধরে বিকৃত হয়ে যাওয়া জীবনব্যবস্থা পর্যায়ক্রমেই আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। ইংরেজ যুগের শিক্ষাব্যবস্থাকে রাতারাতি পরিবর্তন করে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর ধরে সিনেমা এবং অশ্লীল ছবি, দিনরাতের গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশায় সমাজ, মদ, জুয়াসহ অপরাপর হারাম কাজের ফলশ্রুতিতে সাধারণ গণমানুষের নৈতিক চরিত্রে যে বিকৃতি অব্যাহত গতিতে চলে আসছে, সেটাকেও একদিনে পরিবর্তন করা যাবে না। তবে সেই কাংখিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদেরকে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে হবে এবং যেসব অপকর্ম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে তা নির্মূল করতে হবে। ঠিক এভাবেই আমাদেরকে আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও কাজ করতে হবে। কুফরী যুগের যেসব আইন বিধির ইসলামী আইনে পরিবর্তন আজই সম্ভব, সেটাকে আজই পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। আর অন্য যেসব ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে মনে হয়, তাও বাস্তবায়িত করতে কোন অবস্থাতেই বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা যে মুসলমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে কার্যত ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা তার উচিত প্রতি বিভাগে একই সাথে পরিবর্তনের সূচনা করা। তবে সকল বিভাগে পুরোপুরি সংস্কার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী বিধান চালু করা যাবে—এটা ভুল ধারণা। যদি আমাদের বিচারক অনৈসলামিক আইনের পরিবর্তে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা শুরু করে দেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হবে যে, এখন থেকে এখানে আর কুফরী ব্যবস্থা চলবে না, এবং ইসলামী বিধানই এখানে চালু হবে। এটা সেইসব সামষ্টিক কাজের অন্যতম, যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা জনগণের মন-মানসিকতা পরিবর্তনে সহায়তা পেতে পারেন।

ইংরেজরা যখন আমাদের আইনগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেদের আইন চালু করেছে, সে অবস্থাটা পরখ করে নিলে আপনারা বুঝতে পারবেন, তাদের ম্যাজিস্ট্রেটরা এবং জজরা তাদের আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা শুরু করে দিলে পর্যায়ক্রমে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হতে থাকলো। হারামসমূহ হালাল হয়ে গেল, আর হালালসমূহ হারাম হয়ে গেল। ইংরেজী আইন-কানুন আমাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জীবনের অপরাপর শাখায় যা কিছু বৈধ করে দিয়েছে, সেগুলোই আমাদের জীবনে চালু হয়ে গেলো। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে তা যতই ভুল এবং ঘৃণ্য হোক না কেন আমরা নিজেরাই নিজেদের বিধানগুলোকে অচল মনে করতে লাগলাম। আমাদের মস্তিষ্কে একথা বসিয়ে দেয়া হলো যে, ইসলামের বিধান শুধুমাত্র বিবাহ,

www.pathagar.com

তালাক এবং উত্তরাধিকার আইনের মধ্যে সীমিত, পার্থিব অপরাপর কাজ চালাবার যোগ্য নয়। এখন যখনই জনগণ দেখবে আদালতে ইসলামী বিধান চালু হয়েছে, ইতিহাস নিজে থেকেই পরিবর্তীত হতে থাকবে। মন-মানসিকতা থেকে বৃটিশ আইনের আধিপত্য উৎখাত হতে শুরু করবে। এ কারণে এটা ভাবা ঠিক নয় যে, জীবনের মাত্র একটি শাখা অথবা কয়েকটি শাখায় সংস্কারের কাজ করতে হবে এবং বাকী অন্যান্য শাখায় পুরনো নিয়ম প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

নির্বাচনের ব্যবস্থাই ধরুন দেখতে এটাকে জীবনের শুধুমাত্র একটি শাখা মনে হয়। কিন্তু এই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার পুরো জীবনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের এখানে নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তা হচ্ছে, মিথ্যা ওয়াদা কর, জনগণকে ধোঁকা দাও, তাদের দুর্বলতাগুলোকে সম্বল করে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ কর, মানুষের ভোট কিনে নাও, বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে ভোট আদায় কর, বিরোধীদের প্রতি খুব করে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কর, ভাইয়ে ভাইয়ে এবং অঞ্চলে অঞ্চলে অনৈক্য সৃষ্ট কর। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দাও অর্থাৎ যে করেই হোক জনগণের ঘাড়ে চেপে বস। এই গোটা ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। এই অবৈধ কর্মকান্ড অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। জনগণকে মুক্ত করে দিয়ে স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে নির্বাচন করার সুযোগ করে দিতে হবে। বিশ্বাস করুন এরই মাধ্যমে বিরাট ধরনের সংস্কার সাধিত হয়ে যাবে। দুষ্ট লোকদের ক্ষমতায় আসা দুষ্কর হয়ে যাবে। ভালো মানুষদের এগিয়ে আসা সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : জনাব, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য আধুনিক কিছু উপকরণ তো আছেই এর বাইরে আর কি পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার ? এ ব্যাপারে আমাদেরকে কি কিছু নসিহত করবেন ?

উত্তর : এই সমস্ত বিষয়ে তো আমি আমার পুস্তকাদীতে অনেক কিছুই লিখেছি আর যা কিছু লিখে ফেলেছি তা পুনরায় মুখে বর্ণনা করা আমার জন্য খুবই কষ্টকর।

প্রশ্ন : শ্রদ্ধেয় মাওলানা! আমরা কিভাবে রেডিওকে কাজে লাগাবো, দয়া করে এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন কি ?

উত্তর : রেডিওকে কাজে লাগাতে হলে এমনসব লোকদের খুঁজে বের করতে হবে, যাঁরা এক একটি বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে রেডিওতে এসে বক্তৃতা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এ কাজের জন্য এমন কিছু লোক মনোনীত করতে হবে, যাঁরা ইসলামের ঈমান সংক্রান্ত বিষয়াবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন এবং বিভিন্নভাবে তাঁদের ব্যাখ্যার প্রতিটি দিক জনগণের মন-মননে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হবে। এক ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এ কাজটি করলে জনগণের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। বিভিন্ন পেশার লোক নিজ নিজ পদ্ধতিতে বক্তব্য উপস্থাপন করলে শ্রোতারা আগ্রহভরে তাদের বক্তব্য শুনবে। ইসলামের বিশ্বাস ও চেতনা মন-মানসিকতায় বসিয়ে দেয়া সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান মৌলিক কাজ। যার মাধ্যমে

www.pathagar.com

মুসলমানদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। এভাবেই অপর এমন কিছু লোক মনোনীত করতে হবে, যারা ইসলামের ইবাদাতসমূহের গুরুত্ব, এগুলোর ধর্মীয় এবং পার্থিব অফুরন্ত কল্যাণ এবং তা পরিত্যাগ করার ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে বুঝাবেন। অপর আরো কিছু বক্তা ইসলামের নৈতিক বিধান, তার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তার উপকারিতা বর্ণনা করার জন্য মনোনীত করা হবে। আরো কিছু লোক সমাজে ছড়িয়ে থাকা খারাপ দিকগুলোর এমন আকর্ষণীয় সমালোচনা করবেন, যাতে করে জনগণের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, তারা কী সব আবর্জনার মধ্যে জড়িয়ে আছে। অপর কিছু লোক এক একটি কবিরাহ্ গুনাহ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, যার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, এসব কবিরাহ্ গুনাহ্গুলো মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই নষ্ট করে দিতে সক্ষম এবং আল্লাহ্র দরবারে এসবের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তিভোগ করতে হবে। যেমন হত্যাকান্ডের কুফলসমূহ এক একটি করে বর্ণনা করা হবে। একজন লোক যদি দুনিয়াতে দশ জন লোককে হত্যা করে, দুনিয়াতে তার একটি মাত্র শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। বাকী নয়টির শাস্তি দুনিয়ার আদালতে নয় বরং আল্লাহ্র আদালতই দিতে পারবে। একজন মানুষ হত্যার শাস্তিও দুনিয়ার আদালত একবারই মৃত্যুদন্ড দেবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তির পরিবার ও তার অনাগত বংশধরেরা এর জন্য যে ক্ষতির শিকার হবে এবং যত দিন পর্যন্ত এ ক্ষতির বোঝা তাদেরকে বহন করতে হবে, এই হিসেব দুনিয়ার আদালত কোনভাবেই নিতে পারবে না। এই হিসেব তো আল্লাহ্ আদায় করবেন এবং জাহান্নামে হত্যাকারীকে তার পুরো প্রতিফল দেয়া হবে।

রেডিওতে এভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের নিয়ম যদি চালু হয়ে যায় এবং নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ বিষয়ের ওপর পুরোপুরি চিত্তাকর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন কয়েক মাসের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে। রেডিও জনগণকে শিক্ষিত করার একটা বড় মাধ্যম। আজকে কৃষক রেডিও ছাড়া জমিতে চাষ পর্যন্ত করতে পারে না। এখন পর্যন্ত এই লোকেরা রেডিওতে নারী কণ্ঠের গান এবং এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে নির্লজ্জ ছবির এবং অনুরোধের গান শুনে থাকে। আগামীতে যদি এই শ্রোতারাই আর্কষণীয় এবং সহজবোধ্য ভাষায় নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে পায়, তাহলে এটা আশা করা যায় না যে, আল্লাহ্র নাম শুনতেই তারা রেডিও বন্ধ করে দেবে। আল্লাহ্, রাসূল (সা) এবং আখেরাতকে তো এরা অস্বীকার করে না। তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য আপনারা এই অনুষ্ঠানে রাসূল (সা)-এর যুগের, সাহাবা (রা)-দের যুগের ঘটনাবলী এবং সৎলোকদের জীবনকাহিনী দিয়ে শুরু করতে পারেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা শুনা এবং বুঝার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এই সহজ-সরল গ্রামবাসীদের মধ্যে সম্ভবত একজন লোকও এমন পাওয়া যাবে না যে রাসূল (সা)-এর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত নয়। আপনারা তাদেরকে বলতে পারেন, যেই রাসূল (সা)-এর জন্য তোমরা জীবন দিতে প্রস্তুত, তাঁর (সা) নির্দেশাবলীর অনুসরণও তো করতে হবে। তাদের মধ্যে এমন কে

www.pathagar.com

আছে যে মৃত্যুর পর আখেরাতের জীবনকে মানে না? মৃত্যুর পর কি হবে, আপনারা তাদেরকে বলে দিন। কুরআন ও হাদীস থেকে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাদেরকে শুনান। এসব শুনে তাদের শিরা-উপশিরায় শিহরণ জাগবে। শুধুমাত্র কবর আজাবের কথা শুনে তারা ডুকরে কাঁদবে।

প্রশ্ন : জনাব, আমরা রেডিওতে কৃষকদের জন্য, চাষীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান করে থাকি, শ্রমিকদের জন্য অনুষ্ঠান করি, শ্রমজীবিদের জন্যও, মহিলাদের জন্যও, শিশুদের জন্যও অনুষ্ঠান করি। সুতরাং আমরাতো শুধু গানের অনুষ্ঠানই করি না। দাবী মোতাবেক বর্তমান অনুষ্ঠানগুলো উপযুক্ত মানের হয় না—এটা অন্যকথা।

উত্তর : আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনাদের এখানে অধিকাংশ গান-বাদ্যেরই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। দ্বীন ও নৈতিক শিক্ষার অনুষ্ঠান কম হয়ে থাকে। প্রথমেই আপনারা হঠাৎ করে অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দিলে লোকেরা ভিন্ন দেশের গান শুনতে শুরু করবে। তাই অনুষ্ঠানাদি হঠাৎ করে বন্ধ করার পরিবর্তে প্রথমতঃ আপনারা সেসব অনুষ্ঠান পর্যায়ক্রমে কমিয়ে অন্যান্য অনুষ্ঠান বৃদ্ধি করতে থাকবেন। জনসাধারণকে যখন সঠিকভাবে দ্বীন বুঝানো হবে এবং হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হলে তারা আর গানের ভক্ত থাকবে না। তাছাড়া ভিন্ন দেশের গান শুনতে গিয়ে তাদের স্মরণ হয়ে যাবে যে, কেয়ামতের দিন তাদের কান তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। এই লোকগুলো কান দিয়ে কি কি বিষয় শ্রবণ করেছিল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর চুয়াল্লিশ ঃ মাদ্রাসা ছাত্রদের শিক্ষা শিবিরে

জানুয়ারী ১৯৭৯ ইং

১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান জমীয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার শিক্ষাশিবিরে প্রশ্নোত্তরের আসর।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মিস্টার-মৌলবীর দ্বন্দ্ব

প্রশ্ন : মাওলানা ! মাদ্রাসার ছাত্ররা এবং কলেজের ছাত্ররা পরস্পরকে ঘৃণা করে। মুসলমান হিসেবে আমরা এটাকে একটা বড় সমস্যা মনে করি। এর সমাধান কিভাবে করা যেতে পারে?

উত্তর : আপনাদের মাধ্যমে যা অবগত হলাম, তা সত্যিই আশ্চর্যের কথা। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের কথা আমি বলতে পারবো না, তবে ইসলামী জমীয়তে তালাবার কর্মীরা, যাদের জনশক্তির অধিকাংশই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আপনাদেরকে তাদের কাছে টানতে চায়। আপনারা তাদের সান্নিধ্যে গেলে আপনাদেরও ফায়দা হবে এবং তাদেরও।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মাওলানা পুনরায় বলেন :

তাদের মধ্যে আপনারা যেকোন দিক থেকে যে কোন দুর্বলতাই দেখুন না কেন, সে বিষয়ে তাদের দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলুন, কিংবা আমাকে জানান। আমরা ইনশাআল্লাহ তা দূর করার চেষ্টা করবো। সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করা খুবই কল্যাণকর হয়।

প্রশ্ন : মাওলানা! জমীয়তে তালাবার সাথে আমাদের কোন ভুল বুঝাবুঝি নেই। তারা আমাদের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। ঘনিষ্ঠতার সাথে তারা আমাদের সহযোগিতা করে।

উত্তর : দীর্ঘদিন থেকে আমরা এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যেনো দ্বীনী মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের একত্র ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারি। আমরা চেষ্টা করেছি, যেন তাদের মধ্যকার মতানৈক্য মিটে যায়, এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘৃণার চোখে না দেখে। আমরা চেয়েছি, তারা যেন এক হয়ে যায়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রাম চালায়। আমরা চাই, দ্বীনী এবং দুনিয়াবী শিক্ষা পৃথক পৃথক না থাকুক। বরঞ্চ একমুখী ব্যবস্থা চালু হোক, যার মধ্যে দীনী শিক্ষা এবং দুনিয়াবী শিক্ষা একীভূত থাকবে। যতদিন না এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবে, ততদিন আপনাদের পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হবে। 'মিস্টার' এবং 'মৌলবীর' মধ্যে এই যে সংঘাত বর্তমান রয়েছে, আমরা তা মিটিয়ে দিতে চাই। মুসলমানদের সামষ্টিক ক্ষতি ও অধঃপতনের এটাও অন্যতম বড় কারণ।

প্রশ্ন : মাওলানা! আপনি শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে দ্বিধা বিভক্তির কথা উল্লেখ করলেন, সে বিভক্তি ও দূরত্ব কিভাবে দূর করা যেতে পারে?

উত্তর : আমি একটু আগেও বলেছি, এখনো সে কথাটির প্রতিই জোর দিচ্ছি যে, আপনাদেরকেই পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে হবে ; একে অপরের সাথে মেলামেশা করতে হবে এবং একে অপরের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এমনটি করলে অবশ্যি ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি অপনোদন হয়ে যাবে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছ থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে

www.pathagar.com

পারবেন, আর তারাও আপনাদের দ্বীনী জ্ঞানের ভান্ডার থেকে উপকৃত হতে পারবে। তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গেলে আপনারা তাদের দেখিয়ে দেবেন এবং আপনাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গেলে তারা আপনাদের দেখিয়ে দেবেন। এভাবে আপনারা পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারেন, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যকার বিভক্তি ও তফাত দূর করতে পারেন এবং আল্লাহর পথে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারেন।

বল প্রয়োগ

প্রশ্ন ঃ সৈয়দ সাহেব ! প্রায় সর্বত্র মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি আমাদের কর্মীদের ওপর ইসলামী আন্দোলন ত্যাগ করার জন্য বল প্রয়োগ করে। অধিকাংশ স্থানে ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে আমাদের সাথী ভাইদেরকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে আমরা কেমন করে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে শরীক হবো ?

উত্তর ঃ কিন্তু তা সত্ত্বেও মাদ্রাসাগুলোতে আপনাদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে এমন কখনো হয়নি যে, লোকেরা আল্লাহর পথে কাজ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, অথচ তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দেখে ঘাবড়ে যাবেন না। বরঞ্চ সবকিছু সয়ে যেতে হবে এবং কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। কোথাও যদি ভুল বুঝাবুঝির কারণে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়, তবে তা আপনাদের কথা, আচরণ ও কর্মপন্থা দ্বারা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

পরামর্শ

প্রশ্ন ঃ মাওলানা ! দাওয়াত সম্প্রসারণের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিন।

উত্তর ঃ মানুষের হিদায়াত লাভের উৎস দু'টি। একটি হচ্ছে 'আল্লাহ তায়ালার কিতাব' আর অপরটি হচ্ছে 'উসওয়ায়ে রাসূলুল্লাহ (সা)'। এ মাধ্যমগুলো দ্বারা যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করতে পারেনি, তার জন্য হিদায়াত লাভের তৃতীয় কোন মাধ্যম নেই ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

"আল্লাহ যার জন্য কোন নূর বানাননি, তার জন্য কোন নূর নেই।"

সূরা নূর ঃ ৪০

এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাবও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান রয়েছে, আর সর্বাঙ্গীন বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য অবস্থায় রাসূলুল্লাহর জীবনাদর্শও আমাদের কাছে বর্তমান রয়েছে। প্রয়োজন কেবল মনোযোগী ও অনুসন্ধানী মানুষের। ঐকান্তিক আগ্রহ থাকবে যে কোন ব্যক্তিই সামান্য চেষ্টা করলে একথা জানতে পারে যে, আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা কি ? আর আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসূলইবা কোন পথের দিশা দিয়ে গেছেন ? এ দু'টি জিনিস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাবার চাইতে বড় কোন দুর্ভাগ্য মানুষের জন্য হতে পারে কি ? এমন প্রতিটি প্রচেষ্টাই পরম কল্যাণময় ও ধন্যবাদার্হ আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে তাঁর কুরআনের শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সীরাত পাকের আলো পৌঁছানোর জন্য নিয়োজিত।

প্রশ্ন : মাদ্রাসার ছাত্ররা আমাদের সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়াকে রাজনীতি মনে করে এবং এ কারণে তারা এ আন্দোলনের সহযোগিতা থেকে দূরে অবস্থান করে ?

উত্তর : জী হা। রাজনীতি করাটা একটা গালিতে পরিণত হয়েছে অথচ প্রকৃত অবস্থা হলো, ইসলামে রাজনীতি কোন পৃথক জিনিস নয়। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা যেসব বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো কি সমাজে চালু করার জন্যে অবতীর্ণ করেছেন, নাকি শুধু তিলাওয়াত করার জন্যে ? অবশ্যি সেসব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন চালু করার জন্যেই অবতীর্ণ করেছেন। এগুলোর বিপরীত সমাজে শয়তানের যেসব আইন-কানুন চালু আছে, আমরা সেগুলোকে নির্মূল করতে চাই। শয়তানের আইন চালু করার জন্যে যে রাজনীতি করা হয় আমরা তাকে অভিশাপ দেই। আমাদের রাজনীতি আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর আইন চালু করার জন্যে। আমরা গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌কে এ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আহবান জানাই। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের মুক্তি এবং গোটা মানব জাতির মুক্তি। এ রাজনীতিকে কেউ যদি অপছন্দ করে, তবে এটা তার বুঝের অভাব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসর পয়তাল্লিশ ঃ এম, এস, এ-র প্রতিনিধিকে দেয়া সাক্ষাতকার

মে ১৯৭৯ ইং

মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এন্ড ক্যানাডার প্রতিনিধি জবাব আনিস আহমাদ ১৯৭৯ সালের ৮ই এপ্রিল বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের চিন্তানায়ক, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (র) একটি ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। মূলত এটি এম, এস, এ-র বার্ষিক সম্মেলনের জন্যে শুভেচ্ছাবাণী হিসেবে রেকর্ড করা হয়, যদিও তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহর দিকে আহবানকারীর গুণাবলী

মাওলানা ! দারুণ অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাদের দাওয়াত কবুল করায় এবং আমাদের বার্ষিক সম্মেলন '৭৯-এর জন্যে এ বিশেষ ইন্টারভিউ দিতে রাজী হওয়ায় আমি দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যানাডার মুসলমানদের এবং এম, এস, এ-র পক্ষ থেকে আপনার প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। এটা একান্তই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহ যে, দক্ষিণ আমেরিকায় আপনার ও ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতৃবৃন্দের লিখনী ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাকে দ্রুত প্রসারিত করে চলেছে। আজ আমেরিকায় অগণিত লোক আপনাকে এক নযর দেখার জন্যে এবং আপনার পক্ষ থেকে কিছু উপদেশবাণী শুনার জন্যে অপেক্ষমান, তাদেরই প্রবল আগ্রহ ও দাবীর প্রেক্ষিতে আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ মুহতারাম মাওলানা! কুরআনে করীম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'দা'য়ী ইলাল্লাহ' বলে আখ্যায়িত করে। কুরআন এবং সীরাতে পাকের আলোকে একজন দা'য়ীয়ে হকের জন্যে কোন্ সব গুণাবলীকে আপনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ?

উত্তর ঃ আমেরিকা এবং ক্যানাডায় আল্লাহর যেসব বান্দাহ ইসলামী আন্দোলনের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দেবেন। (অসুস্থতার কারণে) আমি বেশীক্ষণ কথা বলতে পারি না। তাই সংক্ষিপ্তভাবে আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি ঃ

কুরআন করীমে একটি আয়াতে রয়েছে, তাতে একজন দাওয়াত দানকারীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَاالَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - حم السجده : ٣٣

"ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো আর ঘোষণা করলো। আমি একজন মুসলমান।"—হামীম আস সাজ্দাহ ঃ ৩৩

এ আয়াতের পূর্ণ গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে একথা মনে রাখতে হবে যে, এ আয়াত মক্কার কঠিন বিরোধিতার পরিবেশে নাযিল হয়েছে। এটা ছিলো সেই মর্মান্তিক অধ্যায়, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। সে পরিবেশে একথা বলা এবং ঘোষণা করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না যে, 'আমি একজন মুসলমান।' এরূপ ঘোষণা দেয়া ছিল হিংস্র পশুদের নিজের ওপর লেলিয়ে দেয়ার নামান্তর। এরূপ অবস্থা ও পরিবেশে প্রথম কথা এটা বলা হলো যে, সে ব্যক্তির কথাই সর্বোত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে। অন্য কথায় একজন সত্যপথের দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট্যই এটা যে, তার দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে। তার সামনে কোন প্রকার পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না। থাকবে না

www.pathagar.com

কোন দেশীয়, জাতীয়, বংশীয় কিংবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্যই তার মনের কোণে স্থান পেতে পারবে না। যে ব্যক্তি খালেছভাবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, কুরআন মজীদের শিক্ষা অনুযায়ী এমন আহ্বানকারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য এটাই হতে হবে যে, তিনি আল্লাহর একত্বের (তাওহীদের) প্রতি দাওয়াত দেবেন। তাকে এভাবে আহ্বান করতে হবে ঃ হে মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু পাওয়ার লোভ ও কামনা করবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম ও নির্দেশের আনুগত্য করো। কেবলমাত্র তাঁর বিধানেরই অনুসরণ করো।

পৃথিবীতে মানুষ যে কাজই করে, সে একথা চিন্তা করেই করে যে, আমি কার গোলামী ও আনুগত্য করছি এবং কার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। মানুষের সমস্ত তৎপরতা ও চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ লাভ।

দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, হক পথের দাওয়াত দানকারীকে আমলে সালেহ্র সৌন্দর্যে সুশোভিত হতে হবে। তাকে নেক আমল করতে হবে। একটু চিন্তা করলে এ ফরমানটার তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে, দাওয়াত দানকারীর নিজের আমলই যদি দুরস্ত না হয়, তবে তার দাওয়াতের আর কোন প্রভাবই থাকে না। তা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি লোকদেরকে দাওয়াত দেবেন, তার নিজেকেই প্রথমে সে জিনিসের প্রতিমূর্তি হতে হবে। তার নিজের জীবনে আল্লাহর নাফরমানীর এতটুকু বিচ্যুতিও যেন পাওয়া না যায়। তার নৈতিক চরিত্র এমন হতে হবে, যেন কোন ব্যক্তি তাতে একটি দাগও খুঁজে না পায়। তার আশপাশের পরিবেশ, তার সমাজ, তার বন্ধু-বান্ধব, তার আপনজন ও আত্মীয় স্বজন যেন একথা মনে করে যে, আমাদের মধ্যে এক উচ্চ ও পবিত্র চরিত্রের ব্যক্তি রয়েছেন।

কুরআন পাকের সাথে সাথে সীরাত পাকেও আমরা হুবহু এ একই শিক্ষা পাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হায়াতে তাইয়েবা সাক্ষ্য দেয় যে, যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনে হকের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই সমাজ, যাদের মধ্যে তিনি জীবনের চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেন, তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিল না, যে তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রবক্তা এবং প্রশংসাকারী ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁর যত নিকটে অবস্থান করছিল, সে তত বেশী তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিল। যে লোকগুলো থেকে তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও গোপন ছিল না, তারাই সর্বপ্রথম তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি দান করেন।

হযরত খাদীজা (রা)

হযরত খাদীজা (রা) বিগত পনেরটি বছর হুজুর (সা)-এর দাম্পত্য জীবনের একান্ত সঙ্গী ছিলেন। তিনি কোন কমবয়সী মহিলা ছিলেন না, বরঞ্চ বয়েসে হুজুর

www.pathagar.com

(সা) থেকে ছিলেন অনেক বড়। হুজুর (সা)-এর নবুয়াত লাভের সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। এরূপ একজন বয়স্কা, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমতী মহিলা, যিনি বিগত পনেরটি বছর স্বামী হিসেবে আড়ালবিহীন নিকট থেকে তাঁকে দেখেছেন, স্বামীর কোন দোষত্রুটি তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারে না। কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে স্ত্রী স্বামীর নাজায়েয কাজে শরীক হতে পারে বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার অপকর্মের প্রতি ঈমান আনতে পারে না। আকীদাগতভাবেও তিনি কোন অবস্থাতেই একথা মানতে পারেন না যে, ইনি নবী হতে পারেন কিংবা তাঁর নবী হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে হযরত খাদীজা (রা) হুজুর (সা)-এর প্রতি এত অধিক বিশ্বাসী ও ভক্ত ছিলেন যে, তিনি যখন নবুয়াত লাভের ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, তখন একটি মুহূর্ত চিন্তা না করে দ্বিধাহীন চিত্তে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর নবুয়াতকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

হযরত যায়েদ (রা)

একেবারে নিকট থেকে যারা তাঁকে জানতেন, তাঁদের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা)। একজন গোলাম হিসেবে হুজুর (সা)-এর সংসারে তাঁর আগমন ঘটে। পনের বছর বয়সে তিনিও এ ঘরে আসেন। হুজুর (সা)-এর নবুয়াত প্রাপ্তিকালে তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। অর্থাৎ গোটা পনেরটি বছর হুজুর (সা)-এর ঘরে থেকে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ থেকে হুজুর (সা)-কে দেখার ও বুঝার সুযোগ তাঁর হয়েছে। হুজুর (সা) সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটা ঘটনার মাধ্যমে আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ঘটনাটা হচ্ছে, ছোট বেলায় পিতা-মাতা থেকে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। ভাগ্য তাঁকে হুজুর (সা) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাঁর বাপ-চাচারা যখন জানতে পারলো তাদের সন্তান অমুক স্থানে গোলামী জীবন যাপন করছে, তখন তারা মক্কায় এলো। এটা হচ্ছে হুজুর (সা)-এর নবুয়াত লাভের আগেকার ঘটনা। তারা এসে হুজুর (সা)-কে বললো ঃ 'আমাদের ছেলেটাকে যদি আযাদ করে দেন, তবে এটা আমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবানী হবে।'

তিনি বললেন ঃ 'আমি ছেলেকে ডাকছি। সে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায় তবে আমি তাকে আপনাদের সাথে রওয়ানা করিয়ে দেব। আর সে যদি আমার কাছে থাকতে চায়, তবে আমি এমন লোক নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইবে আর আমি জোরপূর্বক তাঁকে দূরে ঠেলে দেব।'

তাঁর এ জবাবে তারা বললো, আপনি বড়ই ইনসাফের কথা বলেছেন। আপনি যায়েদকে ডেকে ব্যাপারটা জেনে নিন। তিনি যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। যায়েদ যখন সামনে উপস্থিত হলো, হুজুরে আকরাম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকদের চেনো ?

যায়েদ বললেন ঃ 'জী-হাঁ। এরা আমার আব্বা এবং চাচা।'

হুজুর (সা) বললেন ঃ এরা তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। তুমি যদি যেতে চাও আনন্দের সাথে যেতে পারো।

www.pathagar.com

তাঁর পিতা এবং চাচাও একই কথা বললো : 'আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি।'

জবাবে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা বললেন : 'আমি এ ব্যক্তির মধ্যে এমন সব সুন্দর গুণাবলী দেখেছি, যা দেখার পর আমি তাঁকে ছেড়ে বাপ-চাচা এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরে যেতে চাই না।

হুজুর (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে এ ছিল তাঁর খাদেমের সাক্ষ্য। একজন মনিবের প্রতি তার খাদেম কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে, কিন্তু এতো বেশী ভক্ত ও অনুরক্ত হতে পারে না যে, মনিবের প্রতি ঈমান আনবে। ঈমান আনার জন্যে মনিবের মধ্যে এমন উন্নত স্বভাব, সদাচার, পবিত্রতা এবং উচ্চ নৈতিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটতে হবে যা দেখে খাদেম যেন দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয় যে, আমার মনিব সত্যিই নবী। একথাও মনে রাখতে হবে যে, হযরত যায়েদ কোন মামুলী যোগ্যতার অধিকারী লোক ছিলেন না। মদীনায় রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবার পর তাঁকে বহু যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। হুজুর (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে এ সাক্ষ্য এমন যোগ্য ব্যক্তিরই সাক্ষ্য।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)

হযরত আবু বকর (রা) নবুয়াত লাভের বিশ বছর পূর্ব থেকে একজন প্রগাঢ় বন্ধু হিসেবে হুজুর (সা)-কে দেখার এবং জানার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের বন্ধুতা ছিল এত গভীর যে, মক্কায় যে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে গভীর বন্ধুতা ছিল তাঁদের একজন ছিলেন মুহাম্মাদ (সা) এবং অপরজন আবু বকর (রা)। একজন বন্ধু আর একজন বন্ধুকে খুবই পছন্দ করে থাকেন। মনের কথা তার কাছে বলেন, কিন্তু এমন ভক্ত কখনো হতে পারেন না যে, তাঁকে নবী বলে মেনে নেবেন। হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক নির্দ্বিধায় তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি দান একথার প্রমাণ করে যে, কুড়ি বছরের সুদীর্ঘ সময়ে তিনি হুজুর (সা)-কে পবিত্র চরিত্র, সুউচ্চ স্বভাব ও আচরণের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পেয়েছিলেন। তবেই তো তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর নবুয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন, এমন উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই নবী হতে পারেন এবং তাঁর নবী হওয়া উচিতও বটে।

হযরত আলী (রা)

হযরত আলী (রা)-এর নাম আমি প্রথমে এজন্যে উল্লেখ করিনি যে, তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছেন। কিন্তু দশ বছরের বালকও যে ঘরে থাকে, যার কাছে থাকে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সেও ওয়াকিফহাল থাকে। বিশেষ করে হযরত আলীর মতো মেধাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কম বয়স হলেও তাঁর নবুয়াতকে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর স্নেহ, সীমাহীন পবিত্র চরিত্র এবং সুউচ্চ স্বভাব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

আমলে সালেহ সম্পর্কে এ শ্রেষ্ঠ উদারহণসমূহ দ্বারা একথা পরিষ্কার হল যে, কোন ব্যক্তি যে জিনিসের প্রতি মানুষকে আহবান করবে, তার জীবনটাকেও হুবহু সে

www.pathagar.com

দাওয়াতের মাপকাঠিতে তৈরী করতে হবে, তার ব্যক্তি জীবন হতে হবে তার দাওয়াতের বাস্তব সাক্ষ্য ও প্রতিচ্ছবি। তাকে এমন পূত চরিত্র, উচ্চ স্বভাব ও আচরণের অধিকারী হতে হবে—দাওয়াত ইলাল্লাহর আওয়াজ নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলে যেন তার কথায় লোকেরা প্রভাবিত হয় এবং তার আমল যেন তার দাওয়াতের সাক্ষ্য বহন করে, আর মানুষ যেন একথা স্বীকার করে নেয় যে, এ ব্যক্তির কথা সত্য না হয়ে পারে না। লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক আর না-ই করুক, কিন্তু তারা যেন একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এ ব্যক্তি যা কিছু বলছে, আন্তরিকতার সাথেই বলছে, এ মতবাদ, এ নীতি ও দাওয়াতই তার জীবন বিধান। এ জন্যেই রাসূলে করিম (সা)-এর নিকটতম দুশমন আবু জেহেলও একবার বলেছিল ঃ

"হে মুহাম্মাদ (সা)! আমরা তো তোমাকে মিথ্যুক বলছি না। আমরা তো ঐ দাওয়াতকে মিথ্যা বলছি, যা তুমি নিয়ে এসেছ।" অর্থাৎ নিকৃষ্টতম দুশমনও তাঁর সত্যবাদিতার প্রবক্তা ছিল। এটাই হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা, স্বভাব ও আচরণের উচ্চতা।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে ঃ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ "এবং সে ঘোষণা করে—আমি একজন মুসলমান।"

একথার তাৎপর্য বুঝার জন্যে মক্কা মুয়াযযমার সেই পরিবেশকে সম্মুখে রাখতে হবে, যা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি। নবুয়াতের সে অধ্যায়ে কোন ব্যক্তির এ ঘোষণা দেয়া যে, 'আমি একজন মুসলমান' সহজ ও মামুলী ব্যাপার ছিলো না। বরং এটা ছিল হিংস্র পশুদেরকে নিজের উপর হামলা করার আহবানের নামান্তর। ব্যাস, এখন সত্য দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর এ বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হলো যে, তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর দিকে আহবানকারীই নন, কেবলমাত্র পবিত্র আমলের অধিকারীই নন, বরং তিনি নিকৃষ্টতম শত্রুদের সম্মুখে এবং চরম বিরুদ্ধবাদী পরিবেশেও নিজের মুসলমান হবার কথা অস্বীকার করেন না, লুকিয়ে রাখেন না। নিজের মুসলমান হবার কথা স্বীকার করতে এবং তার ঘোষণা দিতে কোন লজ্জা, সংকোচ ও ভয়-ভীতির পরোয়া করেন না। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেন, 'আমি মুসলমান, যার যা ইচ্ছা করুক।' অন্য কথায় দ্বীনে হকের দাওয়াত দানকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটা হতে হবে যে, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও বাহাদুর ব্যক্তি হবেন। আল্লাহর পথে ডাকা কোন ভীরু-কাপুরুষের কাজ নয়। সামান্য চোটেই যে ভেঙ্গে পড়ে এমন ব্যক্তি কখনো মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার যোগ্যতা রাখে, যে কঠিনতম শত্রুতার পরিবেশে, বিরুদ্ধতার পরিবেশে এবং মারাত্মক বিপজ্জনক পরিবেশেও ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে দন্ডায়মান হবার সৎসাহস রাখে এবং পরিণামের কোন পরোয়াই করে না। হুজুর (সা) স্বয়ং এরূপ বাহাদুরীর বাস্তব ও পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন। মক্কার ঘোরতর পরিবেশে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত পেশ করেছেন। সত্যের সাক্ষ্যের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেসব লোকদের মধ্যেই এ আন্দোলনকে জারী রেখেছিলেন, যারা ছিল তাঁর খুনের পিয়াসী এবং যারা তাঁকে এবং

www.pathagar.com

তাঁর সাহাবীদেরকে চরম অত্যাচার ও নির্যাতনে কোন প্রকার কার্পণ্য করেনি। এ ঘোরতর বিরুদ্ধতা, নির্যাতন ও মুসীবতের পরিবেশে তিনি একাধারে তের বছর যাবত দাওয়াত পেশ করছিলেন। অতপর মদীনায় পৌছার পর যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যেসব ভয়াবহ লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয় তাতেও তাঁর কদম কখনো পিছে হটেনি। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয়ের প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়ে, হুজুর (সা) স্বয়ং তখনো যুদ্ধের ময়দানে কেবল নিজ স্থানে শুধু অটলই ছিলেন না, বরং সম্মুখে শত্রুদের সারির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং তিনি যে কে সে কথাও গোপন রাখেননি। তিনি বলছিলেন ঃ أَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبْ - أَنَا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ - "মিথ্যার লেশ নেই আমি নবী মহাসত্য—জেনে রাখো আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।"

এ ঘোষণা তিনি ময়দানে জং-এর এমন পরিবেশে দিচ্ছিলেন, যখন তিনি শত্রুদের ছোবলের আওতায় অবস্থান করছিলেন এবং সাথে মাত্র ২/৩ জন সাথীই বাকী ছিল। সে সময়ও তার 'আমি নবী' এ ঘোষণা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়—দা'য়ী ইলাল্লাহকে এমনিই সাহসী ও বাহাদুর হতে হবে। যদি দাওয়াত দানকারী হিম্মত, দৃঢ়তা ও বাহাদুরীর মতো গুণাবলীর অলংকারে ভূষিত না হয়, তবে সে এ পথে পা বাড়াবার যোগ্যতাই রাখে না। যদি পা বাড়ায়ও, তবে সে তার ভীতি ও দুর্বলতার কারণে উল্টো গোটা আন্দোলনেরই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

একথা ক'টাই আমি আপনাদের সামনে রাখলাম। একথাগুলো সম্পর্কে যদি চিন্তা করা হয়, তবে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে যে, স্বয়ং একথা ক'টাই আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের একটা গোটা কর্মসূচী। এ অনুযায়ী যে কোন স্থানে যে কোন পরিবেশে কাজ করা সম্ভব।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ※ মাওলানা মওদূদীর যুগ জিজ্ঞাসার জবাব-২য় খণ্ড
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- ※ ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- ※ মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার
  –আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- ※ ইসলামে মসজিদের ভূমিকা
  –এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- ※ কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী আকীদা
  –মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু
- ※ খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম
  –আহামদ দীদাত
- ※ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ
  –মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী
- ※ ইসলামের সমাজ দর্শন
  –মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী
- ※ মৃত্যু যবনিকার ওপারে
  –আব্বাস আলী খান
- ※ ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- ※ ভূমির মালিকানা বিধান
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- ※ গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
  –মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ※ মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য
  –মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ※ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
  –মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ※ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা
  –আবদুল করীম যায়দান
- ※ কালিমা তাইয়্যিবা
  –খলিলুর রহমান মুমিন
- ※ দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য
  –আবদুল কাদের আওদাহ

www.pathagar.com